CONTENTS

Friday, the 9th July, 1993.

Monday, the 12th July, 1993

Page

Wednesday, the 14th July, 1994

LIST OF MEMBER'S OF THE
TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY
(SEVENTH LEGISLATIVE ASSEMBLY)

SL. No. & Name of Constituency	Name of Members
1	2
1. Simna (ST)	Shri Pranab Debbarma.
2. Mohanpur	Shri Ratan Lal Nath
3. Bamutia (SC)	Shri Haricharan Sarkar
4. Barjala	Shri Arun Bhowmik
5. Khayerpur	Shri Pabitra Kar
6. Agartala	Shri Nripen Chakraborty
7. Ramnagar	Shri Surajit Datta
8. Town Bardowali	Dr. Braja Gopal Roy
9. Banamalipur	Shri Ratan Chakraborty
10. Majlishpur	Shri Dipak Nag
11. Mandaibazar (ST)	Shri Rashiram Debbarma
12. Takarjala (ST)	Smt. Kartik Kanya Debbarma
13. Pratapgarh (SC)	Shri Anil Sarkar
14. Badarghat	Shri Jadab Majumber

P.T.O

1	2
15. Kamalasagar	Shri Matilal Saha
16. Bishalgarh	Shri Samir Ranjan Barman
17. Golaghati (ST)	Shri Niranjan Debbarma
18. Charilam (ST)	Shri Ashok Debbarma
19. Boxanagar	Shri Sahid Choudhury
20. Nalchar (SC)	Shri Sukumar Barman
21. Sonamura	Shri Subal Rudra
22. Dhanpur	Shri Samar Choudhury
23. Ramchandraghat (ST)	Shri Dasarath Deb
24. Khowai	Shri Samir Deb Sarkar
25. Asharambari (ST)	Shri Bidya Ch. Debbarma
26, Promodnagar (ST)	Shri Aghor Debbarma
27. Kalyanpur	Shri Makhanlal Chakraborty
28. Krishnapur (ST)	Shri Khagendra Jamatia
29. Teliamura	Shri Jitendra Sarkar
30. Bagma (ST)	Shri Ratimohon Jamatia
31. Salgara (SC)	Shri Gopal Ch. Das

P.T.O.

1	2
32. Radhakishorpur	Shri Pannalal Ghosh
33. Matarbari	Shri Madhab Ch. Saha
34. Kakraban	Shri Keshab Majumder
35. Rajnagar (SC)	Shri Sudhan Das
36. Belonia	Shri Amal Mallik
37. Santirbazar (ST)	Shri Bajuban Reang
38. Hrishyamukh	Shri Dilip Choudhury
39. Jolaibari (ST)	Shri Brajendra Mog Chaudhury
40. Manu (ST)	Shri Jitendra Choudhury
41. Sabroom	Shri Sunil Kr. Choudhury
42. Ampinagar (ST)	Shri Debabrata Koloy
43. Birganj	Shri Ranjit Debnath
44. Raimavelly (ST)	Shri Anandamohan Roaja
45. Kamalpur	Shri Bimal Singha
46. Surma (SC)	Shri Sudhir Ch. Das
47. Salema (ST)	Shri Prasanta Debbarma

P.T.O

1	2
48. Kulai (ST)	Shri Hasmai Reang
49. Chhawmanu (ST)	Shri Purnamohan Tripura
50. Pabiachhara (SC)	Shri Bidhu Bhusan Malakar
51. Fatikroy	Shri Bhudeb Bhattacharjee
52. Chandipur	Shri Baidyanath Majumder
53. Kailasahar	Shri Tapan Chakraborty
54. Kurti	Shri Fayzur Rahman
55. Kadamtala	Shri Umesh Ch. Nath
56. Dharmanagar	Shri Amitava Datta
57. Jubarajnagar	Shri Ramendra Ch. Debnath
58. Pencharthal (ST)	Shri Anil Chakma
59. Panisagar	Shri Subodh Das
60. Kanchanpur (ST)	Shri Lenprased Malsai

TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY

S P E A K E R

Shri Bimal Singha

DEPUTY SPEAKER

Shri Niranjan Deb Barma

PANAL OF CHAIRMAN

1. **Shri Bidya Ch. Deb Barma.**
2. **Shri Tapan Chakraborty.**
3. **Shri Samir Deb Sarkar.**

S E C R E T A R Y

Shri P. K Sarkar.

GOVERNMENT OF TRIPURA
LIST OF THE MINISTERS SHOWING THEIR PORTFOLIOS

Sl. No.	Name of Ministers.	Name of Departments (S) assigned.
1.	Shri Dasarath Deb Chief Minister.	1. Finance, 2. Home, 3. Planning & Co-ordination, 4. Law, 5. Other Department which are not yet allocated to any Minister.
2,	Sri Baidyanath Majumder Minister.	1. Public Works (including IFC & PHE), 2. Labour.
3.	Sri Samar Choudhury Minister.	1. Revenue (including excise and Taxes), 2. Industries, 3. Transport.
4,	Sri Anil Sarkar Minister.	1. Education, 2. Information, Cultural Affairs & Tourism. 3. Welfare of Scheduled Castes, 4. Science, Technology and Envirnrment.

Sl. No.	Name of Ministers.	Name of Departments (S) assigned.
5.	Sri Aghore Deb Barma Minister.	1. Tribal Welfare (including ADC), 2. Trible Rehabilitation in Plantations & Primitage Group Programme. 3. Co-operation.
6.	Sri Bajuban Reang Minister.	1. Agriculture (including Horticulture)
7.	Sri Keshab Majumder Minister.	1. Health & Family Welfare, 2. Power, 3. Local Self Goverment.
8.	Sri Gopal Das Minister.	1. Animal Husbandry, 2. Jail.
9.	Dr. Brajagopal Roy Minister.	1. Food & Civil Supplies, 2. Printing & Stationery, 3. Statistics.
10.	Sri Fayzur Rahaman Minister.	1. Rural Development, 2. Forest.
11.	Sri Subodh Das Minister.	1. Panchyat.

MINISTERS OF STATE

Minister	Portfolio
1. Smt. Kartik Kanya Deb Barma Minister of State.	1. Social Welfare and Social Education.
2. Sri Ranjit Debnath Minister of State.	1. Labour (including Employment) 2. Industries.
3. Sri Jitendra Choudhury Minister of State.	1. Revenue, 2. Youth Programme & Sports (Independent).
4. Sri Sukumar Barman Minister of State.	1. Fisheries (Independent). 2. Welfare of Scheduled Castes.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

Friday, the 9th July. 1993.

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A.M. on Fridry, the 9th July, 1993.

PERSENT

Shri Bimal Singha, Speaker, in the Chair, The Chief Minister, the Deputy Speaker, nine Ministers, four Ministers of State and 40 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীত সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করবেন। শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— (কল্যাণপুর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৮, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৮।

প্রশ্ন

১) ১৯৮৮—৮৯ ইং থেকে ১৯৯২—৯৩ ইং পর্যান্ত এই পাঁচটি আর্থিক বছরে রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে মিড-ডে-মিল বন্ধ থাকার কারণ কি এবং

২) রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে কবে প্রথম মিড-ডে-মিল চলু হয়েছিল ?

উত্তর

১) ১৯৮৮—৮৯৮৯ ইং থেকে ১৯৯২—৯৩ ইং পর্যান্ত রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে মিড-ডে-মিল পুরোপুরি বন্ধ থাকে নি। আর্থিক অসচ্ছলতাই তার প্রধান কারণ। সময় মত অর্থ মঞ্জুরীর অভাবে সাময়িকভাবে ক্ষেত্র বিশেষে এই প্রকল্প বন্ধ ছিল।

২) রাজ্যের মিড-ডে-মিল ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে চালু হয়েছিল।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে উল্লিখিত পাঁচটি বছরে মিড-ডে মিল পুরোপুরি বন্ধ থাকে নি এবং যে হেতু বন্ধ হয়েছে আর্থিক অসুবিধার জন্য। সেটার পুরোপুরি কত পার্সেণ্ট খরচ হয়েছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? এই যে পাঁচটি বছরে মিড-ডে মিল বন্ধ ছিল সেই সময়ে বিশেষ করে বিধানসভা চলাকালীন সময়ে মন্ত্রীদের টিফিন বাবত কত খরচ করা হয়েছিল এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, মন্ত্রীদের টিফিনের ব্যাপারটা এডুকেশানের বিষয় বস্তু নয়। তবে এইটুকু বলতে পারি, ১৯৯১-৯২ সালে ৩কোটি ৬৪লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে। তারমধ্যে খরচ হয়েছে, ২কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। এই টাকা কি ভাবে খরচ হয়েছে যারা স্কুলে আছেন তারা জানেন এবং জানেন, ত্রিপুরার মানুষ। ১৯৯২-৯৩ সালে মুল বরাদ্দ ছিল, ৩কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। সেখানে দপ্তর পেয়েছে, ২কোটি ১০লক্ষ টাকা

শ্রীতপন চক্রবর্তী (কৈলাশহর) :— স্যার, আমরা জানি, আমাদের রাজ্যে এখন প্রি-প্রাইমারী এবং জুনিয়র বেসিক স্কুল আছে যেগুলিতে মিড-ডে-মিল চালু আছে তার সংখ্যা

হবে, ৪;৬৭১টি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে অনিয়মিত ভাবে গত পাঁচ বছর ধরে কয়টি স্কুলে মিড-ডে-মিল চালু আছে, কয়টি স্কুলে একেবারেই বন্ধ ছিল। যদি সত্যি সত্যি বন্ধ হয়ে থাকে, তাহলে এই বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ কি। কারণ, বিষয়টি একটি বিরাট জনস্বার্থের বিষয়। আমরা দেখেছি, মিড-ডে-মিলের টাকা নয়-ছয় করা হয়েছে। একটি বাচ্চা ছেলের খাবার নিয়ে পর্যান্ত নোংরামি হয়েছে, টাকা আত্মসাৎ হয়েছে এটা মেনে নেওয়া যায় না। আবার আমরা এও শুনেছি, উচ্চ স্তর থেকে টাকা ঠিকই দেওয়া হত। কিন্তু নিম্নস্তরে (যাদের হাতে উন্নয়ন কমিটি ছিল) টাকা নিয়ে অপচয় হয়েছে। এ ব্যাপারে তদন্ত করে দেখা হবে কিনা তা মাননীয়, মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমাদের কাছে যে তথ্য আছে তা দিলাম। মাননীয় সদস্য এখানে যে অভিযোগ উৎথাপন করেছেন তা নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা যেতে পারে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমরা জানি রাজ্যে মিড ডে-মিল চালু হয়েছিল ১৯৮০ইং সন থেকে। স্যার, আমার এখানে প্রশ্নছিল ১৯৮৮-৮৯ ইং সন থেকে ১৯৯২-৯৩ ইং পর্যন্ত এই পাঁচটি আর্থিক বছরে মিড-ডে-মিল সম্পর্কে জানা। স্যার, আমি জানতে চাই, ঐ ১৯৮০ সন থেকে ১৯৮৮ সন পর্যন্ত দীর্ঘ ৮ বছরে রাজ্যে মিড ডে-মিল নিয়ে কোন কারচুপি হয়েছিল কিনা, কিংবা অপচয় হয়েছেন কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার(মন্ত্রী) :— ভিন্ন প্রশ্ন করলে দেখা যাবে।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) :— স্যার, মিড-ডে-মিল স্কুলগুলিতে অনিয়মিত ভাবে চালু থাকার ফলে প্রাইমারী স্কুলগুলিতে বামফ্রন্টের সময় যখন নিয়মিত মিড-ডে-মিল চালু ছিল তখন ছাত্রদের উপস্থিতির হার যে-রকম ছিল তা জোট সরকারের সময়ের থেকে কম ছিল, কি বেশী ছিল কিংবা স্বাভাবিক ছিল তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— এই তথ্য এখনই আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— স্যার, আমরা শুনেছি, বিভিন্ন স্কুলে মিড-ডে-মিলের বকেয়া টাকা না দেবার কারণে মিড-ডে-মিল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না এ তথ্য সঠিক কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী (সাব্রুম) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৯১ ইং সালে ৩ কোটি ৬৪ লক্ষ এবং ১৯৯২ ইং সালে ও ৩ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে ১৯৯১ ইং সালে ২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা এবং ১৯৯২ ইং সালে ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। বাকী টাকাগুলি কি সরকারের তহবিলে আছে, নাকি হাফিজ হয়ে গেছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— আমাদের কাছে এই রকম তথ্য আছে যে মিড-ডে মিলের বহু টাকা হাফিজ হয়ে গেছে। নতুন করে আমরা আবার চালু করেছি। প্রত্যন্ত অঞ্চলে হয়তো এখনও দেওয়া সম্ভব হয় নি। গত এক সপ্তাহ যাবৎ চালু হয়েছে। কাজেই এই মিড-ডে-মিলের টাকা হাফিজ করার জন্যই সারা রাজ্যে ইমার্জেন্সী আর্জেন্সী এসেছিল যে টাকাগুলি সরাসরি ওদের হাতে দেওয়া দরকার, এটা আমরা বন্ধ করেছি। এখন মিড-ডে মিল আবার চালু করা হয়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, সেই টাকাগুলি পাওয়া যায়নি সে টাকাটা দপ্তরের কাছে এসে পৌঁছায় নি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৫০ স্যার।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৫০ স্যার।

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্তমানে কয়টি স্পোর্টস কোচিং সেন্টার চালু আছে ?

২) ইহা কি সত্য বিলোনীয়া স্পোর্টস কোচিং সেন্টারটি এখনও পুরোদমে কোচিং-এর কাজ আরম্ভ করতে পারেনি ?

৩) যদি সত্য হয় তবে কবে নাগাদ উক্ত কোচিং-এর কাজ আরম্ভ করতে পারবে বলে আশা করা যায় ?

১) বর্ত্তমানে রাজ্যে ৬টি স্পোর্টস কোচিং সেণ্টার চালু আছে।

২) হ্যাঁ, সত্য।

৩) ক্রীড়া দপ্তর হইতে শীঘ্রই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ওখানে কয়জন সিনিয়ার পি, আই, এবং পি, আই, কোচিং-এর কাজে নিযুক্ত আছেন বা নিযুক্ত করা হবে বা সরকার নিযুক্ত করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন এবং বর্ত্তমানে ওখানে কোন আইটেমের উপর কোচিং দেওয়া হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, বিলোনীয়াতে বর্ত্তমানে ইনচার্জ সহবারে ৪ জন কোচিংএর কাজে নিযুক্ত আছেন। তারা ভলিবল, সাঁতার, বাস্কেট বল কোচিং-এর কাজে নিযুক্ত আছেন এবং এতে ১০০ জন ছেলেমেয়ে উপকৃত হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী সমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৪৫ স্যার।

শ্রীমতী কার্তিক কন্যা দেববর্ম্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৪৫ স্যার।

—প্রশ্ন—

১) রাজ্যে মোট সমাজশিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা কত,

২) তন্মধ্যে কতটি কেন্দ্রে বালাহার চালু আছে এবং কতজন শিশু ও মা এর সুযোগ ভোগ করছেন, এবং

৩) কতটি সমাজশিক্ষা কেন্দ্রের নিজস্ব ঘর আছে ?

উত্তর

১) বর্তমানে রাজ্যে মোট ১,২২২টি সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র আছে।

২) বাল্যাহার কার্যসূচী প্রত্যেক সমাজশিক্ষা কেন্দ্রে চালু আছে। বন্যাজনিত কারণে পরিবহনের সমস্যা থাকায় সাময়িক বন্ধ আছে। মোট ৩৩,৩৩৯ জন শিশু বাল্যাহারের সুযোগ পায়। এই প্রকল্পে মায়েদের পুষ্টি দেওয়ার সংস্থান নেই।

৩) ৯৩৯টি সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে ঘর আছে।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ৯৩৯টি বাদে যে-সমস্ত সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের ঘর এখনও তৈরী হয় নি সেগুলি কবে নাগাদ তৈরী হবে এবং সেখানে চালু রাখা যায় কিনা সেটা মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া জানাবেন কিনা ?

শ্রীমতি কার্তিককন্যা দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— ৯৩৯টি ঘর তৈরী করা আছে এবং বাকী ঘরগুলি তৈরী করার জন্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয়া মন্ত্রী মহাশয়া বলেছেন ৯৩৯টি ঘর তৈরী করা হয়েছে এবং বাকী ঘরগুলি সরকারের বিবেচনাধীন আছে। কিন্তু আমি যতটুকু জানি তেলিয়ামুড়ার তুতাবাড়ী, বিশুবিহার এবং হৃদয়মনিতে গত দুবছর ধরে এই সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রগুলি বন্ধ আছে। মাননীয়া মন্ত্রী মহাশয়া খোঁজ নিয়ে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন কিনা এটা জানাবেন কি ?

শ্রীমতি কার্তিকন্যা দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে এটার উত্তর পরে দেওয়া যাবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৭।

শ্রীফজলুর রহমান (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার; এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৭।

প্রশ্ন

১। অবৈধভাবে বনজ দ্রব্য সংগ্রহ করার অপরাধে ১৯৮৮-৯৩ এর মার্চ পর্যান্ত সময়ে কতজন উপজাতির বিরুদ্ধে বন দপ্তর থেকে মামলা দায়ের করা হয়েছে ;

২। উক্ত সময়ে কতজনকে একই কারণে জরিমানা করা হয়েছে ?

১। অবৈধ ভাবে বনজবস্তু সংগ্রহ করার অপরাধে ১৯৮৮-৯৩-এর মার্চ পর্যান্ত সময়ে মোট ১৪৪০ জন উপজাতি লোকের বিরুদ্ধে বন দপ্তর থেকে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

২। উক্ত সময়ে উপরোক্ত কারণে ১০৬৬ জনকে জরিমানা করা হয়েছে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমরা জানি আমাদের রাজ্যে প্রায় সিংহ ভাগ রিজার্ভ ফরেষ্ট নয়তো বা প্রটেক্টেড ফরেষ্ট। রাজ্যের প্রায় ৭০ শতাংশের বেশী উপজাতি বনে বাস করে। আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি তারা তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য ছন, বাঁশ, লাকড়ী এই সমস্ত জিনিস যখন সংগ্রহ করে সেই বন আইনের মধ্যে পড়ে এবং অপরাধী বলে গণ্য হয়, সেক্ষেত্রে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাজ্য সরকার সেই বনাঞ্চলের মধ্যে যারা বসবাস করছে তারা নিজেদের ব্যবহারের জন্য যেগুলি ব্যবহার করবে সেগুলি তাদের জন্য ফ্রি-পারমিটের ব্যবস্থা করার কথা সরকার ভাবছেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীফজলুর রহমান (মন্ত্রী) :— ২নং প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত ১০৬৬ জন উপজাতিদের মধ্যে ১০৫৬ জন উপজাতির নিকট হইতে মাশুল, জরিমানা বিভিন্নভাবে আদায়ক্রমে বিভাগীয় নিষ্পত্তি করা হয় এবং মোট ১৪৪০ জনের মধ্যে ৩৭৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা আদালতে বিচারাধীন আছে। বেশীরভাগ কেইস বেআইনীভাবে গাছ এবং কাঠ পাচার সম্পর্কে। বন আইনে পরিষ্কার বলা আছে উপজাতি হোক আর অউপজাতি হোক না কেন ছন বাঁশ এই সমস্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই ক্ষেত্রে দপ্তর থেকে যাদের বিরুদ্ধে কেস করা হয়েছে সেই কেসগুলি অনুসন্ধান করে দেখবেন কিনা এবং যাদের বিরুদ্ধে এই বন আইন প্রয়োগ করা হয়েছে বা জরিমানা দেওয়া হয়েছে, ৩৭৪টা কেস আদালতে বিচারাধীন রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তারা কাঠ পাচারের সাথে সংযুক্ত কিনা এবং আমরা জানি ত্রিপুরার ফরেষ্টকে তারা গত ৫ বৎসরে ধ্বংস করেছে এবং সেখানে সেই কালোবাজারীর পথে কিভাবে বনসম্পদ পাচার হয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে উপ-জাতিদের বিশেষ করে আমাদের জানা নেই এই ধরনের কোন বানিজ্যের সাথে তারা যুক্ত আছে কিনা, সেটা সঠিকভাবে অনুসন্ধান করা হবে কিনা। আর ফ্রি পারমিটের ব্যাপারে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিরা দীর্ঘদিন ধরে দাবী করে এসেছেন, সেই ফ্রি পারমিট চালু করা হবে কিনা ? কারণ আমরা অতীতে দেখেছি ছন বাঁশ কাটার দায়ে ১ জন উপজাতির টাক্কাল পর্য্যন্ত দপ্তরের কাছে বন্ধক রাখতে হয়েছে। এই ধরনের হ্যারাস তাদের ভোগ করতে হয়েছে। ফ্রি পারমিট দেওয়া মানে তাদের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য, সেখানে কোন ব্যবসায় মুনাফা লাভের জন্য নয়। এই ব্যবস্থা সংকার চালু করবেন কিনা ?

শ্রীফৈজুর রহমান (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যের কাছে আমার অনুরোধ যদি সুনির্দিষ্টভাবে কোন অভিযোগ থাকে আমাদের দিলে নিশ্চয়ই দেখব। ফ্রি পারমিটের ব্যাপারে বর্ত্তমান সরকার ভাবছেন কিভাবে উপজাতি অউপজাতি হোক তারা যাতে নিজের প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করতে পারে সেটা আমরা দেখব।

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে উত্তর দিয়েছেন, মাননীয় সদস্য সঠিকভাবে প্রশ্নটা তুলেছেন। সাধারণতঃ জীবন ধারনের জন্য যারা বাঁশ, কাঠ বিক্রী করে তাদের বিরুদ্ধে কেস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমরা দেখেছি গত ৫ বৎসরে সমস্ত জঙ্গল তারা পরিস্কার করে দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকার কাঠ পাচার করে দিয়েছেন। আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান কাঠ সন্ধি, সেগুন, শাল এগুলি পাচার করে দিয়েছে। তাদের কয়জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ? আমরা দেখেছি জোট সরকারের শেষ সময়েতে তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী অরুন করের আত্মীয়, উনার ভাগ্নে তাদের ১৪টা গাড়ী, সেই সদরের সুবল সিং এলাকায় সেখানে ধরেছিলেন, অপু তরফদার যার নাম এটার ব্যাপারে স্পেসফিক কোন কেস দপ্তরের

আছে কিনা এবং সেই কাঠগুলি এখন কোথায় আছে মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা জানতে চাই।

শ্রীফৈজুর রহমান (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যদি আলাদা করে প্রশ্ন করেন তাহলে আমি উত্তর দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সাহা।

শ্রীমতিলাল সাহা (কমলাসাগর) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৬৮।

শ্রীফৈজুর রহমান (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৬৮।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরার রাজ্য হইতে প্রতিনিয়ত মূল্যবান কাঠ বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছে ;

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এই কাঠ পাচার বন্ধ করিবার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

—: উত্তর :—

১) ত্রিপুরা রাজ্য হইতে মাঝে মাঝেই মূল্যবান কাঠ বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে।

২) এইরূপ কাঠ পাচার বন্ধ করিবার জন্য সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন :-

ক) বনরক্ষী বাহিনীগুলিকে শক্তিশালী করা হয়েছে।

খ) বনে টহলের ব্যবস্থাকে তীব্রতর করা হয়েছে।

গ) ভারত-বাংলাদেশে সীমানায় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত-টহলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঘ) পৃথক ত্রিপুরা ফরেষ্ট পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয়েছে।

ঙ) বনায়ন ও বনসংরক্ষণের ঐ এলাকায় আংশিক আয় প্রদান করে জন সাধারনের সক্রিয় অংশ গ্রহনের প্রকল্প রচনা করা হয়েছে।

চ) বে-আইনী বনজ বস্তু সংগ্রহে যে-সমস্ত গাড়ী যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়তা বাজেয়াপ্ত করার বিধান রেখে ভারতীয় বন আইন সংশোধন করা হয়েছে।

ছ) ভারতীয় বন আইন সংশোধন করে অপরাধীদের জরিমানার টাকা ৫০ টাকা হইতে ৫০০০ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।

জ) ফরেষ্ট গ্রুপগুলিকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে।

ঝ) বে আইনী গাছ কাটা ও সরবরাহ করার তথ্য কোন ব্যক্তির কাছ হইতে পাওয়া গেলে সেই ব্যক্তিকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে নগদ পুরস্কার দিবার বিধান আছে।

শ্রী মতিলাল সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, বিভিন্ন সাবডিভিশনে, বিশেষ করে সোনামুড়া, সদর এবং আরও কিছু কিছু সাবডিভিশনের মধ্যে প্রতিনিয়ত কিছু কাঠ ব্যবসায়ী বাংলাদেশে কাঠ পাচার করছে এবং সেই কাঠ পাচারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বন-কর্মীও যুক্ত আছে যে সে তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ? যদি থাকে তবে সেই ব্যাপারে তদন্ত করে যারা এই কাঠ পাচারকারীদের সাহায্য করছে এবং যারা করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকার কোন উদ্যোগ ইতিমধ্যে গ্রহন করেছেন কিনা ?

শ্রীফৈজুর রহমন মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার কাছে কোন স্পেসিফিক অভিযোগ আসলে আমি আগেই বলেছি তবে তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর মধ্যে একটা অভিযোগ ধর্মনগর থেকে এসেছিল জনৈক কুদীক নাথের বিরুদ্ধে। বিগত সরকারের আমলে ঐ এলাকা থেকে এলাকার মানুষ গনস্বাক্ষর দিয়ে একটা দরখাস্ত আমার কাছে করেছিল ঐ লংগাইভেলীর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার শাল সেগুন গামাই এই সমস্ত বাংলাদেশে এই ভদ্রলোক না কি পাচার করছেন। আমি এটা তদন্ত করতে দিয়েছি, রিপোর্ট আসলে জানাবো।

শ্রীমতিলাল সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, বন কর্মীরা যদি তাদের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু বলেন নি।

শ্রীফৈজুর রহমন :— (মন্ত্রী) :— স্পেসিফিক অভিযোগ আসলে দেখব।

শ্রীসুবল রুদ্র (সোনামুড়া) :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে চড়িলাম এলাকার কাছাকাছি সিপাহীজলা এবং চড়িলামের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে শাল বাগান আছে ১৯৮৮ সালের পর থেকে এই শাল বাগান সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে এবং বিশালগড়ের কোন একজন স্বনামধন্য ব্যক্তির অসংখ্য ট্রাক গাড়ী আছে এবং সেই ট্রাক বোঝাই করে সমস্ত শাল গাছ বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি না?

শ্রীফৈজুর রহমন (মন্ত্রী) :— স্পেসিফিক অভিযোগ দিলে আমি আগেই বলেছি এইটা দেখব।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আসাম বা ভারতের অন্য কোথাও কাঠ যায় না, এইটা সত্য কি না? যদি ত্রিপুরা রাজ্য থেকে রাজ্যের বাহিরে কাঠ না যায় তাহলে তার কারণ কি? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীফৈজুর রহমান (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বাইরে যায় না এটা বলা ঠিক নয়, সরকারের আইন কানুন মেনে তবে এটা বাইরে যায়।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে বন কর্মীদের যারা কাঠ পাচারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের জানিয়েছেন। কিন্তু আমাদের জানা আছে জনৈক সুধীর নাথের কথা। তিনি প্রাক্তন জোট সরকারের মন্ত্রী শ্রীমতী বিভা নাথের স্বামী। উনি যখন জম্পুই পাহাড় থেকে বেআইনীভাবে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে কাঠ নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন উনার গাড়ী বন দপ্তরের জনৈক কর্মী আটক করেছিলেন। তখন উনি (সুধীর নাথ) তাকে বগলদাবা করে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন "আমি মন্ত্রীর স্বামী, কে আমাকে আটকায় দেখে নেব"। এই ব্যাপারে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার কোন ব্যবস্থা নেবেন কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীফৈজুর রহমান (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা তদন্তে দেওয়া হয়েছে। তদন্ত রিপোর্ট এলে পরে জবাব দেওয়া যাবে।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বনজ সম্পদের পাচারের ক্ষেত্রে সেটেলমেন্ট দপ্তরের একটি ভূমিকা রয়েছে। তারা প্রায়ই খাস জমিকে জোত জমি দেখিয়ে সেখানে রাতারাতি ঘর বানিয়ে ফেলছে এবং সেখানকার কাঠ পাচার করে দেবার সুযোগ করে দিচ্ছেন। আরেকটা হচ্ছে যে ভারতবর্ষ থেকে বাংলাদেশে কাঠ পাচার হচ্ছে আবার অপরদিকে বাংলাদেশ থেকে কাঠ ভারতবর্ষে আসছে। খোয়াই মহকুমার বনাঞ্চল একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে, কাজেই এখন সেখানে সীমান্ত দিয়েবাংলাদেশের চা বাগানগুলি যেগুলি ভারত সীমান্তে রয়েছে সেখান থেকে প্রচুর পরিমান কাঠ ভারতে আসছে এবং সে কাঠ সরকারী ভাবেও ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ব্যাপারেও এই সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্ট জড়িত রয়েছে। কাজেই এটা বন্ধ করার জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, খাস ল্যাণ্ডকে জোত করা একমাত্র বিগত জোট সরকারের আমলেই হত। বর্তমানে আমাদের সরকার এটা বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করেছেন। এছাড়া, বনজ সম্পদ পাচার রোধের জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেটা মাননীয় সদস্যরা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় দেখতে পাবেন, আমরা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রাজ্যের জনগণ এবং ট্রাক মালিকদের সচেতন করে দেওয়া হয়েছে এই বলে যে তারা যেন রাজ্যের কাঠ বেআইনী ভাবে পাচার করা থেকে বিরত থাকেন। কারণ এই ব্যাপারে কাঠ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য কঠোর আইন রয়েছে। সেই আইন তাদের বিরুদ্ধে (কাঠ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে) প্রয়োগ করা হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের তিন দিকে ভারত-বাংলাদেশের বর্ডার প্রায় ৮৩৯ কিলোমিটার। এই দীর্ঘ সীমান্ত দিয়ে উভয় দেশের দুস্কৃতকারীরা ত্রিপুরা রাজ্যের মূল্যবান বনজ সম্পদ নিয়ে পাচার করছে। এই সম্পর্কে সরকার সজাগ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (আগরতলা) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিশালগড় বাজারকে কেন্দ্র করে জোট সরকারের আমলে মন্ত্রীদের সহায়তায় সমগ্র সিপাহীজলায় অঞ্চলে গাছ নির্মূল করা হয়েছে এবং এছাড়া যারা খুন সন্ত্রাস করতো তাদের বকশিস্ হিসেবে তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রীরা স্লিপ দিয়ে দিতেন গাছ কাটার অনুমতি দিয়ে, সেটা শুধু সিপাহীজলায় অঞ্চলে নয়, এই চম্পকনগর এলাকায়ও এটা দেখা গেছে।

সেই গাছ দীর্ঘদিন রাস্তায় পড়ে থাকত। সবাই জানতেন বেআইনি-ভাবে গাছ পাচার করা হয়েছে। কারও সাধ্য বা ক্ষমতা ছিলনা এর প্রতিবাদ করার। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা? জোট সরকারের আমলে যারা সন্ত্রাস করত তাদেরকে বক্‌শিস্‌ হিসেবে পারমিট দেওয়া হতো। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীফৈজুর রহমান (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য মহোদয় যে কথাটা বলেছেন সেটা সঠিক। এই ব্যাপারে বন দপ্তর থেকে তদন্ত করে দেখা হবে। কারণ জোট সরকারের আমলে তাদেরকে যে স্লীপ্‌ ইস্যু করা হতো তার কিছু কিছু প্রমান ইতিমধ্যেই আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— সাপ্‌লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, পাহাড়ের মধ্যে পাথরও একটি বনজ সম্পদ এবং সেই পাথরের ব্যবসা করে অনেক উপজাতি পরিবারই তাদের জীবিকা নির্বাহ করতেন। এটা তাদের একটা আয়ের পথ ছিল। দীর্ঘদিন ধরেই তাদের এই আয়ের পথটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বন্ধ করে দেওয়ার কারণ কি এবং তাদেরকে পুনরায় এই ব্যবসা করার জন্য পারমিট ইস্যু করা হবে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্‌ কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৪।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড্‌ কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৪।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড্‌ কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৪।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের উপজাতিদের ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশের ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকারের কোন কর্মসূচী আছে কি, এবং

২। থাকিলে তার বিবরণ, এবং

৩। উপজাতিদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, রাজ্যের উপজাতিদের ভাষা বিকাশের ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকারের একটি কর্মসূচী আছে।

২। এমনিতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ককবরক স্পিকিং এরিয়াতে শিক্ষা ব্যবস্থা আছে। পরবর্তী স্তরে সেটা নিয়ে কি-কি করা যায় সেটা নিয়ে কিছু কিছু বিষয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে। আমাদের চিন্তা রয়েছে এটা মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার স্তর করে দেওয়া। বিশেষত ককবরক ভাষাভাষি যারা আর অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী যারা আছেন তাদের ব্যাপারে এই একটি অপশনাল বিষয় হিসেবে রাখা যায় কিনা তাও সরকারের বিবেচনাধীন আছে। যাহাতে অন্যরা পড়ার একটা সুযোগ পায়।

ককবরক ভাষায় অভিধান লেখা ষান্মাসিক পত্রিকা প্রকাশন এবং বিভিন্ন মহাপুরুষদের জীবনী ইত্যাদি প্রকাশিত হতে চলছে।

তৃতীয়তঃ

প্রত্যেকটি ভাষার জন্য একটি করে উপদেষ্টা মণ্ডলী পূর্ণগঠন করা হইয়াছে (ককবরক, চাকমা, মনিপুরী ও হালাম-কুকি)। এই উপদেষ্টা মণ্ডলী এই ভাষাগুলির উন্নতির বিধানে সব রকম সাহায্য এবং সহযোগ করছেন।

(৩) উপজাতীয় ভাষায় পর্যাপ্ত লেখকের অভাব, শিক্ষামূলক পুস্তক, অভিধান, ব্যাকরণ সাধারণ জ্ঞানের বই, পত্র-পত্রিকার প্রকাশনার অভাব, বিদ্যালয় সমূহে উপজাতীয় ভাষায়

পঠন-পাঠনের উপযুক্ত পরিবেশের অভাব। উপজাতীয় ভাষা বিকাশের সহায়ক রিসোর্স পার্সনের অভাব। দৈনন্দিন জীবনে এ ভাষা প্রচলনের খানিকটা অন্তরায়। ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে উপজাতিদের ভাষায় কোন পাঠ্য পুস্তক না থাকায় বিদ্যালয়গুলিতে এই ভাষার কোন পঠন-পাঠন এখনই সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বিশেষত উপজাতির ভাষা ককবরক, এই ককবরক-কে লেখা রূপ দেওয়ার জন্য বাংলা কিম্বা রোমান কোনটা বর্তমান বামফ্রণ্ট সরকার গ্রহণযোগ্য মনে করেন? নিশ্চয় এটা জানা আছে যে, বিগত জোট সরকারের আমলে এই ককবরক ভাষাকে লেখা রূপ দেওয়ার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটির সভাপতি হিসেবে শ্যামাচরণ ত্রিপুরা সহ আরো ২২ জনকে নিয়ে একটি কমিটি করা হয়েছিল। সেখানে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল রোমান স্ক্রীপ্ট ও ককবরক ভাষার লেখা রূপ হিসেবে দেওয়ার জন্য। এবং সেটা এখন এ, ডি, সি, এরিয়াতে রোমান স্ক্রীপ্ট চালু করার জন্য একটা ব্যবস্থা চলছে। কাজেই এই ভাষার লেখা রূপটা কোনটা গ্রহণযোগ্য বলে সরকার বিবেচনা করছেন এবং বিবেচনা করে যাতে উপজাতিদের ভাষা, কৃষ্টি, কালচার-এর যাতে উন্নতি হয় সেটা বিবেচনা করে দেখবেন কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রতিটি ভাষার হরফ সম্পর্কে তার একটা ফনিটিক্স, সেই অক্ষরগুলি উচ্চারণের ধারা, ভারতবর্ষের যেসমস্ত ভাষা প্রচলিত আছে তার উচ্চারণের নির্দিষ্ট ধারা আছে। যেমন ক ক হয়, আ আ হয়, ই-ই হয়। কিন্তু রোমান একটা অদ্ভুত ধারা যেটা নাকি মুখস্থ করতে হয়। যেমন ইউ কখনও আ হয় আবার ও হয়, বি ইউ, টি বাট, পি ইউ টি পুট, আর বিউটি-বি ই এ ইউ টি ওয়াই কি অদ্ভুত তার বানান। এবং পৃথিবীর জটিলতম বানান যদি কিছু থাকে আমি মনে করি সেটা হল রোমান। একটা অক্ষর শিখে সারা জীবন তাকে ব্যবহার করা যায় তার পদ্ধতি রোমান হরফে নেই। তবে কোন সময় কেন করা হয়েছিল সেটা আমি জানি না। কিন্তু প্রতিদিন অভ্যাস করে মুখস্থ করে সেটা করতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের বানান পদ্ধতির একটা ধারা আছে। এরমধ্যে আমি বলতে চাই হরফ দিয়ে ভাষার বিকাশের উপরে কম বেশী নির্ভর করে না।

যেমন সংস্কৃত হরফ, আঞ্চলিক হরফ আমরা ব্যবহার করি। বাংলা হরফ ব্যবহার করি, হিন্দি হরফ ব্যবহার করি, দেবনাগরী হরফ ব্যবহার করি, ইংরেজী হরফ ব্যবহার করি। কাজেই আমি যখন কলেজে পড়ি তখন সংস্কৃতে আমি তিনটি হরফে উত্তর দিয়েছিলাম। আমি নম্বর পেয়েছি। আমি বির্তকে যেতে চাই না। কাজেই আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, ত্রিপুরায় অধিবাসী নন-অধিবাসী যারা আছেন বিভিন্ন কারণে, অন্তত কয়েকশত বৎসরের অভ্যাসের মধ্যে একটা হরফ, একটা তার জীবিকার, ব্যবসা বানিজ্য মার্কেটিং সেণ্টার এমন কি স্কুলে যে অভিজ্ঞতা আছে হরফ সম্পর্কে দীর্ঘদিন যাবত বাংলা হরফ চিনেছে ইংরেজী হরফ চিনেছে শিখেছে। হয়তো আরও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেবনাগরী হরফ শিখেছে। কিন্তু তার সামাজিক জীবনের যে ভাষাটা সে কমার্শিয়াল এক্সচেঞ্জে সে পারিবারিক, সামাজিক জীবনে বাংলা ভাষা ব্যবহার করেছে। আমি দেখেছি আসামে অসমিয়ারা সেখানে বাংলা হরফ ব্যবহার করছে, মণিপুরে বাংলা হরফ ব্যবহার করছে। কিন্তু এখানে দুটো প্রশ্ন, একটা হলো ডে-ডেটু-ডে-লাইফ। ঐতিহাসিক কারণে বাঙ্গালী উপজাতি যেহেতু উপজাতিদের নিজস্ব হরফ নেই তাদের হরফ আমদানী করতে হবে। হয় বাংলা থেকে নিতে হবে, না হয় হিন্দি থেকে নিতে হবে, নাহলে ওড়িয়া থেকে নিতে হবে, তা নাহলে তামিল থেকে নিতে হবে আর না হলে রোমান থেকে নিতে হবে। তারা চান বা না চান তাদের মা, বাবা যে অক্ষর তার কাছে পৌঁছে দিয়েছে বিভিন্ন অভিজ্ঞ তার ভিত্তিতে। কিন্তু এই রাজ্যের মহারাজারা এই রাজ্যের রাজন্যবর্গ যাদের হাতে এই রাজ্যের শিক্ষা সম্প্রসারণের দায়িত্ব ছিল, এমন কি জনশিক্ষা আন্দোলনে যারা শিক্ষা প্রসারের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন তারা কোন হরফ ব্যবহার করেছেন? কাজেই আর একটা ইতিহাস আছে। এটা হলো সামাজিক দিক, আর দ্বিতীয় হল তার উচ্চারনের দিকটা, একটা দুরবর্ত্তী অঞ্চলে যেখানে ইংলিশ মিডিয়াম নেই যেখানে ইংলিশ ভাষা চালু নেই, আমি জম্পুই হিল সম্বন্ধে সে কথা বলব না, কিন্তু দুরবর্ত্তী অঞ্চলে যেখানে হাটে বাজারে, মাঠেঘাটে, তারা যে হরফের সঙ্গে যুক্ত, কোন হরফ তারা অভ্যাস করছে তা দেখতে হবে, কাজেই আমরা বামফ্রন্ট সরকার যখন ১০ বৎসর ছিল তখন আমরা সমস্ত কিছু চিন্তা করে বাংলা হরফকে চালু করার জন্য কথা বলেছি এবং প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত সেই সব পাঠ। পাঠ্য-পুস্তক ও লেখা হয়েছে, মাঝখানে এই হরফের বির্তকটা তুলে দেওয়া হয়েছে। নিশ্চই ককবরক ভাষাভাষি অঞ্চলের লোকেরা যেটাকেই ভাল বুঝবেন সেটাকেই গ্রহন করবেন, এটা সম্পূর্ণ তাদের ব্যাপার। যেহেতু আমি বাংলা ভাষাভাষি সেহেতু আমার পক্ষে কথা

বলাটা খুবই সেন্সেটিভ ব্যাপার। কিন্তু প্রকৃত অবস্থায় থেকে আমাদের ঠিক করতে হবে। আমার মনে হচ্ছে এটা একটা ডাইভারসান. ৫,১০ বৎসর যেটা চলল এখানে হঠাৎ করে একটা পলিটিক্যাল ইস্যু তৈরী করে যে রুমান হরফে শিখাও এটা একটা এক্চোয়েলি সোসিয়েল ডাইভারসান এবং আমি মনে করি এটার পেছনে উপজাতি বুদ্ধিজীবিদের সেখানে ভাবা উচিত। এই যে ৫ বৎসর তারা কিছুই করলনা শুধু তারা একটা কমিটি গঠন করল, এই ১০ বৎসর যা এগিয়ে গেল এবং ৩০০ বৎসর যা চলে আসছে এবং এবং ১০ বৎসর তাকে একটা নুতন মুরে নেওয়া গেল এবং সবাই যেটা গ্রহন করল, এখান থেকে তারা পলিটিক্যাল কারণে তারা এটাকে অন্যদিকে নিয়ে গেল। কংগ্রেস ও যুবসমিতি একসঙ্গে ছিল এবং এখনো আছে, আমি জানিনা কংগ্রেস সেটাকে সমর্থন করবে কিনা, তাদের মতামত আছে কিনা তাও আমি জানিনা। কিন্তু উপজাতি যুবসমিতির যে বুদ্ধিজীবিরা এবং পলিটিসিয়ানরা যে ভাবে দেখছেন তা আমি মনে করি ইট ইজ এ পলিটিক্যাল পারপাস্ থেকে ডাইভারসান, এটা একচুয়েলি উপজাতি ভাষা বিকাশের জন্য এটা একটা ক্ষতিকর রাস্তার দিকে যাচ্ছে। কাজেই আমাদের পরিস্কার বক্তব্য আমরা ককবরক ভাষার বাংলা হরফ চালু করেছি, আমরা এখনো তাই চাই এবং আমরা তা সমর্থন করি। এটার জন্য যতটুকু করার দরকার তা আমরা করব কিন্তু মাঝখান থেকে আমাদের অনেকগুলি স্কুল এ ডি সি-এর আণ্ডারে আছে। কিন্তু এ ডি সি সিদ্ধান্ত নিল তা রোমান হরফে করবে কিন্তু তারা কিছুই করেনি। যেমন একটা বই লিখতে পারত তাও তারা করেনি। কাজেই এই দিক থেকে হরফের প্রশ্নের দুই দিক থেকে যে অসুবিধা আছে তা আমি বল্লাম, । কাজেই অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে ইতিহাসের দিকদিয়ে আগামীদিনে ২৫ বৎসরের ভাষাটাকে ১০০ বৎসরে এগিয়ে নিয়ে যাবে নুতন চেষ্টায়, ২৫ বৎসরের অগ্রগতিকে ১০০ বৎসরে পিছিয়ে দেওয়ার যে চেষ্টা ইট ইজ এ পলিটিকস। আমি জানিনা এর পেছনে ওদের কি ধরনের মতলব আছে। আমি শুধু এই শব্দটাই ব্যবহার করলাম। কাজেই আমি উপজাতি বুদ্ধিজীবিদের বলব যে সর্বত্রই রোমান হরফের স্কুল করা, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল করা ইট ইজ ইমপসেবল, । কাজেই যা চলে আসছে আমি মনে করব যে তা উপজাতি বুদ্ধিজীবিদের নুতন করে চিন্তা করা দরকার। আমি বাংলা হরফটাকেই সমর্থন করি, কিন্তু আমি এটাও বলে যাচ্ছি যে হরফ দিয়ে ভাষার বিকাশ নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার লেখক, তার বুদ্ধিজীবি, তার কবি এবং তার সাহিত্যিকের উপর। তারা যদি পলিটিকেলি মিস্গাইডেড্ হয় যা গোটা জাতির জন্য ডেঞ্জার, সেই ডেঞ্জারের দিকে যুবসমিতি এবং এ ডি সি বোধহয় সেই দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চই অবগত আছেন বিশেষ করে মিশনারীতে রোমান স্ক্রীপ্ট বিশেষ করে লুসাই, ভাষা-ভাষী যারা আছে, লুসাই ভাষা, মিজো ভাষা, এগুলিকে রোমান স্ক্রীপ্ট করাতে এবং খৃষ্টান মিশনারীদের প্রভাবে যে সমস্ত পাঠ্য পুস্তক লেখা হয়েছে ককবরকে সেখানে বিশেষ করে বাংলা হরফকে এড়িয়ে গিয়ে রোমান হরফ দিয়েই যেমন গীতা, বাইবেল বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করতে শুরু করছে। যার ফলে সরকারের নির্দিষ্ট একটা স্প্যাসি-ফিক উপজাতি ভাষা উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্প্যাসিফিক যেহেতু নেই সেই জন্যই এটা একটা সমস্যা, সেই সমস্যা দূরীকরনের জন্য সরকার আশু কোন ব্যবস্থা নিবেন কিনা ? কেন না ডাঃ সুনীতি কুমার চাটার্জি এবং শ্রীসুহাস চাটার্জিও যে কোন ভাষার উন্নতির জন্য এই রোমান স্ক্রিপ্টের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। কাজেই, রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে এই কক্‌বরক ভাষার উন্নতির জন্য সুহাস চাটার্জির যে অভিমত, সেটা এখানে কার্যকর করা হবে কিনা তা আমি জানতে চাই।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রশ্নটা উত্থাপন করেছেন, তত্ত্বগত ভাবে সেটা সঠিক নয়। ডাঃ সুনীতি কুমার চাটার্জি যা বলেছেন, তা অন্ততঃ কক-বরক ভাষার সম্পর্কে একথাটি বলেন নি, এটা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। প্রশ্নটা উঠেছিল, ভারতে বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোক রয়েছে এবং তাদের ভাষা শিক্ষার জন্য নানা রকমের স্ক্রীপ্‌ট রয়েছে, তাই ভারতের সমস্ত ভাষার স্ক্রীপ্‌টগুলি যদি রোমান স্ক্রীপ্‌টের মাধ্যমে লেখা যায়, তাহলে ভাষা শিক্ষাতে যে প্রবলেম, তা অনেক কমে যাবে। বিভিন্ন ভাষার, বিভিন্ন লিপির নিজস্ব একটা স্বকিয়তা আছে। ভারতে অনেক ভাষাবিদ আছেন, তারা কেউ সমস্ত ভাষা গুলি শিক্ষার জন্য রোমান স্ক্রীপ্‌ট চালু করার নীতির সংগে এক মত হন নি। শুধু পলিটি-সিয়ান সুভাষ বাবুই এর সংগে একমত হয়েছিলেন, তিনি ভেবেছিলেন হয়তো এর দ্বারা বিভিন্ন ভাষাগুলির সহজেই ভোতৃম্নবন্ট করা যাবে। অন্য ভাষা তত্ত্ববিদরা কেউ এর সংগে এক মত হতে পারেন নি, কারণ এটা সম্ভব নয়। ডাঃ সুনীতি বাবুর বক্তব্যে সেই রকম কিছু লেখা নেই, যেটা মাননীয় সদস্য বলেছেন, তিনি রোমান স্ক্রীপ্‌ট লেখার একটা পদ্ধতির কথা বলছেন। এখানে শুধু অক্ষর বিন্যাসই নয়, ধ্বনি বিজ্ঞানেরও প্রশ্ন আছে। কাজেই সঠিকভাবে এটা করতে গেলে, দীর্ঘ সময়ের স্টাডি করার দরকার আছে। আমাদের বামফ্রন্টের আমলে বাংলা লিপির মাধ্যমে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত যে বই-গুলি চালু করা হয়েছিল, সেগুলি এখনও চালু রয়েছে কিন্তু যারা রোমান লিপির কথা

বলেছেন, তাদের ৫ বছরের রাজত্বে একটি বইও তারা প্রকাশ করতে পারেন নি। কাজেই, উনারা যে রাস্তায় গিয়েছেন, তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসীদের কক-বরক ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থাটা, আরও পিছনে ঠেলে দেওয়া হবে। বামফ্রন্ট সরকার এই ব্যাপারে আগে দশ বছরে যে নীতি চালু করেছিল সেটাই থাকবে, আমরা বদলাচ্ছি না। যদি এই ব্যাপারে কারো কোন অপিনিয়ন থাকে তা প্রকাশ করতে পারেন, সেমিনার করতে পারেন। রোমান স্ক্রীপ্ট সম্পর্কে শ্যামাচরণ ত্রিপুরা তার কমিটি কি করেছেন জানি না, কোন অ্যানালাইসিস করেছিল কিনা, রিসার্চ করেছিল কি না, তবে এটা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এটা অত সহজ নয়। কক্‌বরকের উচ্চারণ ধ্বনি-ভিত্তিক করা সম্ভব নয়। বাংলা ও ইংরাজীতে যে উচ্চারণ হয় সেটা ধ্বনি ভিত্তিক। অ, আই এক একটি অক্ষর বলে দিতে পারে শব্দের উচ্চারণ কি হতে পারে। ও, ইউ, স্বরবর্ণ। এটা আলোচনার ব্যাপার। দীর্ঘ সময় লাগবে। এই বিধানসভায় এটা আলোচ্য বিষয় নয়। এই সম্পর্কে যারা চর্চা করেন সেই সমস্ত পণ্ডিতদের সংগে আলোচনা হতে পারে। এই সম্পর্কে আমি কয়েকটা বই যেগুলি বাজারে পাওয়া যায় দেখেছি। কাজেই বিগত দশ বছরে বামফ্রন্ট সরকার যে নীতি চালু করেছিল যে বাংলা হরফেই কক্‌বরক ভাষা চালু থাকবে আমরা সেটা থেকে সরে আসছিনা। সেটাই চালু থাকবে।

[The written replies to the Starred Questions not orally answered and also the same of the Unstarred Questions were laid on the Table of the House as ordered by the chair.]

ANNEXURE—'A' & 'B'

REFERENCE PERIOD.

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়ের নিকট থেকে একটি রেফারেন্স নোটিশ পেয়েছি। এখন আমি মাননীয় শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়কে অনুরোধ করছি, উনি উনার রেফারেন্সের বিষয়টি হাউসের সামনে উপস্থিত করতে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্স নোটিশের বিষয় বস্তু হচ্ছে, "উদয়পুর মহকুমার জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের ৩নং ডিভিশানের ২নং রিগ শাখার গত ১৯.৭.৯৬ইং বাড়ছে দুঃসাময়িক চুক্তি সংঘটিত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। তবে তিনি যদি এক্ষুনি তাঁর বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন, তা অনুগ্রহ করে জানিয়ে দেবেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগামী ১৪ই জুলাই ১৯৯৩ ইং এই বিষয়ে আমার বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো—উল্লেখ পর্ব। আমি আজ আর একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুযায়ী তার বিষয়বস্তু উল্লেখ করার জন্য আমি মাননীয় সদস্যকে অনুমতি দিয়েছি।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় স্পীকার স্যার, উল্লেখ পর্বে আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো, "গত ৩০,৫,৯৩ ইং বাইখোড়া থানাধীন পশ্চিম চরকবাইর কংগ্রেস সমর্থক নারায়ণ ঘোষের ৫ কানি জমির ধান সুরেশ দাসের নেতৃত্বে কেটে নেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। তবে তিনি যদি এক্ষুনি তাঁর বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন, তবে সময় চাইতে পারেন এবং পরে কবে তার বক্তব্য রাখতে পারবেন, তা অনুগ্রহ করে জানিয়ে দেবেন।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আগামী ১২ ৭.৯৩ ইং তারিখে এই বিষয়ে আমার বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার :— এই উল্লেখ পর্বে আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রী শহিদ চৌধুরী মহোদয়ের কাছ থেকে একটি নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুযায়ী তার বিষয়বস্তু উল্লেখ করার জন্য আমি মাননীয় সদস্যকে অনুমতি দিয়েছি।

শ্রীশহিদ চৌধুরী (বক্সনগর) :— "সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে ডম্বুর হাইড্রেল প্রজেক্ট

বিপর্যস্ত হওয়ার ফলে এবং রুখিয়া ও বড়মুড়া থারমাল প্রজেক্ট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হওয়া সম্পর্কে।”

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। তবে তিনি যদি এক্ষুনি তাঁর বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন, তা অনুগ্রহ করে জানিয়ে দেবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ১৫.৭.৯৩ ইং তারিখে এই বিষয়ে আমার বক্তব্য রাখব।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তীর কার্য্যসূচী হল দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব। আজ আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমীরদেব সরকার মহোদয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণীর প্রস্তাবটি উত্থাপনে সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসমীরদেব সরকার মহোদয়কে উনার নোটিশটির বিষয়বস্তু এই হাউসের সামনে পড়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসমীরদেব সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের বিষয়বস্তু হলো,—“গত ৩রা জুলাই, ১৯৯৩ ইং খোয়াই শহরে শৈব সুনীতি স্কুলের কাছে বোমা বিস্ফোরণে ৫ জন শিশু আহত হওয়া এবং ১ জন শিশু নিহত হওয়া সম্পর্কে।”

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তবে তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন, তাহলে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আগামী ১২.৭.৯৩ ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব। আজ আমি

মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়কে উনার নোটিশটির বিষয়বস্তু এই হাউসের সামনে পড়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার দৃষ্টি আকর্ষণীর বিষয়বস্তু হলো, "গত ২.৭.৯৩ ইং জোলাইবাড়ী এইচ. এস. স্কুলের শিক্ষক শ্রীসঞ্জীব বিশ্বাস সহকর্মী সহ স্কুল থেকে বাড়ী ফিরার পথে জোলাইবাড়ী বাজারের কতিপয় দুষ্কৃতকারী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি তবে তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন, তাহলে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামী ১৪.৭.৯৩ ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার :— আজ আমি মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়কে উনার নোটিশটির বিষয়বস্তু এই হাউসের সামনে পড়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের বিষয়বস্তু হলো "২৫শে মে ১৯৯৩ ইং জিরানীয়া থানার অন্তর্গত রাজচন্দ্রাই গ্রামে টি, এস, আর, কর্তৃক গৃহদাহ সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর একরটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তবে তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন, তাহলে পরবর্তী একটি

তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ১৪,৭,৯৩ ইং এই বিষয়ের উপর আমার বক্তব্য রাখব।

REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো, "বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা"।
বর্তমান অধিবেশনের ৯ই জুলাই শুক্রবার, ১৯৯৩ ইং তারিখ হইতে ২৩শে জুলাই শুক্রবার, ১৯৯৩ ইং তারিখ পর্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের ৯ই জুলাই শুক্রবার, ১৯৯৩ ইং তারিখ হইতে ২৩শে জুলাই, শুক্রবার ১৯৯৩ ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন কার্য্যসূচী আলোচনার জন্য "বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি" যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন তার রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উৎথাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, বিজনেস এডভাইসারী কমিটি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।"

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্ত্তৃক উৎথাপিত মোশানটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো—"বিজনেস এড্‌ভাইসারী কমিটি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।"
(রিপোর্টটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।)

OBITUARY REFERENCE

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো" ত্রিপুরার প্রাক্তন কংগ্রেস (') বিধায়ক রাইমনি রিয়াংয়ের স্মৃতি তর্পণ'।

গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য রাইমনি রিয়াং মহোদয় গত ১৩ই মে, মঙ্গলবার ১৯৯৩ ইং তারিখে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তর্গত আনন্দ বাজারে নিজ বাসভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৩ বৎসর। তিনি ১৯৭২ ইং সনে ৬০ নং কাঞ্চনপুর (এস.টি) বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধানসভার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন এবং ১৯৭৭ ইং সনের ৫ই নভেম্বর পর্যান্ত ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য ছিলেন। তিনি একজন দরদী ও কর্ত্তব্য পরায়ন ব্যক্তি ছিলেন।

উনার মৃত্যুতে এই বিধানসভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে ২ (দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত বিধায়কের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে অনুরোধ করছি।

(মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ দাঁড়িয়ে দুই মিনিট নীরবতা পালন করেন)।

PRESENTATION OF THE BUDGET ESTIMATES FOR-1993-94

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্যাসূচী হলো" ১৯৯৩-৯৪ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দ সভার সামনে পেশ করা। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী (অর্থমন্ত্রী) মহোদয়কে অনুরোধ করছি ১৯৯৩—৯৪ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দ সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ১৯৯৩—৯৪ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দ সভার সামনে পেশ করছি।

১.২ ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বছরটি বিভিন্ন দিক দিয়ে অভূতপূর্ব ছিল। এই বছরটিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুগান্তকারী রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে। জাতীয় ক্ষেত্রে মুক্ত অর্থনীতির নামে বিবেচনাহীনভাবে সমাজের দুর্বলতম মানুষকেও বাজারের বৃহৎ শক্তি-গুলির তোপের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। দেশের অর্থনীতিকে মুক্ত করার নামে সামাজিক নিরাপত্তা এবং দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের কল্যাণের প্রচলিত চিন্তাভাবনাকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। সমাজের দুর্বল শ্রেণীর সঙ্গে দুর্বল রাজ্যগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে পূর্বতন মন্ত্রিপরিষদের অর্থনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতা এবং রাজ্যের অর্থনীতির পরিচালনায় শোচনীয় ব্যর্থতা সমস্যাগুলিকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ১৯৯৩ সালের

এপ্রিলের নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তাদের ধৈর্যের একটা সীমা আছে। যে কোন মূল্যে ক্ষমতা আকড়ে থাকার আশা যারা করেছিলেন, জনসাধারণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। নিপীড়নকারী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ত্রিপুরার মানুষ নিরন্তর সংগ্রাম করেছেন। তার জন্য আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

১,৩ গত বছর সাম্প্রদায়িক এবং বিভেদকামী শক্তিগুলি দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম ও জাতপাতের নামে ভারতের সমাজকে বিভক্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। এই দুর্ভাগ্যজনক হুজুগ বিভিন্ন আকারে বারবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। এই ক্ষেত্রে ত্রিপুরার শান্তিপ্রিয় মানুষের একটা বিশেষ কৃতিত্ব রয়েছে। জাতিগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এখানকার জাতি উপজাতির মানুষ প্রশংসনীয়ভাবে ঐক্য ও সম্প্রীতি রক্ষা করছেন এবং অন্যান্য রাজ্যের ঘটনাবলীর দ্বারা কিছুতেই নিজেদের প্রভাবিত হতে দেননি। এই ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় থাকবে এবং আরো সুদৃঢ় হবে এই বিশ্বাসকে ভিত্তি করেই সরকার এক সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ে তুলতে চান।

১.৪ মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন, এই সরকার যখন ক্ষমতায় আসেন তখন রাজকোষই কেবল শূন্য ছিলনা, সরকারী সংস্থাসহ বিভিন্ন সংস্থার কাছে বিপুল পরিমাণ দেনা ছিল। এই বিপুল প্রতিশ্রুত দায় এবং নবম অর্থ কমিশনের অসম বণ্টননীতির ফলে আমাদের বড় রকমের পরিবর্তন আনার কোন সুযোগ নেই। নবম অর্থ কমিশন কেবল রাজ্যের আয়ের সংস্থানকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে দেখেনি, পূর্বতন অর্থ কমিশনগুলি ঘাটতি পূরণের যে ব্যবস্থা নিত, তাও সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছে। নবম অর্থ কমিশন ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যে বরাদ্দের সুপারিশ করেছে, তা বাস্তবের নিরিখে ক্রমহ্রাসমান। যেখানে ১৯৯০-৯১ সালে রাজ্য সরকার পেয়েছিলেন ১০১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা, সেখানে নবম অর্থ কমিশনের মঞ্জুরীতে সেই টাকা কমে গিয়ে ১৯৯৪-৯৫-দাঁড়িয়েছে ৭৯ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। একদিকে মুদ্রাস্ফীতি ও অতিরিক্ত প্রতিশ্রুত দায়বদ্ধতার জন্য যখন ব্যয়ভার বেড়ে যাচ্ছে, তখন যদি, বছরের পর বছর বরাদ্ধ এভাবে কমতে থাকে, তহেলে রাজ্য সরকারগুলির পক্ষে জনসাধারণের প্রতি দায়দায়িত্ব পালন কিভাবে সম্ভব হবে তা কারো পক্ষে বোধগম্য নয়। আমরা ভেবেছিলাম—নবম অর্থ কমিশন নীতি বিচ্যুত হয়ে যে ভুলগুলি করেছিলেন, দশম অর্থ কমিশন সেগুলি শুধরে দেবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেখা গেল যে, দশম অর্থ কমিশনের বিচার্য বিষয়ের যে তালিকা তৈরী হয়েছিল, তাতেও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। কিছু অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ

বিচার্য বিষয়গুলি পর্যালোচনা করলে পরিস্কার দেখা যাবে যে, বিশেষ কতগুলি ব্যয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তার কথা মনে রেখেই অর্থ মঞ্জুরীর সুপারিশ করতে বলা হয়েছে। তছাড়া যেসব মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে রাজ্যের জনসংখ্যার বিষয়টিও বিবেচ্য, সেক্ষেত্রে ১৯৭১ সালের আদম-সুমারীর পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করতে বলা হয়েছে। এধরনের দৃষ্টিভঙ্গী ত্রিপুরার মত সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির স্বার্থের পরিপন্থী, কেননা, অনুপ্রবেশের কারণে এইসব রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, গড় জাতীয় হারের চেয়েও বেশী— যা নিয়ন্ত্রণ করা নীতিগতভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব।

১,৫ নবম অর্থ কমিশনের সুপারিশ একেবারেই গ্রহণযোগ্য না হওয়ায়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধভাবে এক অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিতে বাধ্য হয় এবং জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের আলোচনার পর, বিশেষ শ্রেণীভুক্ত রাজ্যগুলির বিশেষ প্রয়োজনগুলি খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। ডাঃ সি, রঙ্গরাজনের নেতৃত্বাধীন এই কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার তা তড়িঘড়ি গ্রহন করেন। রঙ্গরাজন কমিটির সুপারিশ এবং তার ভিত্তিতে গৃহীত কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত মৌলিক বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করার এক সুনিশ্চিত প্রয়াস। এইসব উদ্ভট সুপারিশ বিশেষ শ্রেণীভুক্ত রাজ্যগুলির আপেক্ষিক অনগ্রসরতাকে শুধু প্রলম্বিত করবে। সাধারণ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সহায়তার ২০ শতাংশ পরিকল্পনা বহির্ভূত ক্ষেত্রে ঘাটতি পুরণের জন্য ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এর ফলে উন্নয়নের ক্ষেত্রে উৎপাদনশীল প্রকল্পে বিনিয়োগ অবশ্যই কমে যাবে। আর এর ফলস্বরূপ সম্পদ সৃষ্টির কাজগুলি নিশ্চিতভাবে দুর্বল থেকে যাবে ও রাজ্যের অর্থনীতির কাঠামোগত অসাম্য শুধু স্থায়িত্বই লাভ করবেনা, তা ক্রমাগত দুর্বল হতে থাকবে।

১,৬ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ওভার ড্রাফট্ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প রাজ্য সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আরো একটি মারাত্মক আঘাত হেনেছে। একেকটি রাজ্য সরকার কেন ওভার ড্রাফট নেবার মতো পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়ায় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমস্যার গুরুত্ব বিবেচনা না করে কেবলমাত্র যান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই ওভারড্রাফট্ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প প্রয়োগ করবে ফলে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কাঠামোতে রাজ্যগুলি শুধু দুর্বল অংশীদার হয়ে থাকবে। এর দ্বারা রাজ্যগুলির প্রতি অনুকম্পাহীনতাই পরিস্ফুট হয়ে উঠে। ত্রিপুরার অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে রাজ্য সরকারকে বাধ্য হয়ে ওভারড্রফট্ নিতে হয়েছে এমন পরিস্থিতিতে, যখন কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের কাছে রাজ্য সরকারের প্রাপ্য টাকা ওভার ড্রাফটের

টাকার অংকের চাইতে অনেক বেশী পরিমাণে আটকে রয়েছে এবং মন্ত্রকগুলি তা মঞ্জুর করছে না।

১,৭ এইসব অসুবিধাগুলি একসঙ্গে মিলে এক দুরপনেয় সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সবচেয়ে ক্ষতিকর ব্যাপার হচ্ছে যে, আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে এই যে ক্রমবর্দ্ধমান বৈষম্য চলছে তাকে রোধ করার জন্য কোন সচেতন প্রয়াসই নেওয়া হয়নি। কয়েকটি সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ১৯৯২-৯৩ সালের সংশোধিত বরাদ্দে ঘাটতির পরিমাণ যেখানে ছিল ৮২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা, সেখানে বছর শেষে প্রকৃত ঘাটতির পরিমাণ ১৪ কোটি ৯১ লক্ষ টাকাতে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর জন্য নির্দিষ্ট অর্থ না দেওয়া, ইত্যাদি কয়েকটি স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণের ফলেই এটা প্রধানতঃ সম্ভব হয়েছে। এর ফলে ১৯৯২ —৯৩ সালের বাজেট এষ্টিমেট আর বাস্তবের মধ্যে এক বিরাট ফারাক দেখা দিয়েছে।

১,৮ বিধানসভার নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ায় এমন কিছু অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে যা এই পরিস্থিতি না হলে এড়ানো যেতো। সম্প্রতি উত্তর ত্রিপুরা জেলায় পর পর দু'বার অভূতপূর্ব বন্যা হওয়ায় এবং অন্য দুটি জেলায় অপেক্ষাকৃত কম হলেও বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির কারণে কিছু কিছু খাতে বিনিয়োগের টাকা সরিয়ে এনে ত্রাণ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজে ব্যয় করতে হয়েছে।

১,৯ এইসব বিরাট সমস্যার মোকাবেলার জন্যে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ১৫০ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা চেয়ে একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে বিনা সুদে ঋণ ১০০ কোটি টাকা এবং ৫০ কোটি টাকা অনুদান হিসাবে চাওয়া হয়েছে। এই প্রস্তাবটি কি পর্যায়ে আছে, এখনো জানা যায়নি। এই প্রস্তাবটির ভাগ্যে যাই হোকনা কেন, আমরা অন্যভাবে কিছু অর্থ সংস্থান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাতে অবশ্য আমাদের প্রাথমিকভাবে কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমি ও আমার সহযোগী মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ স্বেচ্ছায় আমাদের বেতন হ্রাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ ব্যাপারে এই বিধানসভার গত অধিবেশনেই একটি বিল পেশ করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখন বাজেট প্রস্তাবে উল্লিখিত বিভিন্ন খাতের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করছি।

২,২ মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে, ত্রিপুরার অর্থনীতি মূলতঃ কৃষিনির্ভর। ত্রিপুরার মত পরিবদ্ধ রাজ্যে, যেখানে সড়ক এবং রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়, সেখানে আমাদের খাদ্যশস্য উৎপাদন যথাসম্ভব বাড়ানো দরকার।

তাই গতবছর যেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষমাত্রা ছিল ৫ লক্ষ ৬৯ হাজার টন, বর্তমান আর্থিক বছরে লক্ষমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ৫ লক্ষ ৯৫ হাজার টন। প্রচণ্ড বন্যায় কৃষিক্ষেত্রে দারুণ ক্ষতি হয়েছে, তাই এই বছরের প্রথম কয়েকমাস ফসল বৃদ্ধির প্রয়াস দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। পুনর্গঠনের এক ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। সারের উপর থেকে ধাপে ধাপে ভর্তুকী তুলে দেওয়া এবং শেষমুহূর্তে কিছু অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দ করে সেই টাকা কৃষকদেরকে ভর্তুকী হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার যে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত তা কৃষকদের মনে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন বিপর্যয় সত্বের আমাদের মন্ত্রিসভা রাজ্যে সার ব্যবহারের মাত্রা বাড়ানোর জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেছে। কৃষিক্ষেত্রে সার ব্যবহারের গুরুত্ব বিবেচনা করে এক্ষেত্রে এবছর ১৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে যেখানে ১৯৯২-৯৩ সালে এর পরিমাণ ছিল মাত্র ১৩ কোটি টাকা।

২.৩ ফল চাষের ক্ষেত্রে যে বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে তাকে কাজে লাগানোর জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালানো হবে। পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান থাকলে ত্রিপুরায় সাফল্য যে সম্ভব উচ্চ ফলনশীল আলুবীজ (টি,পি,এস) চাষ তার অন্যতম নিদর্শন। বাগিচা ফসল ও ফল চাষের এলাকা সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এটা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ফল প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে উৎসাহ প্রদানের ব্যাপারে যথেষ্ট বড় বড় কথা বলা হলেও নাল-কাটায় ফলরস ঘনীভূত করার কারখানাটি বন্ধ হয়ে আছে এবং এর ফলে কয়েক হাজার আনারস চাষী—যাদের মধ্যে বেশীর ভাগই উপজাতি—এক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছেন। ৬১টি বিভাগীয় খামার ও উন্নয়নমুখী ফলোদ্যানগুলিকে আবার ভালোভাবে কাজে লাগানোর জন্যেও প্রস্তাব করা হয়েছে। মৃত্তিকা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে, প্রতি জেলায় একটি করে এক হাজার হেক্টার আয়তনের মাইক্রোওয়াটার শেড প্রকল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনার উপর যথাযথ গুরুত্ব দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও মৃত্তিকা সংরক্ষণের যেসব প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে সেখানে অভাবগ্রস্ত এলাকাগুলির এক বিরাটসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে।

২.৪ ত্রিপুরায় প্রান্তিকচাষী, ক্ষুদ্রচাষী এবং তফসিলী উপজাতিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পশুপালন উদ্যোগের যথেষ্ট সম্ভাবনাময় ভূমিকা রয়েছে। পশুপালন উন্নয়ন প্রকল্পগুলি জোরদার করার জন্য সমস্ত সরকারী পশুপালন খামারগুলি পুনরুজ্জীবনের

ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই নেয়া হয়েছে। এই খামারগুলি আগে মৃতপ্রায় অবস্থায় ছিলো। কিন্তু এখন এগুলিতে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশী উৎপাদন হচ্ছে। এটা খুবই সন্তোষজনক যে বহু বছর পর আমরা অন্যান্য রাজ্যের কাছে আমাদের আর, কে, নগর খামার থেকে হাঁস সরবরাহ করার বরাত পাচ্ছি। প্রতিটি খামার সংলগ্ন বিস্তীর্ণ জমিতে এখন গো-খাদ্য চাষ করা হচ্ছে এবং গো-খাদ্য মিশ্রণের যে কারখানাগুলি অকেজো হয়ে পড়েছিল সেগুলি থেকে এখন উৎপাদন শুরু হয়েছে। আর, কে, নগর গো-পালন খামার উন্নয়নের জন্য অন্যান্য রাজ্যের বিখ্যাত খামার থেকে উন্নত মানের পশু আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গান্ধীগ্রামের শুকর পালন খামারটির উন্নয়নের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই বছর এই ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ কর্মসূচীর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২.৫ উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে রাজ্যের বিরাট সম্ভাবনা এতদিন কাজে লাগানো যায়নি। রাজ্যের প্রয়োজনের তুলনায় মাছের পোনা উৎপাদন উদ্বৃত্ত হলেও বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে উপযুক্তভাবে মৎস্য চাষ করা হয়নি। মৎস্য দপ্তর এবং মৎস্য-চাষ উন্নয়ন সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকভাবে মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালু করার জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এই কর্মসূচীর লক্ষ্য হলো জলাশয়গুলিতে মৎস্য উৎপাদনের বর্তমান হার-হেক্টর প্রতি দু'হাজার কেজি থেকে বাড়িয়ে তিন হাজার কেজি করা। ১৯৯৩-৯৪ সালে অতিরিক্ত ৬৫৯ হেক্টর জলাভূমি সৃষ্টির প্রস্তাব নেয়া হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের চাহিদা পূরণ করার উদ্দেশ্যে মাছের বীজ উৎপাদন আরো বাড়ানোর প্রস্তাব নেয়া হয়েছে। আমরা আশা করছি এ বছর উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ফিশারী কলেজটি ত্রিপুরায় চালু হবে।

২.৬ আবহমান কাল থেকে বনজ সম্পদ ত্রিপুরাকে অর্থনৈতিক শক্তি জুগিয়ে আসছে। জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি এবং অসাধু লোকদের দ্বারা যথেচ্ছভাবে মূল্যবান বনসম্পদ ধ্বংসের ফলে বনভূমির আয়তন অনেক কমে এসেছে। বন দপ্তরের কর্মসূচী নিবিড়ভাবে রূপায়ণের পাশাপাশি জনসাধারণের মধ্যে বন সৃজন এবং বর্তমান বনভূমির সংস্কার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সামাজিক বনায়ন এবং যৌথ মালিকানায় বন সৃজনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হবে। এই ধরনের উৎপাদনশীল কর্মসূচীর মাধ্যমে বন দপ্তর এবং জন-সাধারণের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে। বন রক্ষার প্রয়োজনে যাদের কাছে আবেদন নিবেদনে কোন কাজ হয় না, তাদেরকে যথাযথভাবে মোকাবিলার জন্য বনরক্ষী বাহিনীকে আরো শক্তিশালী করার প্রয়াস নেয়া হবে। বন শ্রমিক সমবায় সমিতিগুলিকে শক্তিশালী করার এবং বন সম্পদে তাদেরকে কিছু অধিকার দানের ব্যবস্থা নেয়া হবে। ত্রিপুরা বন উন্নয়ন

এবং বৃক্ষায়ণ নিগমের তাকমাছড়াস্থিত সেন্ট্রিফিউজিং কারখানা এবং ক্রেপমিলটি কিছু দিনের মধ্যেই উদ্বোধন করা হবে। ত্রিপুরা বন উন্নয়ন এবং বৃক্ষায়ণ নিগমের নির্মীয়মান ডায়াস্কোরিয়া প্রক্রিয়াকরণ কারখানাটি স্থাপনের কাজ যথারীতি চালু থাকবে।

২.৭ ত্রিপুরার জনসাধারণের এক বিরাট অংশ গ্রামে বাস করেন। বহু বছর ধরেই বেকারত্বের অভিশাপ তাঁরা বহন করে আসছেন। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে ১৯৯৩-৯৪ সালে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের জন্য ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। এরমধ্যে ৮ কোটি টাকা থাকবে জওহর রোজগার যোজনা খাতে এবং ৬ কোটি টাকা থাকবে এস, আর, ই, পি, খাতে। আশা করা হচ্ছে যে এর ফলে এই কর্মসূচীতে গ্রামাঞ্চলে ৫০ লক্ষ ৬৯ হাজার শ্রমদিবসের কর্মসংস্থান হবে এবং বেশ কিছু স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হবে। বিভিন্ন দপ্তরের পরিকল্পনা প্রকল্পে শ্রমশক্তি বিনিয়োগের যে সংস্থান রয়েছে তা একত্রিত করে গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প আরো জোরদার করা হবে।

২.৮ গ্রামাঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী, যা যথারীতি এবছরও রূপায়িত হবে। ১৯৯৩-৯৪ সালে ৪ কোটি ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন জল সরবরাহ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০০টি গ্রামে ৩ লক্ষ ১৭ হাজার মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

২.৯ যেহেতু গ্রামাঞ্চলে আবাসন একটি মৌলিক চাহিদা, তাই গ্রামীণ বাস্তুভিটা তথা গৃহনির্মাণে সহায়তা প্রদানের কর্মসূচীতে ৪ হাজার পরিবারকে সাহায্য দানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ৮০ লক্ষ টাকা খরচ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও আরো ৫০ লক্ষ টাকা নিম্ন আয়ীদের জন্য আবাসন প্রকল্পে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বলতর মানুষের জন্য আবাসন প্রকল্পে ৫৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হবে। এক্ষেত্রে যথাক্রমে ২১২টি এবং ৩৬৬টি পরিবারকে সাহায্যদানের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে।

২.১০ গ্রামীণ পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা কর্মসূচী, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার সমানভাবে অর্থ বরাদ্দ করে থাকেন, সেই প্রকল্প এই বছরও রূপায়িত হবে। ১৯৯২-৯৩ সালে যেখানে ১৯ লক্ষ ২৭ হাজার ৭০০ টাকা খরচ করে ৬২১টি পাকা পায়খানা নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ছিলো, সেখানে ১৯৯৩-৯৪ সালে ৬৬৬টি পাকা পায়খানা নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২.১১ গ্রামীণ এলাকায় লাভজনক স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য এবছর সুসংহত গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করে সুস্পষ্ট লক্ষ্যের দিকে আমাদের

এগিয়ে যেতে হবে। দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী লোকদের চিহ্নিত করার জন্য নূতন করে সমীক্ষা চালানো হবে। ১৯৯৩-৯৪ সনে ১৮ হাজার পরিবারকে সুসংহত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীতে সহায়তা দেয়া হবে। এরজন্য ৩ কোটি ৫ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এছাড়া সুসংহত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত "ট্রাইসেম" প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ৩১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই প্রকল্পে ১৯৭৮ জনকে প্রশিক্ষণ দানের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় নারী ও শিশু উন্নয়ন কর্মসূচীতে ৭ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ব্যয়ে ২০০টি গোষ্ঠী সংগঠিত করা হবে।

২.১২ বৃহৎ সেচ প্রকল্পের সম্ভাবনা ত্রিপুরায় নেই। নির্মীয়মান তিনটি মাঝারী সেচ প্রকল্পের কাজ এই বছরও চালু থাকবে। এইসব প্রকল্পের মাধ্যমে ১৩ হাজার হেক্টর জমিতে নিশ্চিত সেচের ব্যবস্থা করা যাবে। সারা ত্রিপুরায় ছড়িয়ে থাকা কৃষকদের চাহিদা এই মাঝারী সেচ প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে বহুলাংশে মেটানো সম্ভব হবে। ১৯৯৩-৯৪ সালে ৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভূপৃষ্ঠস্থ এবং ভূগর্ভস্থ জলকে কাজে লাগিয়ে ২ হাজার হেক্টর জমিতে নিশ্চিত সেচের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব রয়েছে।

২.১৩ বন্যার ফলে প্রতি বছরই ত্রিপুরা বিপর্যস্ত হয়ে থাকে। তাই বন্যার নিয়ন্ত্রণের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। ভূমিক্ষয় রোধের জন্য আড়াই কিলোমিটার বাঁধ এবং ১ কিলোমিটার নদীর তীর বাঁধানোর প্রস্তাব রয়েছে। আশা করা হচ্ছে যে এই খাতে ২কোটি ২০ লক্ষ টাকার পরিকল্পনা বরাদ্দ এবং গৃহীত আনুসঙ্গিক পদক্ষেপের ফলে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ৮০০ হেক্টর জমিকে বন্যার কবল থেকে রক্ষা করা যাবে।

২.১৪ জনস্বাস্থ্য কারিগরী প্রকল্পে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ব্যয়ে ৬০টি গ্রামে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও ২৫০টি গ্রামকে দ্রুত গ্রামীণ জল সরবরাহ কর্মসূচীর কেন্দ্রীয় প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। উদয়পুর ও সোনামুড়ার চলতি প্রকল্প দুটি রূপায়ণের কাজ চালিয়ে যাবার পাশাপাশি ধর্মনগর এবং কৈলাসহরে জল পরিশোধন কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু করার প্রস্তাব করা হয়েছে। শহরাঞ্চলে জল সরবরাহের জন্য বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা জীবনবীমা কর্পোরেশন এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা হবে।

২.১৫ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি এখনো নৈরাশ্যজনক বিদ্যুতের ক্ষেত্রে বর্ধিত চাহিদা মেটাতে এবং রাজ্যের বাইরের উৎসগুলির উপর নির্ভরতা কমাতে

রুখিয়া তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের দ্বিতীয় ইউনিটের কাজ চালিয়ে যাবার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। পরিবেশ এবং বন মন্ত্রণালয় থেকে একাধিক প্রয়োগিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার ফলে দ্রুত বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে আমাদের গৃহীত প্রচেষ্টা এই মুহূর্তে নানান সমস্যার সম্মুখীন। বিভিন্ন মঞ্চে আমরা এটা বারবার উল্লেখ করেছি যে পরিবেশের ক্ষেত্রে আমাদের সচেতনতা অন্য কারো থেকে কম নয়, কিন্তু পরিবেশ সচেতনতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে আমরা একটা যুক্তিযুক্ত সামঞ্জস্য চাই। উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদের আর্থিক সহায়তায় প্রস্তাবিত রুখিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ শুরু করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পাবার জন্য এ বছর প্রয়াস চালানো হবে। বিদ্যুৎ পরিবহন ও বিতরণের ক্ষেত্রে অপচয় রোধ করতেও পদক্ষেপ নেয়া হবে। গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০০ পাম্পসেট বৈদ্যুতিক সংযোগ এবং ২৬০টি গ্রামকে বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতায় আনার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ১৯৯৩-৯৪ সালে নতুন ভোক্তাদের জন্য অতিরিক্ত ৬,৫০০টি গ্রাহক সুযোগ দেওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিদ্যুৎ পরিবহন, বণ্টন এবং গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণে চলতি বছরে যোজনা খাতে ৪১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

২.১৬ যেহেতু শুধুমাত্র কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট উদ্যোগের মাধ্যমে ত্রিপুরার সমস্ত মানুষের অর্থনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখা সম্ভব নয় তাই দ্বিতীয় উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে যথাযথ গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। ত্রিপুরার শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে সংশোধিত একগুচ্ছ সুযোগ সুবিধা দানের ঘোষণা করা হয়েছে। এইসব সুযোগ-সুবিধার মধ্যে রয়েছে ভর্তুকী, অনুদান, করছাড়, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, মূলধন বিনিয়োগ খাতে অধিকতর আর্থিক সুযোগ সুবিধা প্রদান ইত্যাদি। রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে লাভজনক গ্যাসভিত্তিক শিল্প স্থাপনে সরকার প্রয়াসী হবে। ত্রিপুরায় শিল্প স্থাপনে দেশের কয়েকটি বৃহৎ শিল্প সংস্থা যে আগ্রহ দেখাচ্ছেন তাকে বাস্তব রূপদানের জন্য প্রয়াস নেয়া হবে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় প্রায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি গ্রোথ-সেন্টার স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে। ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম, ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প নিগম প্রভৃতি সংস্থায় দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করে এইসব সংস্থার কাজকর্মের উপর অধিকতর নজর দেওয়া হবে যাতে সংস্থাগুলি অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

২.১৭ ত্রিপুরার অর্থনৈতিক শিল্পমুখী করার পক্ষে হস্ততাঁত ও হস্তশিল্প, রেশম শিল্প এবং

চিরাচরিত শিল্পগুলির যথাযথ চাহিদার কথা অবশ্যই মনে রাখা হবে। গ্রামীণ মানুষের ব্যাপক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এইসব শিল্পগুলোর ভূমিকার কথা মনে রেখে এগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হবে এবং উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা হবে।

২.১৮ ত্রিপুরার চা শিল্প উন্নয়নের স্বার্থে ত্রিপুরার চা উন্নয়ন নিগমের কাজকর্মের উন্নতি বিধান এবং চা শিল্পের সমস্যাদি দূরীকরণে বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ বাস্তবায়িত করা হবে। মালিক পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে এবং পরিচালনগত ত্রুটির জন্য ত্রিপুরার চা-বাগানগুলির দৈন্যদশা অবসানকল্পে সমবায় ভিত্তিক মালিকানা ও পরিচালনা ব্যবস্থার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রতি অধিকতর প্রয়াস নেয়া হবে।

২.১৯ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা পাটকলটিকে পুনরায় চালু করার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত প্রস্তাব খতিয়ে দেখা হবে।

২.২০ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ত্রিপুরার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য অপর্যাপ্ত সৌরশক্তি নির্ভর প্রকল্প সমূহের উপযুক্ত বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক উজ্জীবন সম্ভব হতে পারে। চলতি বছরে সরকারের প্রয়াস হবে যে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রচলিত শক্তির ব্যবহার ব্যয়বহুল এবং কষ্টসাধ্য সেসব এলাকায় অপ্রচলিত শক্তিচালিত প্রকল্প গ্রহণ করা। যেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব নয়, বর্তমান বছরে এরকম ১৫টি দুর্গম ও প্রত্যন্ত উপজাতি এলাকায় ২৪০টি সৌর-শক্তিচালিত পি, ভি, লাইটের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব রয়েছে। হাসপাতাল স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৌরশক্তির সাহায্যে দৈনিক চার হাজার লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন জল গরম করার বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেয়া হবে। জৈব-শক্তির সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে বর্তমান বছরে ৬০টি জৈব গ্যাস প্রকল্প ও ২টি জৈব গ্যাস কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। বিভিন্ন প্রকল্পে চলতি বছরে ২৫০০ উন্নত মানের চুলা সরবরাহ করা হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর এবং ত্রিপুরা রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের সহায়তায় বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করা এবং পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বর্দ্ধিত মনোযোগ দেয়া হবে।

৩.১ উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে যথাযথ দীর্ঘকালীন উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসাবে জনশক্তি বিকাশের পরিকল্পনার উপর অন্যতম প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই সুসংহত উন্নয়ন চাহিদার সব দিকের উপর ১৯৯৩-৯৪ সালের বাজেট প্রস্তাবে যথাযথ

গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

৩.২ সমাজকল্যাণ ও পুষ্টির ক্ষেত্রে ২১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। জনপুষ্টি প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে যেখানে যেখানে ত্রুটি রয়েছে, তা যথাযথভাবে দূর করে এই প্রকল্পটিকে আরো অর্থবহভাবে রূপায়ণ করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে, যাতে এই প্রকল্পের আওতাধীন ব্যক্তিবর্গ প্রতিদিন আরো বেশী উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য পেতে পারেন। সমাজকল্যাণ প্রকল্পে সরকার সমাজের দুর্বলতম শ্রেণীর মানুষের ন্যূনতম চাহিদা মিটিয়ে থাকেন। বর্তমানে মাসিক ৭৫ টাকা হারে বিভিন্ন শ্রেণীর দরিদ্র মানুষের জন্য পেনশান দেওয়া হয়। এরমধ্যে রয়েছে বয়স্কদের ভাতা, বয়স্কা বিধবা, ভূমিহীন, বয়স্ক কৃষিশ্রমিক, বয়স্ক জুমিয়া এবং বয়স্ক রিক্সা শ্রমিক, দৃষ্টিহীন সহ অন্যান্য বিকলাঙ্গ ব্যক্তিবর্গের জন্য পেনশান ইত্যাদি। এইসব পেনশানভোগী প্রতিটি শ্রেণীর ক্ষেত্রে পেনশানের পরিমাণ প্রতি মাসে আরো ২৫ টাকা বাড়িয়ে দেবার জন্য আমি প্রস্তাব রাখছি। রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত কঠিন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছলেও, আমরা মনে করি যে উপরোক্ত শ্রেণীর পেনশানভোগী মানুষের প্রতি এই সৌজন্যটুকু অবশ্যই দীর্ঘদিন ধরে বাঞ্ছিত ছিলো। এই পেনশান বৃদ্ধির ফলে আশা করা হচ্ছে যে, প্রায় ২৬,০০০ ব্যক্তি উপকৃত হবেন।

৩.৩ আমাদের সমাজে আরেকটি শ্রেণী আছে, যারা গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ নীরবে সঞ্চিত করে রাখেন, অথচ সমাজের কাছে এর বিনিময়ে প্রাপ্য মর্যাদাটুকুও পান না। এই শ্রেণীটি মানব সমাজের একটি অংশের অপরাধ প্রবণতার শিকার হয় প্রায় সময়। এটা দীর্ঘকাল ধরে অনুভূত হচ্ছে যে, এই শ্রেণীর মানুষের সমস্যাগুলো খতিয়ে দেখে উপযুক্ত সুরাহার পন্থা পদ্ধতি নিরূপণের জন্য একটি যথেষ্ট শক্তিশালী সংগঠনের প্রয়োজন। আমি তাই অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, আমার সরকার একজন সভানেত্রী, একজন সহ-সভানেত্রী ও তিনজন সদস্যা নিয়ে ত্রিপুরা মহিলা কমিশন গঠন করার জন্য বিধান-সভার বর্তমান অধিবেশনেই একটি বিল পেশ করবেন। সরকার আশা করেন যে, এই কমিশন গঠিত হবার পরে আগামী দিনে যখন কমিশন যথাযথভাবে তার দায়িত্ব পালন করবে, তখন ত্রিপুরায় পুরুষ সমাজ অধিকতর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাদের দায়িত্ব নির্বাহ করবে। এই অবসরে আমি সেইসব মহিলাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা ১৯৯৩ এর এপ্রিল মাসের নির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের বিপুলভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন। আমি মনে করি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এটাই প্রকৃষ্ট সময়।

৩.৪ প্রাথমিক শিক্ষা সরকারের কাছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। আমাদের চুড়ান্ত আর্থিক সঙ্কটের মধ্যেও আমরা প্রাথমিক শিক্ষাকে জোরদার করতে চাই। আমরা চাই ছাত্রভর্তি বৃদ্ধি করতে—তারা যাতে অধিকতর হারে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে এবং লেখাপড়া ছাড়ার প্রবণতা যাতে আরো কমে আসে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা এগিয়ে যেতে চাই। অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড প্রকল্প যথারীতি রূপায়ণ করা হবে। সেই সঙ্গে উন্নতমানের আসবাবপত্র সরবরাহের মতো অন্যান্য অতিরিক্ত চাহিদা মেটানোর প্রতিও যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হবে।

৩.৫ তুলনামূলক ন্যাযামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। ককবরক ভাষার মাধ্যমে যারা পড়াশুনা করতে চায় তাদের সেই সুযোগ অব্যাহত থাকবে। বর্তমান বছরে উপজাতি ভাষায় এবং ভাষাগত সংখ্যালঘুদের নিজস্ব ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের বিষয়টি সরকার গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে।

৩.৬ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা মেটাতে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় যাতে যথাযথ উদ্যোগ নিতে পারে, তারজন্য বিশ্ববিদ্যায়লকে যতদূর সম্ভব আর্থিক সহায়তা করার জন্য সরকার প্রস্তাব রেখেছে। রাজ্যে একটি মহিলা পলিটেকনিক, একটি রাজ্য ভিত্তিক কেন্দ্রীয় পাঠাগার ও একটি কলা একাডেমী স্থাপন করার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নেয়া হবে।

৩.৭ জনশক্তি বিকাশের অন্যতম শর্ত হচ্ছে সুস্থ দেহ সুস্থ মন'। এই অনুভূতি থেকে এবং বিভিন্ন ক্রীড়া ক্ষেত্রে ত্রিপুরার যুব প্রতিভার যোগ্য স্বীকৃতিতে বাধারঘাটে বহু প্রতীক্ষিত ষ্টেডিয়াম কমপ্লেক্স তৈরীর কাজে সরকার এবছর হাত দিতে মনস্থ করেছেন। বিভিন্ন আধা সরকারী সংস্থা এবং কেন্দ্রীয় আধা সমারিক বাহিনীগুলো যাতে ত্রিপুরার ক্রীড়া উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে তারজন্য সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

৩.৮ স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা রয়েছে। ২০০০ সাল আর বেশী দূরে নেই। এরই মধ্যে 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য' নিশ্চিত করা একটি অনাস্তব প্রস্তাবনা ১৯৯৩—৯৪ অর্থ বছরে ১০টি নতুন জনস্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৩টি সমষ্টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এছাড়াও আগরতলার প্রধান হাসপাতালগুলির সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ ও হাঁপানিয়াতে পশ্চিমজেলা হাসপাতাল চালু করার প্রস্তাব রয়েছে। যদিও সম্প্রসারণ প্রকল্পগুলো পরিহার করা হবেনা, তবু স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে আমাদের মূল প্রয়াস হবে বর্তমানে চালু প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে সঠিকভাবে কাজ করতে পারে এবং

উদ্দীষ্ট জনসাধারণকে আগের চেয়ে আরো অধিকতরভাবে সেবা করতে পারে। অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ ও শল্য চিকিৎসার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না পাওয়ার কারণে যে ক্রমাগত সমস্যা তাকে আমরা জীইয়ে না রেখে অতীত স্মৃতির আস্তাকুড়ে ফেলে দিতে চাই। বর্তমান বছরে এ্যালোপাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি ছাড়াও অন্যান্য যেসব চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে, সেগুলোর প্রতিও যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হবে।

৩.৯ উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ রাজ্যের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ থেকে সামান্য কিছু কম। সুদীর্ঘ কালের পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রয়াসের পরেও এরা অর্থ-নৈতিক দিক থেকে তুলনামুলকভাবে বঞ্চনাগ্রস্থ রয়েছেন। আমরা তাই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবো, যাতে উপজাতি কল্যাণ প্রকল্পগুলো এমনভাবে রূপায়িত করা হয়, যার দ্বারা এর সুফল, তারা যথাযথভাবে পেতে পারেন ও অর্থনৈতিকভাবে পুণর্বাসন লাভে সক্ষম হন। এই প্রয়াসে ত্রিপুরা বন-উন্নয়ন ও বৃক্ষায়ণ নিগম এবং ত্রিপুরা পুণর্বাসন ও বৃক্ষায়ণ নিগম গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা পালন করবে। রাবার চাষ ভিত্তিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে রাবার বোর্ড উল্লেখযোগ্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। আমাদের কিছু কিছু পুনর্বাসন প্রকল্প, বিশ্বব্যাংকের অর্থ সাহায্যপুষ্ট প্রস্তাবিত রাবার চাষ প্রকল্পের রূপায়ণের সংগে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। বিশ্বব্যাংকের এই প্রকল্পটি এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এটা যদি তাড়াতাড়ি অনুমোদিত না হয়, তবে আমাদের পরিকল্পনা বরাদ্দের বহরই শুধু কমে যাবে না, বিভিন্ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে আমরা যে উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছি, তা অর্জন করাও আমাদের পক্ষে কষ্টকর হবে।

৩.১০ ত্রিপুরার উপজাতিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সবচেয়ে কার্যকরী হাতিয়ার হিসাবে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠনের কথা প্রথম চিন্তা করেছিলেন পুর্বতন বামফ্রন্ট সরকার। ঐ সময়ে আমাদের জোরদার চাপ সৃষ্টির ফলেই এই পরিষদকে ৬ষ্ঠ তফসিলের মর্যাদা দানের জন্য সংবিধান সংশোধন করা হয়। আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে গত কয়েক বছর জেলা পরিষদ ন্যায্য পরিমাণ অর্থ পায়নি। জেলা পরিষদের মাধ্যমে উপজাতি উন্নয়নে আমাদের অঙ্গীকারের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই পরিষদকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করার প্রস্তাব রেখেছি যাতে পরিষদ অর্থবহ প্রকল্প রূপায়ণে সক্ষম হয়। আমি আশা করি এই চরম আর্থিক অনটনের মধ্যেও আমরা জেলা পরিষদের জন্য যে অর্থের বরাদ্দ করবো, পরিষদ উৎপাদনশীল খাতে তার যথাযথ সদ্ব্যবহার করবে, যার ফলে জেলা পরিষদ এলাকায় বসবাসকারী উপজাতি জন-গোষ্ঠীর মানুষ অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হবেন।

৩,১১ তফসিলী জাতিভুক্ত জনগণের কল্যাণে তাদের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং তাদের জন্য যথেষ্ট শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, এই দু'টি বিষয়ে আমরা যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করবো।

৩, ১২ বিগত বছরগুলিতে অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠীর জনগণের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হয়নি। আমরা তাদের কল্যাণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই আমি আনন্দের সঙ্গে ও, বি, সি কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করছি। ও, বি, সি দের তালিকা তৈরী হওয়ার পর তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন ভিত্তিক কল্যাণ প্রকল্পগুলোর রূপায়িত করা হবে।

৩.১৩ ত্রিপুরাতে রিয়াং সম্প্রদায়ই একমাত্র স্বীকৃত আদিম উপজাতি। আদিম জনগোষ্ঠী উন্নয়নে যে প্রকল্প বিগত কয়েক বছর যাবত চালু আছে, সেই প্রকল্পটি আরও শক্তিশালী করা হবে। হালাম সম্প্রদায় এবং কয়েকটি উপগোষ্ঠীকে আদিম জাতি হিসেবে গণ্য করার দীর্ঘদিনের দাবিটিও বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করবো। ত্রিপুরা পুনর্বাসন ও বৃক্ষায়ণ নিগমের বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি—যা নাকি বর্তমান চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে—সে বিষয়ে সরকার অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে সবকিছু পর্যালোচনা করবেন।

৩,১৪ ভূমিহীন ও গৃহহীনদের মধ্যে খাসজমি বন্টন কর্মসূচী এবছরও চালু থাকবে। উপজাতিদের হস্তান্তরিত জমি পুনরুদ্ধারের জন্য জোরদার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জমি পুনরুদ্ধারের যেসব আবেদনপত্র বাতিল করা হয়েছে সেগুলি সতর্কভাবে পরীক্ষা করে দেখা হবে যাতে কারোর প্রতি অবিচার করা না হয়। পুনর্জরীপের চালু প্রক্রিয়াকে আরো গতিশীল করা হবে।

৩.১৫ শ্রমিক শ্রেণীর কল্যাণের বিষয়টিকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে বিচার বিবেচনা করার চিন্তাভাবনা সরকারের রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত শ্রমিক কল্যাণ আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে যাতে শ্রমিক শ্রেণী তাদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন। বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখতে ন্যূনতম মজুরীর বিষয়টিও সতর্কভাবে বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে।

৩.১৬ মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে, প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে আগত ৫৬,০০০ উপজাতি শরণার্থী বিগত কয়েক বছর যাবত দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় আছেন। তাদের নিরাপদে মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।

বাংলাদেশ সরকার দ্বারা প্রস্তাবিত সুযোগ সুবিধাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে শরণার্থীদের তাদের দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য রাজী করানোর চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

৩.১৭ নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণে রাজ্যের জনগণের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা, এই সরকারের প্রধান প্রতিশ্রুতিগুলির মধ্যে অন্যতম। পূর্বতন দু'টি বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইনের সংস্থান অনুযায়ী গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সময় মত পঞ্চায়েত নির্বাচন করেছিলেন। যেহেতু কয়েকটি রাজ্য সরকার বছরের পর বছর ধরে পঞ্চায়েত নির্বাচন করেননি, তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সুনিশ্চিত করতে ভারত সরকার সংবিধান সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেয়। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশ গ্রহণ সম্পর্কে এই বিলম্বিত সচেতনতার প্রশংসা করলেও এটা দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠানে আমাদের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করছে। কারণ, সংবিধান সংশোধনের পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চায়েত আইনের ব্যাপক পরিবর্তন করা জরুরী হয়ে পড়েছে। সরকার ইতিমধ্যেই একটি নতুন পঞ্চায়েত আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এবং এর অব্যবহিত পরেই পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

৩.১৮ আগরতলা শহরের সমস্যাগুলির কার্যকর মোকাবিলা তখনি সম্ভব হবে যদি ঐ সমস্যাগুলির প্রতি মনোযোগ দেবার জন্য একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা থাকে জনপ্রতিনিধিরা যাতে এই শহর এলাকার মৌলিক চাহিদাগুলির প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন তার জন্য সরকার এ বছরই আগরতলা পৌর সভার নির্বাচন করতে চান।

৩.১৯ পরিবদ্ধ রাজ্য হওয়ার দরুণ এবং সেকেলে যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে ত্রিপুরায় বহু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা সেই গুটি রাজ্যের মধ্যে একটি, যেখানে রাজ্যের রাজধানীর সঙ্গে রেল যোগাযোগ নেই এবং এই সুযোগ সম্প্রসারণের জন্যে আমরা বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, সে অনুরোধ কোন প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতে পারেনি বলেই মনে হচ্ছে বিমান পরিবহনের ক্ষেত্রেও আমাদের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হচ্ছে। আগরতলা-গৌহাটীর মধ্যে বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃ স্থাপনে আমাদের দীর্ঘ দিনের দাবী বিমান চলাচলে সর্বশেষ সংশোধিত সূচীতেও বাস্তবায়িত হয়নি। এর ফলে আগরতলার সঙ্গে অন্যান্য উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির যোগাযোগ রক্ষাকারী একমাত্র জাতীয় সড়ক এবং অপ্রতুল রাজ্য সড়ক, জেলা সড়ক ও অন্যান্য প্রধান সড়কের নেট ওয়ার্কের উপর আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে। ১৯৯৩-৯৪ সালে সড়ক ও সেতু নির্মাণ ও উন্নয়নে ১৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর সঙ্গে উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদের প্রকল্পাধীন বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৫০ লক্ষ

টাকাও সংযুক্ত হবে। আমরা আশা করি সাম্প্রতিক বন্যায় সড়ক ও সেতুর যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সে কথা বিবেচনা করে ভারত সরকার ত্রিপুরার পুর্বতন যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃ স্থাপনের জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করবেন।

৩.২০ বন্যাজনিত যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা এবং ত্রিপুরায় খাদ্যশস্যের পর্যাপ্ত মজুত গড়ে তুলতে ভারতীয় খাদ্য নিগমের ব্যর্থতা সত্ত্বেও গণবন্টন ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে। চলতি বছরে পাঁচটি নতুন গুদাম নির্মাণ এবং ভ্রাম্যমাণ ন্যায্য মূল্যের দোকান প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। আর্থিক প্রতিবন্ধকতা সত্বেও রাজ্যে বাফার ষ্টক গড়ে তোলার লক্ষ্যে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের পুরোটাই রাজ্যে আনার ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হবে।

৩.২১ শান্তি এবং সুস্থির পরিবেশ বজায় থাকলেই অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিরন্তর প্রয়াস চালানো সম্ভব। বিগত পাঁচ বছরে উপজাতি এলাকার প্রতি অবহেলা, হতাশ উপজাতি যুবকদের অস্ত্রহাতে তুলে নিতে উৎসাহিত করেছে এবং উগ্রপন্থী কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে মদত জুগিয়েছে। এই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে সরকার তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়ে ক্ষান্ত হন নি, তারা আত্মসমর্পণ করলে তাদের পুনর্বাসনের জন্য কি কি সুযোগসুবিধা দেওয়া হবে, তারও একটি বিস্তারিত গুচ্ছ প্রস্তাব ঘোষণা করেছেন। সরকার আশা করেন এইসব বিপথে পরিচালিত যুবকরা সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জীবনের মূলস্রোতে ফিরে আসবে এবং রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করবে।

৪.১ সরকার যে বড় মাপের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী রূপায়ণের চিন্তা করছেন, তার জন্য দরকার প্রচুর অর্থ। এই বিরাট অংকের আর্থিক সাহায্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাওয়া যাবে, এমন আশা করা বৃথা। এরকম পরিস্থিতিতে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে যতটা সম্ভব নিজেদের সম্পদ সৃষ্টি করা। কিন্তু একটা পশ্চাদপদ রাজ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে সম্পদ সংগ্রহের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তাই অপচয় বন্ধ করে কঠিন মিতব্যয়িতার মাধ্যমে আমাদের সম্পদ সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে। সেই সঙ্গে যেসব দপ্তরে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে অতিরিক্ত সম্পদ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, সেই সব দপ্তরকে উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার দায়িত্ব দেওয়া হবে। উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য যদিও সরকারের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, তা সত্বেও আমি এই বাজেটে নতুন কোন কর প্রস্তাব রাখিনি। তবে বর্তমানে যেসব ক্ষেত্রে কর ব্যবস্থা চালু রয়েছে, সেখানে কর সংগ্রহের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

৪,২ ১৯৯৩-৯৪ সালের জন্য যে বাজেট প্রস্তাব রাখা হয়েছে, তাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ হবে ৮৪৬ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা এবং মোট আয়ের পরিমাণ হবে ৮১৩ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। এরফলে ১৯৯৩-৯৪ সালে ঘাটতির পরিমাণ হবে ৩২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। এছাড়া বর্তমান অর্থ বছর শুরু হয়েছিল ১৪ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা ঘাটতি নিয়ে, এরফলে ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরের শেষে মোট ঘাটতির পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে ৪৭ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা।

৪.৩ ১৯৯৩-৯৪ সালের বাজেট এষ্টিমেটের মধ্যে বর্তমান অর্থ বছরের প্রথম চার মাস অর্থাৎ জুলাই, ১৯৯৩ পর্যন্ত 'ভোট-অন একাউন্ট' এর প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দও ধরা আছে, যা ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিধানসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

৪.৪ আমি এখন ১৯৯৩-৯৪ সালের প্রস্তাবিত বাজেট এষ্টিমেট সভার বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি নোটিশ অফিস থেকে ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবী সম্বলিত প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেবার জন্য এবং যে সকল সদস্য মহোদয়গণ ব্যয় বরাদ্দের (ডিমাণ্ড ফর গ্রান্টস ফর দি ইয়ার ১৯৯৩-৯৪) উপর ছাঁটাই প্রস্তাব (কাট মোশান)-এর নোটিশ দিতে চান, তাঁরা আগামী ১২ই জুলাই সোমবার ১৯৯৩ ইং বেলা ২ (দুই) ঘটিকার মধ্যে তাঁদের নোটিশ বিধানসভা সচিবালয়ে জমা দিতে পারবেন।

GOVERNMENT BILLS

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো :—

"The Salary, Allowances and pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Eleventh Amendment) Bill, 1993 (Tripura Bill No. 4 of 1993)"

এই সভায় বিবেচনার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Dasharath Deb (Chief Minister) :— **Mr, Speaker sir, I beg to move before the House that the Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Eleventh Amendment) Bill, 1993 (Tripura Bill No. 4 of 1993) be taken for consideration.**

স্যার, এর সঙ্গে আমি একটা এ্যামেণ্ডমেন্ট মুভ করছি, সেই এমেণ্ডমেন্টটা হলো :—

"In the Salary, Allowance and Pension of Members of Legislative Assembly (Tripura) (Eleventh Amendment) Bill., 1993 in sub-Clause (2) of clause 1, for the words, punctuation mark and figure, "May, 1993", the word, punctuation mark and Figure "July, 1992", shall be substituted.

স্যার, এই বিলে আগের চেয়ে কিছু পরিবর্ত্তন করা হয়েছে, বিলটা খুব সহজ। আগের বিলে ছিল এখনও সেটা আছে তার প্রতিশ্রুতি প্রতি মাসে ১৫ শত টাকা। আমার এই এমেণ্ডমেন্ট সাজেষ্ট করা হয়েছে, ১০০ টাকা কমিয়ে ১৪ শত টাকা হবে প্রতি মাসে বেতন। আর লিডার অব্ দি অপজিশ্যান তাঁর বেতন ছিল আগে মাসে ৩০০০ টাকা এখানে আমরা সংশোধন করে ২৫০০ (আড়াই হাজার) টাকা করতে চাই, এটাই হলো সংশোধনী। আর চীফ হুইপেরও একই, তিন হাজার টাকার জায়গায় আড়াই হাজার টাকা হবে। পেনসন অফ এক্স এম,এল,এ—একস্ এম,এল,এ এদের পেনসন প্রতি মাসে এগজিসটিং যে আইন আছে তাতে আড়াই হাজার টাকা আছে, এটা কাষ্ট ফ্লেইট রেইট, এর মধ্যে বিবেচনা ইত্যাদি কিছুই নেই। আমাদের এই প্রস্তাবিত বিলে আছে পেনসন পার মান্থ এক হাজার টাকা হবে, এডিশন্যাল চার বছর পরে যত বৎসর তার সার্ভিস থাকবে প্রতি বৎসর ৫০ টাকা করে বাড়বে। তারপরে মেকসিমাম হবে পেনসন তার তেরশত টাকা, এটা হলো মেম্বারস্‌দের পেনসন। তারপর ফেমিলী পেনসন যেটা আমরা এখানে সাজেষ্ট করেছি বারশত টাকা এবং অন্যান্য কর্মচারী যেখানে অর্দ্ধেক হিসেবে পেনসন পাওয়ার নিয়ম সেই নিয়মেই আমরা চালু করতে চাই, সেখানে ছয়শত টাকা হবে। তা এই পেনসনগুলি কি রকম হবে সেটা এখানে দেওয়া হয়েছে। কেন আমরা এটাকে সাজেষ্ট করেছি তার কারণ হলো, এই যে পেনসন-একজন এম এল এ যখন কাজ কর্মে আছে তখন তার বেতনকে আগে ১৫০০ টাকা করা হয়েছে, আর তিনি রিটায়ার করে পেনসন পাওয়ার সময় ২৫০০ টাকা পাবেন এই রকম সঙ্গতি বিহীন যে আইন হয়েছে, এই আইন আমরা মানতে চাই না। এটাকে বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে আমরা করতে চাই। আর মেডিকাল এলাউন্সেসের ক্ষেত্রেও একস্ এম, এল, এদের পরিবার মেডিক্যাল এলাউন্স ইত্যাদি রাখা যায় না কারণ একটা গভর্ণমেন্টের পক্ষে এটা একটা বারডেন হবে। কাজেই আমরা শুধু এগজিসটিং এম, এল, এদের ক্ষেত্রেই মেডিক্যাল ইনভারসমেন্ট এগুলির ব্যবস্থা রেখেছি। আর আমি যা সংশোধনী এখানে

এনেছি সেটা হলো যখন আমি বিল উত্থাপন করেছিলাম তখন ছিল উইথ এফেক্ট ফ্রম ফার্ষ্ট মে যেহেতু আজকে আমরা এখানে বিলটা উত্থাপন করেছি। কাজেই এখন আমাদের এটা হবে ফার্ষ্ট জুলাই থেকে কাজেই এই বিলটা উথ্থাপন করার পেছনে বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টি ভঙ্গী হলো আমরা তাদের কল্যানমূলক কাজ করার জন্যই এখানে এসেছি আমরা নিজেদের সেবার জন্য এখানে আসিনি। কিন্তু যেগুলি না হলে আমরা জনসেবা করতে পারি না সেই ধরনের পেনসন বা বেতন আমরা দিতে চাই। সেই ভিত্তিতে আমরা এটা করেছি, অসঙ্গতি দূর করার জন্য এটা করেছি। আশা করি আমাদের এই যে প্রস্তাবিত ডাইব, যা আমরা করতে চাই দেশের জন্য এতে সবাই অংশ গ্রহন করবেন এই বিলটা আপনারা পাশ করিয়ে এটাকে কার্য্যকরী করার জন্য প্রদক্ষেপ নেবেন এই কথা বলে আমি বিলটাকে বিবেচনার জন্য হাউসে উথ্থাপন করছি।

মিঃ স্পীকার :— এই বিলের সংশোধনীর উপর আলোচনার জন্য মাননীয় সদস্য পবিত্র কর ও সুবল রুদ্র নাম দিয়েছেন, বিরোধী পক্ষ থেকে কোন নাম দেননি। আমি অনুরোধ করছি পরবর্তী সময়ে আপনারা নাম পাঠাবেন।

এই হাউস বেলা ২ ঘটিকা পর্যান্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESS— AT. 2·00 PM.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এখন হাউসের মধ্যে আলোচনার জন্য কার্যসূচী হলো— অ্যালায়ান্সেস্ অব মেম্বারস্ বিলের উপর আলোচনা। এই আলোচনায় সর্ব্ব প্রথম অংশগ্রহণ করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর এবং বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি আপনাদের তরফ থেকে কে কে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন নাম পাঠাবার জন্য।

শ্রীপবিত্র কর :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সভায় বিধায়ক এবং মন্ত্রীদের বেতন, ভাতা এবং পেনসন সম্পর্কিত প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সমর্থন করি।

সমর্থন করি এই জন্য— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা উনার বক্তব্যের মধ্যে পরিষ্কার করে বলেছেন যে আমরা যারা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে এসেছি, আমাদের প্রথম এবং সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হচ্ছে নিষ্ঠার সঙ্গে জনগণের সেবা করা। কিন্তু বর্তমান অর্থনৈতিক যে অবস্থা তাতে জনগণের সেবা আরো বেশী করার জন্য তাদের কিছু অ্যালায়্যান্সস্ দেওয়া হয় যাতে করে তারা জনগণের সেবা সঠিকভাবে করতে পারেন।

সেই জায়গাতে আমরা লক্ষ্য করেছি গত জোট সরকারে যারা ছিলেন সেই কংগ্রেস(ই) উপজাতি যুব সমিতি জোট সরকার তারা দুই দুইবার এগুলি বাড়িয়ে দিয়েছেন। এটা অফিসিয়েলী বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু আমি এই হাউসে কিছু বলতে চাই এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবী করতে চাই যে, প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বিধায়কগণ কত ব্যাক্তিগত সম্পত্তি করেছেন গত পাঁচ বছরে তার হিসেবটা দেওয়া হোক। তার হিসেবটা বের করা দরকার। এবং সেই হিসেবটা যদি বের করা যায় তাহলে দেখা যাবে বেশ কয়েকজন-কোটি টাকার উপরে চলে গেছেন। লক্ষ তো সাধারণ ব্যাপার। আমরা শুনেছি এমনকি যারা মনোনীত চেয়ারম্যান ছিলেন বিভিন্ন উন্নয়ন কমিটির তারাও লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হয়ে গেছেন।

আজকে গোটা দেশের মধ্যে চরম অর্থনৈতিক সংকট চলছে। গত প্রায় দুই বছর আগে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী তিনি কংগ্রেস দলেরও নেতা, তিনি দেশবাসীর কাছে এটা আহ্বান জানিয়েছিলেন যে সরকারী খরচ কম করে আমরা যারা এসেছি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে যাদের উপর সরকারের দায়িত্ব রয়েছে তারা যাতে কৃচ্ছ্রসাধন করে জনগণের সেবা করতে পারেন এটা দেখা উচিত।

কিন্তু গত পাঁচটি বছরে তার নমুনা আমরা একবারের জন্যও দেখিনি এবং নিশ্চয়ই ত্রিপুরাবাসী হিসেবে আমরা সবাই সেদিন লজ্জিত হয়েছিলাম। যদিও তখন আমি এই হাউসের সদস্য ছিলাম না। কি মজার ব্যাপার বিধায়কদের বেতন করা হয়েছিল দেড় হাজার টাকা এবং তাঁর পেন্সন হয়েছিল মাসিক আড়াই হাজার টাকা। আমি জানি না বা অন্য কেউ জানেন কিনা আমার জানা নেই এই সিস্টেম পৃথিবীর আর কোথায়ও আছে কিনা। জানি না, আগে থেকেই উনারা অনুভব করেছিলেন কিনা যে উনারা নির্বাচনে পরাজিত হয়ে ক্ষমতাচ্যুত হচ্ছেন। এবং এটা ভেবেই হয়ত উনাদের সুবিধার্থে এই বিল উনারা বানিয়েছিলেন। ওরা বহু দিনা করেছেন অনেকতো সম্পত্তি বানিয়েছেন। তাহলে এই বিলটা কেন এনেছিলেন? আজকে এই হাউসে বিরোধী দলের কোন নেতা নেই। স্পীকারের আহ্বানে বিরোধী দলনেতা হিসেবে কেউ পরিচিতি দেন নি। শুনলাম আসাম থেকে উনাদের কোনও একজন নেতা আসছেন। হ্যাঁ, আমি এয়ারপোর্ট গিয়ে সেটাই শুনলাম।

এই বিল নিয়ে একটা কাগজতো টানা তিনদিন ধরেই লিখে চলছে। কার পত্রিকা। শুনি এই পত্রিকা নাকি আবার কংগ্রেসের ঢুল পিটান। আমি এখানে

উপস্থিত মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে জানতে চাই আপনারা কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন, যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বিলটা এনেছেন সেটা প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক কাঁট-ছাঁটের আবেদনের সংগে মিলে কিনা? এই কাগজ কি লিখছে—লিখেছে মন্ত্রীরা যদি গাড়ীর সংখ্যা কমিয়ে নেয় তাহলে রাজ্যের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। আমি জানতে চাই পুর্বতন আমলে সেটার বহরতো অনেক বেশী ছিল কিন্তু তখন কেন এই ধরনের কথা লেখা হয় নি? আমরা বলছি আমাদের মন্ত্রী এম. এল. এদের সম্পত্তির হিসেব আমরা দেব কিন্তু আপনারা সেটা দেখাবেন কি কোট আমলের মন্ত্রী এবং বিধায়কদের সম্পত্তির হিসেব? আমরা সমস্ত মন্ত্রী বিধায়কদের সম্পত্তির হিসেব আমরা পেশ করব। আপনারা করবেন? আমি হিসেব করে দেখেছি সংশোধীত এই বিল পাশ হলে পরে রাজ্যের কোষাগার থেকে মাসে চার হাজার টাকা করে ভাতা এবং ১২ হাজার টাকা করে পেন্সন কম খরচ হবে। এতে প্রতি বছর প্রায় ১ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা রাজ্যের কোষাগারে থাকবে বা কোন ধরনের উন্নয়ন মুলক কাজে এই টাকা ব্যবহার করা যাবে। যেমন স্কুল ঘরতৈরী করা হাসপাতাল চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। কি করে গিয়েছেন আপনারা? একটি স্কুলে গেলে দেখতে পেতাম সেখানে বেঞ্চ নেই। যাও কিছু আছে সেটাও ভাংগা অবস্থায়। ছাত্রদের মাদুর নিয়ে আসতে হয় স্কুলে।

কাজেই আপনারাও নিশ্চয়ই এই বিলের উপর আলোচনা করবেন। আর আজকে কাগজের মধ্যে লিখছেন উপদেশ দিচ্ছেন। চমৎকার।

যদি নেতারা ছুটি করে গাড়ী কম ব্যবহার করে তাহলে অনেক টাকা বেঁচে যাবে। আমি জিজ্ঞাস করতে চাই যে, এখানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় নেই। উনি রাজ্য আছেন নেতা হতে পারেন কিনা। আজকে আসাম থেকে একজন নেতাকে ধার করে আনা হয়েছে নেতা হওয়ার জন্য। আমি আগরতলা বিমান বন্দরে গিয়েছিলাম দেখা হয়েছে কথা হয়েছে। উনি কয়টা গাড়ী ব্যবহার করতেন? আমি একদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখেছি উনি ১০টি গাড়ী নিয়ে ঘুরছিলেন। এখও ৪টি গাড়ী রেখে দিয়েছেন। আর এখন নেতারা উপদেশ দিচ্ছেন। হ্যাঁ সমস্যা আছে। তারপরেও তিনি কয়টা গাড়ী ব্যবহার করছেন আপনারা বলুন। আমাদের মন্ত্রীরা একটি বাইরের গাড়ী ব্যবহার করছেন না। আমাদের এম, এল, এ-দের গাড়ীর কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু তাদের আমলে শুধু এম, এল, এ না যারা পরাজিত এম, এল, এ, ছিলেন তাঁরাও তিনটি গাড়ী ব্যবহার করতেন। তাই আমি বলছি আসুন কথা বলুন শুধু এখানে নীরবে বসে থাকার জন্য

নয়, বাইরে জনগণকে বিভ্রান্তি না করে ত্রিপুরাবাসীর স্বার্থে যাতে আমরা কাজ করতে পারি। এই বিলকে সর্বসম্মতক্রমে সমর্থন করে আমরা ত্রিপুরার কল্যানের জন্য আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারি এই আহ্বান রেখে এবং পুনরায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুবল রুদ্র মহাশয়।

সুবল রুদ্র :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিধায়ক এবং মন্ত্রীদের সেলারী এবং পেনসন বিল সংশোধনী যেটা এই হাউসে অনুমোদনের জন্য এই সভায় উৎথাপন করেছে, আমি এই বিলকে সমর্থন করি।
তবে বেশী কিছু বলার অপেক্ষা রাখেন না। আশা করি এই বিলকে সর্বন্মতিক্রমে এই বিধানসভায় গৃহীত হবে। যদিও বিরোধীদলের বিধায়কদের কাছ থেকে বিরোধিতা করার কোন লক্ষম নেই এটা বুঝা গেছে। কিন্তু মনে মনে কষ্ট হচ্ছে, দুঃখ হচ্ছে এবং চক্ষুর লজ্জা হচ্ছে, মনে হয়। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বিরোধিতা করলে পরে আবার রাক্ষস বলবে কিনা সেই সম্পর্কে কিছু সন্দেহের অবকাশ থেকে যাচ্ছে। এবং সেই ক্ষেত্রে আমার যতটুকু মনে হয় এখানে উনারা বিরোধিতা করবেন না। আর এমনিতেই বিরোধীতা করার কোন কারণ নেই। গত ৫ বছরে যা রোজগার হয়েছে মোটামুটি সারা জীবন চলে যাবে। আর পেনসনের টাকা দিয়ে কি হবে? যদি ভবিষ্যতের কথা চিন্তাভাবনা করে বিলটা বিধানসভায় বিলটা উপস্থাপন করা হয়েছিল। আচ্ছা যাই আমরা ৫ বছরে লুটপাট করেছি, আখড়ে যে কটা দিন ভালো ভাবে চলা যায় অন্যান্য বাজার খরচ যাতে হয় তার জন্য প্রাক্তন মন্ত্রী বিধায়কদের আড়াই হাজার টাকা যদি সেখানে মাসিক ধার্য্য করা যায় তাহলে পরে ব্যাপারটা খারাপ হবে না। মোটামুটি মাছ মাংস দিয়ে খাওয়া যাবে। এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক অবস্থা চিন্তাভাবনা করে এই বিলটা সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এবং আশা করি বিরোধী পক্ষ সহ বিশেষ করে যারা অতীতে চিন্তাভাবনা করেছিলেন উনারাও একমত হবেন এই সম্পর্কে। এখানে স্যন্দন পত্রিকার প্রচার হচ্ছে, এই নিয়ে তিনবার লিখেছেন যে পেনসনটা যদি কমিয়ে দেওয়া হয় তাহলে পরে প্রাক্তন এম, এল, এ, যারা আছেন মন্ত্রী যারা আছেন তাঁরা খুব দুর্দশায় পড়ে যাবেন। এই সব প্রচার করে বলা চলে পেছন দিক থেকে একটা চিমটি কাটা হচ্ছে। সামনে আমি কিছু বললাম না অথচ পত্রিকাকে বলে দিলাম যে, তোমরা লিখতে থাক এক, দুই, তিন, করে। কিন্তু এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যারা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে গত ৫ বছরে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে দুঃখ দুর্দশা যেখানে একটি

স্কুল ঘর আছে অথচ বসার জায়গা নেই জল পড়ছে এই সম্পর্কে যদি সামান্যতম চিন্তা-ভাবনা বা নৈতিক চেতনা বহিঃ প্রকাশ ঘটত বিরোধী পক্ষের এবং তৎকালীন সরকারের তাহলে মনে হয় আজকের এই অপ্রীতিকর যে পারিস্থিতি সেটা আর থাকত না।

যে বিল এখানে উপস্থাপিত হয়েছে তা বিরোধী পক্ষ সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করবেন এবং যে টাকাটা তা কম করে ছোট টাকা নয়, এই টাকা দিয়ে যদি আমরা ঔষধ কিনতে পারি এবং ঐ টাকা দিয়ে যদি আমরা একটা স্কুল ঘর ও মেরামত করতে পারি এবং কিছু চেয়ার টেবিল ও কিনতে পারি তা হলে নিশ্চই ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্র ছাত্রীদের ক্ষেত্রে যে একটা নৈতিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য সরকারের রয়েছে তা আমরা পালন করতে পারব বলে মনে করি। এবং সেই ক্ষেত্রে এখানে যে বিল আনা হয়েছে তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করি, এবং আশা করব অতীতে যারা ভুল করেছেন এবং ভ্রান্তনীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে যারা এই বিল পাশ করেছিলেন তাদের আখেরে গুড়ে বালি পড়েছে উনারা সর্বসম্মিত ক্রমে এই বিলকে সমর্থন করবেন এই আশা নিয়ে এবং আমি এই বিলকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিধান-সভায় বিধায়কদের এবং মন্ত্রীদের সেলারী, পেনসন ও ভাতা সংকোচনের যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তা বিশ্বাস করি রাজ্যবাসী তাকে স্বাগত জানাবেন। এটা ঠিক আমরা এখানে যাই করি এই রাজ্যের সমস্ত মানুষ তার প্রতি লক্ষ রাখেন, যারা এটা বুঝেননি তারা বিগত দিনে তারা এমন অনেক কিছুই করেছেন যার বিশদ তদন্তের দরকার এবং এমন অনেক কলঙ্ক সেই সময় তৈরী হয়েছিল বর্তমানে যার কোন ইতিহাস চিহ্ন নেই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার মানুষ যখন শুনেছে ত্রিপুরা রাজ্যে যারা ওয়ার্কিং এম এল এ তাদের বেতন ১৫০০ টাকা আর তাদের পেনশন হবে ১৫০০ টাকা তখন তারা নানা কটু মন্তব্য করেছেন শুনেছি। অন্য রাজ্যের লোকেরা তাও বলেছে যে ত্রিপুরাতে কি সরকার চলছে? এই রকম একটা খারাপ নজির তারা কাগজে কলমে রেখে গেছে এটাই আমাদের পরিতাপের যেটা নিয়ে আমাদের বিধানসভাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রস্তাব এনে সেটা কমাবার জন্য এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। আমরা নিজে সেজন্য আমরা দুঃখিত। যা হউক আগে যারা সরকার চালিয়েছেন, তারা অনেকগুলি খারাপ করে গিয়েছেন, এখন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারনের স্বার্থে, সেই সবের

পরিবর্ত্তন করতে হবে, কেন না, আমরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে এসেছি এবং আমাদের কাজ কর্মের জন্য তাদের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে। আর. এখানে যেটা করা হচ্ছে. তা একটা নজির হিসাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তাঁর বাজেট উত্থাপনের একটা কথা বলেছেন যে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই রাজ্যে যে ইন্‌ফ্রাস্টাক্‌চার তৈরী হয়েছিল. সেটা গত ৫ বছরে জোট সরকারের আমলে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে, তাই, আমাদের বর্ত্তমান সরকারকে একটা ধ্বংস স্তুপের মধ্যে দাঁড়িয়ে সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে কাজ কর্ম করতে হচ্ছে একটা বিরাট অংকের ঘাটতির বোঝা মাথায় নিয়ে। ব্যয় করারও একটা সীমা আছে, মন্ত্রী এবং বিধায়কদের বেতন ভাতা এবং পেনশন যেটা পূর্বতন সরকার বরাদ্দ করেছিল তা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নজীরবিহীন ছিল, যেখানে এই রাজ্যে মানুষ কিছুদিন আগের বন্যার ফলে সর্বশান্ত হয়ে গিয়েছে, তাদের নানাভাবে সাহায্য করার প্রয়োজন রয়েছে. অথচ তা করা যাচ্ছে না, সেই ক্ষেত্রে মন্ত্রী ও বিধায়কদের এই হেন বেতন-ভাতা এবং পেনশন আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। কাজেই মন্ত্রী বিধায়কদের বেতন-ভাতা এবং পেনশনের হারে যে সংশোধনী বিল এসেছে, তা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি এটাকে আন্তরিক সমর্থন জানাই।

শ্রীঅরুন ভৌমিক (বড়জলা) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে মন্ত্রী এবং বিধায়কদের বেতন ভাতা ও পেনশন কমানোর প্রস্তাব করে যে বিল এসেছে. তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করি। এটা আমাদের জানা আছে যে জোট আমলের আগে মন্ত্রী ও বিধায়ক-দের এই রকম ভাতা ও পেনশনের ব্যবস্থা ছিল না। যে বিল আছে তদন্তে দেখা যাচ্ছে যে ভাতার থেকে পেনশনের হার দ্বিগুণ হয়ে গেছে, যা সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে নজীর বিহীন এবং অসামঞ্জস্য পুর্ণ। কাজেই, এই অসামঞ্জস্যপুর্ণ মন্ত্রী বিধায়কদের ভাতা ও পেনশনের হার কমানোর জন্য বর্ত্তমান সরকার এই সভার সামনে বিল আকারে যে প্রস্তাব এনেছেন. তা অভিনন্দনযোগ্য এবং আমি তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানাই। কেন না, আগে যে হার বরাদ্দ ছিল, তা এই রাজ্যের জনগণের সংগে বিশ্বাসঘাতকতারই সামিল এবং বিগত নির্বা-চনে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ বিগত সরকারের বিভিন্ন কাজ কর্মের যথাযোগ্য জবাব দিয়েছে. বোধ করি বিগত সরকারের প্রতিনিধিরা এখন সেটা বুঝতে পারছেন। তারা এখন বুঝেছে যে তারা অন্যায় করেছিল, ত্রিপুরার জনগণের সহিত বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছিল এবং ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থ না দেখে নিজেদের স্বার্থই তারা বেশী ভেবেছিল। তাই আজকে যে ভাতা কমানো হয়েছে সেটা অত্যন্ত যুক্তিসংগত হয়েছে। আশা করছি এই হাউস এটাকে অনুমোদন করবেন। আরেকটা কথা বলতে চাই যে এই

অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল আনার ফলে সরকারের যে দৃষ্টি ভঙ্গী সেটা এখানে প্রতিফলিত হয়েছে সেটা হলো এই সরকার চায় জন প্রতিনিধি তাদের যে জীবন যাত্রার মান সেটার সংগে ত্রিপুরার জনগণের জীবন যাত্রার মানের সঙ্গে সঙ্গতি থাকুক। এই ইংগিতই বহন করছে। তাই আমি এই বিলকে সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন আমি আলোচা বিলের অন্তর্গত ১নং ধারাটি সংশোধীত আকারে ভোট দিচ্ছি। সংশোধিত আকারে ধারাটি হলো :—

1. Short title and Commencement—(1) This Act may be called the Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly, Tripura, (Eleventh Amendment) Act, 1993.

2. It shall be deemed to have come into force on and from the first day of July, 1993.

(তারপরে প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দিলে তা সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৫নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(তারপরে এই প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দিলে তা সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :—বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(তারপর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দিলে তার সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল :—

"The Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Eleventh Amendment) Bill, 1993 (Tripura Bill No. 4 of 1993) as amended" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মহোদয়কে অনুরোধ করছি, প্রস্তাব উৎথাপন করতে।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, এখানে এই বিলটি যেভাবে

সংশোধিত আকারে আমি উপস্থিত করেছি তা পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক সংশোধিত প্রস্তাবটি উত্থাপন। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো, "The Salary, Al'owances and Pension of Members of the Legisla-tive Aassembly (Tripura) (Eleventh Amendment) Bill, 1993, (Tri-pura Bill No. 4 of 1993) as amended. পাশ করা হউক।

(আলোচ্য বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— "The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Ninth Amendment) Bill, 1993 (Tripura Bill No. 5 of 1993)" এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, মাননীয় ী মহোদয় উপরোক্ত বিলটির ১নং ধারার ২নং উপধারার উপর একটি সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন। সেই সংশোধনী প্রস্তাবের কপি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ পেয়েছেন। আমি সেই সংশোধনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি।

এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি সংশোধনী প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য। উত্থাপন করে উনি বক্তব্য রাখতে পারেন। বিরোধী দেশের এবং [illegible] আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

[illegible] (Chief Minister) Mr. Speaker Sir, I beg to move "In the Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Ninth Amendment) Bill, 199³, in sub-clause (2) of C'ause 1, for the word, punctuation mark and figure, "May, 199 ", the word, punctuation mark and figure, "July, 1993" shall be substituted,

Mr. Speaker, Sir, I beg to move before the House that "The Salaries and Al'owances of Ministers Tripura) (Ninth Amendment) Bill, 1993 (Tripura Bill No 5 of 1993 be taken into consider..t'on.

স্যার, এই বিলের মধ্যে মন্ত্রীদের বেতন কমানো হয়েছে। আগে মুখ্যমন্ত্রীর বেতন

ছিল ৩.৯৯০ টাকা। আমরা এটাকে কমিয়ে তিন হাজার টাকা করেছি। পূর্ব মন্ত্রীদের বেতন আগে ছিল তিন হাজার টাকা সেটাকে কমিয়ে আমরা আড়াই হাজার টাকা করেছি। আরেকটা প্রভিশান আগে ছিল যে মন্ত্রীরা বাইরে গেলে তাঁদের শ্বশুর শাশুড়ী, পিতা, মাতা এক সাথে বাইরে যেতে পারতেন। এটা আমরা বাদ দিয়েছি। কারণ শ্বশুর, শাশুরী, পিতা-মাতা সরকারী কোন কাজে ভারত ভ্রমন করবেন? এবং তাদের এই ভ্রমন যুক্তি সংগত কিনা? তাদের যদি কোন সরকারী কাজ না থাকে তাহলে সরকারী টাকায় বিনা কাজে ভারত ভ্রমন করবেন কেন? এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সহ্য করতে পারছে না ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ অনেক কস্ট করছেন। কাজেই একজন মন্ত্রী হয়েই তাঁর পরিবারের জন্য সুযোগ সুবিধা নেবেন, রাজ্যবাসীর টাকায় বিনা কাজে ভারত ভ্রমন করবেন এটা হতে পারে না। এটা আমরা বন্ধ করেছি। তবে এখানে আমরা একটা প্রভিশান রেখেছি-কোন মন্ত্রী যদি সরকারী কাজে বাইরে যান এবং তিনি যদি অসুস্থ হন তাহলে তিনি তাঁর পছন্দ মত একজন প্রাইভেট লোককে নিতে পারবেন তাঁর সেবার জন্য এবং তার জন্য তাকে টি. এ. ডি, এ দেওয়া হবে। তবে মন্ত্রী মহোদয় ডিক্লায়ার করলেই প্রাইভেট লোক নেওয়া যাবে। আমরা অনেক চিন্তা করেই এই বিলটা এনেছি। স্যার, একটা কথা আছে' চ্যারিটি বিগিনস এ্যাট হোম'। যদি কিছু করতে হয় তাহলে নিজের বাড়ী থেকেই শুরু করতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ অনেক দুঃখে কস্টে আছেন। তাদের কথা চিন্তা করেই আমরা আমাদের বেতন ৫০০ টাকা করে প্রতিমাসে কমিয়ে এনেছি। প্রত্যেক মন্ত্রী যদি প্রতিমাসে ৫০০ টাকা করে কম বেতন নেন তাহলে পাঁচ বছরে কত টাকা কম বেতন নেবেন সেটা আপনারা হিসেব করে দেখুন। সেই টাকা দিয়ে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন মূলক কাজ করতে চাই। ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের জন্য যে আমরা কিছু একটা করতে চাই সেটা আমরা দেখাতে চাই আমাদের এই সমস্ত কাজের মধ্যে দিয়ে আমি আশা করব হাউস বিনা প্রতিবাদে এই বিলটাকে সর্ব সমতিক্রমে গ্রহন করবেন। এই বলে বিলটি আমি আলোচনা জন্য উপস্থিত করলাম।

মিঃ স্পীকার :— যেহেতু এই বিলটির উপর কেউ আলোচনায় অংশ গ্রহন করছেন না কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবটি আমি ভোটে দিচ্ছি। সংশোধনী প্রস্তাবটি হলো—

"In the Salaries and Allowances of Ministsrs (Tripura) (Ninth Amendment) Bill, 1993, in sub-clause (2) of Clause

1, for the word, punctuation mark and figure, "May, 1993, the word, punctuation mark and figure, "july, 1993" shall be substituted.

(সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সভা কর্ত্তৃক সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি আলোচ্য বিলের অন্তর্গত ১ নং ধারাটি সংশোধীত আকারে ভোটে দিচ্ছি সংশোধীত আকারে ধারাটি হলো—

"1. Short title and Comencement,— (1) This Act may be Called the Salary, Allowances and Pension of Members of the Logislative Assembly (Tripura) (Eleventh Amendment) Act, 1993,

(2) It seall be deemed to have come into gorce on and from the first day of July, 1993,

(বিলের ১নং ধারাটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংশোধীত আকারে বিলের অংশ রূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকারঃ — আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ২নং হইতে ৪নং পর্যান্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(অতএব, বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়) এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :— "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হোক"।

(অতএব, বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো :—

"The Salaries and Allowanes of Ministers (Trlpura) (Nin th Amendment) Bill, 1993 (Tripura Bill No.5 of 1993)."

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপনা আমি মাননীয় মূখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করতে।

Shri Dasharatha Deb (Chief Minister):— Mr. Speaker sir, I beg to move that the Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Ninth Amendment) Bill 1993, (Tripura Bill No 5 of 1993.) be passed.

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো :—The Salaries and Allowances of Minister (Tripura) (Ninth Amendment) Bill, 1993 (Tripura Bill No. 5 of 1993)

(অতএব, আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিলিউশ্যান। আজকের কার্যাসূচীতে দুইটি(২) প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিলিউশ্যান আছে। রিজিলিউশ্যানের প্রাইয়রিটি অনুযায়ী প্রথমটি উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় এবং দ্বিতীয়টি উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিলিউশ্যানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিলিউশ্যানটি হলো :—"এই বিধানসভা গভীরভাবে লক্ষ্য করিতেছে যে, যেহেতু ১৯৯২-৯৩ সালের এ, ডি, সির প্রাপ্য অর্থ রেখে দেওয়ায় ১৯৯৩-৯৪ সালের কোন অর্থ [illegible] এ, ডি, সিকে না দেওয়ায় উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে, ভিলেজ কমিটি বিল আইনে পরিণত না হওয়ায় ভিলেজ কমিটি নির্বাচন বিলম্বিত হচ্ছে এবং ইনার লাইন পারমিটের দাবীতে এ, ডি, সির সাব জোন্যাল ও জোন্যাল অফিস ঘেরাও, ডেপুটেশান দিয়ে এ, ডি, সির কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে।

সেই হেতু উপরোক্ত সমস্যাগুলির আশু সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এই সভার রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করছেন।"

মিঃ স্পিকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত রিজলিউশানটির উপর মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় একটি সংশোধনী

প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন এবং সেই সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশের কপি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ পেয়েছেন।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিজলিউশ্যানটির উপর আনীত উনার সংশোধনী প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া একটা প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশান এনেছেন, আমি ওনার সেই রিজিউলিউশানের উপর সংশোধিত আকারে সংশোধনী এনেছি। আমার সংশোধনীটি হল :— "যেহেতু delet the parareaph from 1992-93 after the word upto কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। and Instert the word যেহেতু এ ডি সির প্রাপ্য অর্থ মঞ্জুর করার পূর্বতন জোট সরকার ব্যার্থ হয়েছেন এবং এ ডি সির বর্তমান মুখ্যকার্য্য নির্বাহী সদস্য এই সম্পর্কে জোট সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ও জোট সরকার এ, ডি, সির, প্রাপ্য অর্থ মঞ্জুর করতে স্বীকৃত হননি, এবং ইনার লাইন সহ ৪ দফা দাবী কার্য্যকরী করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়কে উনার উত্থাপিত রিজিউলিউশানটির উপর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের অনুরোধ করছি এই রিজিউলিউশানটির উপর আপনারা যারা আলোচনা করতে চান তারা নাম দেবেন। মাননীয় সদস্য এবার আপনি শুরু করুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশানটির উপর মাননীয় সদস্য খগেন্দ্র জমাতিয়া যে সংশোধনী এনেছেন সেই সংশোধনীর বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে শুরু করছি। মিঃ স্পীকার স্যার, এ, ডি, সি-র সাক্রান্ত ব্যাপার যেহেতু, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া উপজাতি যারা তাদেরকে অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে, সমাজনীতিতে এই রকমভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে যাতে উন্নত করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বিগত দিনে জাতি উপজাতির সম্মিলিত সংগ্রামে আমরা সংবিধান সংশোধন করে ত্রিপুরায় ৬ষ্ঠ তপশীল মোতাবেক উপজাতি স্বশাসিত এলাকায় স্বশাসিত পরিষদ চালু করতে পেরেছি। বিগত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি উপজাতির সংগ্রামের দিকে লক্ষ্য রেখেই সংবিধান সংশোধন করে এইটা উনি চালু করতে বাধ্য হয়েছেন। পিছিয়ে পড়া উপজাতিরা যাতে অর্থনৈতিক দিকে স্বাবলম্বী হতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আজকে এই বিধানসভায় যাতে সর্বসম্মতিক্রমে একটা সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যাতে পাহাড় অঞ্চলে যে

সমস্ত উপজাতিরা আছেন তারপর এ, ডি. সি, র ভিতরে যারা উপজাতি নন এই রকম যারা আছেন সেই সমস্ত এলাকার তাদের যাতে উন্নতি করা যায় তার জন্যই এখানে বলা হয়েছে ১৯৯২—৯৩ সালে এ, ডি, সি, র প্রাপ্য অর্থ পি, এল, একাউন্টে রেখে দেওয়া হয়েছে। পি. এল একাউন্টে এখনও জমা রয়েছে ২০ কোটি টাকা; এইটা ঠিক।
১৯৮২-৯৩ সালে জোট সরকারের আমলে পি, এল, অ্যাকাউন্টস্ থেকে টাকা তোলার ক্ষেত্রে কোন রেষ্ট্রীকৃসন বা বাঁধা নিষেধ ছিল না। কিন্তু বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ম করা হয় যে এই পি, এল, অ্যাকাউন্টস্ থেকে টাকা তোলতে গেলে আগে ফিনান্স দপ্তরের অনুমোদন নিতে হবে। কাজেই প্রয়োজনে এ, ডি, সি, তাদের টাকা তুলতে পারে না। যারফলে জরুরী ভিত্তিতে কোন সমস্যার মোকাবিলা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছেনা। সেজন্য রেষ্ট্রীকসন যেটা রয়েছে সেটাকে উঠিয়ে দিয়ে যদি পি, এল, একাউন্টস্ থেকে এ, ডি, সি. টাকা তুলতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে এ. ডি, সি,র পক্ষে কাজ করা সম্ভব হবে।

তারপর ১৯৯৩-৯৪ সালের জন্য এ, ডি, সি, বাজেট বরাদ্দ করেছেন ৫৩ কোটি টাকা কিন্তু আজ পর্যন্ত যেটা এ, ডি, সি, কে দেওয়া হয়েছে সেটা হলো মাত্র ৬৬.৫১ লক্ষ টাকা। কাজেই ১৯৯৩-৯৪ সালের যে বাজেট সে বাজেটে বরাদ্দকৃত টাকা যদি চারটা কিস্তিতে দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে প্রতিটি কিস্তিতে ১৩.২৫ কোটি টাকার উপরে পড়বে। সেই টাকা ১৯৯৩-৯৪ সালের তিনটি মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখন পর্যান্ত মাত্র ৬৬.৫১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। এই সামান্যতম টাকা দিয়ে এ, ডি, সি.র পক্ষে তাদের খরচ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। গত ৭. ৭, ৯৩ ইং তারিখে বিবৃতি দিয়েছিলেন যে এ, ডি, সি, কে নাকি তিন কোটি টাকা দিয়েছেন। কিন্তু এই তিন কোটি টাকা শুধু বিবৃতিই রয়ে গেছে এ, ডি, সি, সেই টাকা এখনো পায়নি। সেটা এখনো কাগজে পত্রেই রয়ে গেছে। কাজেই আমি এতে সন্দেহ প্রকাশ করছি, কারণ এই টাকা এখনো এ, ডি, সির, হাতে গিয়ে পৌছেনি।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যেদিন বিবৃতি দিয়েছি সেদিনই টাকা হয়তো পৌছাতে পারবে না। তবে ইতিমধ্যেই নিশ্চয়ই তাদের হাতে গিয়ে পৌছেছে। আমরা তিন কোটি টাকা রিলিজ করেছি ঘোষণা দিয়েছি-সর্ব সাধারনের সুবিধার জন্যে-দে উয়িল গেট দ্যা মানি।

মিঃ স্পিকার :— মাননীয় সদস্য অফিসিয়েলী যেটাই নেসেসারী সেটা লাগলে আপনি সেটার উপরে বলতে পারেন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপর ভিলেজ কমিটির গঠনের জন্য যে বিলগুলি আটকে রয়েছে সেগুলি যাতে অতি সত্বর এ, ডি, সি,কে দেয়া যায় যাতে করে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে এ, ডি, সি, এলাকায় ভিলেজ কমিটি গঠন করা যায়-যারফলে গ্রামস্তরে যেসমস্ত এলাকাগুলি রয়েছে সেগুলিতেও যাতে গণতন্ত্রকে প্রসারিত করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আইন তৈরী করতে হবে এই হাউসে।

আর ইনার লাইন সম্পর্কে-এটা বামফ্রন্টের ইস্তাহারেও বলা হয়েছে। এবং বিগত বিধানসভায় বর্তমান মন্ত্রী শ্রী সমর চৌধুরী উনি এটা সম্পর্কে প্রস্তাব বিধানসভায় উথাপন করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে এটা চালু করা প্রয়োজন। এভাবে এটা রাখা হয়েছিল। কয়েকটি জায়গায়, যেমন বীরচন্দ্র ইত্যাদি জায়গায় চারটি জোনাল অফিস এবং বিভিন্ন সাব জোনাল অফিসগুলিতে ঘেরাও করে ইনার লাইন পারমিট চালু করার জন্য দাবী জানানো হয়েছে। এটা করা হয়েছিল এ, ডি, সি, প্রশাসনের কাজ সুষ্ঠু ভাবে করতে না দেওয়ার জন্য এবং এ, ডি, সির কাজ বন্ধ করার জন্য একটা চক্রান্ত করার লক্ষ্যে এটা করা হয়েছে। কাজেই, মিঃ স্পীকার স্যার, এ, ডি, সি,র পি, এল, একাউন্ট থেকে রেসট্রিকশান তুলে নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আমি এই হাউস থেকে অনুরোধ এবং আবেদন রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে এইমাত্র মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় যে প্রাইভেট মেম্বারস রেজিলিউশানটি এনেছেন এবং তা নিয়ে আলোচনা করেছেন সেটার উপর সংশোধনী এনে এবং সংশোধনীকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মিঃ স্পীকার স্যার, এ, ডি, সি, গঠন করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে উপজাতিদের উন্নতি করা। বিগত দিনে বামফ্রন্ট আন্দোলন করেই এই এ, ডি, সি গঠন করতে পেরেছিল। এবং এই কারণেই অর্থাৎ এ, ডি, সি, গঠন আন্দোলনের বিরুদ্ধে তখন এই কংগ্রেস (ই) বিরোধিতা করেছিলেন। মন্ত্রী তপশীল বিলকে বিরোধিতা করেছিল। মাননীয় সদস্য রতিমোহনবাবু এখানে রাজনীতির কথা তুলেছেন। আপনারাতো এ, ডি, সি,তে আছেন, তিন বছরেও রাজ্যপালের মনোনীত দুই জন সদস্যকে মনোনীত করতে পারেননি। এভাবে হয়ত আরোও দুই বছর কাটিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা রয়েছে আপনাদের দলের। এইতো হচ্ছে অবস্থা। সেই উপজাতি যুব সমিতির যারা তখন আছেন, আমরা কি দেখলাম আগে আপনারা ছিলেন ৮ জন এখন

আছেন ১ জন। কিসের জন্য ? ৮৮ সনের নির্বাচনে জেতার পরে পূর্বতন জোট সরকার এ, ডি, সিকে প্রথম থেকেই গলা টিপে মারার চক্রান্ত করেছে, এ, ডি, সি,কে নির্মূল করার জন্য সুপ্রীম কোর্ট পর্যান্ত গিয়েছে। তারপর ১৯৯০ সনে এ, ডি, সির নির্বাচনে পূরতনা জোট সরকার সন্ত্রাস এবং বিভিন্ন ভাবে প্রশাসনিক ক্ষমতা খাটিয়ে জোর করে এ, ডি, সিকে দখল করল এবং দখল করার পরে আমরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হল এ, ডি, সির এলাকার বাসিন্দারা। আমরা দেখলাম জোট সরকার ক্ষমতায় থাকা কালীন টাকার জন্য কাজ করতে পারছেন না বলে চিৎকার করছেন। গত বৎসরের বাজেট ইলেকশানের আগে আগরতলায় মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে মাননীয় মুখ্য কার্য নির্বাহী সদস্য হরিনাথ বাবু প্রকাশ্যে জনসভায় বলেছিলেন যে ৫৩ কোটি টাকা বাজেটের মধ্যে জোট সরকার মাত্র ১৩ কোটি টাকা দিয়েছে। এই জন্য আমরা কাজ করতে পারছিনা এবং এ, ডি, সির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মগুলি করতে পারছিনা। প্রকাশ্যে তিনি এই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আর এখানে যে ভিলেজ কমিটি বিলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এই ভিলেজ কমিটি বিল আমরা বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল এ, ডি, সিতে সেই আমলেই আমরা রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছিলাম অনুমোদনের জন্য। সেই ভিলেজ কমিটি বিল আমরা খুব সম্ভবতঃ অনুমোদন পেয়েছি। কিন্তু এখন পর্যান্ত ১৫টা বিল রাজ্য সরকারের কাছে আটকে আছে। মাত্র ২টা বিল অনুমোদন পেয়েছে। আপনাদের জোট সরকার তখন কি করেছে এই ৫টা বৎসরের মধ্যে ? এখানে অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। এই বিপন্ন এ, ডি, সি, এলাকায় নির্বাচনে যখন জোর করে তারা দখল করল তখন আমরা দেখেছি অর্থনৈতিক অবরোধ, ট্রাইবেল এলাকার মানুষেরা শহরে আসতে পারছেনা, রেশন বন্ধ, আসা যাওয়া বন্ধ। সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল এ, ডি, সি এলাকার জনগনের জীবন, তার মধ্যে শুরু হয়েছিল অনুপ্রবেশ। প্রথম ৬ষ্ঠ তপশীল নির্বাচন, ৬ষ্ঠ তপশীল এলাকায় জনসংখ্যা ভিত্তিক যদি আমরা চিন্তা করি তখন ছিল শতকরা ৭৬ জন ট্রাইবেল এবং ২৭ জন বাঙ্গালী ভাইবোন। ১৯৯০ সনে যখন জোর করে বাইরে থেকে অনুপ্রবেশ করিয়ে তাদের ভোটার লিষ্টে নাম তুলল, আমাদের মন্ত্রী, এম, এল, এরা তাদের প্রশাসনিক প্রভাব খাটিয়ে তাদেরকে সিটিজেনশিপ দেওয়া, রেশন কার্ড দেওয়া, তাদের নাম ভোটার লিষ্টে তুলল। তার জন্য ১৯৯৪ সনের নির্বাচনে আমরা দেখেছি শতকরা ৭৬ জন ট্রাইবেলের মধ্যে তাদের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬০ জন এবং যেখানে উপজাতির সংখ্যা ছিল শতকরা ২৪ জন তাদের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৪০ জন। এভাবে আপনারা বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। এখন আপনারা ট্রাইবেলদের

প্রতি দরদ দেখাতে এসেছেন। এতদিন আপনারা কোথায় ছিলেন? আপনারা কংগ্রেসের সংগে একসংগে ঘর করেছেন। আপনাদের জন্য ত্রিপুরার মধ্যে যে উগ্রপন্থী সৃষ্টি হয়েছে। যারা বিপথগামী যুবক তারাই উগ্রপন্থী হয়েছে। এ, ডি, সিতে ট্রাইবেল মা বোনেরা পেটের দায়ে নিজের পেটের সন্তানকে বিক্রী করতে বাধ্য হয়েছে। এখন আপনারা তাদের জন্য মায়াকান্না কাঁদছেন। আপনাদের অপকর্মের ফল আপনাদের ভোগ করতে হবে। আপনাদের বংশে বাতি দেওয়ার কেউ থাকবেনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, তাই আমি বলছি মাননীয় সদস্য যে রিজলিউশান এনেছেন এইটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আমি যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছি তাকে স্বীকার করে ট্রাইবেল জনগণের সার্বিক উন্নয়নের কাজে সহায়তা করার জন্য আমি অনুরোধ করছি। আমরা চাই এ. ডি, সির সার্বিক উন্নতি ঘটাতে। আমরা চাই এ, ডি, সিতে জাতি, উপজাতির যে ঐক্য, সংহতি সেটা বজায় থাকুক এবং আমরা ত্রিপুরার মধ্যে দ্বিতীয়বার দাঙ্গা সৃষ্টি করতে দেবনা। আগামীদিনে আমরা এ, ডি, সিকে জাতি উপজাতির মিলনক্ষেত্র করে রাখতে চাই এবং আমি আশা করব আমি এখানে যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি এই সভায় সেটা গৃহীত হবে এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী প্রনব দেববর্মা।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা (সিমনা) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ত্রিপুরা রাজ্যের এ. ডি. সি. এলাকায় যারা দুর্গম এলাকাতে বসবাস করেন উপজাতি অংশের মানুষ তারা দীর্ঘদিন ধরে এই ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনীতিতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতিক সব দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়েছেন। এবং সমাজে দুর্বল অংশের মানুষ বলে পরিচিত হয়েছেন। কাজেই আমি আজকে এই হাউসের কাছে এই কথা বলতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে উপজাতিদের যে, অবস্থা সেটা আমরা লক্ষ্য করছি। বিগত পাঁচ বছরে জোট অরকারের রাজত্বে উপজাতি এলাকাতে আরো নিমুর্খ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা জোট সরকারের পাঁচ বছরে দেখেছি এই ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে দুর্গম উপজাতি এলাকাতে সেখানে সঠিক মত খাদ্য পৌঁছতে পারে নি। যেখানে বিগত ১০ বছর বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গ্রামে-গঞ্জে পাহাড়ে যে ব্যবস্থাটুকু করেছিল। যেমন দুর্গম অঞ্চলে খাদ্য গুদাম করে সেখান থেকে খাদ্য দেওয়া হতো। এবং উপজাতি এলাকা চিহ্নিত করে সেখানে সারা বৎসর এস, আর, ই, পি, এবং এন আর, ই, পি, কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যারফলে এই সময় উপজাতি এলাকাতে তারা নিজেদের জীবন ধারণ করার মত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু জোট সরকারের আমলে

সেখানে কোন ব্যবস্থা ছিল না। যারফলে শত শত মা, বোন সেখানে রোগে আক্রান্ত হয়ে খাদ্যের অভাবে মারা যায়। কাজেই এই পরিস্থিতিতে এই ত্রিপুরা রাজ্যে, গত ৫ বছরে মধ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল সেখানেও সেই পরিবেশ পাহাড় এলাকাতে রয়ে গেছে।

কাজেই আমি আজকে এই হাউসের কাছে বলতে চাই যে, উপজাতি এলাকার দুর্গম এলাকার উপজাতি গরীব অংশের মানুষকে রক্ষা করার জন্য যেখানে কোন কাজের ব্যবস্থা নেই, যেখানে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা নেই। সেই সমস্ত এলাকাকে সেখানে ডিস্টেজ পকেট হিসেবে চিহ্নিত করে সেখানে খাদ্যশষ্য ভুর্তকীতে দিয়ে উপজাতি অংশের মানুষকে রিলি করার জন্য আমি প্রস্তাব রাখব। তারা যাতে আগামী দিনে ব্লকের মাধ্যমে, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যে সমস্ত কাজকর্ম যাচ্ছে সেখানে যাতে দুর্গম এলাকা চিহ্নিত করে আরও ব্যাপক কাজের ব্যবস্থা করা যায় সেই ব্যাপারেও আমি এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। তাহলে পরে বিগত পাঁচ বছরে উপজাতি এলাকাতে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, অনাহার, অর্দ্ধাহার এবং রোগের সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলি মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। আমি হাউসের কাছে আবেদন করব যাতে আগামীদিনে যাতে উপজাতি দুর্গম এলাকাকে ডিস্টেজ পকেট হিসেবে চিহ্নিত করে যেগুলি এ. ডি, সি, এলাকাতে পড়ে না। অথচ সেখানে ট্রাইবেল রয়েছে তাদের সেই আওতায় আনা যায় কিনা এবং ঐসব এলাকাতে যাতে বাঁছাই করে কিছু কাজের ব্যবস্থা এবং ভুর্তকীতে খাদ্য শষ্য পৌছে দিতে ও আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ মহোদয়।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :-- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া মহাশয় যে, প্রাইভেট মেম্বারস রেজিলেইশন এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি। কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য খগেন্দ্রবাবু বলেছেন যে, এ, ডি, সির বিরোধিতা করছে কংগ্রেস। এটা সত্য নয়।

কারণ আপনি নিশ্চই জানেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তথা কংগ্রেস(ই) সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় এই বিল এনেছিলেন, ত্রিপুরা রাজ্যের পিছিয়ে পড়া মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা, সংস্কৃতি সবদিক দিয়ে উপজাতি জনগণ যাতে এগিয়ে যেতে পারে তার লক্ষ্যে কংগ্রেস(ই) সেই বিলকে লোকসভায় এনে পাশ করিয়েছিলেন। যাইহোক এ, ডি, সি, এর ১৯৯৩-৯৪ সালে টাকার অভাবে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারছে না। জোট আমলে এ, ডি, সি, কে টাকা দিয়েছিল কি

দিয়েছিল না সেটা বড় কথা নয়। প্রশ্ন হচ্ছে উপজাতি অংশের মানুষের উন্নয়নের জন্য কল্যাণের জন্য প্রোটেকশান-এর জন্য যে এ, ডি, সি, হয়েছে সেখানে টাকার জন্য আজকে কাজ বন্ধ হয়ে থাকবে সেটা ভাবা যায় না। এ, ডি, সি, তে আজকে কি হচ্ছে? সেখানে গিয়ে ধর্না দেওয়া হচ্ছে, ঘেরাও করা হচ্ছে সেখানে একজিকিউটিভ মেম্বার এবং চীফ একজিকিউটিভ মেম্বার কে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। উনাদের কে বলা হচ্ছে আমাদেরকে ইনারলাইন পারমিট দিতে হবে। আজকে সেখানে প্রতি দিন হৈ হট্টোগোল হচ্ছে, কি ব্যাপার? না আমাদেরকে ইনারলাইন পারমিট এখনই দিতে হবে। এ, ডি, সি, ইনার লাইন পারমিট কোথা থেকে দেবে? তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য সরকার। সেখানে এ, ডি, সি, কে পঙ্গু করার লক্ষ্য আজকে এই সব কাজ হচ্ছে। এ, ডি, সি, যারা পরিচালনা করছে তারা যাতে সঠিক ভাবে কাজ করতে না পারে তার জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চক্রান্ত হচ্ছে। পাশাপাশি যেটা মাননীয় সদস্য খগেন্দ্র বাবু বলেছেন গত ৫ বৎসর এ, ডি, সি, এলাকায় উপজাতিদের জন্য কোন কাজ করতে পারেনি সেটা আমি স্বীকার করি। স্বীকার করি এই জন্য সেই দিন এ, টি, টি, এফ, তৈরী করে ঐ পাহাড় অঞ্চলের মানুষের জন্য যাতে এ, ডি, সি, এবং রাজ্য সরকার তাদের জন্য যাতে কোন কল্যানমুখী কাজকর্ম যাতে না নিতে পারে তার জন্য সেইদিন এ, টি, টি, এফ, তৈরী করে গ্রামে গঞ্জে পাহাড়ে সরকারী প্রশাসনে সম্পূর্ণ অচল করে দেওয়া হয়েছিল। আজকে লিডার অফ দি হাউস তথা মুখ্যমন্ত্রী আজকে আবেদন করছেন তারা যাতে আত্মসমর্পন করে। কই সেই দিনতো তাদের মুখে একটি কথাও শুনিনি? আজকে এ, ডি, সি, হেড-কোয়ার্টারে কি হচ্ছে? যখন বিভিন্ন কাজের জন্য টেণ্ডার ডাকা হচ্ছে, তখন বিভিন্ন পাড়া থেকে বা বিভিন্ন সংস্থা থেকে যুবকেরা গিয়ে বলছে, 'আমরা ছাড়া' অন্য কেউ টেণ্ডার ডাকতে পারবে না। এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে আজকে এ, ডি, সির বিভিন্ন জোন্যাল অফিসগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন সাব জোন্যাল অফিসগুলি তো আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ এভাবে এ, ডি, সির কাজ কর্মে একটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হচ্ছে, যাতে করে এ, ডি, সি এলাকায় বসবাসকারী উপজাতি অংশের মানুষদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ, ডি, সির কর্তৃপক্ষ কোন রকমের কাজ করতে না পারে, সেখানে বলা হচ্ছে "আমাদের ইনার লাইন পার্মিট দাও, আমাদের ভিলেজ কাউন্সিল দাও" ইত্যাদি। আমি, বলবো আমাদের জোট সরকার এ, ডি, সিকে টাকা দিয়েছে কি দেয়নি, সেটা রেকর্ডের ব্যাপার। কিন্তু বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার এ, ডি, সিকে টাকা দেবে না, এটা কখনও হতে পারে না। আমরা

চাই, এ, ডি, সির যা প্রাপ্য তা এ. ডি, সিকে দেওয়া হউক, যা দিয়ে এ, ডি, সি উপজাতি অংশের মানুষের জন্য, তাদের উন্নতির জন্য কাজ করতে পারে এবং এ, ডি, সির কাজ কর্মে যাতে কোন রকমের বাধার সৃষ্টি না হয়, সেদিকে বর্ত্তমান সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। আর, এ, টি, টি, এফ নামধারী যে সমস্ত উগ্রপন্থি এ, ডি, সি, এলাকার মধ্যে বসবাসকারী উপজাতিদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে, তাদের কঠোর হাতে দমন করতে হবে এবং এ, ডি, সি এলাকার উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য এ, ডি, সি কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত কাজ কর্ম করতে চাইছে, তার প্রয়োজনীয় সুযোগ করে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বর্তমান সরকার নেবেন, এই আহ্বান আমি জানাচ্ছি, কেন না, উপজাতিদের আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নকে তরান্বিত করার প্রয়োজনে মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় যে রিজলিউশান এই সভার সামনে এনেছেন, তার একটা গুরুত্ব আছে, তাই রিজলিউশানটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা (মোহনপুর):— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় এই হাউসের সামনে যে প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশান এনেছেন, তার উপর মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় এ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছেন, সেই এ্যামেণ্ডমেণ্টকে সমর্থন করে, আমি আমার বক্তব্য উপস্থিত করছি। মাননীয় সদস্য রতি বাবু জোট সরকারের আমলে ৫ বছর সরকার পরিচালনা করেছেন, সেই ৫ বছরের মধ্যে তার জোট সরকার এ, ডি, সিকে তার প্রাপ্য বরাদ্দ কতটুকু দিয়েছেন বা দেননি, তার বিস্তারিত আলোচনায় আমি পরে আসছি, কিন্তু তাদের আমলেই তারা এ, ডি, সির যে হাল করে গিয়েছেন, সেজন্য আমি তাদের ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। আর, মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ মহোদয়, এ, ডি, সির ব্যাপারটা এখানে যে ভাবে উপস্থিত করেছেন, সেই প্রসঙ্গে আমি বলছি যে ১৯৮১ সালে বামফ্রন্টের আমলে যখন এ, ডি, সির নির্বাচন ঘোষণা করা হলো, তখন ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন অশোক ভট্টাচার্য্য মহোদয়, তিনি এ, ডি, সির নির্বাচন সম্পর্কে ঘোষণা করেছিলেন যে "জীবন দেব, রক্ত দেব, তবু আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে এ, ডি, সি করতে দেব না"। তার ঐ ঘোষণা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানে, সারা ভারতের মানুষও জানে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আরও জানে যে ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট, গনমুক্তি পরিষদ বিগত ৩০ বছর ধরে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের জন্য ৪ দফা দাবী নিয়ে অনেক লড়াই, অনেক সংগ্রাম করে আসছে এবং ত্রিপুরার সেই বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় আসার পর এক এক দফা করে ৪ দফা দাবী কার্য্যকরী করার জন্য এই এ, ডি, সির সৃষ্টি করা হয়েছে।

বিগত বামফ্রন্ট সরকার একটার পর একটা কাজ যখন করছিলেন, এ.ডি.সির এলাকা গঠন করছিলেন, উপজাতিদের ভাষা বিকাশের জন্য চেষ্টা করেছিলেন এবং উপজাতিদের যে সমস্ত জমি অ-উপজাতিদের হাতে গিয়েছিল সেগুলি উদ্ধার করার চেষ্টা করছিলেন তখন ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস কি ভূমিকা নিয়েছিল সেটা আমাদের জানা আছে। তখন টি, ইউ.জে,এসের মুখপত্রিকাতে একটা কথা বলা হয়েছিল যে বিশেষ করে কংগ্রেস (আই) ত্রিপুরা উপজাতিদের বন্ধু হতে পারে না। বিগত ৫ বছরে আমরা দেখেছি উপজাতিদের সংস্কৃতি, ভাষা ও উপজাতিদের আর্থিক উন্নতি হোক রতিবাবু এবং তাদের কংগ্রেস (আই) সেটা চায়নি। বরং উপজাতিদের সর্বনাশ করেছে। এই পাঁচ বছরে তারা প্রায় ছয়শত উপজাতি মা ও বোনদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। এখন ওরা এখানে এসে উপজাতিদের জন্য দরদের কথা বলছে। উপজাতি মন্ত্রী যারা ছিলেন তারাও উপজাতিদের জন্য একটা কথাও বলেন নি। উপজাতিদের জন্য বার বার আমরা লড়াই করে আসছি। আমরা বলেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতিরা সংখ্যা লঘিষ্ট পরিণতঃ হচ্ছে তারা এখন ২৩ পার্সেন্টে গিয়ে পৌঁছেছে। এটা চলতে দেওয়া যায় না। বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ যাতে না হয়, সেটা বন্ধ করা হউক। এ.ডি.সি এলাকার উপজাতিদের ভাষার বিকাশ যাতে হয় সেই প্রচেষ্টা এই বামফ্রন্ট সরকার করছে। সার্বিক আমরা কিছু করতে পেরেছি। কিংবা না পারলেও প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। গ্রামে গঞ্জে উপজাতি ছাত্ররা তাদের মাতৃ ভাষায় (যে ভাষায় মাকে মা বলে ডাক দেওয়া যায়) প্রাইমারী স্কুলে পঞ্চম শ্রেণী পর্যান্ত পড়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল। আপনারা গত ৫ বছর কি করেছেন? আপনাদের পার্টির সমর্থকরা আগরতলা শহরের উপর হাজার হাজার জমায়েত করে কি বলেছে? ভুলে গেছেন? মাষ্টার থাকলে ডাক্তার নেই, ডাক্তার থাকলে সীট নেই এইত ছিল অবস্থা।" কোন্ মুখে এখন উপজাতি দরদের কথা বলছেন? ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ৩য় বার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা রাজ্যে বি,ডি,সি, গঠিত হয়েছে। আমরা গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করি। এই রাজ্যের মানুষের ভাষাকে, কৃষ্টিকে, সংস্কৃতিকে মর্য্যাদা দিতে হলে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এগিয়ে না আসলে সেটা সম্ভব হবে না এটা আমরা বিশ্বাস করি। আমরা দেখেছি, গত পাঁচ বছর ধরে এ,ডি,সিতে যত জোণ্যাল কমিটি করা হয়েছে তার মধ্যে এ,ডি,সি, এর সি,পি,আই, (এম)-এর কোন বিধায়ক নেই। এই কি গণতন্ত্র? এ,ডি,সিতে গরীব অংশের টাকা খেয়ে কি করে নিজেদের টাকা বাড়ান যায় আজকে সেটা করতে পারছেন না বলেই এই ডেপুটেশন। গত পাঁচ বছর আপনারা গণতান্ত্রিক অধিকার আমাদেরকে প্রয়োগ করতে দেন নি। আজকেও ভেবেছেন সেটা করবেন। কিন্তু সে

রাজত্ব আর ত্রিপুরা রাজ্যে নেই। বামফ্রন্ট সরকার এসে গেছে। এটা আপনারা শুনে নিন, জেনে নিন। আমাদের ছেলেরা আজকে ডেপুটেশান দিতে গেলে ভাবেন, এটা খেয়ে ফেলার জন্য। এ.ডি.সি, এলাকার মধ্যে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ডাবল রেশন চালু করা হয়েছিল। জোট সরকার এসে এটা কি চালু রেখেছে? আমি যে এলাকার নির্বাচিত প্রতিনিধি সেই উদয়পুর এলাকায় এ.ডি.সি-এর কার্যনির্বাহী সদস্য সুখদয়াল বাবুর সামনে এস.ডি.ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, উদয়পুরে এ.ডি সি এলাকায় কয়টি জায়গার মধ্যে ডাবল রেশন চালু আছে। কিন্তু এর উত্তর এস.ডি.ও. দেন নি। ট্রাইবেল এলাকায় গরীব অংশের জন্য বামফ্রন্ট সরকার সাবসিডি দিয়ে চাল সরবরাহ করত। কিন্তু জোট সরকার সেটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এটা উপজাতি দরদের কথা? আমি আপনাদের বলতে চাই, চিন্তা করতে শিখুন। বামফ্রন্ট এ ব্যাপারে গ্যারান্টি দিতে পারে যে, একমাত্র বামফ্রন্টই ত্রিপুরা রাজ্যে এ.ডি.সি, গঠন করার ব্যাপারে তাদের কর্মী এবং সমর্থকদের রক্ত দিতে হয়েছে। আমরা দেখেছি, এ.ডি.সি. গঠন বানচাল করার জন্য এ রাজ্যে দাঙ্গা পর্যন্ত সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা আমরা ভুলে যেতে চাই না। উপজাতি অংশের মানুষের উপর আক্রমণ করা হয়েছে উগ্র উপজাতি বিদ্বেষী সেজে। আবার অ-উপজাতি মানুষের উপর আক্রমণ করা হয়েছে উগ্রবাদী সেজে। এটা আমরা জানি, জানে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ। উপজাতি মানুষের জন্য বামফ্রন্ট সরকার কাজ করছেন। এই কাজ যাতে পৌঁছে দেওয়া না যায় সে জন্য কারা গুণ্ডা বাহিনী তৈরী করেছে, কারা আর্মস বাহিনী তৈরী করেছে সেটা আমরা জানি, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানে। আপনারা ত্রিপুরার মঙ্গলের জন্য চিন্তা ভাবনা করছেন না। যদি সত্যি সত্যি ত্রিপুরার উপজাতিদের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করতেন তাহলে মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় যে সংশোধনী প্রস্তাবটি এনেছিলেন সেটাকে আপনারা বিরোধীতা করতেন না। ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ত্রিপুরার জনপ্রিয় বামফ্রন্ট সরকার যেভাবে চেষ্টা করছেন সেটাকে সাহায্য করার জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় যে এমেণ্ডমেণ্ট এখানে উপস্থিত করেছেন সেটাকে আপনারা সমর্থন করুন এবং আমি নিজে এই প্রস্তাবটাকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅঘোর দেববর্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিলিউশানটির উপর মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছে তার সাথে

সহমত পোষণ করে আমি এই সংশোধনী প্রস্তাবটির উপর আলোচনা করছি। মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন বাবু যেভাবে এ,ডি,সিকে টাকা দেয়না বলে এখানে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, তিনি পুরো ব্যাপারটি জানেন কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ এ ডি.সি, থেকে দেওয়া যে তথ্য আমার কাছে এসেছে তাতে বলা হয়েছে ১৯৯২-৯৩ সালের যে টাকা অল্প কিছু বাদ দিলে তাঁদের হিসেব মত প্রায় ৩৯ কোটি ৪৩ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা ওঁরা পেয়ে গেছেন। এখানে একটা মজার জিনিষ হলো গত পাঁচ বৎসর জোট সরকার যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল কোন বছরই বছরের শুরু বা শেষে পুরো টাকা এ,ডি সি পায় নি। আমি এ,ডি,সিতে কোন সময় চীফ এ্যাগ্‌জিকিউটিভ মেম্বার ছিলাম। কোন সময় বা বিরোধী নেতা ছিলাম। কাজেই প্রত্যেকটি ঘটনা আমার জানা। আমরা যখন এ,ডি সিতে ছিলাম তখনও টাকা পাই নি। আর ওঁরা যখন পেছনের দরজা দিয়ে দিয়ে এ.ডি,সি দখল করলেন তখনও দেখা যাচ্ছে এ.ডি,সির বরাদ্দের পুরো টাকা পেতেন না। আমি উনাদের চিফ এ্যাগ্‌জিকিউটিভ মেম্বার, এ্যাগ্‌জিকিউটিভ মেম্বারদের জোট আমলে কেন টাকা পাওয়া যাচ্ছে না, এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর তাঁরা দিতে পারেন নি। দুঃখ করে বলতেন ওঁরা টাকা দিচ্ছে না, আমরা কি করব। গত আর্থিক বছরের ১৯৯২-৯৩ ইং সালের বাজেটের ৩৯ কোটি টাকার মধ্যে ২৯ কোটি টাকা আড়াই মাসও হয় নি তাদের পাওনা টাকা অলরেডি তাঁদের একাউন্টে চলে গেছে। এই ২৯ কোটি টাকার মধ্যে ইতি মধ্যেই ২ কোটি টাকা তাঁদের একাউন্ট থেকে তুলে নিয়ে গেছেন।

আমি জানিনা যতটুকু চিৎকার করছিলেন আপনারা টাকার জন্য এ, ডি, সির তরফ থেকে বা আপনারা যে বলছেন কিন্তু এই যে টাকা তারা পি, এল, অ্যাকাউন্টে অপারেট করার যে সুযোগটা পেয়েছেন ২ কোটি টাকা যে দেওয়া হয়েছে সেই টাকা ঠিকঠিক ভাবে খরচ হচ্ছে কিনা সেটা আপনারা খোঁজ নেননি। খোঁজ নেওয়া দরকার ছিল। আমি এর মধ্যে কয়েকটা জোনাল অফিসে ভিজিট করেছিলাম, তখন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এ, ডি, সির তরফ থেকে ত বলা হচ্ছে টাকা নেই, আসলে এ. ডি, সির জোনাল অফিসগুলিতে টাকা দেওয়া হচ্ছে কিনা আমি জানতে চেয়েছিলাম। বললেন আমাদের হাতে প্রচুর টাকা আছে, কিন্তু খরচ করতে পারছিনা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কেন করতে পারছেন না? কারণ সে রকম লোক নেওয়ার মত এ, ডি, সির সদিচ্ছাও নেই এবং এই লোকের অভাবের জন্য আমরা টাকা খরচ করতে পারছি না। স্টেট গভর্ণমেন্টের কাছে সাহায্য চাওয়া দরকার সেটাও চাইছেন না। টাকাটা শুধু জমিয়ে রাখবেন খরচ হবেনা এলাকায়? এ, ডি, সিতে যেখানে শতকরা ৯০ জন ট্রাইবেল

গরীব অংশের মানুষ বাস করছেন। যেখানে গত ৫ বৎসরে নিজের কোলের শিশুকে অভাবে অনটনে পড়ে অল্প দামে মহাজনের কাছে বিক্রী করতে হয়েছিল. এটা ত্রিপুরার মানুষ কে না জানে ? সেই জায়গায় এই টাকাগুলি খরচ করলে অন্তত: পক্ষে গ্রামের গরীব অংশের মানুষ যারা অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন তারা কিছুটা রিলিফ পেত। এটা না করে পি, এল অ্যাকাউন্ট অপারেট করার কথা বলছেন। পি, এল, অ্যাকাউন্ট অপারেট স্টেট গভর্ণমেন্টের যেটা রেষ্ট্রীকশান পুশ করা হয়েছে শুধু এ, ডি, সি, না, ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের আণ্ডারে ৮৯টা অ্যাকাউন্ট আছে, যে অ্যাকাউন্টে স্টেট গভর্ণমেন্টের অনেক দপ্তর আছে, সেই দপ্তরগুলিতেও কিছু কিছু সেখানে পি, এল, অ্যাকাউন্টে রেষ্ট্রীকশান পুশ করা আছে। কিন্তু পি, এল, অ্যাকাউন্ট রেষ্ট্রীকশন এভাবে করা হয়না যে এ, ডি, সির কর্মচারীদের বেতনের টাকা অথবা রেশন, গ্রামে এস, আর, ই, পি, সি, আর, ই, পি টাকা দিতে কোন অসুবিধা নেই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে একটা বিবৃতি দিয়েছেন যে ৩ কোটি টাকা এ, ডি, সিকে খরচ করার জন্য এ, ডি, সির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ৭ তারিখে ঘোষনা করেছেন, আজকে কালকের মধ্যে সেটা পৌঁছে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ওদের পি, এল, অ্যাকাউন্ট এর টাকা ২৯ কোটি টাকার মধ্যে অনেক অ্যামপ্লয়ি জেনারেট করার মত টাকা আছে। সেই টাকা টাইম টু টাইম দপ্তরে তাদের প্রয়োজনের টাকা চেয়ে লাগলে পরে সেটা পেতে কোন অসুবিধা নেই। সেই জায়গায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আ . . বাড়তি ৩কোটি টাকা তুলে দিয়েছেন। তারপর ১৯৯৩-৯৪ সনের বাজেটের টাকা, দুর্ভাগ্য, কারন আপনারাই ত ছিলেন সরকারের ক্ষমতায়, আপনারা ত বাজেটও করে যেতে পারেননি। এই সরকার একটা বিরাট বহুল পরিমানে ঘাটতির পরিমান মাথায় নিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন। এই সবে মাত্র বাজেট হতে যাচ্ছে। টাকা আপনারা পাবেন, টাকা পেতে ত অসুবিধা নাই। রাজ্য সরকার ত বলেনি এ, ডি, সিকে টাকা দেওয়া হবে না। আপনারা ত বাজেটটাও করে যেতে পারেননি। আপনারা যেভাবে এ, ডি, সিকে গত ৫বৎসরে যে উদ্দেশ্যের কথা মাননীয় রতিবাবু বললেন যে দুর্বল অংশের উপজাতিদের স্বার্থে, তাদের শিক্ষা দীক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার প্রশ্নে এই, এ, ডি, সি গঠন করা হয়েছে। বলুনত আপনারা তখন অনেকে মন্ত্রী ছিলেন, অনেকে ট্রেজারী বেনচের সংগে ছিলেন, বলুনত আপনারা গত ৫বৎসরে এ,ডি, সিকে কোন জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন ? এ, ডি, সির বরাদ্দের টাকা থেকে শুরু করে এ, ডি, সির যে কতগুলি বিল সেই বিলগুলি অনুমোদনের প্রশ্নে আপনাদের কাছে কতবার জানানো হয়েছে। ১৯৮৫ সালে অনেকগুলি পাশ করা বিল প্রায় ১৯টার মত বিল ছিল, যদিও

২-১টা বিল সেদিন পাশ হয়েছিল, আর মেইন মেইন যেগুলি বিল যেমন এ, ডি, সি এলাকার কর্মচারীর স্বার্থে, এ, ডি, সিকে শক্তিশালী করার প্রশ্নে যে বিলগুলি সম্পর্কে বার বার আপনাদের কাছে অনুরোধ জানিয়েও অনুমোদন পায়নি। এটা অনেকটা অরণ্যে রোদন হয়েছে। কর্ণপাতই নেই এ, ডি, সির প্রতি। এখন আর এ, ডি, সির জন্য মায়াকান্না কাঁদবার কি আছে। এখন অনেক পত্র পত্রিকায় দেখছি আপনারা ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলদের জন্য সহানুভূতিশীল আর কেউ নেই। গত ৫ বৎসরে আপনারা কোথায় ছিলেন? আমরা সেদিন এ, ডি, সির রুলিং পার্টির সমস্ত বক্তব্য উপেক্ষা করেও এ, ডি, সি এলাকায় ইনার লাইন পারমিটের কথা প্রস্তাব করেছিলাম। আমরা যেভাবে এনেছিলাম সেটাকে সংশোধন করে তাতে রাজ্যের জোট সরকারকে এটা হতে পারে এই অংশটা বাদ দিয়ে বললেন রাজ্য সরকারের বিবেচনার জন্য। এই ব্যাপারে এখানেও আলোচনা হয়েছে। এখন এ, ডি, সি ঘেরাও হবে কেন? জোন্যাল অফিস ঘেরাও হবে কেন? আপনারা ত সেদিন পত্রিকায় দেখলাম সরকারী পর্যায়ে ইনার লাইন পারমিট দেওয়া যায় কিনা তার জন্য একটা কমিটি গঠন করেছেন। আমি ২-৪ জন টি, ইউ, জে, এসের নেতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আসলে আপনারা এই সম্পর্কে কোন ডিসিশন নিয়েছেন কিনা? বললেন যে হ্যাঁ আমরা এই সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করছি, একটা কমিটি হবে। জানিনা আপনারা এই ধরনের সিদ্ধান্ত ত্রিপুরায় বসে করেছেন নাকি ভারতবর্ষের অন্য কোন জায়গায় বসে করেছেন? আমরা খবর নিয়ে দেখলাম এই ধরনের কোন উদ্যোগ বা সিদ্ধান্ত আপনারা নেননি। তারপর আপনারা বলেছেন ভিলেজ কমিটির কথা। ১৫টা বিলের মত দেখা গেল ৫ বৎসর পরে আপনারা বললেন যে এটা রাজ্য সরকারের ব্যাপার না, এটা এ, ডি, সির শেষ পর্যন্ত পাইয়ে দেওয়া হল এ, ডি, সির কাছে। ৫ বৎসর আপনারা ঘুমিয়ে রাখলেন। এই হল আপনাদের উপজাতিদের প্রতি দরদ। আপনারা এই সমস্ত চিন্তাও করেননি। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার এ, ডি, সির গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি উপজাতি অংশের মানুষের স্বার্থে, ট্রাইবেলদের সার্বিক বিকাশের স্বার্থে এই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ বলেছেন আমরা বিরোধিতা করিনি, কংগ্রেস কোনসময় বিরোধিতা করেনি। আচ্ছা তাহলে বলুন ত এখানে ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করা যায়না, ৭ম তপশীল মোতাবেক যখন প্রথম নির্বাচন হয় ১৯৮২ সনে দাঙ্গার কিছু দিন পর, কংগ্রেস কেন ভোট বয়কট করেছিল? খবর নিয়ে দেখুন কংগ্রেস কেন সেদিন ভোট বয়কট করেছিল? টি, উ, জে, এস ত এখনও তাদের সংগে ঘর করছেন।

জানিনা সেদিন দীপক বাবু কংগ্রেসে ছিলেন কিনা। তাদের বরাবরই ইচ্ছা এ, ডি, সি,কে নির্মূল করার। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তারা এখনও সরে আসছেন না। কাজেই আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া যেভাবে এখানে বলছেন তা ঠিক নয়।

এই ভোট অন একাউন্ট থেকে ১৯৯৩—৯৪ সালের তাদের বাজেটের টাকার মধ্যে আরও প্রায় ৬৬ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা তাদের হাতে দেওয়া হয়েছে, টাকার অসুবিধা কোন জায়গায়? আমরা বামফ্রন্ট যেহেতু এই রাজ্যের গরীব অংশের জাতি উপজাতির মানুষের স্বার্থের প্রতি যথেষ্ট যত্নবান ও সচেতন, সেহেতু সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের এ, ডি, সি,র উপর হস্তক্ষেপ করার কোন প্রশ্নই উঠে না। এ, ডি, সি,র তার নিজেদের ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব অংশের উপজাতিদের ঐ এলাকায় যারা বসবাস করছেন তাদের জন্য এই টাকাটা যাতে তারা সৎভাবে খরচ করেন। করা তাদের দায়িত্ব, তারা করবেন, করা উচিত। কিন্তু আমরা এ ডি,সির কোন টাকা দিতে আমাদের অসুবিধা নেই। টাকা আমরা তাদেরকে দেব টাইম টু টাইম। পাশাপাশি এখানে এ,ডি সির যে বিলগুলি রয়েছে সেগুলিকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে কারণ কোন কোন বিল আছে যেগুলি ভারতবর্ষের সংবিধান থেকে কোন এ,ডি,সিকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি, যেমন সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর কথা এখানে এসেছে এগুলি অনেক ব্যাপার আছে সেখানে এ,ডি,সির জন্য ৬ষ্ঠ তপশীল সংবিধান সংশোধন করার প্রশ্ন আছে। কাজেই সব বিলগুলিকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আমাদের সেই দিকে এগুতে হবে। আমাদের দুর্ভাগা আমরা যখন এ,ডি,সির ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বলেছিলাম কেন্দ্রীয় সরকারকে এটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত এ,ডি,সির ক্ষেত্রে আছে, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বলেছিলাম এই ধারাকে সংশোধন করে এ,ডি,সির হাতে আরও ক্ষমতা দেওয়া হোক, কি করেছিলেন? তৎকালীন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন শ্রীসন্তোষমোহন দেব, তিনি আমাদের ফাঁকি দিয়ে দিলেন, বলেছিলেন "তোমাদের সঙ্গে আলাপ করে সব কিছু ঠিক করব"। পরে দেখি আমাদের সঙ্গে আলাপ না করে এ,ডি,সির যে ক্ষমতা ছিল সেই ক্ষমতাকে কাট করে তিনি পার্লামেন্টে একটা বিল তুলে দিলেন। এবার ভাবুন আপনারা কি করেছেন। আজকে আপনারা যেভাবে কথা বলছেন এ,ডি,সিকে টাকা দেওয়া হচ্ছে না বলে, আপনারাইতো এই এ,ডি,সিকে পঙ্গু করে দিয়ে গেছেন, এ,ডি,সির এক পাও নড়ার মত অবস্থা নেই। কাজেই ভুলটা আপনারা থাকার সময়ের, মূলতথ্য উত্থাপন না করে আলোচনা করলে এটাতে মানুষ আরও বিভ্রান্ত হবে। তাতে আসল ঘটনা হাউসের সদস্যরা জানবেন না। কাজেই,

আমি আশা করি অন্তত মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া যেভাবে সংশোধনীটা এনেছেন সেটাকে আপনারা সবাই সমর্থন করবেন আমিও সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এবার বলবেন।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া যে প্রস্তাবটি এখানে উত্থাপন করেছেন এবং তারই সংশোধনী হিসেবে মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া যে সংশোধনী এনেছেন আমি সেই সংশোধনীর সঙ্গে একমত। মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া যে বক্তব্য রেখেছেন তার মধ্যে কিছু বক্তব্য আছে যেটা ঠিক না। কারণ আমার কাছে সব তথ্য অর্থদপ্তর থেকে দিয়েছে তাতে এটার সঙ্গে কোন মিল নেই। ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বছরে এ.ডি.সির বাজেটের বরাদ্দকৃত অর্থ রেখে দেওয়া হয়েছে এটা ঠিক না এ.ডি.সির বাজেটের ১৯৯২-৯৩ সালের বছর মোট বাজেট ছিল ৪৫ কোটি ৬৫ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল। এবং এই বাজেটের বকেয়া ছিল, রাজস্বের অংশ ব্যতীত ২৯ কোটি ৪৩ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। কাজেই টাকা নেই এটা ঠিক নয়। কিন্তু এটাও ঠিক, এ. ডি. সি ইতিপূর্বে চিৎকার করেছে যে জোট সরকারের আমলে তাদের ন্যায্য পাওয়া যে টাকাটা সেটা দেওয়া হচ্ছে না বলে। এবং পাশাপাশি আমি এই প্রস্তাবও করতে চাই রতিবাবু ঐ দলেরই লোক ছিলেন-পাঁচ বছর উনারাই রাজত্ব করেছিলেন, শেষের দিকে তিনি মন্ত্রীও ছিলেন। কিন্তু এ. ডি. সির মূল টাকা দেওয়ার জন্য-যারা তখন তাঁর শরিক দল, কংগ্রেসের কথা আমি বাদই দিলাম.। কিন্তু যুব সমিতি বা উনার দল তখন মন্ত্রিসভায় কি ভূমিকা নিয়েছিল এটা অন্তত দেশের মানুষকে জানানো দরকার। আমরাও জানতে চাই।

দ্বিতীয়তঃ উনার লাইন সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। আজকের বাজেট বক্তব্যেও সেটা আমি উল্লেখ করেছি যে, বামফ্রন্ট সরকার এটা যাতে চালু করা যায় সেটার জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নেবে। প্রয়োজনীয় নিগসিউশান বা দাবী সম্বলিত সমস্ত কাগজপত্র কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হবে। আইনগত কিছু অসুবিধা যদি থাকেও তাহলে সেটা প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করেই সেটা করতে হবে। কিন্তু সেই দায়িত্ব নিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকেই। কিন্তু তাই বলে আমরা মুখ বুজে চুপ করে বসে থাকব না।

আর একটা জিনিষ হচ্ছে টাকা দেওয়ার ব্যাপারটা। আমরা বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরই আপনারা চিৎকার করছেন যে টাকা নাকি দেইনি। কিন্তু ব্যাপারটা হল জোট রাজত্বে ভোট অন্ একাউন্ট পাশ হওয়ার পরই আমরা এসেছি। যদি পূর্ণ বাজেট না থাকে তাহলে কোন সরকারের পাক্ষেই সেই টাকাটা দেওয়া সম্ভব হবে না। সাময়িক কাজ চালানোর জন্য এ. ডি. সির নামে যদি কোন টাকা না ধরা থাকে তাহলে টাকাটা কোথা থেকে দেওয়া হবে? তবুও টাকা দেওয়া হয়েছে। রতিবাবু নিজেও স্বীকার করেছেন যে ৬৬ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। এটা বামফ্রন্ট সরকার নিজস্ব রিস্ক নিয়েই দিয়েছেন।

আর একটা ব্যাপার হল অনুমোদিত বিলগুলি সম্পর্কে এখানে মাননীয় মন্ত্রী আমার দেববর্মা স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন। আমি এনিয়ে আর কিছু বলতে চাই না। তবে এ, ডি, সিতে কংগ্রেস- টি, ইউ, জে, এস, এসে কয়টা আইন পাশ করেছে সেটা আমার জানা নেই। কিন্তু এটা বলতে পারি যে এ, ডি, সিতে যখন বামফ্রন্ট ক্ষমতায় ছিল তখন মেক্সিমাম্ বিল পাশ হয়েছে। কিন্তু জোট সরকার ক্ষমতা দখল করার পর বেশীর ভাগই বিল পাশ না দিয়ে ঠাণ্ডা ঘরে রেখে দিয়েছিলেন। এই প্রশ্নের জবাব আজকে তাদেরই দিতে হবে। আজকে যারা এই প্রস্তাব এখানে এনেছেন তাদেরই এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। আমরা জবাব দিতে পারি না। আমরা বার বার বলেছি এবং আমি নিজেও গভর্ণরকে বারবার বলেছি যে এই বিলগুলি আটকে আছে কেন? তিনি বলেছেন, "সরকারের কাছ থেকে সুস্পষ্ট বক্তব্য পেলেই এটা করা যাবে"। এটা বর্তমানে আণ্ডার কন্সিডারেশান অবস্থায় রয়েছে। কাজেই সেটা আমাদের আমলে হয় নি। বরং আমরা আসার আগেই তারা এটা এ, ডি, সিকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিল এই বলে যে এটা তোমাদের ব্যাপার তোমরা ঠিক কর। এই বিষয়টি মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়ার অজানা থাকার কথা না। তিনি যুব সমিতির অন্যতম নেতা। জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে মাঠে ময়দানে এই নিয়ে বক্তব্য রাখলে তাতে খুব একটা কাজ হবে বলে আমার মনে হয় না। ভিলেজ কমিটি গঠন করার প্রস্তাবটা বামফ্রন্ট যখন এ, ডি. সিতে ছিল তখনই সেটা পাশ করা হয়েছিল। আগে ছিল ভিলেজ কাউন্সিল। কিন্তু ভিলেজ কাউন্সিলের সিকস্ সিডিউলের প্রভিশান ছিল কাউন্সিল যদি করি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের উন্নয়নমূলক কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করার আইনগত কোন এক্তিয়ার তার থাকবে না। আমরা কন্‌স্টিটিউশনে প্রভিশন দেখেছি। ভিলেজ কাউন্সিল হলে এটা জুডিশিয়াল

যেটাতে সামান্যতম ও ডিল করার অধিকার রয়েছে কিন্তু কোন উন্নয়নমূলক কাজ করার অধিকার তাদের থাকবে না। বামফ্রন্ট যখন এ, ডি, সি'র রুলিং পার্টি হিসেবে ছিলেন তখন এটা পরীক্ষা করে আইনগত দিক দিয়ে ভিলেজ কমিটি গঠন করার জন্য প্রস্তাব নিয়েছিলেন। কারণ এই ভিলেজ কমিটি উন্নয়নমূলক কাজও করতে পারবে।

আর এখন যেহেতু দিল্লীতে সারা ভারতবর্ষের ভিত্তিতে একটা পঞ্চায়েত আইন করা হচ্ছে সংবিধানের ৭৩ তম সংশোধনী অনুযায়ী। কাজেই, এখন যে ভিলেজ কমিটির জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে সেটাও প্রয়োগ করা যাবে কি না আইনগত দিক দিয়ে কেন্দ্র দেখবে। আমার মনে হয় পরীক্ষা করেই কেন্দ্র এটা করবে। তবে ভিলেজ কমিটি আমরা করতে চাই, এবং কোথাও যদি আইনগত দিক দিয়ে ব্যবস্থা নিতে হয় সেটা করা যাবে। কাজেই এখানে একমাত্র বামফ্রন্ট যে করেনা করেনা বলছেন সেটা ঠিক নয়। কারণ ট্রাইবেলদের যে যে ডিমাণ্ড আছে সেগুলি সম্পর্কে বামফ্রন্ট ১৯৫১ সালের আগে থেকেই লড়াই করেছেন। একটাও নতুন দাবী তারা উৎথাপন করতে পারেননি। তবে একমাত্র দাবী তারা উৎথাপন করতে পেরেছিলেন সেই দাবীটি হচ্ছে কক্‌বরক্‌ ভাষাকে রোমান্‌ হরফে করতে হবে। তারপর বাঙ্গালী খেদাও আন্দোলন তারা করেছিলেন। এটা আমরা করিনি। কাজেই টি, ইউ, জে এস, নতুন করে কিছু করেছে বলে শুধু আমার কেন ত্রিপুরার মানুষের মনে পড়ে বলে মনে হয়না।

কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তিনি সেই প্রস্তাবটা তুলে নিয়ে তার বদলে যে সংশোধনী প্রস্তাব এসেছে সেটাকে সমর্থন করুন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া, আপনি যেহেতু প্রস্তাবক, সেইহেতু আপনি কিছু বলতে পারেন, তবে সময় বেশী পাবেন না।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমার প্রাইভেট মেম্বারস্‌ রিজিলিউশান যেভাবে আনা হয়েছে সেভাবেই যাতে এই হাউসে এটাকে সমর্থন করেন এবং পরবর্তী সময়ে সেই কমিটি নিয়ে কাজ আরম্ভ হয় সেই ব্যবস্থা করবেন। আর মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া যে সংশোধনী এনেছেন উনাকে অনুরোধ করছি তিনি যেন সংশোধনী প্রস্তাবটি তুলে নেন্‌ এবং হাউস যাতে আমার মূল প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেন সেই অনুরোধ রাখছি।

আর এটা ঠিক ১৯৮৪ সালে এই আগষ্ট মাসেই ৬ষ্ঠ তপশিল মোতাবেক স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করার জন্য প্রস্তাব যদি পার্লামেন্টে না পাশ করা হতো তাহলে আজকে ত্রিপুরায় সেটা চালু করা হতো কি না সন্দেহ রয়ে গেছে। ১৯৮৪ সালে আগস্ট মাসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াতা শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী পার্লামেন্টে এই সম্পর্কে প্রস্তাব উথ্থাপন করেন এবং সেটা প্রায় সপ্তাহখানেক আলাপ আলোচনা করার পর ২৩শে আগস্ট পার্লামেন্টে গৃহীত হয়। তখন আমাদের রাজ্যের সি পি আই (এম) এর দুইজন সদস্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন।
এবং লোকসভায় সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করিয়েছেন। এই কথা কারো অজানার কথা নয়। কাজেই আজকে যিনি কৃষিমন্ত্রী তখন তিনি আমাদের রাজ্যের এম. পি. হিসেবে ছিলেন। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন যে উপজাতি যুব সমিতি সিকস্ সিডিউলড সম্পর্কে কিছু বলে নি, এটা ঠিক নয়। আমরা ৫ম তপশীল দাবী করেছিলাম। ১৯৭৪ সালে যখন সিকস্ সিডিউলড নিয়ে জোর কদমে আন্দোলন শুরু করি, তখন ওনারাও আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ১৯৭৪ সালের ২০শে এপ্রিল পর্যান্ত আমরা একই সঙ্গে আন্দোলন করেছিলাম। সেই কথা ভুলে গেলে করার কিছু নেই। কাজেই উপজাতি যুব সমিতি প্রথম ত্রিপুরায় সিকস্ সিডিউলড চালু করার জন্য আন্দোলনে নেমে ছিলেন। এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আজকে যদি ক্ষমতার জোরে বলে থাকেন যে, আমরা আগে সিকস্ সিডিউলড-এর জন্য আন্দোলন করেছি ১৯৪১ সাল থেকে করেছি তাহলে অন্য কথা। কাজেই এটা স্বীকার করতে হবে ১৯৭৪ সালের প্রথম উপজাতি যুব সমিতি সিকস্ সিডিউলড ত্রিপুরা রাজ্যে চালু করার জন্য জোর কদমে আন্দোলন করেছে আমার বক্তব্য হচ্ছে সেটাই।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আই ওয়ান্ট টু ইনটারপ্ট। স্যার, সিক্স্‌ সিডিউলড যদি ত্রিপুরায় চালু না হত তাহলে জোট সরকারের আমলে এ. ডি. সির অস্তিত্ব থাকত না। ভেঙ্গে দিত। তার জন্য আমরা এই সিকস্ সিডিউলডের জন্য সরকারে থাকতেও আন্দোলন করেছি আবার সরকারের বাইরে থেকেও আন্দোলন করেছি। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার তৎকালীন ইন্দিরা গান্ধী বাধ্য হয়ে সেটা দিয়েছে।
এটা আমাদের একটা রক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করেছিল, তা নাহলে গত ৫ বছরে এদের রাজত্বে এই এ, ডি, সি ভেঙ্গে চুড়মার করে দিত। এমনতো কাজকর্ম বন্ধ করে গলা টিপে রেখেছে কিন্তু তারা মেরে ফেলত।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, ১৯৮৩ সালের ২৩শে এপ্রিল যদি এই বিলটা পাশ না হত, যদি ইন্দিরা গান্ধী না দিত তাহলে সেটা সিকস্ সিডিউলড আকারে

হত কিনা জানি না। তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে কংগ্রেস সিকস্ সিডিউলড সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ইন্দিরা গান্ধীর দয়ায় সিকস্ সিডিউলড আসে না, ইন্দিরা গান্ধীর দয়ায় এই রাজ্য আসে নি। ত্রিপুরার মানুষ আন্দোলন করে জোর করে আদায় করেছে। এটা ত্রিপুরার জনগনের গনতান্ত্রিক অধিকার।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, যেদিন সেটা (বিল) পাশ করানো হয়েছিল আমরা জানি। আজকে যিনি কৃষিমন্ত্রী তখন তিনি এম, পি, ছিলেন কিন্তু সেই সময় তিনি লোকসভায় উপস্থিত ছিলেন না। এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তিনি সেই দিন ভোট দেন নি। কাজেই আমি এভাবে আলোচনা করতে চাইছি না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য পয়েন্ট অব্ অর্ডার।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার' এখানে মাননীয় সদস্য রতি মোহন জমাতিয়া উনার প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যে কথা বলেছেন যে সময়ে এই সিকস্ সিডিউলড বিলটা পাশ হয় লোকসভায় সেটার রেফারেন্স তিনি টেনেছেন। আমি যা বুঝেছি তাহল এই যে, উনি বলতে চেয়েছেন যে, এই বিল যখন পাশ হয়, তখন আমি অনুপস্থিত ছিলাম, এই কথা সত্য নয়। তিনি হয়ত জানেন না বা জেনে সত্যটাকে লুকানোর চেষ্টা করছেন। সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম কি ছিলাম না তার ভোটিং রেকর্ড দেখলে বুঝা যাবে। কারণ পার্লামেন্ট যুব সমিতির দলের মত হাওয়ায় চলে না লোকসভাতে কে কোন পক্ষে ভোট দেয়, কে কি বক্তব্য রাখে সব রেকর্ড তার যতদিন আয়ু থাকে সেটা সেই ভাবে সংরক্ষিত রাখা আছে। মাননীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করব যদি এখনও উনার সন্দেহ থাকে আমি এই কথা বলার পরও। কারণ আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নির্বাচনে দেখেছি যুব সমতি ইচ্ছাকৃত ভাবে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ট্রাইবেল জনগনের কাছে এই ধরনের অপপ্রচার করত। আমি পত্রিকায় বার বার বিবৃতি দিয়েছি। বুঝেন তো স্যার, যারা সব সময় মিথ্যা কথা বলে তাদের সত্য কথা বলার অভ্যাস নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য পরিস্কার হয়ে গেছে. আপনি বসুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— কাজেই আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করছি না। মাননীয়

সদস্য খগেন্দ্র জমাতিয়া যে সংশোধনী এনেছেন সেটাকে খারিজ করে দিয়ে আমরা যে প্রস্তাবে এসেছি সেটাকে সমর্থন করা হউক। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। এবং সর্বশেষ মূল রিজিউলিশানটি সংশোধনী আকারে ভোটে দিচ্ছি।

সংশোধনী প্রস্তাবটি হলো :— delit the paragraph from 1992—93 after the word যেহেতু upto কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। and insert after the word যেহেতু এ, ডি, সি,র প্রাপ্য অর্থ মঞ্জুর করার পূর্বতন জোট সরকার ব্যর্থ হয়েছে, এবং এ, ডি, সির বর্তমান মুখ্য কার্যানির্বাহী সদস্য এই সম্পর্কে জোট সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ও জোট সরকার এ, ডি সির প্রাপ্য অর্থ মুঞ্জুর করতে স্বীকৃত হননি, এবং ইনার লাইন সহ ৪ দফা দাবী কার্য্যকরী করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

সংশোধনী প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মূল রিজিউলিউশানটি সংশোধনী আকারে ভোটে দিচ্ছি।

সংশোধিত আকারে রিজিউলিউশানটি হলো :— এই বিধানসভা গভীরভাবে লক্ষ্য করিতেছে যে যেহেতু এ, ডি, সি,র প্রাপ্য অর্থ মঞ্জুর করায় পূর্বতন জোট সরকার ব্যর্থ হয়েছেন এবং এ, ডি, সি,র বর্তমান মুখ্য কার্য্যনির্ব্বাহী এই সম্পর্কে জোট সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ও জোট সরকার এ, ডি, সি,র প্রাপ্য অর্থ মঞ্জুর করতে স্বীকৃত হয়নি এবং ইনার লাইন সহ ৪ দফা দাবী কার্য্যকরী করতে ব্যর্থ হয়েছেন সেইহেতু উপযুক্ত সমস্যাগুলির আশু সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এই সভা রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করছেন।

(রিজিউলিউশানটি সংশোধিত আকারে সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো।)

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিউলিশানটি সভায় উৎথাপন করতে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার রিজিউলিউশানটি হলো, এই বিধানসভা গভীর ভাবে লক্ষ্য করিতেছে যে ত্রিপুরায় তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায়

আসার পর থেকে সারা রাজ্যে গনতান্ত্রিক অংশের কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষক কর্মচারী, মহিলা ও সাধারন মানুষের উপর খুন সন্ত্রাস, চাঁদার জুলুম বাড়ীছাড়া, নারী ধর্ষন ও নির্যাতন হচ্ছে, সেই সম্পর্ক সামাকে তদন্ত করে সভার সামনে একটি রিপোর্ট উপস্থাপন করার জন্য এই সভার নিম্নলিখিত সদস্যের নিয়ে একটি সর্বদলীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হউক।

সদস্যদের নাম :—

১,	শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা,	চেয়ারম্যান,
২,	শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী,	সদস্য,
৩,	শ্রীসুবল রুদ্র,	সদস্য,
৪,	শ্রীসুদাম দাস,	সদস্য,
৫,	শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া,	সদস্য,
৬,	শ্রীমতিলাল সাহা,	সদস্য,
৭,	শ্রীরতনলাল নাথ,	সদস্য

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত রিজিলিউশানটির উপর মাননীয় সদস্য শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য মহোদয় একটি সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন, সেই সংশোধনী নোটিশের কপি মাননীয় সদস্য মহোদয়গন পেয়েছেন।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীভূদেব ভট্যচার্য্য মহোদয়কে উনার সংশোধনী প্রস্তাবটি উৎথাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য (কটিকরায়) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার সংশোধনী প্রস্তাবটি হলো :—

'Please insert the words ১৯৮৮ ইংরেজী সনের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে after the words ত্রিপুরায় and delete the words পর থেকে after the words ক্ষমতায় আসার insert the words আগ পর্য্যন্ত read the amended resolution as follows—

"এই বিধানসভা গভীর ভাবে লক্ষ্য করিতেছে যে ত্রিপুরায় ১৯৮৮ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগ পর্য্যন্ত সারা রাজ্যের গণতান্ত্রিক অংশের কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষক, কর্মচারী, মহিলা ও সাধারণ মানুষের উপর খুন, সন্ত্রাস, চাঁদার জুলুম, বাড়ী ছাড়া, নারী ধর্ষণ ও নির্যাতন হয়েছে, সেই সম্পর্কে সমস্ত তদন্ত করে

সভার সামনে একটি রিপোর্ট উত্থাপন করার জন্য এই সভার নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে একটি সর্বদলীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হউক।"

১) শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা, চেয়ারম্যান, ২) শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী, সদস্য,
৩) শ্রীসুবল রুদ্র, ৪) শ্রীসুধন দাস, ৫) শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া,
৬) শ্রীমতিলাল সাহা, ৭) শ্রীরতনলাল নাথ, ৮) শ্রীপান্নালাল ঘোষ,
৯) শ্রীঅরুনকান্তি ভৌমিক ও ১০) শ্রীদেবব্রত কলই।

মিঃ স্পীকার :— এখন, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়কে তাঁর মুল রিজলিউশানটির উপর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি এবং সেই সঙ্গে দুই পক্ষের চীফ হুইপদের অনুরোধ করছি, তাদের নিজ নিজ দলের কোন কোন সদস্য এই রিজলিউশানটির উপর বক্তব্য রাখবেন, তাদের নাম যেন আমাকে জানিয়ে দেন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার রিজলিউশানটি এই সভার সামনে উত্থাপন করছি এই জন্য যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমান সময়ে আইনের শাসন কেমন চলছে, তার দিকে যেন নেতৃবৃন্দ প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দেন। আজকে যারা এই রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছেন, তারা নির্বাচনের আগে তাঁদের নির্বাচনী ইস্তাহারে বলেছিলেন, যে তারা ক্ষমতায় আসলে এই রাজ্যে আইনের শাসন কায়েম করবেন, কেন না গত নির্বাচনের আগে তাদের মতে এই রাজ্যে নাকি আইনের শাসন ছিল না এবং তারা ক্ষমতায় এসে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন। তাই, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই রাজ্যে আইনের শাসন কেমন চলছে, সেটা প্রত্যক্ষ করার জন্যই আমার এই রিজলিউশানটা আনা। স্যার, নির্বাচনের আগে, ওরা ছিলেন বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, আর, নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর, ওরা হয়ে গেলেন শুধু বামফ্রন্ট, অর্থাৎ রাতারাতি মাঝখানে যে গণতান্ত্রিক শব্দটা ছিল সেটা বাদ দিয়ে দিলেন, জানি না, সেই গণতান্ত্রিক শরিক যারা তাদের বাদ দিয়ে দিলেন কিনা? যদিও তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে বামগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট শব্দটা ছিল। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে একটা সরকার আছে, সেটা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু এই সরকারটা কোথায় আছে? ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা শহরের বুকেই ৯ম শ্রেণীর ৯ বছরের একটি ছেলে গতকাল খুন হয়ে গেল। আগরতলার কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা সুপ্রতীক ব্যানার্জি, তার পিতার নাম প্রখ্যাত উকিল সীতানাথ ব্যানার্জি। এই রাজ্যের মধ্যে কোথাও এ, টি, টি, এফ এর শাসন, আবার কোথাও এন, এল, এফের শাসন, কোথাও বা ক্যাডারের শাসন আর কোথাও বা মুখ্যমন্ত্রীর শাসন।

এই যদি রাজ্যের অবস্থা হয়, তাহলে আমরা কোথায় গিয়ে বিচার চাইব? আজকে এই রাজ্যে দিনের পর দিন খুন হচ্ছে, অথচ ত্রিপুরা রাজ্যে একটা সরকার আছে, এটা বিশ্বাসই করা যায় না, উগ্রপন্থীরা এক একজনকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, আর মুক্তিপণ আদায় করছে। অমরপুরের শৈলেন সাহা টি, আর, এ-১২৬ নং বাসের মালিক, তাকে উগ্রপন্থীরা ধরে নিয়ে গেল, তাকে দিতে হল ৬০ হাজার টাকা, তারপরে রানীর বাজারের সন্তোষ সাহা, উগ্রপন্থীরা তাকে ধরে নিয়ে গেল, তাকে দিতে হল ২ লক্ষ টাকা। এবং পরে দুই লক্ষ টাকার বিনিময়ে মুক্তি পায়। আমবাসা গণ্ডাছড়ার পথে হরিনছড়া থেকে ২৩৭৬/৯৩ ইং তারিখ দুপুর দেড়টা নাগাদ এ, টি, টি, এফ বৈরীরা বন্দুক উচিয়ে অপহরণ করে। টি, আর, জি, ২৫১০ কেন্টার গাড়ী চালক গনেশ দত্ত, টি, আর, জি, ৬৮৫ এর চালক রামপদ লস্কর, টি, আর টি ১৫২৫ গাড়ীর মালিক চন্দন দেব সহ নয়জনকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে ২৫/৬/৯৩ ইং তারিখে ৫/৬ জনকে ছেড়ে দেয়। ২৮ জুন রাত্রে কৈলাসহর ফটিকরায় সড়কের কাছ থেকে টি. আর. এল ৭৯৮৮ ট্রাকের ড্রাইভার নারায়ণ দাসকে বন্দুক উচিয়ে অপহরণ করে। মুক্তি পণ দুই লক্ষ টাকা দিয়ে। তীর্থমুখ অমরপুর সড়ক থেকে ফিসারী অফিসারকে অপহরণ করে। পরে এক লক্ষ টাকা দিয়ে মুক্তি পান। এই ভাবে সারা রাজ্যে বৈরী কাজ কর্ম হচ্ছে। সরকারের কোন বক্তব্য নেই। অপরাধীদেরকে ধরার কোন পরিকল্পনা নেই, প্রতিশ্রুতি নেই। এই সরকার মানুষকে বাঁচার কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারছে না। ছাত্ররা স্কুলে যেতে পারছে না মাষ্টার মহাশয়রা স্কুলে যেতে পারছে না। এই রকম একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। নিখিল বিশ্বাস, ঋষ্যমুখ স্কুলে যেতে পারছে না। সে পুলিশে কেস করেছিল এটা অপরাধ। গত ২/৭/৯৩ ইং তারিখ থেকে জোলাইবাড়ী স্কুলের মাস্টার স্কুলে যেতে পারছেন না।

সঞ্জীব বিশ্বাস আজকে স্কুলে যেতে পারছে না অনেক দিন থেকে। সরকার গঠন হওয়ার পর থেকে যেতে পারছিল না। অনেক নেতাকে আমরা বলেছি। আমরা অস্বীকার করি না, ওরা কিছু করছেন না। আমরা বর্তমান সরকারের নেতৃবৃন্দের কাছে পাঠাই। সেই ভাবে যাওয়া হয়েছে। কথাও দিয়েছেন: কিছু হবে না, স্কুলে যেতে। সে অনুযায়ী স্কুলে যায়। ২য় ঘন্টার ক্লাশ শেষ হল। ৩য় ঘন্টার সময় কতিপয় ক্যাডার স্কুলে ঢুকে বলে, সঞ্জীব বিশ্বাসকে বের করে দিতে। তাদের কথা অনুযায়ী বের করে দেওয়া হয় না। মাষ্টার মহাশয়রা মিটিং করে ঠিক করেন, ছুটির পর, সঞ্জীবকে একা ছেড়ে দেওয়া হবে না। সে অনুযায়ী সবাই এক সাথে বের হন। সমন্বয়ী শিক্ষকরাও আছেন। বাজারের কাছে আসার সাথে সাথে সঞ্জীব সহ বেশ কিছু শিক্ষক মহাশয়দের আক্রমন করা হয়। স্যার, আমাদের আবেদন, এগুলি প্রতিকার করার জন্য ব্যবস্থা

নেওয়া হউক। জোলাইবাড়ী এম, এম, স্কুলের পি, আই, দিলীপ নমঃ, বাইখোরা পুর্ব্ব কলাবাড়ীয়া এইচ, এস, বনকরে পি, আই, জগদীশ চক্রবর্তী, বাইখোড়া অর্জুন মজুমদার উত্তর বিলোনীয়া হাই স্কুলে যেতে পারছে না। ত্রিপুরেশ পাল, ঘোড়াকাপ্পা হাই স্কুলে যেতে পারছে না। এটা আমার এলাকার কথা বলছি। সারা ত্রিপুরা রাজ্যেইত এমন হচ্ছে। এ ব্যাপারে যদি সরকারের কোন সুনির্দ্দিষ্ট নীতি না থাকে, তাহলে তারা কোথায় যাবে। মাষ্টার মেরে, মাষ্টারদের অপদস্থ করে শান্তির বাতাবরণ তৈরী করা যায় না। এমনকি উপজাতি অংশের নিরীহ মানুষরাও এব্যাপারে বাদ যাচ্ছে না। বিষরায় ত্রিপুরা, শিবপুর পঞ্চায়েত। ওর স্ত্রী গর্ভবতী ছিল। জোর করে শুইয়ে পা দিয়ে মেরে, প্রেসার দিয়ে তার গর্ভ নষ্ট করে। ছোট হরি ত্রিপুরা, বাতিষা কলোনী। দুইটি সাইকেল নিয়ে যায়। গরু বিক্রি করে ২৫০০ টাকা দিতে হয় তাকে। কামিনী ত্রিপুরা, হ্যাণ্ডিক্রাপ্ট। লেপ্রসির রোগী। তার স্ত্রী তপমালা ত্রিপুরা, মালুমবাড়ী। ইলেকশানের পরে ঘরে যেতে পারছে না। লেপ্রসীর রোগী তাকে ও সব হয়েছে। এভাবে স্যার ফেলে রেখে চলে যেতে বিষুচরণ ত্রিপুরা ও তার স্ত্রী, আজ ত্রিপুরা গ্রাম তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া ছেড়ে দিতে হয়েছে। মেরে হয়েছে। বলিমোহন ত্রিপুরা তাকে ও তার স্ত্রীকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। গ্রাম ছাড়া করে। যাদব ত্রিপুরাকেও মারা হয়। ১৭-৬-৯৩ ইং তারিখে গৌরাঙ্গ ত্রিপুরাকে সকাল ৮-৯টার সময় গরু চোর বলে মেরে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়ে পুলিশ কাষ্টডিতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার জামিন নেওয়ার কোন লোক নেই। তার মা একজন ফুড ফর ওয়ার্কের উপর নির্ভরশীল, সেই ভদ্রমহিলা এসে তাকে কোন মতে নিয়ে গেল। ১৫-৬-৯৩ ইং তারিখে শান্তির বাজারে মনসি মগের ছেলেকে মারা হয়েছে। ১১-৬-৯৩ ইং তারিখে গার্দাংয়ের নৃপেন্দ্র ত্রিপুরা সহ আরও ৫ জনকে ডাকাত বলে চালান দেওয়া হয়েছে। পুলিশ তাদেরকে থানাতে ধরে নিয়ে গেল। পুলিশ জিজ্ঞাসা করার জন্য বলল—না, আমরা ইন্টারোগেশানের জন্য এসেছি। আমরা তাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি। কাজেই সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই যে ঘটনাগুলি ঘটছে, সেগুলির প্রতি সম্যক দৃষ্টি দিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত হোক। আজকে কৃষকরা জমিতে হালচাষ করতে পারছে না। লাইগাঙের ভবন দাস ফসলের চারা লাগাতে পারছে না। আমজাদ নগরের আশু শীল, নারায়ন ঘোষ, পশ্চিম চরকবাই তাদের জমির ধান কেটে নেওয়া হচ্ছে। এই রকম অজস্র ঘটনা ঘটছে। শান্তির বাজারে পার্টি অফিস করবে, চাঁদা দিতে হবে কংগ্রেসকে। সিন্ধু রসিদ মিলবে না। ২/৩/৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত চাঁদা দিতে হবে। বিলোনীয়ার মাখন দাস, একজন ভেইলী

লেবার, তার উপর জোর করে বলা হয়েছে তোমার চাঁদা দিতে হবে ২ হাজার টাকা। সে মাছ বিক্রি করে তার পরিবার চালায়, সে কোথা থেকে টাকা দেবে? সে সরকারী সাহায্যে একটা টিনের ঘর পেয়েছিল। সেই টিনের চাল বিক্রি করে ক্যাডারদের ১৭০০ টাকা চাঁদা দিতে হয়েছে এই সমস্ত ঘটনাগুলি আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বিস্তার লাভ করছে। কিন্তু সরকার থেকে কোন প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না। আজকে বাজার বন্ধ, জোলাইবাড়িতে মেডিকেল হল বন্ধ। সেখানে নারায়ন সাহা তার বাড়ীর জারসী গরু বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে, ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিষ ফেলে সে এখন উদবাস্তুর মতো বিশালগড়ে এসে ঘোরাফেরা করছে। এই যখন অবস্থা তখন বিচারের জন্য পুলিশের কাছে যাবে মানুষ? পীয়ার-বাড়ীর ও.সি এবং ৯ জন কনষ্টবল সেখানে শংকর গুরুং এর বাবা-মাকে জিজ্ঞাসা করলো তাদের ছেলে কোথায়? তখন ৩টা বাজে. তাদের ছেলে ঘুমুচ্ছিল। তাকে বেদম ভাবে প্রহার করা হয়। তার ভাই বোনকে, বাবাকে, মাকে পুলিশ প্রচণ্ড মারধর করে। তারা দীর্ঘদিন যাবৎ সেখানে বসবাস করছে। এই যখন অবস্থা তখন রাজ্যের গণতান্ত্রিক প্রিয় নেতৃস্থানীয় মানুষ যারা আছেন, তারা যদি প্রতিকারের জন্য এগিয়ে না আসেন তাহলে রাজ্যের মধ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে। আজকে দিকে দিকে যে ক্ষোভের জন্ম হচ্ছে, যেকোন মুহূর্তে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। তাই আমার দাবী এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটার আগেই যেন এই সমস্ত ঘটনাগুলির সুবিচার করা হয়। মানুষ যেন বিচার পায়। পরিমল সেন খুন হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত বিধানসভায় এই হাউসে বলেছিলেন তার পরিবার যাতে বাড়ীতে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু তার পরিবার এখনও পর্য্যন্ত বাড়ীতে যেতে পারছে না। তার বড় ছেলে বাড়ীতে থাকতে পারছে না। পরিমল সেনের বিধবা স্ত্রী থাকেন বাড়ী থেকে চার মাইল দূরে। তাঁর উপযুক্ত মেয়েকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে বাইখোড়ায়, তাঁর ছোট ছেলেকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে অপর একটি বাড়ীতে হরিনায়। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে নিরীহ লোকেরা কিভাবে বসবাস করবে? সুতরাং আজকে এইযে ঘটনাগুলি ঘটছে সেগুলির প্রতিকার পাওয়ার জন্যই আমি হাউসে প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিলিউশান এনেছি। এই রিজিলিউশানের মাধ্যমে রাজ্যে যে সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটছে সেগুলির প্রতি সম্যক দৃষ্টি দেওয়ার জন্যই একটা নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করার দাবী জানিয়েছি। আজকে ৬০/৭০ জন মানুষ খুন হয়ে গিয়েছে, নির্যাতিত—লাঞ্ছনার ঘটনা অনেক বেশী। পত্রিকার পৃষ্ঠা উল্টালে এমন একটি দিন বাদ যায় না যেদিন ১/২টা খুনের ঘটনা ঘটছে না, অপহরণের ঘটনা ঘটছে না। বিরোধী বেঞ্চ থেকে

প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশান এনে এই সমস্ত ঘটনার প্রতিবাদ জানাবার সুযোগ নিয়েছি। আমি যা রেজলিউশান এনেছিলাম, সেটাকে অপমান করে, বানচাল করার জন্য, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত মানুষেরা যাতে বিচার চাইতে না পারে। তাই কৌশলে আমার রিজলিউশানের উপর এমেণ্ডমেন্ট এনে নির্যাতিতদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। যারা নির্যাতিত হচ্ছেন তাদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে পরোক্ষভাবে, যারা অন্যায়কারী হত্যাকারী তাদেরকে প্রচ্ছন্ন আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে মদত দেওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত কাজ থেকে মাননীয় সদস্যরা বিরত থাকুন এই অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য ভূদেব ভট্টাচার্য্যকে উনার সংশোধনী প্রস্তাবের উপর আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহাশয়ের প্রাইভেট মেম্বার্স রেজলিউশানের উপর সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি। এখানে কিছু কিছু ঘটনা ঠিক আছে, কিছু কিছু ঘটনা সারা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে কিন্তু এই ঘটনাগুলি তার জন্মলগ্ন আমরা তো দেখি ১৯৮৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরা রাজ্যে বেআইনী ভাবে, অগণতান্ত্রিক ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে জোট সরকার ক্ষমতাসীন হয়। তার পরবর্তী সময়ে যেসব ঘটনা বিভিন্ন জায়গায় সংঘটিত হয় এবং ৫ বৎসর ধরে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে অবস্থা হয়েছিল তারমধ্য থেকেই কিছু কিছু ঘটনা এখনও সারা রাজ্যে কোন কোন জায়গায় ঘটছে। এটা মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক জানিয়েছেন সেজন্য উনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই সব ঘটনার মধ্যে অধিকাংশ ঘটনা আছে সেটা দীর্ঘ ৫ বছর নিজেদের মধ্যে লেনদেন, নিজেদের মধ্যে কারবার, ব্যবসা বানিজ্য তার সঙ্গে জড়িত কিছু ঘটনা আছে যেমন আমাদের উত্তর ত্রিপুরায় ঘটছে তখনকার মন্ত্রী ছিলেন ফটিকরায়ের সুনীল দাস পঞ্চায়েতের বিচারে উনাকে ১১ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হয়েছে। কাজেই এই যে ঘটনাগুলি এই সমস্ত ঘটনা বিভিন্ন জায়গায় ঘটছে, এটা তো আর এই তিন মাসের মধ্যে তৃতীয়বার বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ঘটছে এটা তো এখন এই অবস্থায় মেনে নেওয়া যায় না। গত ৫ বছরের যে সব ঘটনা মাননীয় সদস্যর মনে জাগে যে, বিলোনীয়ার বীরচন্দ্র মনুতে যেখানে এ, ডি, সি সদস্য শ্রীদাম পাল এবং পুলিশ সহ আরও কয়েক জনকে খুন করা হয়েছিল ঠাণ্ডা মাথায়, মুলুয়ার সুশীল মহাজনকে বাড়ী থেকে ডেকে এনে নৃশংস ভাবে খুন করা হয়েছিল। আইনের শাসন, আইনের ব্যবস্থা এবং পুলিশ ব্যবস্থা সব কিছু তো ছিল।

২রা ফেব্রুয়ারী নির্বাচনের পর আমাদের একটা নতুন অভিজ্ঞতা হয় ফটিকরায় উপনির্বাচনে সেই উপনির্বাচনকে সামনে রেখে এখানকার সমস্ত মন্ত্রী, জোট সরকারের সমস্ত মন্ত্রী, এখানে ছিলেন মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ, মাননীয় সদস্য মতিলাল সাহা, অমল মল্লিক, আজকের সেখানে যিনি যোগ দিতে পারেননি সুরজিৎ দত্ত মহাশয়কে আমরা দেখছি ১০০, ১৫০, ২০০ গাড়ী নিয়ে লাল বাতি জালিয়ে গ্রামের রাস্তা দিয়ে তারা কিভাবে ছুটেছিলেন। ওরা সেদিন তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করা দূরে থাকুক ওরা সেদিন গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন তখন মাননীয় সদস্যের আইনের প্রশ্ন কোথায় ছিল ? আমরা সেদিন দেখেছি সুধীর বাবু, সন্তোষ বাবুরা কিভাবে গ্রামের মানুষের উপর অত্যাচার সংঘটিত করেছিল। আমাদের সেই ফটিকরায়ের সুধীর শুক্ল বৈদ্যকে কংগ্রেস অফিসের সামনে থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে খুন করে নদীর মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। আজ পর্যান্ত যার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। এই সমস্ত ঘটনাগুলির মধ্যে থেকে এই ৩ মাসের মধ্যে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা ঘটতে পারে না। এই সমস্ত ঘটনাই ৫ বৎসরের সমস্ত পুঞ্জীভূত ঘটনার ফলশ্রুতি। গত ৫ বৎসরে যে অত্যাচার, খুন, সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন, এই আগরতলা শহরের বুকে সোমা ভট্টাচার্যের ঘটনা কে না জানে ? পত্র পত্রিকায় দেখেছেন কাকলী রায়ের ঘটনা এগুলি সবাই জানেন। মাননীয় সদস্য যেভাবে ফিরিস্তি তুলে ধরলেন এইটা আমার মনে হচ্ছে সান্দন পত্রিকার একটা তালিকা এখানে পড়ে শোনানো হচ্ছে। এইযে ঘটনা, এই ঘটনাগুলির সময় উনারা সরকারের ক্ষমতায় ছিলেন, তখন আপনারা কি করেছেন ? সেই ফটিকরায়-এর উপনির্বাচনের সময় আমরা কি দেখলাম, ভোটের দিন, ভোটের আগের মানুষ বাড়ীঘরে থাকতে পারলনা। কিন্তু ভোট হয়ে গেল। ভোট দিল কারা ? আগরতলা থেকে যারা গেল, অভনগরের ক্লাব, সোনামুড়ার ক্লাব, তারা সবাই ভোট দিল। তাদের জয় হল। সেদিন প্রাক্তন মন্ত্রী বীরজিৎ সিন্‌হা, মতিলাল সাহা তাদের নেতৃত্বে যেসব ঘটনা ঘটেছিল, যে অত্যাচার সংঘটিত হয়েছিল, সেদিন মানুষ থানায় এফ, আই আর করতে পারেনি। মা, বোনদের সংগে অত্যাচার সংঘটিত হয়েছিল কোন বিচার আমরা গোটা ৫ বৎসরে দেখিনি। কাজেই একটা ঘটনার পাশাপাশি আর একটা ঘটনা সংক্রামক রোগ হিসেবে জন্ম নিতে পারে। আমরা দেখছি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যাতে শান্তি বজায় থাকে। কোন ঘটনা ঘটলে পরে মানুষ এখন থানায় যেতে পারে, থানায় গিয়ে এফ, আই, আর, করতে পারে। এখন থানায় এফ, আই, আর, হচ্ছে। গত ৫ বৎসরে সেটাও হয়নি। থানাতে আমরা যেতে পারিনি। বাড়ীঘর লুটপাট হল, সমস্ত টাকা পয়সা নিয়ে গেল, কিন্তু থানায় এফ, আই, আর, করা যায়নি।

চুরি করে নিয়ে এলেন নেতারা, কোন থানায় এফ. আই. আর করা যায় নি। এখানেও মাননীয় সদস্য বলেছেন ফটিকরায় কুমারঘাট রাস্তায় কিডন্যাপ হয়েছে। আমার মনে হয় একজন জন প্রতিনিধি হিসেবে বিধানসভার একজন সদস্য হিসেবে জনগণের মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে এই জাতীয় অসত্য কথা বিধানসভায় পরিবেশন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা ঠিক না। ফটিকরায় কুমারঘাট রাস্তায় এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটছে মাননীয় সদস্য কি পুলিশের ডাইরীর কোন জায়গায় প্রমান করতে পারবেন ? আমি তো গতকাল আমার বাড়ী থেকে এসেছি, এই ধরনের কোন ঘটনাতো শুনিনি ? এটাকে বিধানসভায় তুলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে নিজেদের গত পাঁচ বছরের সেই সমস্ত কিছুকে ঢাকার জন্য। যাই হোক কারণ যাই থাক একটা অদ্ভুত সত্য ঘটনাকে নিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল বিধানসভার পবিত্র মর্যাদা রক্ষার জন্য আমি মনে করি। খোয়াইর উজান ময়দানে যেসব ঘটনা ঘটেছিল বর্তমানে বিধানসভার সদস্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন উনি যেভাবে নারী প্রতিনিধিদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিলেন এইটা মানব সভ্যতার ইতিহাসে কলংকজনক ঘটনা, এটা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। একজন জনপ্রতিনিধি মেয়েদের সঙ্গে শালিনতা বজায় না রেখে কথা বলতে পারেন, তার পরেও ওনাকে আমাদের মুখমন্ত্রী হিসাবে মানতে হবে এইটাতো আমরা কোনদিন ভাবতেও পারিনি। উজান ময়দানের ঘটনাটা কি মিথ্যা ছিল, এই ঘটনার শেষ রায় কি হল, তার সম্পর্কে তো একদিনও আপনাদের মুখে কোন কথা শুনতে পাইনি। এই আগরতলা শহরের কাছে সিমনার মানুষ যখন সিমনায় ভোট দিলেন গনতন্ত্র রক্ষার প্রশ্নে, তখন আগরতলার গননা কেন্দ্র থেকে কি আপনারা জনগনের রায়কে পদ-দলিত করেছিলেন। তখন আইন শৃংখলার প্রশ্ন কোথায় ছিল। কাজেই এই সব দিক দিয়ে আজকে তিনি এখানে যে প্রশ্ন তুলেছেন এইটা শুধু বিধানসভায় দাঁড়িয়ে কিছু বলার জন্য বিরোধী আসনে থেকে বিরোধিতা করার জন্য এই প্রশ্নগুলি আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমার এখানে প্রস্তাব থাকবে বিরোধী সদস্য যারা আছেন তারা এবং অন্যান্য সদস্য যারা আছেন তাদের সবার কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে, মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক তিনি এখানে যেটা এনেছেন এইটাকে তিনি যেন প্রত্যাহার করে নেন। এই অনুরোধ আমি ওনার কাছে রাখব এবং বিগত পাঁচ বছরের সমস্ত ঘটনা বিশেষ করে ১৯৮৮ এর ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু করে ১৯৯৩ এর জুন মাস পর্যান্ত সমস্ত ঘটনার তদন্ত করা হোক এবং সঠিকভাবে তার জন্য একটা কমিটি গঠন করা হোক, সেই কমিটি যাতে সমস্ত বিষয়টি তদন্ত করতে পারে এটা একটা সর্বদলীয় কমিটির প্রয়োজন এবং সেই সর্বদলীয় কমিটির মধ্যে আমার প্রশ্ন হচ্ছে সর্বদলীয় কমিটিকে দিয়ে যাতে তার সমস্যা নিরুপণ করে আমরা

ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সামনে দিতে পারি। বিগত দিনের অত্যাচার জুলুম, বাড়ীছাড়া এবং বিভিন্ন অংশের শিক্ষক কর্মচারী কমিটি করা প্রয়োজন এবং সেই সর্ব্বদলীয় কমিটির মধ্যে আমার প্রস্তাব হচ্ছে সর্ব্বদলীয় কমিটিকে দিয়ে যাতে তার সঠিক তথ্য নিরূপণ করতে পারে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সামনে দিতে পারি। এই কমিটি যেন বিগত দিনের অত্যাচার, জুলুম বাড়ীছাড়া করা, এবং বিভিন্ন অংশের শিক্ষক কর্মচারী ও মায়েরা বোনেরা যেভাবে নির্যাতিত হয়েছেন, খুন সন্ত্রাস ঘটেছে তার একটা পরিষ্কার চিত্র বিধানসভায় উত্থাপন করা হোক। তার মধ্যে দিয়ে আগামী দিন তার প্রতিকারের ব্যবস্থা হোক এবং সেই প্রসঙ্গে আমার এই এমেণ্ডমেণ্টটাকে আমি নিজে সমর্থন করি, বিরোধী সদস্যদের কাছে আমার অনুরোধ রাখব তারাও যেন এটাকে সমর্থন করেন। আর মাননীয় সদস্য অমল মল্লিকের কাছে অনুরোধ রাখব তিনি যেন তার প্রস্তাবটাকে তুলে নেন।

আগামীদিনে সর্ব্বদলীয় কমিটির মাধ্যমে সকলের সক্রিয় সহযোগিতা থাকে এই আশা নিয়ে এখানে সর্ব্বদলীয় কমিটি গঠন করার জন্য আমি প্রস্তাব রাখছি। এই সর্ব্বদলীয় কমিটি এভাবে গঠিত হবে :—

১) শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা, চেয়ারম্যান,
২) শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী, সদস্য,
৩) শ্রীসুধন দাস, সদস্য,
৪) শ্রীসুবল রুদ্র, সদস্য,
৫) শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া, সদস্য,
৬) শ্রীমতিলাল সাহা, সদস্য,
৭) শ্রীরতন নাথ, সদস্য,
৮) শ্রীপান্নালাল ঘোষ, সদস্য,
৯) শ্রীঅরুন ভৌমিক, সদস্য,
১০) শ্রীদেবব্রত কলই, সদস্য।

এই দশ জনকে নিয়ে সবর্বদলীয় কমিটি গঠন করার জন্য আবেদন রাখছি। এবং সবাই এটাকে সমর্থন করবেন এই আশা নিয়ে সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসের আলোচনা শেষ করতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ পর্যান্ত হাউস চলবে। কারণ এই সম্পর্কে আমার অনেককিছু বলার আছে। কাজেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত আলোচনা চলে ততক্ষণ পর্য্যন্ত

হাউসের সময় বাড়িয়ে দেওয়া হোক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আলোচনা শেষ হতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ পর্যান্ত হাউস চলবে। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত মহাশয়কে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের সভায় মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয় যে প্রস্তাব রেখেছেন সেই প্রস্তাবকে প্রত্যাহার করে নেবার জন্য আবেদন রাখছি। আর পাশাপাশি মাননীয় সদস্য শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য মহোদয় যে সংশোধনী প্রস্তাব উৎথাপন করেছেন তার প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করছি।

এই প্রসঙ্গে বলতে চাই, সালটা ১৯৮৮' র ফেব্রুয়ারীর প্রথম ভাগ। ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে এই ছোট রাজ্যের পূর্বাকাশে কালো মেঘ জমে গেলো। অন্ধকার নেমে এলো সারা রাজ্যের বুকে। সেই অন্ধকারের মধ্যে সারা রাজ্যে গণতন্ত্র ধ্বংস হলো. স্বৈরতন্ত্রের প্রসার হলো। অথচ এখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য অমলবাবু গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা দিলেন জানিনা উনার অভিধানে গণতান্ত্রর সংজ্ঞা কি। আমরা ত্রিপুরার মানুষ এই পাঁচ বছরে উনাদের কাছ থেকে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ভালভাবে শিখেছি। মানুষ কথা বলতে পারতো না, অপরাধ, কংগ্রেস- (ই)—টি, ইউ, জে, এস, মতাদর্শের বিরোধী। মানুষ স্বাধীনভাবে তার রাজনৈতিক দলীয় অফিস খুলতে পারতোনা। সারা রাজ্যের মধ্যে গত পাঁচ বছরে কংগ্রেস (ই)—টি, ইউ, জে, এস. বিরোধী যে সমস্ত রাজনৈতিক দল আছে সে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির অসংখ্য অফিস হয় জ্বালিয়ে দিয়েছে, না হয় জোর করে দখল করে নেওয়া হয়েছে, না হয় ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

গণতন্ত্র আমরা দেখেছি এই নির্বাচনের পূর্বে—এই আগরতলার সার্কিট হাউসের সামনে। এখনো এই জনসেবার জন্য কি লড়াই - কোটি কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে। কাজেই উনাদের কাছ থেকে আর আমাদের গণতন্ত্র শিখতে হবে না। গণতন্ত্র রক্ষার জন্য আমরা বিগত দিনে লড়াই করেছি, আগামী দিনেও আমরা গণতন্ত্রের আদর্শকে রক্ষা করার জন্য সব অংশের মানুষকে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলব—এই প্রতিশ্রুতি রাখছি ত্রিপুরার মানুষের কাছে।

আমরা বিগত পাঁচ বৎসরে কি দেখলাম ? গণ হত্যার কথা কি উনারা ভুলে গিয়েছেন ? ত্রিপুরা রাজ্যের বীরচন্দ্র মনুতে জাতীয় একটি রাজনৈতিক স্বীকৃত দলের একটি অফিস

উদ্বোধন করতে গিয়ে ১২টি তাজা প্রাণ দিনের বেলায় কংগ্রেস (আই) ঘাতক বাহিনীর অসীর ঝলকানিতে ছিটকে গেল। এটা কি ভুলে গিয়েছেন? এই ধরনের কোন নারকীয় ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে আছে কি? ওরা কি ভুলে গিয়েছেন নলুয়ার গণহত্যা? মাননীয় সদস্যের কাছে আমার জানবার আছে—ঐ বিলোনীয়ার রাজেশ্বর সিন্‌হার কথা। তার জন্য কি জবাব আছে সুমিত্রা সিন্‌হা এবং তাঁর শিশু সন্তানের কাছে? ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের রাজ্য কমিটির সদস্য অরুন দেব সিমনার নির্বাচনের একটি বুথে সি, পি, (আই) এম, দলের একজন পোলিং এজেন্ট ছিলেন। ভোট চলার সময়ে সেখানে ঘাতক বাহিনী ঢুকে তার উপর হামলা করে এবং সারা অংগ কেটে বস্তা বন্দি করে ফেলে দেয়। এর কি জবাব আছে ঐ অরুন দেবের স্ত্রীর কাছে? আজকের মত এমন দিনে ১৯৯০ ইং সালের জুলাই মাসের এ, ডি, সি নির্বাচনে ধর্মনগরের ডি, ওয়াই, এফ, আই-এর গোবিন্দপুর ইউনিটের সভাপতি সন্তোষ চক্রবর্তী গিয়েছিলেন কাঞ্চনপুরের সাতনালায়। সেখানে এ, ডি, সি নির্বাচনের সময় সন্তোষ চক্রবর্তীর উপর আক্রমণ নেমে এল। ৯ই জুলাই, যাকে বলা হত সুধীর মজুমদারের তহশিলদার-আশুতোষ দাশ, যার বর্তমান ঠিকানা দিল্লীতে সুধীর মজুমদারের বাসভবনে। সেই আশু দাশের নেতৃত্বে সন্তোষ চক্রবর্তীর উপর বর্বরোচিত আক্রমণ নেমে আসে। সেই সন্তোষ চক্রবর্তী ৯ই জুলাই শহীদের মৃত্যু বরন করেন। আমি আজকের দিনে তার তৃতীয় মৃত্যু বার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। কি জবাব আছে—ঐ উজান ময়দানের উপজাতি মহিলাদের উপর যে পাশবিক ঘটনা ঘটল? রেহাই কি পেয়েছে কাকলি রায় এন, এস, ইউ, আই-এর নেতৃত্ব এবং কাকলি ভট্টাচার্য্য? কি জবাব আছে আপনাদের কাছে যে জওহর সাহাকে নারী ঘটিত কেলেংকারীর জন্য মন্ত্রিসভার সদস্যপদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। এই সমস্ত ঘটনা উনাদের স্মৃতিতে নিশ্চয়ই রয়েছে।

আমরা জানি মাটি আমাদের মা। এই মা জোট রাজত্বে বার বার হয়েছে ধর্ষিতা। বার বার হয়েছে রক্ত স্নাত। আমরা বিগত ১০ বছরে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে যে, বাগানটা সাজিয়ে ছিলাম গত পাঁচ বছরে সমস্ত বাগানটাকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। আমাদের জন্ম হয়েছে একটা ধ্বংসস্তূপের উপর। পাঁচ বছরে রাজ্যের সমস্ত জাতি-উপজাতি অংশের মানুষের উপর আক্রমণ নেমে এল। ভুলে কি গিয়েছি আমরা ১৯৯১-এর ২১শে মের পরের ঘটনা। প্রয়াত রাজীব গান্ধীর মৃত্যু নিশ্চিতভাবেই দুঃখজনক। আমরাও দুঃখ প্রকাশ করেছি। কিন্তু রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর কেন সারা রাজ্যে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল? সর্বত্র পথচারী, শিক্ষক-কৃষক-কর্মচারী এমনকি সাংবাদিক ও সম্পাদকরা পর্যন্ত রেহাই পায়নি তখন ঐ নর পশুদের হাত থেকে। সমস্ত কংগ্রেস

টি, ইউ, জে, এস, এর সমর্থকরা বিরোধী দলীয় অফিসগুলিকে ভেংগে দিয়েছে। অসংখ্য নজীর রয়েছে। এখনও আগরতলার সূর্য চৌমুহনীতে যান, সেখানে সরকারী কর্মচারীদের যে অফিস ঐ দিনের নর পশুদের ধ্বংস লীলার স্বাক্ষা বহন করছে। আমি বলতে চাই, আমরা মানুষকে ভালোবাসি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাভাব আছে, মানুষের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে। এই রাজ্যের জনগনের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসলে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত আমাদের কর্মী বন্ধুরা খুন হয়েছেন সেগুলির তদন্ত করব। আমাদের যে সমস্ত অফিসগুলি দখল হয়েছে সেগুলি উদ্ধার করা হবে। প্রয়োজনের তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। তাই এখানে মূল প্রস্তাবের যে সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটা অত্যন্ত বাস্তব সম্মত। মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপায়িত করতে আমরা বদ্ধপরিকর। আজকে এখানে আমাদের সমস্ত সদস্যরা আছেন তাদের কাছে আবেদন রাখছি যে, ত্রিপুরা রাজ্যের জনগনের স্বার্থে মাননীয় সদস্য শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য মহোদয় যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে সমর্থন করবেন। এবং মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় যে মূল প্রস্তাব এনেছেন সেটা প্রত্যাহার করে করে দেবেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রতন লাল নাথ মহোদয়।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) : – মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় যে, একটি বেসরকারী প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি। সাথে সাথে মাননীয় সদস্য শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে সংশোধনী এনেছেন এর তীব্র বিরোধিতা করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই বেসরকারী প্রস্তাব যেটা মাননীয় বিধায়ক শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় এনেছেন, সেটার দৃষ্টিকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য শ্রীভূদেব বাবু সেটার সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন। স্যার, একটা জিনিষ পরিষ্কার গত বিধানসভার অধিবেশনে দেখেছি, আজকেও দেখছি। ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা যাঁরা এখানে বক্তব্য রেখেছেন, বক্তব্যের মধ্যে একটা মানসিকতা দেখা যাচ্ছে। যেহেতু জোট জমানায় ঘটনা ঘটেছে সেইহেতু এখন সেগুলির প্রতিফলন ঘটছে। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে সারা রাজ্যের শ্রমিক, কৃষক, দীনমজুর, কর্মচারীর উপর যে পরিমাণের অত্যাচার চলছে সেটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। সুতরাং মাননীয় বিধায়ক শ্রীঅমল মল্লিক

মহোদয় যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা বাস্তব সম্মত। কাজেই যারা নিগৃহীত হচ্ছে, অত্যাচারিত হচ্ছে তাদের বিচার হওয়া দরকার। যারা নিগৃহীত হচ্ছে লাঞ্ছিত হচ্ছে তারা থানায় গেলে পরে এফ, আই, আর, রাখছে না।

তারপর গত ২১-৫-৯৩ ইং তারিখে রাঙ্গাছড়ার চার চারটি প্রান গুলি করে হত্যা করা হলো, কারা তারা, তারা হলো কংগ্রেস-এর সমর্থক। তদন্ত চলছে, তদন্তকে অন্য দিকে প্রভাবিত করে অন্যদিকে মোর ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রাজচন্দ্রাইয়ের ঘটনা, রাজচন্দ্রাইয়ে কি ঘটেছিল ? সেখানে টি, এস, আর-এর উপর আক্রমণ করা হয়েছিল, তারপর তারা উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে গিয়ে অত্যাচার চালিয়েছে। এই তো ঘটনা। সুতরাং যে ঘটনাগুলি ঘটছে তার তদন্ত করা দরকার। তা সর্বদলীয় ভাবে এই বিধানসভার মাধ্যমে বাস্তবে কি ঘটেছে সেইগুলি সঠিক তদন্ত করে এখানে তথ্য পেশ করে যাতে সাধারণ মানুষ তার বিচার পায়। গত ৭ তারিখ আগরতলা শহরের উপর সুপ্রতীক ব্যানার্জী, প্রখ্যাত আইনজীবী সীতানাথ ব্যানার্জীর ছেলে মারা গেছে। সমস্ত আইনজীবি তার ধিক্কার জানিয়েছে। গতকাল তারা কর্মবিরতী পালন করেছে, পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। পুলিশকে ঘটনাটা জানানো হয়েছে, ঘটনা জানানোর পরও পুলিশ ঘটনাস্থলে যেতে রাজি হচ্ছে না। মুক্তা শীল নিরীহ মহিলা, উদয়পুরে তার উপর অত্যাচার করা হয়েছে, কারা জড়িত তারা কোন্ দলের সদস্য তা আমি এখানে বলতে চাই না। কিন্তু যারা জড়িত তারা গ্রেপ্তার হওয়া দরকার। সেখানে বিশেষ প্রভাবিত মহল প্রভাব বিস্তার করছে যাতে কোন রকম এক্শান না নেওয়া হয়। মোহনপুরে স্টোর গোডাউনে যারা নিরীহ শ্রমিক ছিল তাদেরকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে-না, এই সরকার। অথচ তারা সিটু সমর্থীত নেতৃত্বে স্থানীয় লোকদের কাছে দেখা করার জন্য আগরতলায় এসেছিল। তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু স্থানীয় নেতৃত্ব তা মানছে না, আমরা জানি তা কেন মানা হচ্ছে না তা অবশ্য মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহাশয় বলেছেন। এখানে খুব প্রভাবাধীন দুইটি ব্যক্তিত্বের লড়াইয়ের মাধ্যমে এই ঘটনাগুলি ঘটছে। সমস্ত সি,পি,এম সদস্য অথবা বামফ্রন্ট সদস্যদের আমরা দোষারোপ করছি না, কেউ কেউ বাধা দিচ্ছে অন্যায়ের প্রতিবাদ করছে। কিন্তু তারাও লাঞ্ছিত হচ্ছে। বড়কাঠালের কথা আমি বলছি। গত ৭-৬-৯৩ ইং তারিখে বড়কাঠালে এ,টি,টি এফ কর্তৃক গিরিশ দেবনাথের ছেলেকে আক্রমণ করা হয়েছে, সেইদিন অর্থাৎ ৭-৬-৯৩ ইং তারিখে আমি বিধানসভার একটি কমিটি মিটিংএ উপস্থিত ছিলাম। সেই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন শ্রীদেবব্রত কলই মহাশয়। অথচ সেখানে আমার নেতৃত্বে ঘটনা হয়েছে বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে যাতে

এলাকাতে আমার জনপ্রিয়তা কমানো যায় তার জন্য। বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন এসে মোহনপুর বাজারে জড়ো হয়েছিল এবং সরকার যাকে মোহনপুরের বি,ডি,ও পদে বসিয়েছেন, তার পরিচালনায় সেদিন সেখানে এই গণ্ডগোলটা হয়েছিল। এই গণ্ডগোলের জন্য যারা দোষী, তাদের কাউকে ধরা হয় নি, অথচ যারা নির্দোশ কংগ্রেসী সমর্থক, তাদের ধরা হল। তারপর, মোহনপুরের তুলা বাগানে কংগ্রেসের একটি অফিস ছিল, সেই অফিস ঘরটা সি,পি,এমের সমর্থকরা দখল করে নিলো, সেখানে সি.পি.এমের মধ্যে যাদের গণতান্ত্রিক বোধ আছে তাদের বাধা তারা মানল না। তাই, শ্রীঅমল বাবু এই সভার সামনে যে প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশানটা এনে যে কথা বলেছেন, চাঁদার জুলুম, তা অতীব সত্য, কেন না, সিমনা বাস ষ্টেণ্ডে যে সব বাস থাকে, তার মালিকদের কাছ থেকে এ.টি,টি,এফ ইতিমধ্যে ৭৫ হাজার টাকা চাঁদা ধার্য্য করে চিঠি দিয়েছে। অথচ সরকার এখন পর্যান্ত তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেয় নি। কাজেই, যেসব ঘটনা রাজ্যের মধ্যে ঘটে চলছে, তা কোন রকমেই অস্বীকার করা যাচ্ছে না। তাই, এই রাজ্যে আইনের শাসন কেমন চলছে, তা ত্রিপুরাবাসীর কিছু অজানা নয়। ব্যক্তিগত বা পার্টিগত দোষারোপ করে কারও কোন লাভ হবে না, বরং এসব ঘটনা যাতে না ঘটতে পারে, তার জন্য সরকার তরফ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া একান্ত প্রয়োজন, আর তাহলে আমরাও আমাদের তরফ থেকে সরকারকে সহযোগিতা করতে রাজি আছি। আমরা এখানে শুধু বিরোধীতার জন্যই আসি নি, আজকে সমগ্র উত্তর অঞ্চল বলতে গেলে এ,টি.টি,এফের দখলে চলে গেছে। অথচ এখানে দাঁড়িয়ে সরকারী তরফ থেকে বলা হচ্ছে এসব কিছু নয়, সরকার উগ্রপন্থীদের কাছে একগুচ্ছ প্রস্তাব দিয়েছে। আমি বলব শুধু একগুচ্ছ প্রস্তাব দিলেই চলবে না, সরকারকে আরও কঠোর হতে হবে, আর তা না হলে ত্রিপুরা রাজ্যে খুন, জখম আর সন্ত্রাসের রাজত্ব চলতেই থাকবে কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন, তার উপর সংশোধনী এনে ১৯৮৮ সাল থেকে এসব বিষয়ে তদন্ত কমিটি করার যে কথা বলা হয়েছে, তা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। তাই অমলবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন, তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ (রাধাকিশোর পুর):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় এই সভার সামনে যে প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশান এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। অন্যদিকে ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্য শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য মহোদয় তার উপর সংশোধনী এনেছেন তদন্ত কমিটির মেয়াদ ১৯৮৮

সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে এবং তার সদস্য সংখ্যা ১০ জন করে, তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। এই যে রিজলিউশন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় এনেছেন এই বলে যে বিভিন্ন জায়গায় খুন, কৃষক, শ্রমিক গণতান্ত্রিক মানুষের উপর জুলুম নারী নির্যাতন হচ্ছে। এখানে আরও অনেকে আলোচনা করেছেন এবং স্বাভাবিক ভাবে এটা সকলের কাছে পরিষ্কার যে এই ধরণের অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে জোট সরকারের আমল থেকেই। এই জোট সরকার যেভাবে ক্ষমতায় এসেছে, যে ভাবে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার নষ্ট করেছে, পত্রপত্রিকায় উঠেছে বিভিন্ন দুর্নীতি, নারী নির্যাতন ওরা কায়েম করেছিল। আমরা জানি পুলিশ বিভিন্ন ঘটনায় এফ, আই, আর নেয় নি। আমরা বহু ঘটনার উল্লেখ করতে পারি। উদয়পুরে মুড়া বাড়ীর কুর্শিদ মিঞা নিম্ন মধ্য বিত্তের লোক, কাজ করে পরিবার চালান। কিছু কংগ্রেসী লোক তার বাড়ী ঘর পুড়িয়ে দেয়। সে যখন থানায় গিয়ে এফ, আই, আর দিতে চায় তা গ্রহণ করে নি। তার রাজনৈতিক পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হয়। সে সরাসরি বলে যে বামফ্রন্ট সমর্থক। পরে অনেক চেষ্টার পরও থানা এফ, আই, আর নেয়নি, তার ঘর পুড়ানো হলো কিন্তু পুলিশ যায় নি। শুধু কুর্শিদ মিঞা নয়। এই কুর্শিদ মিঞা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচুর আছে। সাধারণ মানুষ আইনের যে সাহায্য পাওয়ার কথা সেটা তারা পায় নি। এই সরকার ক্ষমতায় আসার আগে যারা চাকুরী বিক্রী করেছে, চাকুরী দেওয়ার নাম করে টাকা নিয়েছে। তারা আজকে বাড়ী ঘর ছাড়া। যারা টাকা দিয়েছে তারা দাবী করছে যে "হয় টাকা দাও, নয়তো চাকুরী দাও।" ফলে এই ধরণের কিছু দালাল বাড়ী ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। তারা এখন বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছেন। এই ব্যাপারে মিটিং হয়েছে। মিটিং এ সিদ্ধান্ত হয়েছে যে টাকা ফেরত দিতে হবে।

কেহ সাইকেল বিক্রি করে, কেহ জমি বিক্রি করে টাকা ফেরৎ দিচ্ছে। এই ভাবেই আজকে তাদের টাকা ফেরৎ দিতে হচ্ছে। উদয়পুরের মানুষ এসে আগরতলা আশ্রয় নিচ্ছেন। কেহ ধর্মনগর আশ্রয় নিচ্ছেন, কেহ কলকাতায় আশ্রয় নিচ্ছেন; কেহ আবার দিল্লীতে আশ্রয় নিচ্ছেন। হ্যাঁ, কিছু ঘটনা ঘটছে। সব থেকে বড় প্রশ্ন, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে বামফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ এই সব ঘটনায় খপ্পড়ে না পরার জন্য আবেদন রেখেছেন। তবু কিছু ঘটনা ঘটছে। স্যার, যেসব ঘটনা আজকে ঘটান হয়েছিল, তার কিছু কিছু রোষ রয়ে গেছে। কেহ কেহ নিজের ইচ্ছায় বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। কেহ চাকুরীর জন্য টাকা নিয়েছেন তারা আজকে

থাকতে পারছেন না। আরো ২টি জিনিস ঘটেছে। রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর (ঘটনা সত্যি দুঃখজনক, এত বড় একজন নেতার এইরকম মৃত্যু) যেভাবে পার্টি অফিস ভাংগচুর করা হয়েছে, ঘর-বাড়ী, দোকান-পাট জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে তার প্রতিফলন হচ্ছে। স্যার, এই ভাবে একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে পাঁচ বছরে তাঁরা যে অশান্তির বাতাবরণ তৈরী করেছিলেন নিঃসন্দেহে তার পর্যালোচনা করার দরকার আছে। এর একটি রিপোর্ট বার হওয়া দরকার। এই কারণে একটি সর্বদলীয় কমিটি করার দরকার। যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে, মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠিত হয়েছে। কোন বিচার হয় নি। কাকলি রায়ের ঘটনা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। ঐ কাকলি রায়ের ঘটনার দুষ্কৃতকারী মন্ত্রীর বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছিলেন। এই ঘটনা আজকে জনসমক্ষে আসা দরকার। এই সব কারণে রিপোর্ট তৈরী করার জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীভূদেব বাবু একটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন। শ্রীঅমল বাবু এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আইনের শাসন চায়। মানুষ জানুক, এই ধরনের ঘটনাকে কারা প্রশ্রয় দিয়েছেন। আইনের শাসন এবং নতুন নতুন কথা বিধানসভায় বললেও মানুষ জানে, কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রতিফলন করার জন্য এখানে এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। কাজে কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য মহোদয় এখানে সংশোধনী আকারে প্রস্তাব এনে যে সর্বদলীয় কমিটি গঠন করার আবেদন রেখেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি পূর্ণ সমর্থন করে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়কে অনুরোধ করব, উনার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন তা প্রত্যাহার করে নেবার আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসহিদ চৌধুরী। খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে আপনি আপনার বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীসহীদ চৌধুরী (বক্সনগর) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন সর্বদলীয় কমিটির নামে তা একদলীয় কমিটিই বলা উচিত। এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। পাশাপাশি মাননীয় সদস্য শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য মহোদয় এখানে শ্রীঅমল বাবুর প্রস্তাবের উপর যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সর্বদলীয় কমিটি গঠন করার জন্য তার প্রতিপূর্ণ সমর্থন রেখে আমি ২/৪টি কথা এ প্রসঙ্গে বলছি। গত ৫ বৎসরে জোট রাজত্বে যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে, যারা অপকর্ম করেছেন জোট সরকারের আমলে এগুলির দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এই রিজলিউশন উপস্থিত করে তারই প্রতিফলন করা হয়েছে।

স্যার, আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯৮৮ ইং সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৯৩ ইং সালের ২রা জানুয়ারী পর্যান্ত এই পাঁচ বৎসরে জোট সরকারের রাজত্বে পুলিশের তথা থেকে দেখা যাচ্ছে ১, ২২১টি মার্ডার হয়েছে, ৫১৮টি নারী ধর্ষন হয়েছে। এ থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, পূর্বতন সরকারের আমলে আইন শৃংখলার অবস্থা কি ছিল ? বিলোনীয়া থেকে নির্বাচিত সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়ের সাবডিভিশানে গত পাঁচ বৎসরে ৪০ জনের মত কর্মী ও নেতা খুন হয়েছেন। নন্দুয়ার গণহত্যায় সুশীল মহাজনের মৃতদেহের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। তাঁর পিতামাতা অনেক কষ্ট করে অনেক আশা নিয়ে তাঁকে এম, এস, সি, পাশ করিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সে ছেলেটার মৃতদেহ পর্যান্ত উনারাই হাফিজ করে দিয়েছেন এই জোট রাজত্বে। দেবদারীর ঘটনায় শিশু সন্তানের সামনে তার পিতা মাতাকে খুন করা হলো। সেই নিঃষ্পাপ শিশু সন্তানের সামনে উনারা কি জবাব দেবেন। এই ভাবে গত ৫ বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যে একটা খুন সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। সেখানে মানুষের গণতান্ত্রিক কোন অধিকার ছিল না। এই জোট রাজত্বে যতগুলি নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা হয়েছিল সবগুলি প্রহসনে পরিনত করা হয়েছিল। ফটিকরায়ের নির্বাচন, এ, ডি, সির নির্বাচন, সিমনার নির্বাচন এমনকি আগরতলা শহরের নির্বাচনকে পর্যান্ত উনারা প্রহসনের পরিণত করেছিলেন। আগরতলার নির্বাচনে শ্যামহরি শর্মাকে খুন করা হয়েছিল। কিন্তু কোন বিচার করা হয়নি। কংগ্রেসী আমলে কংগ্রেসী সমর্থকরা পর্যান্ত নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন নি। জনগনের উপর ওদের কোন বিশ্বাস ছিলনা। সেখানে উনারা গুণ্ডাতন্ত্র কায়েম করেছিলেন। সাধারন মানুষের কোন গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল না। আজকে উনাদের বিলম্বিত বোধোদয় হয়েছে আমাদের আশা উনাদের এই বিলম্বিত বোধোদয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ কিছুটা সুখ শান্তি পাবেন। তয় বামফ্রন্ট সরকার যে দৃষ্টি ভংগী নিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন, সে দৃষ্টিভংগীকে উনারা নিশ্চয়ই সমর্থন করবেন এবং সহযোগিতা করবেন। এবং আমাদের দৃষ্টিভংগীতে কাজকর্ম করবেন। জোট রাজত্বে আমরা দেখেছি তদানীন্তন মন্ত্রিসভার সদস্য মহারাণী বিভু কুমারী দেবীকে উনার চেম্বারের মধ্যে আক্রমন করা হয়েছিল। উনি উনার চেম্বারের মধ্যেও নিরাপদ ছিলেন না। উনাদের পছন্দমত কোর্টের রায় দেওয়া হয়নি বলে এস, জে, এম কে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। উনি হাইকোর্টের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন উনাকে নিরাপত্তা দেবার জন্য। এই জোট রাজত্বে মন্ত্রীরা যেখানে আক্রান্ত হতেন সেখানে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায় ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ, আপনি বসুন।

শ্রীসহীদ চৌধুরী :— স্যার, আমি আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করছি। আজকে যারা এই সমস্ত কথা বলছেন তাদের এটা বুঝা উচিত। তাই আমি অনুরোধ করছি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহাশয় যে রিজলিউশানটি এনেছেন সেটা প্রত্যাহার করে নেবেন এবং মাননীয় সদস্য শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য সর্ব্বদলীয় কমিটি গঠনের মাধ্যমে যে সংশোধনী এনেছেন সেই সংশোধনীকে সমর্থন করবেন এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—অনারাবল্ চীফ মিনিষ্টার।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি খুব অল্প কয়েকটি কথা বলব। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য সংশোধনী যেটা এনেছেন সেটা মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার কৌশল নেওয়া হয়েছে আমি তা মনে করি না, সংশোধনী যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। প্রথমতঃ মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার কোন ইচ্ছা আমাদের নেই। আর আমরা চাইলেই ঘুরিয়ে দিতে পারব না। মানুষের দৃষ্টি ঠিক জায়গাতেই আছে। জোট রাজত্বে কি হয়েছিল মানুষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ওদের ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল এবং আমাদের ক্ষমতায় এনেছে সেখানেই মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি নিবদ্ধ আছে। বাজেই তাঁরাই বরং এই দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার দুই মাসের মধ্যেই মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। আমি আবার এই হাউসে ঘোষণা দিতে চাই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে সে জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ সেই পথেই আমাদের কাজ চলছে। আপনারা লক্ষ্য করেছেন এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পুলিশকে কোন একটা দলের বিরুদ্ধে ব্যবহার আজ পর্যন্ত হয় নি। পুলিশকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রকাশ্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আইন রক্ষা করার জন্য। তাদের যা করার দরকার তাদের আইন যা আছে সেই কর্তব্য তারা পালন করবেন, সেখানে রাজনৈতিকগত ভাবে কোন হস্তক্ষেপ করা হবে না। শুধু বলা হয়েছে আইন-শৃংখলা রক্ষার নামে নিরীহ মানুষ যাতে হয়রানি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন। আইনকে আইন হিসেবে দেখতে হবে। সুশৃংখল ভাবে সেটা আমরা বলছি। মানুষকে এটা বুঝতে হবে। গত ৫ বছরের জোট রাজত্বে সমাজকে অলমোষ্ট ক্রিমিনাইলজড্-এ পরিনত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটা সমাজদ্রোহী বিরোধী হিসাবে তৈরী করার চেষ্টা করা হয়েছে। সুখের বিষয় তারা পুরাপুরি সফল হয় নি আংশিক ভাবে একটা অংশের লোককে ক্রিমিনালাইজড

করতে পেরেছেন। এই ক্রিমিনালাইডের দৌরাত্মে কিছু মানুষের যে দুর্ভোগ হয়েছিল সেই দুর্ভোগ আজও ভুগছে,। আমরা এটাকে দূর করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমরা আশা করি আমরা সফল হব, আমি আশ্বাস দিচ্ছি। তবে ক্রিমিনালাইজড্‌দের যারা রক্ষা করছেন তাদের আমরা রেহাই দেব না, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের পদক্ষেপ থাকবে। ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রপন্থী সমস্যা আছে এটা আমরা অস্বীকার করি না। তবে এটা নূতন করে সৃষ্টি হয় নি, এটা সৃষ্টি হয়েছিল আগেই। কাজেই আমরা এই উগ্রপন্থীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আনার জন্য আমাদের দিক থেকে যা করনীয় সব করছি। উগ্রপন্থী সমস্যা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয় ভারতবর্ষের কাশ্মীর, পাঞ্জাব সবখানেই আছে এবং ত্রিপুরা রাজ্য বাদেও আরও অন্যান্য রাজ্যেও আছে। কাজেই উগ্রপন্থী একটা সমস্যা আছে সেগুলি যত তাড়াতাড়ি বন্ধ করা যায়, তারা যাতে সেই কাজ থেকে বিরত থাকে সে জন্য প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা উচিত, অন্যান্য রাজ্যগুলিও করছে, আমরাও করছি। আইন-শৃংখলা রক্ষার সমস্যা এবং উগ্রপন্থী সমস্যাকে এক করে দেখা ঠিক হবে না। উগ্রপন্থী সমস্যা আলদা একটা সমস্যা এবং আইন-শৃংখলা রক্ষা সমস্যা একটা স্বতন্ত্র সমস্যা। যদিও এ্যাকষ্ট্রীমিষ্টদের কার্য্যকলাপ আইন-শৃংখলার দিক থেকে ক্ষতি করে অনেক বেশী। এটাও ঠিক কিন্তু এ্যাকষ্ট্রিমিষ্টস্ প্রবলেম এবং ল-এ্যাণ্ড অর্ডার এক জিনিষ নয় এটা আমাদের বুঝতে হবে। এবং এটাকে ঘুরিয়ে দেখা ঠিক হবে না। কাজেই এই সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। এখন আপনারা লক্ষ্য করুন যে কোন ঘটনা ঘটলে পরে সরকার পক্ষের থেকে, পুলিশের পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ করা হয় এবং থানায় যেতে পারে এজাহার করতে পারে, এটা নির্ভয়ে করতে পারে। তারজন্য তার কোন শাস্তি হয় না। আগে থানায় এজাহার করতে গেলে তাকে ধরে রাখা হত। আগে কি কি ঘটনা ঘটত তা তুলে আমার লাভ নেই। বামফ্রন্টের আমলে আমরা মানুষকে কতটুকু আইনের দিক থেকে বাঁচাতে পারি সেই চেষ্টা আমরা করছি। এবং আজকে আপনাদের কাছে অ্যাসুরেন্স দিচ্ছি মানুষ আজকে থানায় যেতে পারে, এফ, আই, আর, করতে পারে এবং এমনকি বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে কোন এম, এল, এ, হোক আর না হোক তাদের কাছ থেকে যদি কোন অভিযোগ পাই অভিযোগের প্রত্যেকটা দিক আমি তদন্ত করার চেষ্টা করি এবং অভিযোগের তদন্ত হলে পরে সেই রিপোর্ট জানাতে চেষ্টা করি। কিছু দিন আগে প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া একটা চিঠি লিখেছিলেন আমার কাছে। তার সমস্ত অ্যাবস্ট্রাক্ট তুলে আমি দপ্তরে পাঠাই এবং আমি বলেছি আপনারা তদন্ত করুন। প্রতিটা কনসার্ন দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।

আমরা জনগণের অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে মূল্য দিতে চাই এবং তার মধ্যে যদি কিছু করনীয় থাকে নিশ্চই আমরা করব। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ এসেছে বলে আমরা করব না এটা বামফ্রন্ট সরকারের নীতি না। আমরা জনগণের প্রতিনিধি, সে এম, এল, এ, হোক, আর যেই হোক আমরা প্রত্যেকের অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে, মূল্য দিয়ে আমরা সরকার পরিচালনা করার চেষ্টা করবো। উগ্রপন্থী দমনের ব্যাপারে আমরা আগেও দেখেছি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মেজর, প্রশাসনিক পদক্ষেপটাই পুরো নয়, এটাতে পুরোপুরি সফল হয় না। আমরা পাঞ্জাবে দেখেছি, কাশ্মীরে দেখেছি, ত্রিপুরাতেও দেখেছি। ২টি পথ আছে। একদিকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মেজর, প্রশাসনিক পদক্ষেপকে শক্ত করব, মোকাবেলা করার জন্য তৈরী থাকব এবং বুঝতে হবে যদি আমাদের রাজনৈতিক আবেদনে কেউ সাড়া না দেয়, আমাদের দুর্বল যাতে মনে না করে, মোকাবেলা করার যথেষ্ট শক্তি আমরা রাখি। আমরা প্রথমে রাজনৈতিক ভাবে চেষ্টা করছি। তাদের কি প্রব্লেম আছে, কি সমস্যা আছে, সে সমস্যা সমাধানে বামফ্রন্ট সরকার করতে পারে কিনা সেগুলি আলোচনা করতে চাই। সেগুলি আপনারা দেখেছেন। আমরা একগুচ্ছ প্রস্তাব ওদের কাছে দিয়েছি। কারো কারো মনে হতে পারে তাদের কাছে প্রস্তাব পাঠানো মানে দুর্বলতা দেখানো না এইটা একটা এচিভমেন্ট পলিসি। না এইটা মোটেই এচিভমেন্ট পলিসি না। এটা একটা তাদের সুযোগ দেওয়া যাচ্ছে রাজনৈতিকভাবে তাদের সমস্যা সমাধান করা যায় কিনা। তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তবে এর মধ্যে আমাদের প্রশাসনিকভাবে ব্যবস্থা আমরা বন্ধ রাখিনি। ইতিমধ্যে অনেক কাজকর্ম হয়েছে। যেসব আক্রমন সংঘটিত হয়েছে তাদের মধ্যে অনেক ধর পাকড় শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু রাইফেল উদ্ধার হয়েছে, রিভলবার উদ্ধার হয়েছে। ৪টি এস, এল, আর উদ্ধার হয়েছে। আরও উদ্ধার করা যেতে পারে। কাজেই আমরা একেবারে নীরবে আছি এই ধারনা ভুল। বর্তমানে আমাদের এমন কোন কথাবার্তা বলা উচিত না যাতে করে উগ্রপন্থীরা কোন সুযোগ লাভ করতে পারে। কাজেই সেদিক থেকে আমি হাউসের সবাইকে অনুরোধ করব আমরা যেন কথাবার্তা সংযতভাবে বলি, সবাই একত্রভাবে চলি। এখানে যে এমেণ্ডমেণ্ট আনা হয়েছে সর্বদলীয় কমিটি গঠন করার এইটা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বদলীয় কমিটি না, এই বিধানসভার সমস্ত দল যারা বিধানসভায় প্রতিনিধিত্ব করছেন তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ অতীতে কি হয়েছে সেই সম্পর্কেও একটা ধারনা থাকা উচিত। কাজেই তার জন্য এই ধরনের কমিটি করলে ভাল হবে আমি মনে করি। কাজেই আমি রিকমেণ্ড করি এই ধরনের কমিটির জন্য হাউস এটাকে গ্রহন করবেন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীভুদেব ভট্টাচার্য্য মহোদয় কর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। সর্ব্বশেষে মূল প্রস্তাবটি সংশোধীত আকারে ভোটে দেব। সংশোধনী প্রস্তাবটি হলো :— "Please insert the words ১৯৮৮ ইংরাজী সনের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে after the words ত্রিপুরায় and delete the words পর থেকে after the words ক্ষমতা আসার and insert the word আগ পর্য্যন্ত। read the amended Resolution as follows :—

"এই বিধানসভা গভীরভাবে লক্ষ্য করিতেছে যে, ত্রিপুরায় ১৯৮৮ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগ পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে গণতান্ত্রিক অংশের কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষক, কর্মচারী, মহিলা ও সাধারণ মানুষের উপর খুন, সন্ত্রাস, চাঁদার জুলুম বাড়ীছাড়া, নারী ধর্ষন ও নির্যাতন হচ্ছে, সেই সম্পার্কে সম্যক তদন্ত করে সভার সামনে একটি রিপোর্ট উৎথাপন করার জন্য এই সভার নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে একটি সর্বদলীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হউক।,"

সদস্যদের নাম :—

১,	শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা,	চেয়ারম্যান,
২,	শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী,	সদস্য,
৩,	শ্রীসুবল রুদ্র,	সদস্য,
৪,	শ্রীসুধন দাস,	সদস্য,
৫,	শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া,	সদস্য,
৬.	শ্রীমতিলাল সাহা,	সদস্য,
৭,	শ্রীরতনলাল নাথ,	সদস্য
৮,	শ্রীপান্নালাল ঘোষ,	সদস্য,
৯,	শ্রীঅরুন ভৌমিক,	সদস্য,
১০,	শ্রীদেবব্রত কলই,	সদস্য,

(সংশোধনী প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

এখন আমি মূল রিজিউলিশানটি সংশোধিত আকারে ভোটে দিচ্ছি। সংশোধিত আকারে রিজিউলিশানটি হলো :—

"এই বিধানসভা গভীরভাবে লক্ষ্য করিতেছে যে, ত্রিপুরায় ১৯৮৮ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগ পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে

গণতান্ত্রিক অংশের কৃষক শ্রমিক, শিক্ষক, কর্মচারী মহিলা ও সাধারন মানুষের উপর খুন সন্ত্রাস, চাঁদার জুলুম বাড়ীছাড়া, নারী ধর্ষণ ও নির্যাতন হচ্ছে. সেই সম্পর্কে সম্যক তদন্ত করে সভার সামনে একটি রিপোর্ট উত্থাপন করার জন্য এই সভার নিম্ন বর্নিত সদস্যদের নিয়া একটি সর্বদলীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হউক।

সদস্যদের নাম :—

১)	শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা,	চেয়ারম্যান,
২)	শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী,	সদস্য,
৩)	শ্রীসুবল রুদ্র,	সদস্য,
৪)	শ্রীসুধন দাস,	সদস্য,
৫)	শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া,	সদস্য,
৬)	শ্রীমতিলাল সাহা,	সদস্য,
৭)	শ্রীরতনলাল নাথ,	সদস্য,
৮)	শ্রীপান্নালাল ঘোষ,	সদস্য,
৯)	শ্রীঅরুন ভৌমিক,	সদস্য,
১০)	শ্রীদেব্রবত কলই,	সদস্য,

(রিজিউলিশানটি সংশোধীত আকারে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামী ১২ই জুলাই, সোমবার, ১৯৯৩ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্যান্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 9

Name of M.L.A. :— Sri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minisier-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

Question

১। ইহা কি সত্য কেন্দ্রীয় সরকার অপারেশন ব্ল্যাক বোর্ড শিক্ষা প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকারের ১৯৮৯-৯০, ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৩ ইং আর্থিক বছরে যথাক্রমে ৪৯'৫৯ লক্ষ টাকা ৭'৭০ লক্ষ টাকা, ৬৪'৪১ লক্ষ টাকা এবং ৫৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছিলেন ?

২। সত্য হইলে, রাজ্য সরকার উক্ত মঞ্জুরীকৃত অর্থসমূহ ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বছর হইতে ১৯৯২-৯৩ ইং আর্থিক বছর পর্য্যন্ত কি কি উপায়ে কোন খাতে ব্যয় করেছে ?

Answer

Minister-in-charge :— Sri Anil Sarker

১। হ্যাঁ সত্য অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড শিক্ষা প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন বছরে রাজ্য সরকারকে নিম্নে প্রদত্ত টাকা মঞ্জুর করেছিলেন।

১৯৮৯—৯০—৪৯'৫৯ লক্ষ টাকা

১৯৯০—৯১—৭'৭০ ,, ,,

১৯৯১—৯২—৬৪'৪১ ,, ,,

১৯৯২—৯৩—৪'২৩ ,, ,,

২। উক্ত টাকার মধ্যে ১২১'৭০ লক্ষ টাকা ১৯৮৯-১৯৯৩ ইং সন পর্য্যন্ত ১২টি ব্লক এবং একটি মিউনিসিপ্যাল এরিয়ার অবস্থিত ১৪৪০টি প্রাইমারী ও জুনিয়র বেসিক স্কুলে অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড প্রকল্প অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের পঠন-পাঠন সামগ্রী, খেলা-ধুলা সামগ্রী, আসবাব পত্র ইত্যাদি ক্রয় এবং ৯২ জন শিক্ষকের বেতন বাবদ খরচ করা হইয়াছে। ১৯৯২-৯৩ ইং সনের কেন্দ্রীয় সরকারের মঞ্জুরীকৃত ৪'২৩ লক্ষ টাকা সময়মত না পৌঁছানোয় এবং রাজ্য সরকারের তহবিলে জমা না হওয়ায় উক্ত টাকা draw করা যায় নাই।

Admitted Starred Question No. 10

Name of M.L.A. :— **Sri Makhan Lal Chakraborty**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

Question

১। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে ১৯৮৯-৯০ ও ১৯৯২-৯৩ইং আর্থিক বছরে যথাক্রমে যে ২৬'৬০ লক্ষ ও ২০'০০ লক্ষ টাকা Teacher Training Programmeএ বরাদ্দ করেছিল তা রাজ্য সরকার কিভাবে খরচ করেছেন ?

Answer

Minister-in-charge :— **Sri Anil Sarkar**

১। ১৯৮৯-৯০ সালে মঞ্জুরীকৃত ১৭'৬০ লক্ষ টাকার মধ্যে ২৯'০০ লক্ষ টাকা Teacher Training Programme অনুযায়ী বিল্ডিং তৈয়ারী করার জন্য পূর্ত দপ্তরের নিকট জমা দেওয়া হইয়াছে এবং বাকী ৬'৬০ লক্ষ টাকা বই ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য মঞ্জুর হয়। উক্ত টাকা এখনও খরচ হয় নাই।

১৯৯২-৯৩ সালে ২০'০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী পত্র পাওয়া সত্বেও উক্ত টাকা রাজ্য সরকারের তহবিলে জমা না হওয়ায় খরচ করা যায় নাই।

Admitted Starred Question No. 31

Name of Member :— **Sri Amal Mallik**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Scheduled Caste Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া মহকুমার বিভিন্ন স্কুলগুলিতে এস, সি/এস, টি ছাত্রদের জন্য পর্যাপ্ত ছাত্রাবাস নেই।	১। ইহা সত্য নহে।

প্রশ্ন

২। যদি না থাকে নতুনভাবে বিলোনীয়া মহকুমার পূর্ব কলাবাড়িয়া এইচ, এস, স্কুলে এস, সি/এস, টি, ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস চালু করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

২। বিলোনীয়ার পূর্ব কলাবাড়িয়া এইচ এস, স্কুলে এস, সি/এস, টি, ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মানের কোন পরিকল্পনা তপশীলি জাতি কল্যাণ এবং তপশীলি উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের হাতে এখন ও নাই।

Admitted Started Question No. 35

Name of Member :– **Sri Amal Mallik**

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য রাজ্যের অনেক শ্রমজীবী মানুষ বাই-সাইকেল করে লাক্‌ড়ি এনে সেটা বিক্রি করে পরিবার চালায় এবং

২। সত্য হইলে বাই-সাইকেলে লাক্‌ড়ি আনার জন্য কত টাকা রয়্যালিটি দিতে হয় ?

উত্তর

Minister-in-charge of Forest Deptt :— **Sri Faijur Rahaman**

১। ১ম প্রশ্নের উত্তর : হ্যাঁ।

২। ২য় প্রশ্নের উত্তর : বাই-সাইকেলে লাক্‌ড়ি আনার জন্য কোন নির্দিষ্ট মাশুল ধার্য্য নাই। লাকড়ির পরিমান অনুযায়ী বিক্রয় মুল্য ধার্য্য হইয়া থাকে।

Admitted Starred Question No. 47

Name of Member :— **Sri Samir Deb Sarkar**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। বর্তমান বৎসরে রাজ্যে কয়টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য পাকা বাড়ী নির্মানের পরিকল্পনা সরকারের আছে ; এবং

২। খোয়াই মহকুমার সিঙ্গিছড়া জাম্বুরা ও পূর্ণিমা হাইস্কুলের জন্য পাকাবাড়ী নির্মানের পরিকল্পনা আছে কি ?

Answer

Minister-in-charge :—Sri Anil Sarkar

১। বর্তমান ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বৎসরে রাজ্যে ৩২টি মাধ্যমিক এবং ১৬টি উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য পাকাবাড়ী নির্মাণ করার পরিকল্পনা আছে।

২। খোয়াই মহকুমার সিঙ্গিছড়া হাইস্কুল ও জাম্বুরা হাইস্কুলের জন্য পাকাবাড়ী নির্মাণ করার পরিকল্পনা আছে। পূর্ণিমা হাইস্কুলের পাকাবাড়ী নির্মাণের পরিকল্পনা বর্তমানে নাই।

Admitted Starred Question No. 70

Name of M L A. :—Sri **Matilal Saha**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। রাজ্যে বর্তমানে জে, বি, এস, বি, হাই এবং এইচ, এস স্কুলের সংখ্যা কত ?

২। সমস্ত এস, বি এবং হাইস্কুল গুলিতে বিজ্ঞান শিক্ষক আছে কিনা ?

Answer

Minister-in-charge :—**Shri Anil Sarkar**

১। জে, বি—২০৬৫টি, এস, বি—৪৩১টি হাই—৩৩১টি এবং এইচ, এস—১৪৮টি (৩০-৯-৯২ ইং হিসাব অনুযায়ী) ;

২। নাই।

Admitted Starred Question No, 98

Name of Member :—**Shri Dipak Nag**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State—

Question

১। ইহা কি সত্য যে অমরপুর মহকুমার বেনতুই হাইস্কুলের আবাসিক ছাত্রাবাসটি নির্মান কার্য্য এখনো অসম্পূর্ণ রয়েছে।

২। সত্য হইলে নির্মানের কাজ সম্পূর্ণ করার কোন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে কিনা ; এবং

৩। নেওয়া হয়ে থাকলে কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

Answer

Minister-in-charge—Shri Anil Sarkar

১। হ্যাঁ ; (তবে হাইস্কুলটির নাম ভেনতুই বাড়ী হাইস্কুল)

২। হ্যাঁ ;

৩। ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বৎসরের মধ্যে ছাত্রাবাসটির নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য সর্বপ্রকার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 101

Name of M L.A :—**Shri Pannalal Ghosh**

১। ইহা কি সত্য যে তৃতীয় বেতন কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত বেতনক্রমে under gradnate selection grade প্রাইমারী শিক্ষকদের ও প্রমোশন প্রাপ্ত প্রাইমারী হেডমাষ্টারদের বেতনক্রমের পার্থক্য দূর করার জন্য বিষয়টি অর্থ দপ্তরের anomaly কমিটির নিকট পেশ করা হয়েছিল।

২। যদি হয়ে থাকে তবে কমিটি এই ব্যাপারে কোন রিপোর্ট দিয়েছিল কি না,

৩। যদি দিয়ে থাকে তবে সরকার এ বিষয়ে কি পদক্ষেপ নিয়েছেন ?

Answer

Minister-in-charge :—Shri Anil Sarkar

১। হ্যাঁ।

২। জানা নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE—"B"

Admitted Un-starred Question No. 13

Name of the Hon'ble Member :—**Shri Samir Deb Sarkar**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state.

Minister-in-charge Social Education Department Minister of Smt. Kartik Kanya Debbrama.

Question	Answer
১। রাজ্যে কোন কোন ব্লকে মোট কতটি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র আছে? তন্মধ্যে কতটির গৃহ আছে?	১। রাজ্যে আগরতলা আরবান প্রকল্প সহ মোট ১৯টি প্রজেক্টে ২,০৫৫টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র আছে। এরমধ্যে ১,০৭৫টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের গৃহ আছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব এতদ্‌সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হল।
২। সব কটি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে বাল্যাহার চালু আছে কিনা এবং না থাকিলে তার কারণ কি?	২। বাল্যাহার কর্মসূচী আই. সি. ডি. এস. প্রকল্পের মধ্যে পরেনা। তবে এই প্রকল্পে পরিপূরক পুষ্টি প্রকল্প চালু আছে। সব কটি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে পুষ্টিকর খাদ্যের কর্মসূচী চালু নেই। বিষয়টি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরের বিবেচনাধীন আছে।

ব্লকভিত্তিক অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্রেক সংখ্যা ও অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্রের ঘরের সংখ্যার ঘরের হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :—

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্রের সংখ্যা	অঙ্গনওয়াদী গৃহের সংখ্যা
১।	বিশালগড়	২০০ টি	৭৩ টি
২।	মোহনপুর	১৩৫ টি	৪৯ টি
৩।	খোয়াই	৮৫ টি	৬৬ টি

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	অঙ্গনোয়াদী কেন্দ্রের সংখ্যা	অঙ্গনোয়াদী গৃহের সংখ্যা
৪।	সাতচাঁদ	১১৫ টি	৭৫ টি
৫।	বগাফা	৯১ টি	৩২ টি
৬।	মাতারবাড়ী	১৫৮ টি	১১৫ টি
৭।	মেলাঘর	১৫০ টি	৫২ টি
৮।	টাকারজলা	৬৩ টি	৬৩ টি
৯।	পানিসাগর	১০০ টি	৮৪ টি
১০।	তেলিয়ামুড়া	১২১ টি	৯৮ টি
১১।	জিরানীয়া	১১৫ টি	৪০ টি
১২।	কাঞ্চনপুর	৫০ টি	৫০ টি
১৩।	রাজনগর	৯২ টি	৫৩ টি
১৪।	ছাওমনু	১০৫ টি	৭০ টি
১৫।	ডম্বুরনগর	৫৩ টি	২৩ টি
১৬।	সালেমা	১১৭ টি	১১৭ টি
১৭।	কুমারঘাট	১১৪ টি	৪০ টি
১৮।	অমরপুর	৯১ টি	৫ টি
১৯।	আগরতলা আরবান	১০০ টি	——

Admitted Un-starred Question No. 15

Name of Member :—Shri Tapan Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Trible Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন	উত্তর
১) ১৯৮৮—৯০ আর্থিক বছর গুলোতে সি, আর, ই, পি, প্রকল্পে এ, ডি, সি এলাকার কত শ্রম দিবসের কাজ করা হইয়াছে এবং তাতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ কত ?	১) ১৯৮৮—৯০ আর্থিক বছরগুলোতে সি, আর, ই, পি, প্রকল্পে মোট ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮৩ শ্রমদিবসের কাজ করা হয়েছে এবং তাহাতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৮৬ লক্ষ ২৭ হাজার ৭ শত ৬৪ টাকা।

প্রশ্ন	উত্তর
২) ১৯৯০—৯৩ আর্থিক বছর গুলোতে উক্ত প্রকল্পে সৃষ্ট শ্রমদিবস ও ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ কত ?	২) ১৯৯০—৯৩ আর্থিক বছর গুলোতে উক্ত প্রকল্পে সৃষ্ট শ্রমদিবস ৯০ হাজার ১ শত ৩০ টাকা ও ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৩৮ লক্ষ ৬২ হাজার ১ শত ১৯ টাকা।
৩) উক্ত প্রকল্পে এই দুইটি সময়ে উপকৃতদের সংখ্যা—(আলাদা)	৩) উক্ত প্রকল্পে উপকৃতদের সংখ্যা আলাদা ভাবে দিয়ে দেওয়া হইল— ১৯৮৮—৯০ইং—৭৬ হাজার ৪ শত ৪৫ জন ১৯৯০—৯৩ইং—১২ হাজার ৮ শত ৭৬ জন ৮৯ হাজার ৩ শত ২১ জন

Admitted Un-starred Question No. 17

Name of Member :—**Shri Tapan Chakraborty.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Scheduled Castes Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন	উত্তর
১। কত জন তপশিলী জাতি সম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তিকে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৩ মার্চ পর্যন্ত চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়েছে, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)	১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে
২। তাতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ মাথা পিছু কত করে ?	২। প্রশ্ন উঠে না।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on 12th. July, 1993, Monday at 11,00 A.M.

PRESENT

Sri Bimal Sinha, Speaker in the chair, The chief Minister, the Deputy Speaker, (Ten) Ministers four Ministers of State and 37 Members.

QUESTIONS & ANSWERE

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়গণ কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম বললে তিনি তাঁ নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করবেন।

মাননীয় সদস্য **শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী**

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী (কল্যাণপুর) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার — ১।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার — ১।

প্রশ্ন—(৩) : রাজ্যের কর্মচারী শিক্ষকদের যেসব স্তরে বেতন বৈষম্য বিদ্যমান, তা দূরীকরণের ব্যবস্থা সরকার ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বর্ষে গ্রহণ করবেন কিনা ?

—: উত্তর :—

যে সব স্তরে যতটুকু বেতন বৈষম্য থাকতে পারে তা দূর করার জন্য অ্যানামালী কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর রাজ্য সরকারের আর্থিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাদের বিবেচনা করা হবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই খানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, অ্যানামেলী কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর সেটা বিবেচনা করা হবে, এইটা স্যার, ১৯৮৩ ইং সালে বামফ্রন্ট সরকার সকল স্তরের কর্মচারীদের বেতন বৈষম্য দূরীকরণ করেছিলেন। কিন্তু বিগত জোট সরকার ক্ষমতায় এসে আবার বৈষম্য সৃষ্টি করেছেন। এতে দেখা যাচ্ছে নিম্নস্তরে যে সমস্ত কর্মচারীরা আছেন তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। আর উচ্চস্তরের কর্মচারীদের অনেক সুযোগ করে দিয়েছে এরমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অ্যাসিসটেন্ট টিচার ওয়ার্ক অ্যাসিসটেন্ট,—এই সব কর্মচারীরা। এরফলে নিম্নস্তরে প্রায় ৫০ হাজার কর্মচারী বঞ্চিত হচ্ছেন। সেই জন্য জোট সরকার একটি অ্যানামেলী কমিটি গঠন করে, এক মাসের মধ্যে সেই কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর তা দূর করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু উনারা পাঁচ বছরেও সেটা করেননি। এখন সে বেতন বৈষম্য দূর করার জন্য সরকার ব্যবস্থা নেবেন কি না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পিকার স্যার, গত ১৭, ৭, ৮৯ ইং তারিখে এই বেতন বৈষম্য পরীক্ষানীরিক্ষা করে দূর করার জন্য জোট সরকার একটি ত্রিস্তর বিশিষ্ট অ্যানামেলী কমিটি এবং সাব কমিটি গঠন করেছিলেন। সেই অ্যানামেলী সাব কমিটি গত ৩০, ৯, ৯১ ইং তারিখে তার রিপোর্ট অ্যানামেলী কমিটির নিকট পেশ করেছেন। সেই রিপোর্ট অ্যানামেলী কমিটির পরীক্ষা নিরীক্ষা বিবেচনাধীন আছে। কাজেই, এই রিপোর্ট পুরাপুরি পরীক্ষানিরীক্ষা শেষ না হবার আগে কি দেওয়া হবে বা হবে না এইটা বলা সম্ভব নয়। তবে এই অ্যানামেলী কমিটির রিপোর্ট পাবার পর সেটা বিবেচনা করা হবে।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এইখানে আরো যেসমস্ত কর্মচারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারীর সংখ্যা অধিক। আগে বামফ্রন্ট সরকারের

আমলে পাঁচ বৎসরে তাদের গ্রেডেসন দেওয়া হতো আর এখন সেটা করা হয়েছে ১০ বছর। ফলে চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারীরা অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সেটাও দূর করার জন্য বিবেচনা করতে সরকার ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কি না ?

শ্রী দশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পিকার স্যার, যেসব কর্মচারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, সেটা দেখার জন্য অ্যানামেলী কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটির রিপোর্ট পাবার আগে কি কি দেওয়া হবে এইটা এখনই বলা সম্ভব হবে না।

মিঃ স্পিকার :—শ্রী রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ মহোদয়।

শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (যুবরাজনগর) :—মিঃ স্পীকার স্যার এড্মিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ১২।

মিঃ স্পীকার :—এড্মিড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ১২।

শ্রী সমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার এড্মিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ১২।

—: প্রশ্ন :—

১০। রাজ্যে টি, আর, টি, সি-এর বাস সংখ্যা কত এবং তন্মধ্যে কতগুলি বাস সচল এবং কতগুলি বাস অচলাবস্থায় আছে ?

২। সকল রুটে এ টি, আর, টি, সি, বাস নিয়মিত চলছে কিনা।

৩। যদি না চলে থাকে তবে কোন কোন রুট অনিয়মিত হয়ে পড়েছে এবং সেগুলি যথাসময়ে চালু করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ?

—: উত্তর :—

১। বর্তমানে টি, আর, টি, সির বাস সংখ্যা ১৩৫টি। সচল ও অচল বাসের সংখ্যা নিম্নরূপ :

(ক) সচল - ৫০টি বাস। (খ) অচল ৮৫টি বাস। মোট ১৩৫টি বাস। অচল ৮৫টি বাসের মধ্যে ৩৩টি বাস মেরামতীর যোগ্য এবং ৫২টি বাস সম্পূর্ণরূপে অকেজো।

২। হ্যাঁ, চালু আছে।

৩। বর্তমান ১৮টি রুটে দৈনিক টি আর. টি, সির মোট ৯৮ সার্ভিস চালু আছে। সকল রুটেই নিয়মিত সার্ভিস চালু আছে। তবে সচল বাসের অপ্রতুলতাহেতু ও যান্ত্রিক গোলযোগহেতু মাঝে মাঝে সার্ভিস বাতিল করা হয়ে থাকে। অচল বাসসমূহে মেরামতি ও নূতন বাস ক্রয়ের মাধ্যমে সকল রুটে নিয়মিত সার্ভিস চালু রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে আমি আরও একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। ১৯৮৭-৮৮ সালে ১৭৯ টি বাস ছিল। কিন্তু ১৯৯২-৯৩ ইং সালে সেটা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১৩৫-এ। আমি যে ৫০টা সচল বাসের কথা উল্লেখ করেছিলাম এগুলি ছাড়াও ৩৩টা বাস মেরামত যোগ্য বলে প্রাথমিক তদন্তে দেখা গিয়েছে। বাকী ৫২ টা বাস সম্পূর্ণ অচল বলে প্রাথমিক তদন্তে ধরা পড়েছে। সেগুলি আমাদের বিক্রি করে দিতে হবে। এছাড়া আর কোনও উপায় বা পথ নেই। ইউটিলাইজেসান ছিল ১৯৮০-৮৮ সালে ৭৮ শতাংশ, এখন সেটা দাঁড়িয়েছে ৩৭ শতাংশ। ১৯৮৭-৮৮ সালে ৪৫ টা রুটে বাস অপারেট করত। কিন্তু ১৯৯২-৯৩ সালে সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ২৮টা রুটে। মাঝখানে রাজ্য সরকার ক্ষমতায় ছিলেন তারা সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ফলে টি আর টি সির পরিচালন ব্যবস্থায় সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সেই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আমরা ৩৩ টা বাস রিপেয়ার করার চেষ্টা নিয়েছি। কিন্তু এগুলি রিপেয়ার করতে এক একটি বাসের ক্ষেত্রে কম পক্ষে এক-দেড় মাস সময় লেগে যায়। তিন চারটির বেশী বাস রিপেয়ার করা যাচ্ছে না। যথেষ্ট পরিমান টাকা ও টি আর টি সির হাতে নেই। এই পরিস্থিতিতে টি আর টি সি চলছে। ২৮ টি রুটের কোথায় কোথায় বাস চলেছে তার একটি আমি হাউসের টেবিলে পেশ করছি।

শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা পত্র-পত্রিকায় দেখেছিলাম যে, জোট সরকার প্রায় ১০-১৫ লক্ষ টাকা ব্যায় করে আগরতলা—গোহাটি রুটে একটি বাস সার্ভিস চালু করার জন্য বাস এনেছিলেন এবং আমাদের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয়

ইস্পাত মন্ত্রীকে নিয়ে ঘটা করে সেটা উদ্বোধন করা হয়েছিল। সেই বাসটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'সুন্দরী'। সুন্দরীর বস্ত্র হরণ করা হয়েছিল তখন। ইস্পাতমন্ত্রী যেহেতু বাসটা উদ্বোধন করেছেন, আমরা ভেবেছিলাম সেটা ইস্পাতের মতই হবে। কিন্তু গৌহাটি থেকে বাসটি ফেরার পথে বস্ত্র হরন হয়ে গেল, স্যার। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কোন তথ্য আছে কিনা স্যার ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):- মিঃ স্পীকার স্যার, এটা সত্য। দপ্তর এটা তদন্ত করে দেখছে। কি অবস্থায় এটা হয়েছে, সেটা দেখা হচ্ছে। আমরা যে সমস্ত বাস পারচেজ করেছি টি আর টি সিতে তাতে ১৯৮৭-৮৮ইং সালে সর্বশেষ ১৪ টা বাস কেনা হয়েছিল।
১৯৮৭-৮৮ সালের শেষ দিকে ১৪ টি বাস কেনা হয়েছিল। এর পরে জোট সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল গত ৫ বছর, তাতে এই যে তুটি বাস যে বাসের কথা বলা হয়েছিল। এটা একমাত্র বাস সেটা আমরা দেখতে পেয়েছি। বাকী ১০ টি বাস বডি কনস্ট্রাকশন হচ্ছে। এই বডি কনস্ট্রাকশন হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের টি আর টি সির কিছুটা উন্নতি করতে পারব। আমরা এই বৎসর বাড়তি বাস কিনার জন্য নিশ্চয় উদ্যোগ থাকবে। এই সম্পর্কে আমরা পরিকল্পনা দপ্তর থেকেও কিছুটা টাকা বরাদ্দ হচ্ছে। সেই দিক থেকে আশা করি যে অবস্থায় টি আর টি সি, সার্ভিসকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তার থেকে পরিবর্তন করে আমরা সঠিক জায়গায় টি আর টি সির বাস সার্ভিস আনতে পারি তাহলে আমরা সাফল্য মণ্ডিত হব।

শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :- শেষ সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, স্বাধীনতা সংগ্রামী যাঁরা তাঁরা টি আর টি সি বাস ভাড়া ফ্রি পান কিনা ?
শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :- আমি এটা খুঁজে দেখব এবং যদি না হয়ে থাকে তাহলে আমরা সেটা বিবেচনায় রাখব।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, এখানে উল্লেখ করেছেন ২২ টা গাড়ী অকশন দেওয়া হয়েছে, এবং টি, আর, টি সির এই অকশন দেওয়ার নিয়ম কি এবং কত কিলোমিটার রান করলে বাসটি কনডেম হিসাবে দেখানো হয় ?

শ্রীসমর চৌধুরী মন্ত্রী :— স্যার, সাধারণ ভাবে যে নিয়ম আছে, সেই নিয়ম হচ্ছে তিন লক্ষ কিলোমিটার অথবা ৮ বৎসর যে গাড়ীর বয়স হয়ে গেছে, সেই সেই সব বাসকে পরীক্ষা করে দেখানো হয়।
যদি সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে থাকে, তাহলে পরে কনডেম ভেরিফিকেশান হয়। যারা মেকানিকস্, সেখানে একটি কমিটি আছে, সেই কমিটি থেকে এইগুলি পরীক্ষা করে দেখেন, এটা হচ্ছে নিয়ম। যদি তার পরেও কিছু মেরামত করা সম্ভব হয়, তখন সেটা মেরামত করে আরও কিছুদিন চালানোর চেষ্টা করা হয়।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, সুন্দরী বাসটির ঘটনা সত্য। সেই বাসটি টাটা কোম্পানী রিপ্লেস করেছে কিনা, সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার বাসটির নাম সুন্দরী নয়, পত্রিকায় সেটা প্রচার করা হয়েছে মনে হয়। আসলে সুপার ডিলাক্স বাস। টেলকো টি, আর টি, সিকে দিয়েছিল এবং সেটা যে ভেঙ্গে পড়েছিল তা সত্য। সেটা কেন ভেঙ্গে পড়ল সঠিকভাবে করা হয়েছিল কিনা সেটা তদন্ত সাপেক্ষ। একটা রিপেয়ার করে আবার সরকারের হাতে দেওয়া হয়েছিল। এটা সম্পর্কে নানা রকম প্রশ্ন রয়ে গেছে। এখন সেটা রেগুলার নয়।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই রাজ্যের পরিবহণ সংস্থা একটা গুরুত্বপূর্ণ। বামফ্রন্ট সরকার সেটাকে চালু করেছিল। এতে ত্রিপুরা রাজ্যের অনেকাংশে উপকৃত হয়েছিল। কিন্তু জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে সেটা ধ্বংসের দিকে চলে গেছে। আমরা যতটুকু জানি সমস্ত বাস কম দামে বিক্রি করে তাদের দলীয় পেটোয়া লোকদের হাতে তুলে দিয়ে, বেসরকারী মালিকানার হাতে তুলে দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছে। এই ব্যাপারে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, রাজ্য সরকার বিভিন্ন দুর্নীতিগুলি তদন্ত করবে বলে ঘোষণা করেছেন, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিও তাই ছিল। আমরা দপ্তর থেকে দুর্নীতিগুলি খুজে বের করতে চেষ্টা করছি, সুনির্দিষ্ট ভাবে দপ্তরের মাধ্যমে তদন্ত করে যা কমিশনের কাছে পাঠানোর দরকার তা আমরা পাঠাবো।

মিঃ স্পীকার ঃ · মাননীয় সদস্য মাধব সাহা,

শ্রীমাধব সাহা (মাতাবাড়ী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে, জোট আমলে ২২টি টি, আর, টি. সি, অকশানে বিক্রি করা হায়েছে, ঐ ২২টি টি আর, টি সি কার এবং কত দামে বিক্রি করা হয়েছে মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : - মিঃ স্পীকার স্যার, বর্তমানে আমার কাছে এই তথ্য নেই, ।

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর) :—মি স্পীকার স্যার; মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর জানাবেন কি যে আগরতলা শহরের টাউন বাস সার্ভিসকে সাহায্য করার জন্য তার পাশাপাশি সরকারী বাস বিশেষ করে টি আর টি সি বাস চালানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার. টি. আর টি সি নিশ্চয়ই এটাতে অংশ গ্রহন করা দরকার এ সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই' কিন্তু বর্তমানে বাসের যা সংখ্যা দুর্গম অঞ্চলগুলিতে যেমন গণ্ডছড়া, শিলাছরী ও এই সমস্ত জায়গায় অল্প সংখ্যক বাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধতা রাখতে হচ্ছে. তাছাড়া আবার আগরতলা রুটে' এই সার্ভিসটাকে চালু রাখা যায় যাতে করে ধর্মনগর কৈলাশহর রোটে যাত্রীদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় এবং ঐ সমস্ত জায়গায় যাতে যাত্রীদেরকে পৌছানো যায় তার জন্য শহরে টাউন বাস টি আর টি সি চালানো অন্তরায় হয়ে আছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক,

(অমল মল্লিক হাউশে না থাকার দরুন স্পীকারের অনুমতি ক্রমে মাননীয় সদস্য শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া প্রশ্ন করেন)

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ট কোশ্চেন নম্বার ৩৬ স্যার,

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ট কোশ্চেন নম্বার ৩৬ স্যার,

—: প্রশ্ন :—

১) ইহা কি সত্য রাজ্যে নতুনভাবে ভার্জিন ভিলেজ বিদ্যুতায়ন করতে গেলে সেন্সাচ ভিলেজের ১৯৭১ সালের তালিকা মান্য হয়,

২) যদি সত্য হয়, তবে তা বাতিল করে নতুন ১৯৯১ সালের সেন্সাচ অনুযায়ী ভার্জিন ভিলেজ ধরে বিদ্যুতায়ন করার পরিকল্পনা সরকার নিবেন কিনা ?

—: উত্তর :-

১) হ্যাঁ মহাশয়,

২) না মহাশয় ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সমীর দেবসকার,

শ্রীসমীর দেবসরকার (খোয়াই) :— এডমিটেড স্ট্যার্ট কোশ্চেন নাম্বার ৪৮ স্যার,

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্ট্যার্ট কোশ্চেয়েন নাম্বার ৪৮ স্যার,

—: প্রশ্ন :—

১) বর্তমান বৎসরে রাজ্যের কতটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার পরিকল্পনা আছে,

২) বর্তমানে আর্থিক বছরে খোয়াই মহকুমার পহড়মুড়া পঞ্চায়েতের বাম্লারবেড চকবেড, এবং পূর্ব গনকী পঞ্চায়েতের জামটীলা গ্রামে বিদ্যুৎ পেঁছানোর পরিকল্পনা আছে কি ?

—: উত্তর :—

১) ৩২০ টি গ্রামে ।

২) খোয়াই মহকুমার পহড়মুড়া পঞ্চায়েতের চকবেড এবং পূর্ব গনকী পঞ্চায়েতের জামটীলা গ্রামে আগেই বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে,

১৯৭১ সালের সেন্সাস অনুসারে পহরমুড়া বাল্লারবেড নামে কোন গ্রাম আছে এটা বিদ্যুৎ দপ্তরের সেন্সাসে কোন উল্লেখ নেই।

শ্রীসমীররঞ্জন সরকার :— মাননীয় মন্ত্রীর উত্তর জানতে পারলাম, আমি যে গ্রাম গুলির উল্লেখ করেছি, সেগুলির সব কমিটিতে বিদ্যুতায়ন হয়ে গেছে। কিন্তু, সে সব গ্রামগুলিতে আজ অবধি বিদ্যুতায়ন হয়নি বলেই, আমি প্রশ্ন করেছিলাম। অন্ততঃ আমি বলতে পারি সেগুলিতে বিদ্যুৎ তো দূরের কথা, সেগুলির আশেপাশে বিদ্যুতের খুঁটি পর্যান্ত যায়নি। বিশেষ করে বেল্লারবেড গ্রামটির উল্টো দিকেই বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশন রয়েছে বাংলাদেশে। প্রায় ভিতরের দিকে গ্রামটি ঢুকে গিয়েছে, সেখানে বি এস এফ অন্ধকারের মধ্যেই টহল দিয়ে থাকে। এটি সীমান্তবর্তী একটি গ্রাম, তাই এই গ্রামটিতে অচিরেই যাতে বিদ্যুতায়ন হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ মাননীয় মন্ত্রী নেবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমরা তো সব কিছুই তাড়াতাড়ি করতে চাইছি, কিন্তু আমাদের ইচ্ছা থাকলেই তো হবে না, সেখানে বিদ্যুতের যেমন অভাব রয়েছে, তেমনি টাকা পয়সার ও অভাবও রয়েছে স্যার, বিদ্যুতায়ন করার কতগুলি নর্মস আছে, সেটা হচ্ছে ভাজিন ভিলেজ নরমস অনুযায়ী এং ভিলেজ এর একটা পাড়াতেও যদি বিদ্যুতের খুঁটি যায় তা হলে সেই ভিলেজটি বিদ্যুতায়নের মধ্যে এসে যায়। তাই আমরা চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি ঐ সব গ্রাম গুলিতে বিদ্যুত পৌঁছে দেওয়া যায়। স্যার, আমাদের সামনে দুটো সেন্সাস আছে —একটা হল ১৯৭১ সালের সেন্সাস অন্যটা হল ১৯৯১ সালের সেন্সাস। ১৯৭১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী ত্রিপুরাতে ভার্জিন ভিলেজের সংখ্যা হচ্ছে ৪,৪২৭টি আর ১৯৯১ সালের সেন্সাসে ত্রিপুরাতে ভার্জিন ভিলেজ হচ্ছে ৮৬৪টি মাত্র। তাই আমরা ১৯৭১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী এখন পর্য্যন্ত বিভিন্ন গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। এক একটা ভিলেজ অনেকগুলি পাড়া থাকে, সেই সব পাড়ার সব গুলি নাম অনেক সময়ে আমাদের দপ্তরে থাকে না। আমরা যে নরমসটা ফলো করছি, তাতে ছোট খাটো পাড়াতেও বিদ্যুতায়ন করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। খোয়াই ব্লকের ৫০ পার্সেন্ট এবং কিছু বেশী গ্রামে বিদ্যুতায়ন ধরা গেছে, যদি আমাদের ফিনান্স সিয়েল স্ট্রেনজেন্সী আছে। তবু আমরা চেষ্টা করছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়।

শ্রীসমীররঞ্জন সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে সব গ্রামে বিদ্যুতায়ন হয়েছে বলে

আপনি বলছেন, সেগুলিতে আদৌ বিদ্যুতের খুঁটি পর্যন্ত পেঁৗছেনি, এটা আমার জানা আছে। কাজেই এই সমস্ত গ্রামে বিদ্যুতায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের খুঁটি গুলি অন্য কোথাও ব্যবহার করা হয়েছে কিনা, তা আপনি তদন্ত করে দেখবেন কিনা এবং বেল্লার বেড়ে অচিরেই যাতে বিদ্যুতায়ন করা হয়, তারজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :– স্যার, এই রকম কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে বিগত পাঁচ বছরে। তদন্ত করে দেখব বার লাইব্রেরীর জন্য স্যাংশন হওয়া ইলেকট্রিক লাইন অন্য এ চলে গেছে কি না। এই রকম ঘটনা ঘটেছে। উদাহরন স্বরূপ, আমরা কাছে খবর আছে যে, আসলে চাকুরীর অর্ডার পায়নি কিন্তু অর্ডার কেনসেল হয়ে গেছে। কাজেই বার লাইব্রেরীর জন্য স্যাংশন হয়েছে অন্যত্র চলে গেছে। এটা তদন্ত করে দেখব।

মঃ স্পীকার :– শ্রীতপন চক্রবর্তী মহোদয়।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (কৈলাশহর) :– মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৫, সেক্রেটারিয়েট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট।

শ্রী দশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৩৫।

–ঃ প্রশ্ন ঃ–

১। ১৯৮৮-৯৩ ইং পাঁচ বছরে (আর্থিক) সচিবালয় প্রশাসন কতগুলি কি কি ধরনের গাড়ী ক্রয় করেছে এবং

২। এই গাড়ীগুলি ক্রয়ের ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ কত ?

–ঃ উত্তর ঃ–

১। ১৯৮৮-৯৩ ইং এই পাঁচ বছরে সচিবালয়ে মোট ৩৩টি গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে। তার মধ্যে অ্যামবাসেডর ২৬টি, মারুতী ৩, জীপ ৪।

২। মোট খরচ হয়েছে ৪৮,৬০,৪২.৩ টাকা

শ্রীতপন চক্রবর্তী (কৈলাশহর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৮৮ সালের আগে এই রাজ্যে একটা গতিশীল সরকার ছিল এবং অনেক সম্পত্তি রেখে গিয়েছিল। শুধু সচিবালয় প্রধান নয়, অন্যান্য ডিপার্টমেন্টেও এই ধরণের গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে। এই গাড়ীগুলি ক্রয় করার প্রয়োজনীয়তা সচিবালয়ে ছিল কি না এবং কেনার ক্ষেত্রে ফাইন্যান্সের অ্যাপ্রোভেল ছিল কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্য মন্ত্রী) :— ফাইন্যান্সিয়েল অ্যাপ্রোভেল ছিল কি না এই তথ্য আমার কাছে নেই। মাননীয় সদস্য আলাদা প্রশ্ন করলে জানাতে পারবো। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী অ্যাপ্রোভেল থাকার কথা

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার, আমরা যতটুকু জানি তা হচ্ছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সন্তোষমোহন দেব মহাশয়ের কন্যার বিয়েতে যাবার জন্য এই নতুন নতুন ট্যাক্সি কেনা হয়েছিল। এবং সেই ট্যাক্সি চেপে জোট সরকারের মন্ত্রীরা বিয়ে অ্যাটেণ্ড করেছিলেন এ তথ্য সত্য কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই ধরনের কোন তথ্য কোন সরকার আমাদের অবগতির জন্য রেকর্ড রেখে যাবেন তা আশা করা যায় না। তবে ত্রিপুরার মানুষ তাই বলে এটা মানুষের অনুমান। রেকর্ড নেই।

মিঃ স্পীকার · শ্রীমতিলাল সাহা।

শ্রীমতিলাল সাহা (কমলাসাগর) :— মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেবসরকার ও শ্রী সুধন দাস স্টার্ড কোয়েশ্চান।

শ্রীসুধন দাস :— কোয়েশ্চান নং ৮৪।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান. নং ৮৪।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (পূর্তমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং. ৮৪।

—: প্রশ্ন :—

১। রাজ্যে মোট কতটি স্থানে ডিপ-টিউব-ওয়েল এবং লিফট ইরিগেশন স্কীম (প্রোম্পটি) এর মাধ্যমে কৃষি জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা আছে এবং তন্মধ্যে কতটি বর্তমানে চালু আছে।

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে কৃষি কাজের স্বার্থে নূতন কতটি ডিপটিউবওয়েল খননের পরিকল্পনা আছে; এবং

৩। খোয়াই ব্লকের অন্তর্গত গনকী কলোনী এবং ধলাবিল গ্রামে দুটি ডিপটিউবওয়েল খনন করার পরিকল্পনা বর্তমান বৎসরে সরকারের আছে কিনা?

—: উত্তর :—

১। রাজ্যে বর্তমানে মোট ৫৪২টি স্থানে কৃষি জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা আছে। তারমধ্যে ডিপটিউবওয়েলের মাধ্যমে ১২৬টি এবং ৪১৯টি লিফট ইরিগেশান প্রকল্পের দ্বারা জল সেচ করা হয়। গত ৩১, ৫, ৯৩ ইং পর্যন্ত ১০৮টি ডিপ-টিউব ওয়েল এবং ৩৫৮টি লিফট ইরিগেশান স্কীম চালু অবস্থায় ছিল।

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে সেচের জন্য মোট ৬২টি ডিপ টিউব-ওয়েল খননের পরিকল্পনা আছে।

৩। খোয়াই ব্লকের অন্তর্গত গণকী (পূর্ব) কলোনীতে ১টি ডিপ-টিউব-ওয়েল খননের জন্য আর্থিক অনুমোদন আছে। বর্তমান বৎসরে উক্ত টিউব-ওয়েলের খননের কাজ শেষ হইবে বলে আশা করা যায়। উক্ত ব্লকের অন্তর্গত ধলাবিল গ্রামে একটি ডিপ-টিউব-

ওয়েল প্রকল্প গত আর্থিক বৎসরের বাজেটে ধরা ছিল। প্রকল্পটির বিস্তারিত জরিপের কাজ এখন হয়নি। আগামী শুখা মরশুমে (ওয়ার্কিং সিজনে) ইহার বিস্তারিত জরিপের কাজ হাতে নেওয়া হবে। ব্যয় ও উপকারের ভিত্তিতে প্রকল্পটি গ্রহণ যোগ্য হলে আর্থিক অনুমোদনের পর ইহার রূপায়নের কাজ হাতে নেওয়া হবে।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) : - মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, রাজ্যে যে সমস্ত ডিপটিউবওয়েলগুলি অচল অবস্থায় আছে সেগুলি কবে নাগাদ সচল করা হবে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী):— স্যার, এটা এক্ষুনি বলা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা সরকারে আসার পরে খবরাখবর নিয়েছি তাতে, মোটর পাম্প ইত্যাদির সর্ট রয়েছে, এবং ডিপ টিউবওয়েল, লিফ্‌ট ইরিগেশান স্কীম যেগুলি পাইপের মাধ্যমে দেওয়া হয় সেগুলিরও সর্ট রয়েছে। এই অধিবেশনের পর (বাজেট পাশ হবার পর) আমরা এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— কাজেই বাজেট অধিবেশন হয়ে গেলে আমরা সব ওয়ার্ক আউট করব এবং কবে কোনগুলি মেরামত করা যায় সেটা নির্দ্ধারণ করব।

শ্রীসমীরদেব সরকার (খোয়াই) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, খোয়াই মহকুমার সোনাতলা গ্রামে একটা লিফ্‌ট ইরিগেশান স্কীম ছিল। জোট সরকারের আমলে তৎকালীন মন্ত্রী শ্রী অরুণ কুমার কর কংগ্রেস ভবনের নামে সেই লিফ্‌ট ইরিগেশানের ঘরের টিন গুলি দান করে দিলেন। সেই লিফ্‌ট ইরিগেশান স্কীমটির প্রচুর পরিমান পাইপ মাটির নীচে এখনও রয়ে গেছে। তারপর রাজনগর লিফ্‌ট ইরিগেশান এর কিছুদিন আগে বন্যার ক্ষতিগ্রস্থ পাম্প-সেটি খোলা জায়গায় এখনও পড়ে আছে। সুতরাং বিভিন্ন লিফ্‌ট ইরিগেশানের স্কীম গুলি গত পাঁচ বৎসরে ইচ্ছাকৃত ভাবে অচল করে রাখা হয়েছে। সেই স্কীম গুলিকে পুনরায় চালু করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উদ্যোগ নেবেন কিনা জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী :- স্যার, কোন লিফ্‌ট ইরিগেশান স্কীম কি কারনে অচল হয়ে আছে, এবং এই যে মাননীয় সদস্য এক্ষুনি বললেন টিন বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। বিভিন্ন কারনে স্কীমগুলি অচল হয়ে আছে। কোথাও পাম্প চুরি

হয়ে গেছে, কোথাও বিদ্যুতের কারনে অচল হয়ে আছে। সবগুলিই চালু করা যাবেনা। যেগুলি চালু করা যায় সেগুলি পরীক্ষা করে আমরা চালু করার চেষ্টা করব।

শ্রীসমীরদেব সরকার (খোয়াই) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, খোয়াই মহকুমার জাম্বুরা গ্রামে একটা লিফট ইরিগেশান স্কীমের জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ-গত পাঁচ বৎসর আগেও এখানে একটা প্রস্তাব আলোচনা করা হয়েছে। সে এলাকাটা একটা বিস্তির্ণ মাঠ। সেই মাঠে জল সেচ ব্যবস্থার জন্য লিফট ইরিগেশান স্কীম চালু করার জন্য বিবেচনা করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা আমরা পরীক্ষা করে দেখব।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাণীর বাজারের নলঘড়িয়াতে উত্তর মজলিশপুর এবং বড়জলা দুইটা ডিপ টিউবওয়েল কমপ্লিট হয়ে আছে। শুধু পাইপ লাইনের জন্য কৃষকরা জল পাচ্ছে না। সেটা অবিলম্বে চালু করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য একটা খুব ভাল প্রশ্ন করেছেন। ওঁরা খুব ভাল করেই জানেন গত বছর গুলিতে কি হয়েছে ? আমি এসে খবর নিলাম ১১১ মিটার পাইপ আছে। গেল বছরে ৫/৬ কোটি টাকার পাইপ কিনার কথা ছিল লিফট ইরিগেশান এবং ডিপ-টিউবওয়েলর জন্য। এর আগের বছরে কোন পাইপ কেনা হয়নি। আমি সমস্ত তথ্য নিয়েছি। কিন্তু আজকে এখানে কাগজটা সঙ্গে করে আনিনি। যারজন্য এখানে তথ্য উপস্থিত করতে পারছি না। এখানে ডিপটিউবওয়েল বসিয়ে সমস্ত স্কীমটাকে অকেজো করে রাখা হয়েছে। কেন এটা সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ? কাজেই, ওঁরা আমার থেকে ভাল করে জানেন। এখানে সেপারেট প্রশ্ন করলে সমস্ত তথ্য সহকারেই আমি এখানে উপস্থিত করব কত রিকোয়ারমেন্ট ছিল, কত পাইপ কেনা হয়েছে ইত্যাদি।

শ্রীশহীদ চৌধুরী (বক্সনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জোট সরকারের আমলে গত পাঁচ বৎসরে অনেক জায়গাতে লিফট ইরিগেশান এবং ডিপ টিউবওয়েল এর মোটর চুরি করা হয়েছে। যেমন সোনামুড়ার অন্তর্গত মতিনগর গ্রামের নলডেপাতে একটা লিফট ইরিগেশান ছিল এবং সেখানে দুইটা মোটর ছিল। গত দুই বৎসর আগে সেগুলি চুরি হয়ে গেছে।

এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা এবং যদি চুরি হয়ে থাকে তাহলে উপযুক্ত তদন্ত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে কিনা জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :-- মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬।

—: প্রশ্ন :—

১। জোট সরকারের আমলে মন্ত্রীসভার যেসব সদস্য সরকারী অর্থে নিজ নিজ বাড়ীতে নিরাপত্তা রক্ষীর নামেও পাকাবাড়ী নির্মাণ করিয়ে নিয়েছেন, সেইসব পাকাগৃহ নির্মাণে ব্যয়িত সরকারী অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রাক্তন মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীদের কাছ থেকে সরকার আদায় করে নেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি ?

—: উত্তর :—

২। এই বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। আইন দপ্তরের পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :-- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিগত দিনগুলিতে আমরা লক্ষ্য করেছি মন্ত্রীদের বাড়ীতে নিরাপত্তা রক্ষীদের নাম করে সরকারী অর্থে নিজেদের বাড়ীতে পাকাবাড়ী বানিয়েছেন তিন তলা, ৪ তলা ফাউনডেশান দিয়ে। প্রাক্তন মন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার উনার বাড়ীতে এবং অন্য মন্ত্রীর বাড়ীতেও তিন তলা, ৪ তলা ফাউনডেশান দিয়ে নিরাপত্তা রক্ষীর নাম সরকারী অর্থে পাকাবাড়ী বানিয়েছেন। এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ তদন্ত করে এই ভাবে যে পাকাবাড়ীগুলি তৈরী করা হয়েছিল তিন তলা, ৪ তলা ফাউনডেশান দিয়ে সেই ফাউনডেশানগুলি ইট থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু তুলে আনার ব্যবস্থা করবেন কি, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে, আইন দপ্তরের

)

পরামর্শ আমরা নেব। তবে যে তথ্য সংগ্রহ করেছি সেটা হাউসে উপস্থিত করা প্রয়োজন। বিগত জোট সরকারের আমলে মন্ত্রীদের বাড়ীতে যে সমস্ত কাজ করান হয়েছে তার তালিকা নীচে দেওয়া হলো : -

মন্ত্রীদের নাম	কাজের নাম	খরচের পরিমাণ
১। শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী)	ক) নিরাপত্তা রক্ষীদের জন্য ডুরাবল শেড নির্মাণ খ) নিরাপত্তা রক্ষীদের জন্য ডুরাবল শেড নির্মাণ	১, ৬৯, ২০০ টাকা
	এবং এই খাতে আবার খরচ করেছে	৫৮, টাকা
	মোট	২ ২৭, ২০০ টাকা
	গ) টেলিপ্রিন্টার রুমের রিনোভেশানের কাজ। টয়লেটের কাজ। সিকিউরিটির বিলডিং মেরামতের কাজ। কমাউণ্ড ফেন্সিং এর কাজ। রেসিডেন-সিয়াল অফিসের কাজ। ওয়াটার সাপ্লাই ও সেনিটারীর কাজ। আর, সি, সি রোডের কাজ—	২, ২৩, ১০৫ টাকা
	মোট	৪, ৫, ৩০৩ টাকা।

(২) শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী)

নিরাপত্তা রক্ষীর জন্য শেড নির্মাণ। অফিস বিল্ডিং মেরামতির কাজ। গেইটের কাজ। নিরাপত্তা রক্ষীদের অফিসের মেরামতির কাজ। রেসিডেনসিয়েল অফিস বিল্ডিং এর মেরামতির কাজ। ..... মোট ২, ১১, ০২০ ২ টাকা।

৩) শ্রীসুরজিৎ দত্ত (প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী)। মেরামতির কাজ। কম্পাউণ্ড ওয়াল নির্মাণ নিরাপত্তা রক্ষীদের জন্য অস্থায়ী শেড নির্মাণ কোর্ট ইয়ার্ডে সংস্কারের কাজ। দুইটি সিকিউরিটি বক্স নির্মাণ। সিকিউরিটি শেডের রিনোভেশানের কাজ। মোট— ১, ৬৪, ০৩৪ টাকা।

৪) শ্রীমতি বিভু কুমারী দেবী, (প্রাক্তন রাজস্ব মন্ত্রী)। রেসিডেনসিয়াল অফিস বিলডিং এর বিশেষ মেরামতির কাজ। সিকিউরিটি শেড নির্মাণ। ভিজিটারস্ রুম ও গার্ড রুম নির্মাণ...

মোট— ১, ৬০, ৫০৮ টাকা।

৫) শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী (প্রাক্তন তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী)। অফিস বিলডিং নির্মানের কাজ। সিকিউরিটি শেডও গার্ড রুম নির্মান। ১, ০৮, ৩২৪

আর একধাপে খরচ ২৯, ৭০৪ টাকা

মোট — ১, ৩৪, ০২৪ টাকা

৬) শ্রীঅরুণ কর (প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী) ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ডারের জন্য গার্ড শেড নির্মাণের কাজ— ৬১. ১৭০ টাকা

৭) শ্রীরসিক লাল রায় (প্রাক্তন মন্ত্রী কারা) সেনেটারী এবং ওয়াটার সাপ্লাই সহ অস্থায়ী ব্যারাক নির্মাণের কাজ— ৭৩, ২২১ টাকা

৮) শ্রীজহর সাহা (প্রাক্তন রাষ্ট্র মন্ত্রী) সিকিউরিটি গার্ড শেড নির্মানের কাজ —৪, ৫৯৮ টাকা।

৯) শ্রীবীরজিৎ সিনহা (প্রাক্তমন্ত্রী) ক) সেপটিক ট্যাংক সহ সেনেটারী নির্মানের কাজ। শেড নির্মাণ। ইউরিনাল নির্মাণ এবং সাইড ডেভেলপমেন্ট। সেন্ট্রি রুম নির্মাণ। গ্যারেজ নির্মাণ কম্পাউণ্ড ওয়াল নির্মণ— ২, ৪৩. ৮৩৪ টাকা

খ) ট্যাম্পুরারি স্ট্রাকচার ও বাউণ্ডারী ওয়াল নির্মাণ — — ৮৭, ৩৬০, টাকা

মোট— ৩, ৩১,১৭৪ টাকা

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন সবই গার্ডের জন্য করা হয়েছে বলেছেন, কিন্তু আমি দেখেছি উনি নিজে এই বাড়ীতে থাকতেন।

১০) শ্রীকালিদাস দত্ত. (প্রাক্তন ...পুরের রাষ্ট্র মন্ত্রী) — টাম্পুরারী ষ্ট্রাকচার ও বাউণ্ডারী নির্মাণ ৮১, ৮৯১ টাকা

১১) শ্রীজ্যোতির্ময় নাথ, (প্রাক্তন অধ্যক্ষ) — ট্যাম্পরারী স্ট্রাকচার ও বাউণ্ডারী ওয়াল নির্মাণ ১; ৮৯, ১৯৯ টাকা

১২) শ্রীমতি বিভা নাথ. (প্রাক্তন মন্ত্রী সমাজ শিক্ষা) — ট্যাম্পুরারী স্ট্রাকচার ও বাউণ্ডারি ওয়াল নির্মাণ ১, ০৫, ৭০৬ টাকা

১৩) শ্রীমতিলাল সাহা. (প্রাক্তন খাদ্য মন্ত্রী) —

ক) সেমি পারমানেন্ট সিকিউরিটি শেড নির্ম্মাণ — — ১, ০৩, ৯১৯ টাকা

খ) সিকিউরিটি লাইটিং ও ইলেকট্রিকাল ইনষ্টলেশান এর মেট্যান্সে ১৪. ২৬৯ টাকা

মোট — ১, ১৮ ,১৮৮ টাকা

১৪) শ্রীপ্রকাশ দাস, (প্রাক্তন রাষ্ট্র মন্ত্রী) — ১০ হইতে ১৭ জন পুলিশ রক্ষী বাহিনীর জন্য সেমি পারমানেন্ট ঘর নির্মাণ — ১, ৪৮, ৯৫৪ টাকা

১৫। শ্রীদীপক রায় (প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী) — সিকিউরিটি শেডের মেরামতির কাজ — ৫৫, ৬৮৮, টাকা

১৬। শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ প্রাক্তন বিধায়ক — সিকিউরিটি শেড নির্মাণ ৮৯, ২০০ টাকা

সর্বমোট যা খরচ হয়েছে তার পরিমাণ হল ২৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ৬৯০ টাকা।

শ্রীসমীর দেব সরকার :- ডাপ্তিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে তথ্য দিয়েছেন এই তথ্যের বাইরেও কিছু কিছু জিনিষ প্রাক্তন মন্ত্রীরা, সদস্যরা ব্যবহার করেছেন এবং এখনও করেছেন। স্ব-স্ব দপ্তরের বিভিন্ন সামগ্রী এখনও তারা ব্যবহার করেছেন। আমরা যতটা জানি নিজেদের বাড়ীতে বিল্ডিং এর কনস্ট্রাকশান করে সিকিউরিটির শেডের নাম দিয়ে তারা ব্যবহার করছেন, কিছু ফারনিসার এখনও তারা ব্যবহার করেছেন, ইমারজেনসি লাইন হিসাবে ইলেকট্রিসিটি, পানীয় জলের লাইন তারা ব্যবহার করেছেন। টেলিফোন লাইন মন্ত্রী বাহাদুরদের নামে এখনও তারা ব্যবহার করছেন। এইভাবে বিভিন্ন দপ্তরের সমস্ত জিনিষ তারা ব্যবহার করছেন, এগুলিকে তাদের কাছ থেকে নেওয়া হবে কি না বা সেগুলি নার্য্য ভাড়া তাদের কাছ থেকে নেওয়ার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কি না এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথমজুমদার (মন্ত্রী : - মিঃ স্পীকার স্যার, যা স্পেসিফিক প্রশ্ন ছিল তার জবাব আমার কাছে ছিল অন্য যদি কোন প্রশ্ন থাকে তাহলে আলাদা ভাবে করলে রাখি জবাব দেব।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ - টেলিফোন সম্পর্কে আমরা সিদ্ধান্ত শীঘ্রই নেব। মন্ত্রীদের বা এম এল এদের, বিভিন্ন চেয়ারম্যানদের কেপাসিটিতে যারা টেলিফোন নিয়েছেন যেদিন থেকে তাদের মন্ত্রী বা চেয়ারম্যান এর পদটা চলে গেছে সেদিন থেকে তাদের কাছ থেকে টেলিফোনের ভার টেলিফোন দপ্তর নেবেন এবং এইটা আমরা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদারের ক্ষেত্রে বলে দিয়েছি যতদিন পর্যন্ত তিনি সরকারী কেপাসিটিতে ছিলেন ততদিন পর্যন্ত এই ভাড়াটা সরকার দেবেন। তার পরবর্তী সময়টার টেলিফোনের ভাড়াটা তাদের দিতে হবে, না দিলে পরে তারা রিডিং করতে পারেন, আর ইন্টোলমেন্টে টাকাটা না দিয়ে রিডিং করতে পারেন। কিন্তু টেলিফোন ব্যবহার করতে গেলে তার রেইটা তাদের দিতে হবে, না দিলে পরে টেলিফোন দপ্তরের তারা এইটা বিল করে তারা কি করবেন না করবেন এইটা তাদের ব্যাপার; সরকার তার কোন দায়িত্ব নেবে না।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ - সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি না যে; আমরা নির্বাচনের সময় জনগণকে বলেছিলাম যে জোট সরকারের যারা বিভিন্ন নাম করে বিভিন্ন কায়দায় দালান বাড়ী ও সম্পত্তি করেছেন আমরা বলেছি তাদের বাড়ী থেকে সেই সমস্ত

অবৈধ সম্পত্তি ও দালান যা করেছেন তার একটা একটা ইট আমরা তুলে নেব। আমি এইটা জানতে চাই যে স্পেসিফিকভাবে একটা একটা করে যে আমরা ইট তুলব এইটা আপনার মনে রাখবেন কি না এবং আগামী দিনে এই সরকারী সম্পত্তি যেভাবে অপহরণ করছে, এখনও আমরা জানি প্রাক্তন ক্রিয়া মন্ত্রী রতন চক্রবর্তীর বাড়িতে এখনও ৫০ হাজার টাকার ক্রিড়া দপ্তরের জিনিষ পত্র আছে এই রকম বিভিন্ন ভাবে তাদের কাছে যে জিনিষ পত্র গুলি আছে এই গুলি উদ্ধার করার সঙ্গে সেই দালান বাড়ী থেকে জনগণের সম্পত্তি উদ্ধার করা হবে কিনা আমি এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে স্পেসিফিকভাবে জানতে চাই ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলেছি আমরা আইন দপ্তরের পরামর্শ নিয়ে এই সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহন করব ১ নম্বর। ২ নম্বর হলো, ফার্নিসার কার বাড়িতে কি আছে সেই তথ্য আমার কাছে নাই আমরা খবর নেব যদি প্রাক্তন মন্ত্রী বা মন্ত্রীদের বাড়ীতে কোন ফার্নিসার থেকে থাকে তাহলে তার উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— স্যার, এই যে বিভিন্ন সরকারী জায়গা দখল করে প্রাক্তন মন্ত্রীগণ দালান পাকা তৈরী করেছেন, উদাহরন স্বরূপ আমাদের ধর্মনগরের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সরকারী খাস জায়গা দখল করে সিকিউরিটির জন্য দালান তৈরী করেছেন। এই যে সরকারী খাস জায়গা এটা উদ্ধার করা হবে কি না এইটা জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এইটার জন্য আপনি আলাদা ভাবে প্রশ্ন করবেন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার, এখানেতো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হিসাব দিলেন, তা আমি জানতে চাই যে, সেই হিসাবের বাহিরেও অনেক কিছু করেছেন। যেমন মন্ত্রী অরুণ কুমার করের হিসাব যেটা তিনি দিয়েছেন, উনি তো মন্ত্রী থাকাকালীন তার এলাকায় অবৈধভাবে জমি দখল করে রাবার বাগানের নাম করে সেখানে রাবার প্রসেসিং সেন্টার হবে ইত্যাদির নাম করে নিজে দালান বাড়ী তৈরী করেছেন, তাতে প্রায় দুই লক্ষাধীক টাকার সম্পত্তি তিনি করেছেন। এইটা তদন্তের মধ্যে আসবে কি না। এই রকম ভাবে অনেক এম, এল এ ও চেয়ারম্যান যারা গাঁওসভাতে ছিলেন, আমি এখানে দুই একটা চেয়ারম্যানের নামও বলতে পারি যাদের আগে কিছুই ছিল না আর এখন তাদের দশ কানি

জায়গারও বেশী আছে, এই গুলি সম্পর্কে তদন্ত করে জনগনের অর্থ জনগণের সামনে তুলে ধরবেন কিনা বা এগুলিকে সার্বিকভাবে তদন্ত করে এই জিনিসটা জনগণের সামনে তুলে ধরা হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অনেক সম্পদ ওঁরা লুঠ করেছেন। শুধু প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী অরুণ কুমার কর নয় অন্যান্য মন্ত্রীরাও খাস জমিকে দখল করে নিজেদের বাগান টাগান করেছেন। আর জনগণের টাকা কি পরিমান যে ওঁরা লুঠ করেছেন। তা সীমাহীন। শত শত কোটি টাকা তারা লুঠ করেছেন। এইটা তদন্ত করে দেখতে হলে তদন্ত কমিশন গঠন করে দেখতে হবে। এখন আমরা লটারী কেলেংকারীর জন্য তদন্ত করে দেখতে ব্যবস্থা নেবার উদ্যোগ নিয়েছি। সেটা দেখে তারপর আমরা অন্যান্য সমস্তগুলিই তদন্ত করে দেখার ব্যবস্থা করব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী তপন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫২

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (পূর্তমন্ত্রী :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫২।

—: প্রশ্ন :—

১) ১৯৭৮-৭৯ ইং হইতে ১৯৯২-৯৩ ইং আর্থিক বৎসর পর্যন্ত এই বছরের বাজেটে রাস্তা ঘাট সংস্কারের জন্য কত অর্থ বরাদ্দ ছিল (বছর ভিত্তিক হিসাব) ?

২) উপরিউক্ত সময়ে কত কিঃ মিঃ রাস্তা (পাকা ও কাঁচা) সংস্কার করা হয়েছে ?

—: উত্তর :—

১) উক্ত সময়ে রাস্তাঘাট সংস্কারের জন্য বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ বছর ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হলো :—

১৯৭৮-৭৯	ডিষ্ট্রিক্ট রোডের জন্য—	২ কোটি ২৪ লক্ষ ২০ হাজার।
	রুর্যাল রোডের জন্য —	১ কোটি ৭০ লক্ষ ২৫ হাজার।

১৯৮৯-৯০	ডিষ্ট্রিক্ট রোডের জন্য –	৫ কোটি ৪৬ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা।
	রুর‍্যাল রোডের জন্য –	২ কোটি ৫১ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা।
১৯৯০-৯১	ডিষ্ট্রিক্ট রোডের জন্য –	২ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা।
	রুর‍্যাল রোডের জন্য –	২ কোটি টাকা।
১৯৯১-৯২	ডিষ্ট্রিক্ট রোডের জন্য –	২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা।
	রুর‍্যার রোডের জন্য –	২ কোটি ১১ লক্ষ টাকা।
১৯৯২-৯৩	ডিষ্ট্রিক্ট রোডের জন্য –	৪ কোটি টাকা,
	রুর‍্যাল রোডেরজন্য –	৩ কোটি টাকা।

২। উপরিউক্ত সময়ে মোট — ১. ৫৯৮, ৪২৮ কি: মি: পাকা রাস্তা এবং ১, ০২১, ৪১ কাচা রাস্তা সংস্কার করা হয়েছে

স্যার, সংস্কারের মানে এখন রাস্তায় যদি এক ফুট মাটিও পড়ে থাকে সেটাও সংস্কার, আর যদি বড় কিছু হয় থাকে সেটাও সংস্কার। কাজেই সেই হিসেবে এইভাবে বুঝতে হবে।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত ৫ বছরে প্রায় ২৬'২৭ কোটি টাকা শুধু রাস্তাঘাট সংস্কারের কাজে খরচ করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আমাদের কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ, আপনি বসুন।

শ্রীনিখা দেববর্ম্মা (আসারামবাড়ী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখন জিরো আওয়ার আমি জানতে চাই যে কংগ্রেস (আই) সদস্যদের মধ্যে থেকে বিক্ষোভ কংগ্রেস (আই) সদস্যদের নিকট থেকে আপনার কাছে – তাঁদের (বিক্ষোভ সদস্যদের) জন্য আলাদা আসনের ব্যবস্থা করা জন্য দাবী করা হয়েছিল কি না ?

মিঃ স্পীকার :— এই সম্পর্কে যথাসময়ে সিদ্ধান্ত সভার সামনে রাখা হবে।

(ANNEXURES—(A & B)

The wretten notis to the Started question and ans by unstared

in the hou·e and sams toan unsta·ed question and laid an in table of the hou·e by in olamilus
(Ann·xures- (A & B)

REFERENCE PERIOD

মি স্পীকার অধ্যক্ষ মহোদয় :—এখন রেফারেন্স পিরিয়ড্। আমি আজ তিনটি নোটিশ মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নিকট থেকে তাঁদের বিভিন্ন উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্ন উল্লেখিত বিষয়গুলি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি এবং প্রত্যেক বিষয়ের পাশে যে সদস্য মহোদয় নোটিশ দিয়াছেন উনার নাম উল্লেখ করছি :—

১। শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ২। শ্রীঅমল মল্লিক ৩। শ্রীপবিত্র কর আমি এখন ক্রমান্বয়ে মাননীয় সদস্যদের নাম ডাকব। যে সদস্য মহোদয়কে আহ্বান করব তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করবেন। শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া

শ্রীরতিমোহান জমাতিয়া (বাগমা) :— মি : স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্স বিষয়বস্তু হচ্ছে, "২৭শে জুন ১৯৯৩ ইং মনু থানা অন্তর্গত দক্ষিণ ধুমাছড়ায় দিন দুপুরে এ.টি টি এফ কর্তৃক খুন, গৃহদাহ ও লুণ্ঠন সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :- আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়টির উপর আগামী ১৫ জুন ১৯৯৩ ইং বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :--মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক (মাননীয় সদস্য সভায় অনুপস্থিত) মাননীয় সদস্য সভায় অনুপস্থিতির কারনে উনার আনীত রেফারেন্সটি বাতিল বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

মাননীয় সদস্য পবিত্র কর মহোদয়কে এখন আমি অনুরোধ করছি উনার আনীত বিষয়বস্তুটি সভার সামনে উল্লেখ করার জন্য।

শ্রীপবিত্র কর :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রেফারেন্স বিষয়বস্তুটি হচ্ছে গত ২১শে মে রাজচন্দ্রাইয়ে রাবার বোর্ডের গাড়ী আক্রান্ত হওয়া এবং গাড়ীর ড্রাইভার রাবার বোর্ডের একজন কর্মচারী এবং ৪ জন টি এস, আর. খুন হওয়া সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীদশরথদেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আমার উক্ত বিষয়টির উপর আমার বিবৃতি আগামী ১৫ই জুলাই. ১৯৯৩ইং তারিখে দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজকে কার্যসূচীতে ১টি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিল। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি গত ৯,৭.৯৩ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্ন উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হল : গত ৩০, ৫, ১৯৯৩ ইং বাইখোড়া থানাধীন পশ্চিম চরকবাই-এর কংগ্রেস সমর্থক নারায়ন ঘোষের ৫ কানি জমির ধান সুরেশ দাসের নেতৃত্বে কেটে নেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) ;—গত ৩০শে মে ১৯৯৩ইং বাইখোড়া থানাধীন পশ্চিম চরকবাই কংগেস সমর্থক নারায়ন ঘোষের ৫ কানি জমির ধান সুরেশ দাসের নেতৃত্বে কেটে নেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।

গত ৩০, ৫.৯৩ইং তারিখ সকাল ৯-৪৫ মিঃ এর সময় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বাইখোরা থানার এই মর্মে অন্তর্গত পশ্চিম চরকবাই নিবাসী মৃত সতীষ ঘোষের পুত্র শ্রী নারায়ন ঘোষ বাইখোরা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন য উক্ত গ্রামেরই নিবাসী শ্রী সুরেশ দাস, শ্রী নকুল দাস ও শ্রী পরেশ দাস ঐ দিনই সকালে তাহার ধানের জমি (আনুমানিক ৩ কানি) হইতে ধান কাটিয়া লইয়া যায়।

উপরোক্ত অভিযোগমূলে বাইখোরা থানায় গত ৩০, ৫, ৯৩ইং তারিখ ৭৪১ নং এন্ট্রি মূলে

দৈনিকিতে (জি. ডি.) নথিভুক্ত করে ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে।

তদন্তকালে জানা যায় যে, উপরোক্ত জমি লইয়া অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পুরানো বিবাদ বিগত ১৯৬৭ইং সন হইতেই চলিতেছে এবং এই ব্যাপারে টাইটেল সুইট নং ১৬ ৬৭ মূলে একটি মামলা আদালতে বিচারাধীন আছে।

তদন্তকালে তদন্তকারী অফিসার অনুমান ৫০ মন ধান সিজ করিয়া শ্রীনারায়ন ঘোষকে জিম্বা করিয়া দেয়। তদন্তকালে ইহাও জানা যায় যে বিতর্কিত জমিটি গত ৩ বৎসর যাবৎ অভিযোগকারী শ্রী নারায়ন ঘোষের দখলে ছিল।
এই ব্যাপারে মীমাংসার জন্য একটি গ্রাম্য সালিশী বিচার হয়। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। এই ব্যাপারে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারায় বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়া দুই পক্ষের উপরই গত ৬. ৭, ৯৩ তারিখ ভারতীয় কার্য্য বিধির ১৪৫ ধারায় প্রসিকিউশন রিপোর্ট নং ১৬/৯৩ দাখিল করা হয়। টাইটেল সুইট নং ১৬/৬৭ মোকদ্দমাটিও বর্তমান বিচারাধীন আছে।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :– নো পয়েন্ট অব. ক্লেরিফিকেশান।

আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রী পান্না লাল ঘোষ মহোদয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্য উপস্থিত আছেন। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। প্রস্তাবটি বিষয় বস্তু হচ্ছে :–
"গত ৭ই জুন সকাল ৭–৩০ মিনিটে উদয়পুর সদর মোকাম ঘাটে গোমতী নদীতে নৌকা ডুবি সম্পর্কে"।

আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আমার পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, নোটিশটা ফ্লাড মেনেজমেন্টে দেওয়া হয়েছে। আসলে এটা ফ্লাড মেনেজমেন্টে পরে না।

মিঃ স্পীকার :— ফ্লাড মেনেজমেন্টে না পড়লে কে উত্তর দেবে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী :— নরমালি পুলিশ থেকে ডিটেইলসটা আনা সম্ভব। তবুও আমি ১৫ই জুলাই এ বিষয়ে উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় ১৫ই জুলাই বিবৃত্তি দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্য উপস্থিত আছেন। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। প্রস্তাবটির বিষয় বস্তু হচ্ছে :— "ন্যারামেক অচল হওয়ার ফলে আনারস চাষীদের দ্বারা ফলানো আনারসের দাম অস্বাভাবিক ভাবে কমে যাওয়া সম্পর্কে"।

মাননীয় ভারপ্রাপ্ত কৃষিমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে ন্যারামেক সংস্থা এটা কেন্দ্রীয় সরকারের এবং এটার ফল সংরক্ষণ-এর দায়িত্ব শিল্প বিভাগের। আমার মনে হয় এটা শিল্প বিভাগ উত্তর দিলে ভালো। ফসলটা আমার কিন্তু তার প্রসেসিংটা শিল্প বিভাগের। তাই শিল্প মন্ত্রী উত্তর দিতে পাবেন। যদি তিনি না দেন তাহলে আমি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি যেহেতু ন্যারামেক সম্পর্কে একজন সদস্য জানতে চেয়েছেন, ন্যারামেক কেন্দ্রীয় সংস্থা এটা ঠিক। কিন্তু রাজ্য সরকারও এবিষয়ে জড়িত। এখানে আনারস সম্পর্কে কৃষিমন্ত্রী উত্তর দেবেন, শিল্প সম্পর্কে শিল্প মন্ত্রী উত্তর দেবেন। কিন্তু জনগণ বা সদস্যরা সঠিকভাবে জানার সুযোগ কোথায় পাবে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি ১৬ই জুলাই এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এই সম্পর্কে ১৬ ই জুলাই বিবৃতি দেবেন।
আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া মহোদয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণীয় নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্য উপস্থিত আছেন। আজ মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশ-টির বিষয় বস্তু হচ্ছে গত ২৩শে জুন ডেইলী দেশের কথা পত্রিকায় মহারাণীতে এন, ই, সি, প্রকল্পে পুকুর আছে, কচ্ছপ জলের নীচে, ২৫ লক্ষ টাকা হাপিজ বিভাগীয় তদন্ত হবে, প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন, যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসুকুমার বর্মন (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই প্রশ্নের উত্তর আগামী ১৯শে জুলাই দেব।

মিঃ স্পীকার :— এই দৃষ্টি আকর্ষণীয় নোটিশের উপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ১৯ জুলাই উত্তর দেবেন

মিঃ স্পীকার : - আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণীয় নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

"নোটিশটির বিষয়বস্তুটি হচ্ছে : — গত ৩রা জুলাই ১৯৯৩ইং খোয়াই শহরে শিশু সুনিতি স্কুলের কাছে বোমা বিস্ফোরনে পাঁচ জন শিশু আহত হওয়ায় এবং একজন শিশু নিহত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীদশরথ দেব :– (মুখ্যমন্ত্রী) স্যার, গত ৩রা জুলাই ১৯৯৩ ইং খোয়াই শহরে শৈব সুনিতি স্কুলের কাছে বোমা বিস্ফোরনে পাঁচ জন শিশু আহত হওয়া এবং একজন শিশু নিহত হওয়া সম্পর্কে–

ঘটনায় প্রকাশ যে গত ৩, ৭, ৯৩ ইং তারিখে সকাল অনুমানিক ৮ ৫০ মি, এর সময় খোয়াই মহকুমার গনকি নিবাসী গৌরাঙ্গ ঘোষের বাড়ীর সংলগ্ন ছড়ার পাবে অন্যান্য দিনের মত যখন ছেলে মেয়েরা খেলাধুলা করিতেছিল তখন সেখানে বিকট শব্দে সেখানে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়; কে বা কারা সেখানে বোমা রাখিয়া ছিল তাহা বর্তমানে তদন্তাধীন আছে এই বোমা বিস্ফোরনের ফলে একজন শিশু নিহত ও অন্য চারজন শিশু আহত হয়।

নিহত ও আহত শিশুদের নাম নীচে দেওয়া গেল :–

নিহত শিশুর নাম :

কণিকা দেব, বয়স ৯ বৎসর, পিতা মৃত খোকন দেব, গনকী। গত ৩. ৭, ৯৩ইং তারিখে জি বি হাসপাতালে মারা যায়।

আহত শিশুদের নাম ;

১। শ্রীবিশ্বজিৎ ঘোষ -- ১১ বৎসর,

পিতা শ্রীবনমালী ঘোষ, গনকী,

২। শ্রীতাপস দেব, ৮ বৎসর,

পিতা স্বপন দেব, গনকী

৩। শ্রীঅজয় ঘোষ, । ৮ বৎসর,

পিতা শ্রীজগদীশ ঘোষ, গনকী,

৪। শ্রী গনেশ ঘোষ, – ৯ বৎসর,

পিতা শ্রীগোপেন ঘোষ, গনকী;

উক্ত ঘটনাটি খোয়াই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬ ৩০৪ ধারায় এবং বিস্ফোরক আইনের ৩/৫ ধারায় মোকদ্দমা নং ৩ (৭) ৯৩ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য শুরু করে। তদন্ত কালে পুলিশ ঘটনায় জরিত সংশ্রবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগনকে গ্রেপ্তার করে :

১। শ্রী শেখর ঘোষ, পিতা শ্রী নরেশ ঘোষ, সুভাস পার্ক, খোয়াই
গ্রেপ্তারের তারিখ ৩, ৭, ৯৩ ইং,

শ্রী দনিল সরকার, পিতা শ্রী এক্কাবাসী সরকার,গনকী, খোয়াই

গ্রেপ্তারের তারিখ ৩, ৭, ৯৩ ইং,

৩। শ্রী প্রমোদ ঘোষ, পিতা মৃত প্রল্লাদ ঘোষ, অফিস টিলা, খোয়াই.

গ্রেপ্তারের তারিখ ৩, ৭ ৯৩ ইং,

৪। শ্রী নিখিল সবকার. পিতা শ্রী ব্রজবাসী সরকার, গনকী খোয়াই,

গ্রেপ্তারের তারিখ ৪, ৭, ৯৩ ইং.
ধৃত ব্যক্তিগন বর্তমানে জেল হাজতে আছেন, ঘটনাটির তদন্ত কার্য অব্যাহত আছে।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার. এই ঘটনার ৪/৫ দিন আগে অর্থাৎ জুন মাসের ২৬ এবং ২৭ তারিখ মাননীয় প্রাক্তন মন্ত্রী অরুন কর মহাশয়ের বাড়ীতে তার উপস্থিতে গত বিধানসভার নির্বাচনের পার্থী শ্রী সুকুময় কর. বি এ সি এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান দীপঙ্কর নাথ শর্মা, কংগ্রেস আই নেতা নৃপেন ঘোষ. এদেরকে নিয়ে পর পর দুইদিন মিটিং হয় সেই সভায় খোয়াই মহকুমার সন্ত্রাস তৈরী করার লক্ষ্যে খোকন দাস এন এস ইউ আই নেতা এবং রঞ্জন দাস অফিস টিলা, বাবার নাম মনীন্দ্র দাস, তাদের নেতৃত্বে দুইট একশান স্কোয়াড তৈরী হয়। এবং বোমা বানানোর জনা মিটিং থেকে টাকা তোলা হয়, এই রকম তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী :— মিঃ স্পীকার স্যার এমন তথ্য আমার জানা নেই. মাননীয় সদস্য যখন এই তথ্য এখানে উপস্থাপিত করেছেন তা আমরা তদন্ত করে দেখব সত্যি এমন কোন ঘটনা হয়েছিল কিনা।

শ্রীসমীরদেব সরকার :-- পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, এই ঘটনার আগেরদিন আসামি হিসাবে যারা গ্রেপ্তার হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রথম যিনি আসামি, শেখর ঘোষ কিছু দিন আগে সে বিয়ে করে অন্য বাড়ীতে সরে ছিল, ঐ আগেরদিন রাত্রে বাড়ীতে আসে, তার বাড়ীতে রাখা বোমা সে তা পাশের ছড়ায় পাশে রেখে দেয় কারন তার বাড়ীতে অথিতিরা আসার দরুন, সেখানে বাচ্ছা ছেলে মেয়েরা খেলা করতে এসে তা দেখে তা খোলার চেষ্টা করে তাতেই এই বিপত্তি ঘটে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— এই তথ্য আমার কাছে নেই তবে তার তদন্ত চলছে, মাননীয় সদস্য এখানে যে বক্তব্য রেখেছেন তা যদি তিনি আমাদেরকে দেন তা হলে তদন্তের কাজে সাহায্য হবে।

শ্রীসমীরদেব সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ঘটনার এক দিন বাদে অর্থাৎ ৫ তারিখ সকাল দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ খোয়াই শহরের অফিস টিলায় কংগ্রেস (ই) এর কর্মি মধু ঘোষ এবং তার ভাই গত নির্বাচনে সময়ে কংগ্রেসের পক্ষে কাজ কর্মে অংশ নিয়েনিয়েছিলেন সুদীপ ঘোষ একজন ক্লাশ ফোর তার বাড়ীতে পুকুর পাড়ে টিন ভর্ত্তি বোমা আসার রাইফেলস উদ্ধার করে এবং তাদের গ্রেপ্তার করে এবং তাদের দুই ভাই এই শিশু হত্যার সংগে জড়িত ছিল, এই তথ্য আপনার জানা আছে কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী :— স্যার, এই রকম কোন তথ্য আপতত : আমার হাতে নাই। তবে বিগত জোট সরকার তাদের প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে এই ধরনের দুস্কৃতিকারীদের উপর বেশী করে নির্ভরশীল থাকায় বহু ক্ষেত্রেই এসব দুস্কৃতিকারীদের আশ্রয়ে নানা রকমের কুকর্ম ঘটেছে। আমরা পুলিশকে এই সব তথ্য দেব, যাতে করে এসব তথ্য ব্যবহার করে তার তদন্ত করে দেখতে পারেন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, খোয়াই বিভাগের বিভিন্ন এলাকাতে কংগ্রেস (ই) র পৃষ্ঠপোষক এই সব দুস্কৃতিকারীরা গোপন দাঙ্গা বাধানোর পরিকল্পনা নিয়েছিল। যেমন গত ৭ তারিখ কল্যাণপুর উগ্রপন্থী আসছে বলে প্রচার করে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করা হয়েছিল। সেখানে অবশ্য সংগে সংগে পুলিশ এসে কয়েকজন দুস্কৃতিকারীকে ধরে নিয়ে গিয়েছে, কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে তারা জামিন পেয়ে গেছে। কাজেই এসব দুস্কৃতিকারীদের দমন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা যাতে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে শান্তি ও সম্প্রীতির বাতাবরন সৃষ্টি হয়েছে, তা রক্ষিত হয় ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) : - স্যার, পুলিশ যে কোন অপরাধের জন্য অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে বিচারালয়ে পাঠাবে, এটাই নিয়ম। এখন বিচারক অপরাধীর অপরাধ গুরুত্ব বিবেচনা করে, কোন অপরাধীকে জামীন দেবে, আর কোন অপরাধীকে জামিন দেবে না, সেটাই তাঁরই বিচার্য্য ব্যাপার। তবে, এই রাজ্যে নতুন করে দাঙ্গা বাধানোর ষড়যন্ত্র চলছে কিনা তার সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য আপাততঃ আমার কাছে নাই। তবে, বামফ্রন্ট সরকারকে কেউ কোন রকম বেকায়দায় ফেলাবার জন্য কেউ যদি কোন রকম চেষ্টা করে, তাহলে সেটা রাজনৈতিক ভাবে কঠোর হস্তে দমন করা হবে। ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির যে বাতাবরন সৃষ্টি হয়েছে, তাকে রক্ষা করার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পিছ পা হবে না। যদি ত্রিপুরাতে আবার পাহাড়ী, বাঙ্গালী অথবা হিন্দু মুসলিমে কোন দাঙ্গা হয়, তাতে যে কারোই লাভ হবে না, এটা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিটি মানুষ এখন বুঝতে পেরেছে, কারণ, আমরা ইতিমধ্যে সামগ্রিক ভাবে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত। আমাদের চলার পথে অনেক বাধার সৃষ্টি হবে, আর ঐ বাধাকে অতিক্রম করার জন্য আমরা অতি অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব, এতে কারোও সন্দেহ থাকার কথা নয়; কেন না, আমরা ত্রিপুরাতে শান্তিও সম্প্রীতি রক্ষার জন্য অঙ্গিকার বদ্ধ।

শ্রীসমীর দেব সরকার :- যারা নিহতহয়েছে এবং যারা আহত হয়েছে তাদেরকে সরকারী সাহায্য কত দেওয়া হয়েছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এটা সরকারের নীতি আছে যারা নিহত হয় তাদেরকে সাহায্য দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে কত দেওয়া হয়েছে আমার জানা নেই। যদি সাহায্য না দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে দেওয়া হবে। হয়তো একটু দেরী হতে পারে কিন্তু দেওয়া হবে।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUGETESTIMATES FOR 1993-94

মিঃ স্পীকার :- ফাইনেনশিয়েল বিজিনেস। জেনারেল ডিসকাশন অন দি বাজেট এস্টিমেটস ফর দি ইয়ার ১৯৯৩-৯৪ইং যারা অংশ গ্রহন করবেন বিশেষ করে ট্রেজারী বেঞ্চের তাদের নামে একটি তালিকা জমা দেন। বিরোধী পক্ষের এটা কাজেকর্মে না হওয়া পর্যন্ত

কে কে আলোচনায় অংশ নেবেন তাদের নামের একটা তালিকা জমা দেন। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী মহোদয়কে অনুরোধ করছি আলোচনা শুরু করার জন্য।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (কৈলাশহর): - মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ৯ই জুলাই মাননীয় অর্থ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে যে চলতি আর্থিক বছরের ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন এটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (বিশালগড়) : - মাননীয় স্পীকার স্যার, এটাতো সাধারণ নিয়ম যে বাজেট বক্তৃতায় আলোচনার জন্য প্রথম সুযোগ বিরোধী দলকে দিতে হয়।

মিঃ স্পীকার :- আপনাদের নামের লিস্ট না পেলে কি করে আলোচনার জন্য ডাকব কাকে ডাকব? আপনারা নামের লিস্ট দেন। যেহেতু এটা এখনও ঠিক হয়নি. নির্ধারিত হয় নি সেই সাপেক্ষে উনাকে আলোচনা করতে দিন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— আমি ভেবেছিলাম. বিরোধী দলের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকেই প্রথমে আলোচনার সুযোগ দেওয়া হবে। অবশ্য উনি বললেও আমাদের তরফ কোন আপত্তি নেই।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ;— স্যার. ঘরের দরবার অ্যাসেম্বলীতে এনে সরকারের অর্থের ক্ষতি হল মিছে নিছি। স্যার, এখানে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তাতে অনেকের মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সকলের ইচ্ছাপূরণের বাজেট হয় নি এই হাউসের বাইরেও কিছু কিছু সমালোচনা কিছু কিছু অংশ-এর জনগণের মধ্যে হচ্ছে। স্যার: সেই সমালোচনা একেবারে উড়িয়ে দেবার নও নয়। সমস্ত মানুষের সমস্ত রকম আশা আকাঙ্খা পূরণ করতে পারবে এই রকম বাজেট হয়নি। মানুষের বাস্তব পরিস্থিতি এবং চাহিদা এ বাজেট এ্যাষ্টিমেটে একটা ফারাক ধরা পড়েছে এটা আমরা অস্বীকার করি না। তবে এর পেছনে কারন রয়েছে, যা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তাঁর বাজেট ভাষণে তুলে ধরেছেন। অভূতপূর্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের এই বাজেট পেশ করতে হয়েছে। সেখানে দেশের অর্থনীতিকেন্দ্রিক মুক্ত বাজার অর্থনীতি। স্যার, এই মুক্ত বাজার অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে, মূলতঃ বৃহৎ পুঁজিপতি এবং ধনপতিদের স্বার্থে প্রতিফলন করছে। এই মুক্ত বাজার অর্থনীতির ফলে দেশের গরীব অংশের

মানুষদের পিছিয়ে পড়া মানুষকে তোপের মুখে পড়তে হচ্ছে। সেই দিক থেকে একটা রাষ্ট্রের অর্থনীতির মধ্যে এর বিরাট প্রভাব পড়ছে। আমাদের মত ক্ষুদ্র রাজ্য যেখানে ৭০ থেকে ৮০ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছে সেই মানুষদের উপর এর ধাক্কা পড়ছে এটা আমরা ভুলে যেতে পারি না। এই জায়গার মধ্যে দাঁড়িয়ে গত পাঁচ বছরে যে সরকার ছিল, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের মনে দ্বন্দ্ব এরা ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনীতিকে দেউলিয়া বানিয়ে ফেলেছেন। তাঁদের মধ্যে ফিন্যান্সিয়াল ডিসিপ্লিন বলে কিছু ছিল না। সমস্ত দপ্তরগুলিতে চলছিল চরম অনিয়ম। ছিল অর্থনৈতিক সেচ্ছাচারিতা স্যার; স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে তিলে তিলে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সময়ে যারা সরকারে এসেছেন সেই প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রীসভারও অবদান ছিল রাজ্যে ইনফ্রা স্ট্রাকচার গড়ে তোলার জন্য। রাজ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের সময় কৃষি শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে একটা অর্থনৈতিক জোয়ার এসেছিল। যাতে করে একটি দুর্বলতর পিছিয়ে পড়া রাজ্যের ২৩ থেকে ২৫ ভাগ মানুষ (উপজাতি অংশের মানুষ), ১২ ভাগ তপশিলী জাতি অংশের মানুষ তাদেরকে জনবহুল রাজ্যের শক্তিশালী মানুষ হিসাবে পরিচয় দিতে পারে। তার জন্য ইনফ্রা স্ট্রাকচার ছিল। ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত জায়গায় যেখানে কাজ হতে পারে। বেকারদের কর্ম সংস্থান হতে পারে. শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া ছাত্র সমাজকে এগিয়ে আনা যেতে পারে সে জন্য শিক্ষার আমূল পরিবর্তনের কাজ শুরু হয়েছিল।

গত পাঁচ বৎসরে এই রাজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রের মধ্যে আঘাত হানা হয়েছে। এই রাজ্যের অর্থনীতিকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার দুর্বল করে দেওয়া, প্রতিটি ডিপার্টমেন্টকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। আমরা গত বিধান সভার নির্বাচনের এ রাজ্যের মানুষকে বলেছি এই রাজ্যটাকে ধ্বংস্তূপে পরিণত করে দেওয়া হয়েছে। আপনারা যদি আমাদেরকে ক্ষমতায় আনেন তাহলে পরে আপনাদের প্রত্যেকটি আশাকেই আমাদের পক্ষে পুরণ করা সম্ভব হবে না, আপনাদের উচ্চাশা পূরণ করা সম্ভব হবে না। প্রথমে আমাদেরকে এই ধ্বংসস্তূপকে সরাতে হবে, তারপর আস্তে আস্তে নতুন ভাবে ত্রিপুরাকে গড়ে তুলতে হবে। এবং সেই আবেদনই আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক অংশের মানুষের কাছে রেখেছিলাম এবং আমরা দেখেছি গত বিধানসভার নির্বাচনে এই রাজ্যের গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়েছেন, আমাদেরকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছেন। এই রাজ্যের মানুষের ভোটের যে রায়, সেই রায়কে আমরা মাথা পেতে নিয়েছি এবং আমাদের সরকারও কাজ শুরু করেছেন। প্রথম থেকেই এই রাজ্যের মানুষের মনে উচ্চাশা সৃষ্টি হতে পারে এই ধরনের কোন কথা আমাদের বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে

যা এই সরকারের তরফ থেকে সে ধরনের কোন কথা বলা হয়নি। বরং যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সে সমস্যাটাকে বুঝবার জন্য তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে বারবার। এই বাজেটের মধ্যেও সেটা পরিষ্কার ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং বাজেটকে যদি আপনারা মনোযোগের সহিত দেখেন তাহলে দেখবেন এক সাথে সমস্ত ডিপার্টমেন্টকে, সমস্ত জিনিসগুলিকে এক সাথে উন্নত করবার কথা বলা হয়নি। এখানে প্রায়রিটি ফিক্স আপ করা হয়েছে যে সমস্ত জিনিষ গুরুত্বপূর্ণ সেগুলিকেই বাজেটের মধ্যে আনা হয়েছে। তার মধ্যে দিয়ে এই রাজ্যের মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। পি. ডবলিউ. ডির বাজেট যদি আপনারা দেখেন, তাহলে দেখবেন এ্যাকসাপানশনে দিকে বেশী নজর না দিয়ে কনসোলিডিশানের দিকেই নজর দেওয়া হয়েছে বেশী। এডুকেশান ডিপারমেন্ট হল সবচেয়ে বিগ বাজেট। সেখানেও দেখা যাচ্ছে এ্যাকসপানশান থেকে কনসোলিডেশানের প্রতিই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেকেণ্ড লেফট ফ্রন্টে আমলে শিক্ষা দপ্তরকে যে ভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, গত জোট সরকারের আমলে সেটাকে ধ্বংস করা হয়েছে। সেটাকে যদি আমরা রিকসট্রাক না করি, রিভাইভ না করে নতুন কোন পদক্ষেপ নেই তাহলে লাভের চেয়ে ব্যর্থতাটাই প্রতিফলিত হবে বেশী। রাজ্যের যে শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে সেটা বলবার চেষ্টা করেছেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে এই রাজ্যটা যে শুধু কেন্দ্রীয় গৃহীত অর্থনৈতিক নীতির ফলে বঞ্চিত হয়েছে তা নয়, গত পাঁচ বৎসর জোট সরকারের অর্থনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতাই এর একটা অন্যতম প্রধান কারণ এবং তার সাথে যুক্ত হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ কমিশনের দৃষ্টিভংগী এই রাজ্যটাকে আরও বেশী করে দুর্ব্বল করে দিয়েছে। আমরা দেখেছি নবম অর্থ কমিশন এই রাজ্যটাকে বঞ্চিত করেছে, চরম ভাবে বঞ্চিত করেছে। নবম অর্থ কমিশনে আমাদের রাজ্যের বরাদ্দ কমে গেল এবং তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার গৃহীত যে অর্থনীতি সে অর্থনীতিই দায়ী। এই বাজেট ভাষণে বলা হয়েছে যে সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে পপুলেশ্যানের উপর ভিত্তি করে বাজেট বরাদ্দ করা হয় সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের ৯ম অর্থ কমিশনের ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে যে বাজেট বরাদ্দ করেছেন নিরিখে ক্রমহ্রাসমান। যেখানে ১৯৯০-৯১ সালে রাজ্য সরকার পেয়েছিলেন ১০১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা, সেখানে নবম অর্থ কমিশনের মঞ্জুরীকৃত সেই টাকা কমে গিয়ে দাড়িয়েছে ৭৯ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। সেটা কি বাস্তবে মেনে নেওয়া সম্ভব? কাজেই তার জন্য আমাদের সবাইকে লড়াই করতে হবে, আমরা সরকার থেকে তার বিরুদ্ধে লড়াই করব এবং মাননীয় বিরোধী সদস্যরা ও আপনারা বাইরে থেকে এবং হাউসের ভিতর থেকে সমর্থন করবেন। বিরোধী আসনে বসে

বিরোধী হিসাবে বিরোধীতা করলেই হবে না আসুন আমরা সবাই এক সঙ্গে তার প্রতিবাদ করি। কোন আমলে কি হয়েছে স্যার কোন আমলে কি হয় নি এটা না দেখে আসুন আমরা সবাই এক সঙ্গে তার প্রতিবাদ করি। জোট আমলে যা হয়েছিল সে সময়ে আপনারা পারে নি দিল্লীর দাদাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে গলা টিপে ধরেব বলে। আজকে প্রশ্ন উত্তর পর্বের সময় লক্ষ লক্ষ টাকার কারচুপির তথ্য দেওয়া হয়েছে। ২৮ লক্ষ জনগনের টাকা থেকেই কারচুপি করা হয়েছে, কারণ এই সমস্ত টাকাগুলি জনগণের উন্নতির প্রকল্পে ব্যবহার করার জন্য বরাদ্দ ধরা হয় এবং সেই বরাদ্দ টাকা থেকেই কারচুপি করা হয়েছে। মাননীয় বিধায়ক দীপক নাগ বলেছেন এ টি. টি এফের জন্য আপনারা উন্নয়ন মূলক কাজ করতে পারেন নি এটা মানুষ বিশ্বাস করে না। এ, টি, টি, এফ কার জন্য সৃষ্টি হয়েছে এটা তো আর আজকে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয় নি? তার জন্য তো আপনারা শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে পারলেন না। পাহাড়ে এ, টি, টি এফের সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু সমতলে এ, টি, টি, এফকে সৃষ্টি করেছে? আপনারা তো বলেছেন এ টি, টি, এফের জন্য উন্নয়ন মূলক কাজ করতে পারছেন না। উন্নয়ন মূলক কাজে তো বাধা সৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল না, জোট আমলে কে তাদের তৈরী করেছিলেন, এই এ, টি, টি, এফ নিয়ে এক একটা প্রাইভেট আর্মি তৈরী করেছিলেন সেটা এই রাজ্যের মানুষ দেখেছে এটাকে অস্বীকার করা যাবে না। এই ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যকে যে ধ্বংসস্তূপে পরিনত করা হয়েছিল সেটাকে কি ভাবে নূতন করে গড়তে পারি সেই চেষ্টা আমরা করি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনার বাজেট ভাষণে বলেছেন যে, এই সরকার যে দিন প্রতিষ্ঠিত হলো এই সরকারের কোষাগার ছিল শূন্য কিন্তু মানুষের আশা মানুষ অনেক কিছু চায় সরকারের কাছে। শুধু শূন্য কোষাগারই নয় বিভিন্ন খাতে দেনা নেওয়া হয়েছে। সরকারই শাসন ক্ষমতায় আসুক সেই সরকারকেই তো দেনা পরিশোধ করতে হবে।

এখন এই অবস্থার মধ্যে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ১৫০ কোটি টাকা চেয়েছেন। ১০০ কোটি টাকা চেয়েছেন যেটা বিনা সুদে ঋন হিসাবে এবং ৫০ কোটি টাকা অনুদান হিসাবে চাওয়া হয়েছে এবং এই ক্ষেত্রেও নবম অর্থ কমিশনের মধ্যে যে বঞ্চনা এই রাজ্যের জন্য হয়েছে তাকে পূরণ করা সম্ভব যদি আমরা টাকাটা পেতে পারি এবং তাতে সামগ্রিকভাবে রাজ্য লাভবান হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেননি। ইতিমধ্যে এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গত আড়াই মাস পৌনে তিন মাসের মধ্যে পর পর ৫ বার রাজ্যের মধ্যে বন্যা হয়েছে। এইটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানেন, সারা

ভারতবর্ষের মানুষ জানেন। ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনীতিকে জোট সরকার যে জায়গাতে নিয়ে গিয়েছিল তার মধ্যে বন্যা আর একটা আঘাত এনেছে এবং শতাব্দীর বিধ্বংসী বন্যা ১০০ বৎসরের যে বৃদ্ধ যিনি জীবিত আছেন তিনিও দেখেননি এত বড় বিরাট বন্যা। ক্ষয়ক্ষতি বিপুল। প্রাথমিক যে হিসাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে আমি যতটুকু জানি প্রায় ১০০ কোটি টাকার উপরে চলে যাবে কৃষি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা, সমস্ত দিক দিয়ে এই বন্যা ছোবল মেরেছে। এই ধ্বংসস্তূপ সরানো চারটিখানি কথা নয় এবং এইটা একা রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব না। তার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বার বার বলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কৃষিমন্ত্রী বলরাম জাখর এই রাজ্যে এসেছিলেন. তিনি সরজমিনে প্রত্যক্ষ করে গেছেন। তারপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রনালয় থেকে একটা সমীক্ষক দল এসেছিল ত্রিপুরা রাজ্যের বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি নিরুপনের জন্য। সমস্ত বন্যা পীড়িত এলাকাগুলি দেখে উঁনারা কেন্দ্রে ফিরে গেছেন এবং তারা বলে-গেছেন বন্যায় সাংঘাতিক ভাবে এই রাজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেল। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে গিয়ে বলব যাতে কেন্দ্র অনুদান এই রাজ্যে অতি শীঘ্র পাঠায়। এখন পর্য্যন্ত আমরা জানিনা ১ লাল পয়সা কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করছে কিনা ? এই বিধানসভার মধ্যে গত অধিবেশনে প্রথম অধিবেশনের মধ্যে এইটা আলোচনা করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের কথা, সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার আছে কি নেই সেটাই বুঝবার উপায় নাই। অবশ্য আমরা জানি নিজেরাই নিজেদের সেখানে লেজে গোবরে হয়ে আছেন। তার জন্য আমরা ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষ ত বঞ্চিত হতে পারেনা। এই বন্যার ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একমাত্র আমার কৈলাশহর বিভাগে ১৬০৬ পরিবার আছে যাদের মাথার উপর আকাশ ছাড়া আর কিছু নেই। ৬ হাজার পরিবার একটা রাজ্য সরকারের পক্ষে কি সম্ভব এই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার। আমরা কৃতজ্ঞ জনগনের কাছে এই বন্যা বিধ্বস্ত, মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রমান করেছেন এই রাজ্যের মানুষ আমরা অনেক দিক থেকে বিধ্বস্ত আক্রান্ত অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া কিন্তু মানুষ মানুষের জন্য। তারা দেখিয়েছেন একজন বিপন্ন বন্যা বিধ্বস্ত, মানুষের পাশে কিভাবে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। এই রাজ্যের গণতান্ত্রিক অংশের ছাত্ররা, যুবকরা, এই রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মীরা, বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীরা, কর্মচারীরা, এই রাজ্যের প্রশাসনের মধ্যে যারা যুক্ত আছেন, এই রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারী, এই রাজ্যের ব্যবসায়ীরা যে যতটুকু পারেন উদার হাতে বন্যা ত্রানে সাহায্য করেছেন। আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। বন্যা পীড়িত মানুষের হয়ে আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই

বাজেটের মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে আমরা একটার পর একটা আঘাতে জর্জরিত, তার মধ্যে বন্যা আমাদেরকে আরও কয়েক ধাপ পিছিয়ে দিল। সেই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ব্যতীত এই রাজ্যের মানুষকে বন্যায় ক্ষতি মোকাবিলা করে সামনের দিনে তার কৃষি, মৎস্য চাষ, ফরেষ্ট্রি এই সমস্ত কিছু ডেভলাপ করা কোন অবস্থাতেই সম্ভব না। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বাজেট উত্থাপন করেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি এবং এইটা লক্ষ্য করা গেছে এই বাজেটের মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কতগুলি ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেবার চেষ্টা করেছেন। যেমন মানুষের কাজও খাদ্যের সংস্থান করা। এইটাই মানুষের জীবনে সবচেয়ে জরুরী এবং এইটাকে সবচাইতে জরুরী হিসেবে অগ্রগণ্যভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই রাজ্যের পিছিয়ে পড়া মানুষ, জাতি উপজাতির মানুষ এই সরকারকে তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে। আমরা সোনার মনিমুক্তোর হার চাইনা, আমরা দালান পাকা বাড়ী চাইনা, আমরা চাই ২ মুঠো ভাত। আমার সোনারমণিমুক্তা চাই না. দালান পাকা বাড়ী চাই না আমার পেটে দু'মুঠো ভাত চাই, দুর্দিনের কাজ চাই। যে জিনিষটা ছিল না জোট আমলে। এই সরকারের দেওয়া জোট আমলের তথ্য থেকে আমরা দেখেছি এক বছরে একফোঁটা ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ হয়নি. এস আর ই পির কাজ হয়নি যেখানে সেখানে এই সরকার আসার পর কি এ ডি সি কি নন-এডিসি সমস্ত এলাকার মধ্যে এই সরকার এস আর ই পির প্রায় ১২০০ থেকে ১৫০০ মেনডেইজের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন, তাতে গ্রামীণ বেকারদের কর্ম সংস্থানের সুযোগ হয়েছে। এখন যে একটা অভাবের সময় এই সময় যখন অনাহারে মৃত্যু হত. আন্ত্রিক কলেরায় শত শত মানুষ প্রান দিতেন এই সময় জোট আমলে গত বছর ঐ ছামনু ব্লকের মধ্যে ৪২৭ জন উপজাতি জুমিয়া প্রাণ দিয়েছিল, তখন এই রাজ্যে কোন সরকার ছিল কিনা? এই রাজ্যের মানুষ সেদিন সেটা টের পায়নি। এখন অভাবের সময় জুম ফসল পেতে জুমিয়াদের আরও অনেক সময় বাকী, এই অবস্থায় সরকারকে ভাবতে হচ্ছে সেখানে বিনা মুল্যে ডবল রেশন চালু করতে পারবে কি না। এখনও চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত সরকার নিতে পারেনি। এমন আর্থিক অবস্থার মধ্যে এই সরকার পড়েছে বা এই সরকারকে ফেলা হয়েছে তবু এই সরকার এই দিকে সর্ব দিক গুরুত্ব দিয়েছে তার জন্য আমরা এই সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার দশটা রাস্তার মধ্যে ৫ টা রাস্তা পরে হবে. কিন্তু সম্ভব হলে খাদ্য প্রকল্পকে যদি সারা বছরের জন্য চালু রাখতে পারেন তাহলে এই সরকারকে এই রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষ তাদের যে আশির্বাদ দিয়েছে সেটাকে সরকারের মাথার উপর তারা রাখবে। তৃতীয়তঃ আইন শৃংখলা পরিস্থিতিতে এই আইন শৃংখলা পরিস্থিতি কারা নষ্ট করছে সেটা এই

রাজ্যের মানুষ সবাই জানেন। আমি আগে উল্লেখ করেছি যে ব্রীগেট এক একজন প্রাক্তন মন্ত্রী এ এল এরা তৈরী করেছেন, প্রাইভেট আর্মি তৈরী করেছেন যে সে তথা বর্তমান স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হাতে আছে। প্রাক্তন প্রাইভেট আরমির হাতে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র ও রাসায়নিক দ্রব্য রয়েছে এবং সেই সমস্ত জিনিষ এখনও উদ্ধার করা হয়নি। কাজেই আইন শৃংখলার যদি অবনতি ঘটে সেই কারণেই ঘটবে জঙ্গলের মধ্যে যে সমস্ত উগ্রপন্থী তৈরী হয়েছেন তা শুধু এ টি টি এফ না। গত ৫ বছরে এ টি টি এফ যেমন তৈরী হয়েছে তেমনিভাবে ঐ শ্যামাচরন বাবুর নেতৃত্বে তৈরী হয়েছে টি আর আর এফ এবং তার এখনও অস্তিত্ব আছে। কাঞ্চনপুরে দশদাতে ব্রাউবাবুর নেতৃত্বে তৈরী হয়েছে টি এস এফ, ত্রিপুরা সলভেশন ফ্রন্ট এবং তার অস্তিত্ব এখনও আছে। প্রাক্তন টি এন এল একের নেতা ধনঞ্জয় রিয়াং এর নেতৃত্বে টি এন এল এফ জঙ্গলের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে এবং সমস্ত রকমের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এন এল এফ টি ত্রিপুরা ট্রাইগার ফোর্স। অসংখ্য উগ্রপন্থী গোষ্ঠি এই রাজ্যের বর্তমান ঘোরাফেরা করছে। একথা সবাই স্বীকার করবেন। বামগনতন্ত্র ফ্রন্ট তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে বলেছেন এবং বর্তমান সরকার স্বপথ গ্রহনের পরবর্তী সময়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আমরা উগ্রপন্থী সমর্থন করি না। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমরা এই পথকে পরিহার করার জন্য সমস্ত উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলির কাছে আবেদন করেছি এবং পরবর্তী সময়ে এই সরকার গুচ্ছ প্রস্তাব উগ্রপন্থী বাহিনীর কাছে সেটাকে গ্রহণ করে স্বাভাবিক জীবনে গণতান্ত্রিক পরিবেশে এবং গণতন্ত্রের মুল স্রোতধারায় ফিরে আসার জন্য আবেদন করেছেন এবং এই প্রক্রিয়া চালু হয়েছে ও চলছে: কিন্তু কিছু কিছু রাজনৈতিক মহল উগ্রপন্থীরা যাতে সারেণ্ডার না করে তার জন্য তৎপরতা চালিয়েছে। রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলিকে কারা ব্যবহার করছেন আমরা দেখছি তাদের পশ্রয়ে মদতে টি এন ভি তৈরী হয়েছিল, বিজয় রাংখল তৈরী হয়েছিল, কাদের আমলে তারা ঘরে ঢুকলেন কাদের সঙ্গে রাজীব গান্ধী চুক্তি করলেন এই সমস্ত ইতিহাস ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের অজানা নয়। কাজেই এই রাজ্যের প্রতিটি স্বশস্ত্র উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলিকে রাজনৈতিক সুবিধা বাদের জন্য যাঁরা ব্যবহার করছেন তাদের কাছে আমাদের সরকারের আবেদন এই পথ আপনারা পরিত্যাগ করুন, গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে আজকে উগ্রপন্থী সমস্যা রয়েছে।

আজকের গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে উগ্রপন্থী সমস্যা রয়েছে। আমাদের ভারতবর্ষের দুই দুই জন প্রধানমন্ত্রী কে এই উগ্রপন্থীদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। কাজেই উগ্রপন্থী সমস্যা শুধু ত্রিপুরায় নয়। কিন্তু আমাদের কথা এইটা নয় যে সারা ভারতবর্ষে যেহেতু উগ্রপন্থী

সমস্যা রয়েছে। সেহেতু ঃ ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধানের জন্য কম দৃষ্টি দিলে চলবে না। আমাদের সরকার রাজ্যের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি যাতে অবনতি না হয় সেই দিকে সম্পূর্ণ নজর সচেষ্ট। আইন শৃংখলাকে যাতে কেউ নিজের হাতে তোলে নিয়ে

নিতে না পারে সে জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে জনগণের কাছে আবেদন রেখেছেন। এই জন্য আমরা লক্ষ্য করছি জনগণের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া গেছে। রাজ্যের সামগ্রিক আইন শৃংখলা এবং উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করছেন -কাজেই এইটা নিশ্চয় আমরা সমর্থন করব।

তার পাশাপাশি এই রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ফিসারিজ ডিপার্টমেন্ট, ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট, রোডস্ অ্যাণ্ড ব্রিজেস্—যোগাযোগ হচ্ছে আমাদের রাজ্যের উন্নয়নের একমাত্র পূর্বশর্ত—মিনিমাম নীডস্ যেটা সেটা এই বাজেট বরাদ্দের মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষত এ, ডি, সি. এলাকার উন্নয়নের জন্য এখানে অনেক আলোচনা করা হয়েছে. রাজনৈতিক স্বার্থে যারা এ, ডি, সি কে গলা টিপে মারার চেষ্টা করেছেন তারা আজকে হতাশ হয়েছে। আজকে এ, ডি. সির কাজকর্মের তাদের কৃতকর্মের জন্য এ, ডি সি. এলাকায় বহু উপজাতি লোককে অনাহারে মৃত্যুবরন করতে হয়। (এই উপজাতিরা হচ্ছে বামফ্রন্টের অকৃত্রিম বন্ধু) এর যোগ্য জবাব দিয়েছেন। আমি বলব বামফ্রন্টের শাসনকালের দশবছরের এ, ডি, সি, র কাজকর্ম আর বর্তমান কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস, পরিচালিত এই আড়াই তিন বছরের কাজকর্মের সুফল আর ব্যর্থতা আপনারা নিজেরাই দেখুন। এই রাজ্যের মানুষ দু' চোখ খোলে রেখেছেন—তাই আপনাদের কেউ রেহাই পাবেন না।

তাই বর্তমান রাজ্য সরকার এ, ডি সি,র উন্নয়নের জন্য বিশেষ করে উপজাতি অংশের মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য রাজ্য সরকারের যেটুকু ক্ষমতা আছে তাই দিয়েই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা—উদ্যোগ নিয়েছেন—এবং তারই প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করেছি এই বাজেটের মধ্যে কাজেই এই বাজেটকে আমি পুরাপুরিভাবে সমর্থন করছি।

এইখানে নিশ্চয়ই বিরোধীদলের সদস্যরা বলবেন যে এই বাজেট রাজ্যের মানুষের আশা আকাংখা যথাযথভাবে পূরণ হবে না—এবং এই জন্য তারা সমালোচনাও করছেন বাজেটের উপর। কিন্তু আপনারা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আপনারা গঠনমূলক সমালোচনা করুন মানুষ আপনাদের গ্রহণ করবেন। তা না হলে মানুষ আপনাদেরকে আংশিকভাবে জনগণ

আপনাদের মাত্র ১১ জনকে এখানে নির্বাচিত করে পাঠিয়েছেন—এরপর জনগণ আপনাদের পুরাপুরিই বর্জন করবেন। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আপনারা এই বাজেটকে সমর্থন করবেন। আমি আশা করব গঠনমূলক সমালোচনা করে আপনারা এই বাজেটকে সমর্থন করবেন। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল চৌধুরী (সাব্রুম) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ঃ এইখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি। কিন্তু এই বাজেট যে সব অংশের মানুষের চাহিদা পূরণ করতে পারবে তা নয়। এই বাজেট যারা যে রাজ্যের পূর্বাকাশে সূর্য্যোদয় হয়েছে তা নয়। অন্ধকারের মধ্যে দীপশিখা যেমন কিছুটা আশার সঞ্চার করে তেমনি এই ত্রিপুরা রাজ্যের অন্ধকারের মধ্যে একটি দীপশিখা হিসেবে এইটাকে উল্লেখ করা যায়।

এই বাজেটের মধ্য দিয়ে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রস্ফুটিত হচ্ছে। আমি সব দপ্তরের কথা বলছি না। শুধু মাত্র শিক্ষা দপ্তরের কথাই বলছি। শিক্ষা দপ্তরের উন্নয়নের জন্য কিছুই করা হয় নাই জোট রাজত্বে। মিড্‌ডে মিল ইত্যাদি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বইনিয়ে পর্য্যন্ত কেলেংকারী তখন হয়েছিল। কাজেই সেই অব্যবস্থা থেকে যদি সরে আসতে হয় তাহলেই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হতে পারে এবং এটাই আমাদের মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রী কতৃক পেশ করা বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে। বই স্টাইপেণ্ড ইত্যাদি ব্যবস্থার কথা এই বাজেটেই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু জোট আমলে এই নিয়ে শুধুমাত্র ছিনি মিনি খেলা হয়েছে। স্কুলগুলির আজকে কি অবস্থা? বিভিন্ন স্কুলের স্টাফ সংখ্যা সহ যাবতীয় কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। এমনকি বিভিন্ন ইন্সপেক্টর অব স্কুলে স্কুলের যাবতীয় জিনিষপত্রের হিসাবের জন্য কোন স্টক রেজিস্ট্রার পর্যান্ত নেই। কোন স্কুল কি নিচ্ছে সেটার পর্যান্ত উল্লেখ নেই। টোটাল স্কুল বিল্ডিং-এর সংখ্যা কত এটাও জানা যাবে না। গত পাঁচটা বছর এটার মধ্যে কোন মা-বাপ, ছিল না। লেখা পড়া হবে কি? ঘরই নেই। খোরাকাপ্পা স্কুল করেই পুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘরটা পর্যান্ত করা হয় নাই। ফার্নিচারও নেই। মাস্টার মশাই আছেন ৪ জন। কি ভাবে কি হয়? গত পাঁচটি বছর কি রাজ্যে কোন সরকার বা মন্ত্রীসভা ছিল না? থাকলে তা এটা বুঝা যেত না।

সব জায়গায় এই রবস্থা। আইলমুড়া হাইস্কুলে ২০ থেকে ২২ টা মাত্র বেঞ্চ। আর নেই। ছাত্র আছে অথচ বসার জায়গা নেই। শীলাছড়িতে একটি হাইস্কুল। অথচ সেখানে মাত্র ৭ জন স্টাফ। ছাত্র রয়েছে ৪০০। গড়ে প্রতিদিনই তিনজন শিক্ষক অনুপস্থিত। কিন্তু স্কুল চলছে। কাজেই এই অবস্থার মধ্য থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। আমার মনে হয় বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার সেটা সুষ্ঠভাবেই করার চেষ্টা করছেন এবং এটা আমার বিশ্বাসও। সাব ডিভিশন ওয়াইজ স্টক রেজিস্ট্রার রাখতে হবে। আমরা কি দেখেছি কোন কোন স্কুল ব্ল্যাক বোর্ড নেই চক নেই ইত্যাদি। সাংঘাতিক অবস্থা। এরকম সব জায়গাতে রয়েছে।

ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি রিসেস্ এর পর বলবেন। এই সভা বেলা দুই ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সুনীল চৌধুরী মহাশয়।

শ্রীসুনীল চৌধুরী ; — মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দ্বাদশ স্কুলের পরীক্ষার কথা বলেছিলাম। এবার এই দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা যখন হল যখন ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতি শাসন ছিল। একটা জিনিষ ছাত্রদের মনে বিগত পাঁচ বছরে এই ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, বই দেখে লিখতে পারবে। এবং এই ধারণা থেকে ছেলেরা লেখাপড়া করে নি। কারণ একটা ধারণা ছিল বই দেখে এবারও পরীক্ষা দিতে পারবে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসন হওয়ার পরে একটা চরম বিপর্যয় নেমে এল ছাত্রদের মধ্যে। পরীক্ষা আর বই খুলে দেওয়া সম্ভব হল না। আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার এর আমলে যেসব স্কুলের মধ্যে শতকরা ৬০ থেকে ৭০ জন ছেলে মেয়ে পাশ করত এবার সেখানে দেখা গেল সেটা নেমে এসে কোনটার মধ্যে ত্রিশ আবার কোনটার মধ্যে ২৫ থেকে ২০ হয়ে গেল। এটা দেখে বুঝা যায় যে, যারা নাকি জাতীয় মেরুদণ্ড হয়ে আগামী দিনে আসছে, সেই যুবকদের মধ্যে এই রকম একটা অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছিল। যার প্রতিফলন আমরা হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার মধ্যে দেখি। বিশেষ করে আমাদের সাব – ডিভিশনের কয়েকটা স্কুলের নাম উল্লেখ করছি। যেমন সাব্রুম হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে এবার মাত্র ১৭ জন পাশ করেছে। যেখানে কোন সময় ৬০, ৭০ এর নীচে নামে নি। কিন্তু দেখা গেল ১৭ জনের মধ্যে

নেমে গেল। তারপরে গার্লস স্কুল যেখানে আমরা দেখেছি ৩০, থেকে ৪০ টি মেয়ে পাশ করত। কিন্তু এবার ১১ জনে নেমে গেল।

তারপরে ব্রজেন্দ্র নগর যেখান থেকে ৪০ জন থেকে ৬০ জন মেয়ে পাশ করত, সেখানকার ফলাফল একধম নৈরাশ্যজনক। মাত্র ৪ জন পাশ করল। মধু হায়ার সেকেণ্ডারীতে শোচনীয় ফল যেখানে শতকরা ১৫ জন হবে না। এই রকমভাবে যারা নাকি জাতীয় মেরুদণ্ড যারা ভবিষ্যত প্রজন্মে আসছে, যারা জাতীকে গঠন করবে তাদের মধ্যে কি রকম একটা নৈরাশ্যজনক অবস্থা। এবং সেটা সৃষ্টি করেছিল জোট সরকার এটা স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় পরীক্ষার ফলের দিক থেকে। কাজেই এটা বুঝতে হবে যে কি অবস্থা'র সৃষ্টি করেছিল তারা এটা শুধু একটা জায়গায় না সমস্ত জায়গাতে! কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষার অগ্রগতির জন্য আমরা এখানে জাতি উপজাতির ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমে করে যাতে নাকি অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা এই বাজেটের মধ্যে দেখতে পারছি। এবং ককবরককে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত যাতে লেখাপড়া শিখানো যায় তারও একটা ব্যবস্থা হচ্ছে। এবং আমরা আর একটি কথা এখানে গর্বের সঙ্গে ঘোষনা করতে পারি যে, এই রাজ্যের মেয়েদের জন্য একটি পলিটেকনিক্যাল কলেজ হচ্ছে। সেটা কম কথা না, দীর্ঘ দিনের চাহিদা এই বামফ্রন্ট সরকার আজকে পূরণ করতে যাচ্ছে তাছাড়া এই রাজ্যে একটি কেন্দ্রীয় পাঠাগার হবে এবং কলা একাডেমি স্থাপন করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভাষণে সুস্পষ্ট। কাজেই এই দিক থেকে আমরা দেখতে পাই শিক্ষার অগ্রগতির জন্য বামফ্রন্ট সরকার সদা সতর্ক

তার পরে যদি আমরা দেখি কৃষি ব্যবস্থা সেটা বামফ্রন্ট আমলে যেমন ছিল, এবং পরবর্তী সময়ে বিগত জোট সরকারের আমলে যদি দেখি তহলে কি দেখব? যেমন মিনি কিডস যেগুলি সব অদৃশ্য হয়ে গেছে গেছে। বিগত পাঁচে বছরে মিনি কিডস বলে কোন জিনিষ ছিল না।

আমরা দেখেছি ৫০ টাকা দিয়ে আড়াইশ টাকার সার পাওয়া যেত বামফ্রন্ট আমলে জোট রাজত্বে আমরা দেখলাম টাকা দিয়েও সার পাওয়া যায় না। সারের জন্য মারা মারি হুড়া হুড়ি। যার ৫ কানি জমি আছে তাকে বলছে ২ কেজি ইউরিয়া নিয়ে যাও। তাহলে ৫ কেজি ইউরিয়া নিয়ে কি তার কপালে দেবে না জমির মধ্যে লাগাবে কোথায় লাগাবে? এই হচ্ছে অবস্থা।

সমস্ত জায়গায় নৈরাজ্য তৈরী করেছিলেন এই জোট সরকার কোন কিছুর দিকেই লক্ষ্য ছিল না. আপনারা আলু চাষ করতে গেলে যে এনড্রিন লাগে তা নেই বেগুন চাষ করতে গেলে যে ফোরাডন লাগবে তা নেই, কীটনাশক জাতীয় কোন ঔষধই পাওয়া যাচ্ছিল না। সারের দাম তো কি হারে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তা বলে লাভ নেই; ভরতুকী তো প্রায় তুলেই দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছিল; কাজেই আমরা দেখেছি এই বাজেটের মধ্যে ১৫ কোটি ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে যাতে করে সারটাও কৃষক দেরকে দেওয়া যায়। মৃত্তিকা সংরক্ষণ এর ব্যাপারে আমরা দেখিছি যে, এখানে মিনি হলেও ১ হাজার হেক্টর বিশিষ্ট মাইক্রো ওয়েল ওয়াটার সেট করে তোলার ব্যবস্থা হয়েছে প্রতি জেলায় একটা করে। কাজেই এইভাবে বামফ্রণ্ট সরকারের কাজ করার শুভদৃষ্টি তার প্রতিফলন এখানে দেখা যাচ্ছে। এবং আরেকটা জিনিষ আছে ভুগর্ভের যে জল সেই জল যাতে গরীব মানুষ ব্যবহার করতে পারে তার জন্য ৯ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে, কাজেই এটাও গরীব মানুষের উপকারে আসবে। এ ছাড়াও সমাজের মধ্যে নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, পদদলিত ছিলেন, যাদের বয়স হয়ে গেছে যারা কাজ করতে পারেন না তাদের ভাতা যেটা ৭৫ টাকা ছিল সেটা বাড়িয়ে ১০০ টাকা করা হয়েছে, নির্বাচনের আগে কংগ্রেস থেকে বড়গলায় নাকি বলা হতো যে তাদের ভাতা ১৫০ টাকা দেওয়া হচ্ছে আর ৭৫ টাকা বামফ্রণ্টের ক্যাডাররা খেয়ে ফেলছে। তোমাদেরকে ৭৫ টাকা দেওয়া হচ্ছে আর ৭৫ টাকা লোকসান ছিল তার থেকে তারা একটি পয়সাও বাড়াতে পারেনি। এবং যারা মারা গেছেন সেইগুলি পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে আছে। এই ছিল অবস্থা। আজকে সেখানে পুনরমুল্যায়ন করে জিনিষের দাম বেড়েছে, তা দিয়ে নিশ্চয়ই দু বেলা পেট ভরে খেতে পারবেন না কিন্তু দিন আনতে হলেও একবেলা খেতে পারবেন কিনা তার জন্য ১০০ টাকা মজুরী চাওয়া হয়েছে কাজেই এটা পরিষ্কার বামফ্রণ্ট সরকার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে মানুষের উপকার করার কল্যান করার পরিকল্পনা এই বাজেটের মধ্যে রয়েছে।

স্বাস্থ্য, সবার জন্য স্বাস্থ্য -- সেটার ব্যাপারে আমি বলছি আজকে তা জেলার হাসপাতাল গেলে দেখতে পারবেন, সাধারন ওয়ার্ডে যারা আছেন তাদের পায়খানা করার পর্য্যন্ত পায়খানা নেই, এরকম একটা অবস্থা, নৈরাজ্য জনক অবস্থা নিশ্চয়ই তার সংস্কার করা দরকার। আমার এখানে শ্রী নগর. এলাকার মধ্যে ৬ টা গ্রাম সভা আছে, তার মধ্যে আছে একটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার, সেটা একেবারে বর্ডার এরিয়ায়, সেখানে কোন অবস্থাতেই রোগীরা যাওয়া নিরাপদ মনে করেন না, সেখানে ডাক্তারও যেতে ভয়পান, নার্সরাও যেতে নিরাপদ মনে করেন না তারা সব সময় একটা হুমকির মধ্যে আছে. অথচ সেখানে ২৫

হাজার লোকের বসবাস, কাজেই সেটাকে সেখান থেকে সরিয়ে এনে ওয়াংবাড়ী এলাকার মধ্যে অর্থাৎ ৬ টা গাঁও সভার মাঝখানে যাতে করা যায়, তাহলে অন্তত যতটুকু চিকিৎসার সুযোগ আছে তা তারা পেতে পারেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে আসছে।

শ্রীসুমিল চৌধুরী :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না, আমি একটা কথাই বলতে চাই এই বাজেট মানুষের সর্বাঙ্গিন উন্নতি করার বাজেট এ কথা আমি বলি না. তা হলেও আমি এ কথা বলি যে এই বাজেট মানুষের আসার সঞ্চার সৃষ্ট করার বাজেট যাতে করে মানুষ এই বাজেটকে ভিত্তি করে বাঁচতে পারে.। এই বাজেটকে আমি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৯৩-৯৪ সালের বাজেট গত ৯ই জুলাই এই বিধান সভায় পেশ করেছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের অর্থ মন্ত্রী মহোদয় গত ৯ই জুলাই তারিখে এই সভায় সামান্য ১৯৯৩-৯৪ সালের জন্য বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন, তার সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী সভার অন্যান্য সদস্য এবং হাউসের বিধায়কদের কংগ্রেস ও টি. ইউ. জে, এসের পক্ষ থেকে এটুকু আশ্বাস দিতে পারি যে ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি শৃংখলা ও সম্প্রীতি রক্ষার জন্য সর্বতভাবে এই সরকারকে সহযোগীতা করবো এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনে আমরা গঠনমূলক সমালোচনাও করবো। একটা অনুরোধ আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবো, সেটা হল সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে যেন আমাদের কণ্ঠরোধ না করা হয়, সে দিক থেকে তিনি যেন লক্ষ্য রাখেন। কারণ, অতীতের অভিজ্ঞতা এই বিষয়ে খুব মধুর নয়। ১৯৮৮ সালের আগে বিগত বামফ্রন্টের আমলে যখন মাননীয় নৃপেন চক্রবর্ত্তী এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন দেখা গিয়েছে বিরোধীদের উপর আক্রমণ ঘটনার উদাহরণ আছে। সেটা যেন এবার এই হাউসে না হয়, তার জন্য এই হাউসের নেতা মাননীয় দশরথ বাবুর কাছে আমি এই অনুরোধ রাখব। আমরা এই বিধান সভায় সংখ্যালঘু, এটা আমাদের জানা আছে. কিন্তু গত নির্বাচনে কং-

প্রেস টি, ইউ, জে, এস যে ভোট পেয়েছে, তা অর্ধেকেরও বেশী। যা হউক আমি প্রথম মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবো. কারণ তিনি তাঁর বাজেট বক্তব্যের ১'৩ প্যারাতে বিগত জোট সরকারের আইন শৃঙ্খলা সম্পর্কিত কার্যালয়ের সঠিক মুল্যায়ন করেছেন। তিনি সেখানে বলেছেন গত বছর সাম্প্রদায়িক এবং বিভেদকামী শক্তিগুলি দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম ও জাতপাতের নামে ভারতের সমাজকে বিভক্ত করার প্রাণপণ করার চেষ্টা করেছে। এই দুর্ভাগ্যজনক হুজুক বিভিন্ন আকারে বার বার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। এই ত্রিপুরার শান্তিপ্রিয় মানুষ এর একটা বিশেষ কৃতিত্ব রয়েছে। জাতিগত পার্থক্য থাকা সত্বেও এলাকার জাতি উপজাতি মানুষ প্রশংসনীয় ভাবে ঐক্য ও সম্প্রীতি রক্ষা করেছেন এবং অন্যান্য রাজ্যের ঘটনাবলীর দ্বারা নিজেদের প্রভাবিত হতে দেননি। তাই, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর বিগত জোট সরকারের প্রশংসার জন্য আমি উনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এটাসম্ভবপর হয়েছে এই কারণে যে জোট সরকার সাধারণ মানুষের আন্তরীকতা সঙ্গে নিয়ে জনসাধারণকে এক সঙ্গে নিয়ে রাজ্যের পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা করেছিলেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। আমরা ঐ সময় লক্ষ্য করছি যে পশ্চিম বাংলার মার্কসবাদী রাজ্য কলকাতা সহ আস পাশ অঞ্চলগুলিতে হাজার হাজার লোক নিহত হয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গের কলকাতার পার্ক সার্কাস গার্ডেন রীচ এবং টেঙরা এলাকাতেই এক দিনে ২৪০ জন লোক দাঙ্গাবাজদের হাতে বলি হয়েছে।

একদিনে ২৪০ জন হত্যা হয়েছে। এরকম নজির আছে। শুধু তাই নয় সেখানে লঘু সম্প্রদায়ের লোককে গুলি করে হত্যা করেছে। কিন্তু বিগত পাঁচ বছরে ত্রিপুরাতে তার একটিও উদাহরণ নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় বাজেট সম্বলিত পুস্তিকাটি খুব সুনির্দিষ্টভাবে স্টেশনারী এবং প্রিন্টিং ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী ছাপিয়েছেন। সেই জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এই বইগুলিতে ত্রিপুরার জনসাধারণের আর্থিক উন্নতির কোন কথা নেই, আছে কিছু বাকচাথুর্য্য, আর কেন্দ্রীয় সরকারের ডিভেলুয়েশন গ্রান্ট ইন এইড লোন্স অ্যাণ্ড অ্যাণ্ডভান্স, সেন্ট্রাল সপন্সর্ড স্কীম এবং আর আছে কি যোগ বিয়োগের হিসাব। এটা স্যুপার ক্যালাবিকেল ওয়ার্কস ছাড়া আর কিছু নয়। এটাকে জনবিরোধী বলছি না, আবার জনস্বার্থে এটাও বলতে পারছি না। এই বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে জনগণের প্রতি চরম উপেক্ষা। বামফ্রন্টের নির্বাচনের সঙ্গে এটা সংহতি বিহীন। রাজ্যের বেকার কর্মসংস্থানের কোন উল্লেখ নেই। সেলফ এমপ্লয়মেন্ট সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি। বিগত জুট সরকার যে সমস্ত বেকারদেরকে চাকুরী দিয়েছি তাদের চাকুরী ছাঁটাই করা হয়েছে। তারা এখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে।

শ্রমিকদের ওয়েজ সম্পর্কে এই বাজেটে কোন কিছু উল্লেখ নেই। সরকারী আধা সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৈষম্য কিছুটা রয়েছে। সেটা দূর করার ব্যাপারে এই বাজেটে কোন উল্লেখ নেই। জুট সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে এপ্রিল মাসে কর্মচারীদেরকে এক কিস্তিত ডি, এ. দেওয়া হবে। কিন্তু এই সরকার ক্ষমতায় এসেছে তিন মাস হলো কিন্তু বাজেটে তার কোন উল্লেখ নেই। রাজ্যে ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড চলছে। চাঁদার জুলুম চলছে। এই সরকার ক্ষমতায় আসার তিনমাসের মধ্যে ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত ১৫০ টি হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে।

কোন উল্লেখ নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তা হলে বাজেটে কি আছে? আজকে বাজেট বিশ্লেষন করলে দেখা যায় দু'টি জিনিস। একটি হল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি রাজনৈতিক কটাক্ষ, আর অন্যটি. বিগত জোট সরকারের সমালোচনা। 'ধান ভাণতে শিবের গান মাননীয় উপাধ্যক্ষ, মহোদয় মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট ভাষণের প্রথম পৃষ্ঠায় ১. ২ প্যারাগ্রাফে আছে, 'এই বছরটিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুগান্তকারী রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে। জাতীয় ক্ষেত্রে মুক্ত অর্থনীতির নামে বিবেচনাহীনভাবে সমাজের দুর্বলতম মানুষকেও বাজারের বৃহৎ শক্তিগুলির কোপের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। দেশের অর্থনীতি মুক্ত করার নামে সামাজিক নিরাপত্তা এবং দুর্বলতর শ্রেনীর মানুষের কল্যাণের প্রচলিত চিন্তাভাবনাকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। এটা স্যার, আমার কাছে একটু অদ্ভুত লাগছে এর মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিংবা বাজেট যারা রচনা করেছেন সেইসব রচয়িতারা কি বলতে চাইছেন তার কোন ব্যাখ্যা সেখানে নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ, মহোদয়, কংগ্রেস টি, জে, এস, খোলা অর্থনীতি সমর্থন করে। খোলা বাজার সমর্থন করে। আমরা এটা প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করছি, বিগত ৪ বৎসরে যেখানে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল, ১৩,৫ সেখানে এই মুক্ত অর্থনীতির ফলে এই মুদ্রাস্ফীতির হার নেমে এসেছে ৫'৬ শতাংশে। আমি বলছি না, খোলা অর্থনীতির ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের দাম কমে গেছে। তবে একটা স্থিতিশিল পর্য্যায়ে আছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ;— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন :— স্যার, আমরা ৫০ মিনিট পাব। আজকে আমাদের আর কেহ বলবেন না। আমি মাননীয় স্পীকার, স্যারকে বলেছি, ৪০ মিনিট বলব। উনি রাজী হয়েছেন।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া :- স্যার, আমি বলব না। আমার সময়টা উনি বলবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ঠিক আছে, বলুন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— তাহলে দেখতে পাই, ১৫০ জন কংগ্রেস টি. ইউ. জে এস কর্মী সাব্রুম থেকে ধর্মনগর খুন হয়েছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নাম চাইলে আমি দিতে পারি. মাননীয় উপাধ্যক্ষ, মহোদয়, আজ পর্যন্ত ৩০ জন এ, টি টি, এফের হাতে হত্যা হয়েছে। কিন্তু এই বাজেট ভাষণে তার কোন উল্লেখ নেই কিংবা তাদের প্রতি কোন সমালোচনা নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ৫ হাজার যুবক ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে। আমরা কাগজে দেখেছি ওরা বাংলা দেশে বি. ডি, আর এর হাতে পড়ে জেলে পচছে। কেডারদের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে জেলে আছে আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেখেছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছেন. আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়া সরকার মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় হাসপাতালে হাজার হাজার কংগ্রেস টি, ইউ. জে এস কর্মী চিকিৎসিত হচ্ছে কাডার গুণ্ডা বাহিনীর আক্রমণে আহত হয়ে। কিন্তু এ ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট ভাষণে কোন উল্লেখ নেই। স্যার, গত তিন মাসে ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত ১২০টি নারী ধর্ষিত হয়েছেন। থানায় এফ, আর. নেওয়া হচ্ছে না। বলা হয় পার্টি অফিস থেকে চিরকুট নিয়ে আসতে। পার্টি অফিস চিরকুট আনার জন্য গেলে বলা হয় থানার এফ আর করতে যাওয়া হলে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া হবে। রাজ্যের আইন শৃংখলা এইভাবে চলছে তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে দেওয়া হয় নি। কমলপুর থেকে খোয়াই মহকুমা এমনকি সদর মহকুমায় পর্যন্ত শিক্ষকরা স্কুলে যেতে পারছেন না, সরকারী কর্মচারীরা কর্ম স্থলে যেতে পারছেন না এ টি টি এফ এর চাঁদার জুলুমে। আজকে ১০/২৫ হাজার টাকা দিয়ে স্কুলে যেতে হচ্ছে। এ ভাবে ত স্কুল চলে না কিংবা শিক্ষার পরিবেশ থাকে না। এসবের উল্লেখ বাজেটে নেই এখানে বলা হচ্ছে পাহাড়ী ভাইদের উন্নতির জন্য এই করতে হবে সেই করতে হবে। আজকে অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট ভাষণে এই এ টি টি এফদের কোন উল্লেখ নেই। রাজ্যের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির স্যার হিসাবে আমি ৩৩ মিনিট পাব। আমি মাননীয় স্পীকার মহাশয়কে বলেছি আমাকে ৪০ মিনিট সময় দেবার জন্য উনি রাজী হয়েছেন।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া : — স্যার! আমি বলব না। আমার সময়টা সমীর বাবুকে দিয়ে দিয়েছি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি কমে ব্যালান্স পেমেন্ট-এর অবস্থা নিঃ সন্দেহে আমাদের রাষ্ট্রের অনুকূলে এসেছে। কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘাটতি জাতীয় গড় উৎপাদনের প্রায় ৮'৫ শতাংশ থেকে কমে এসে ৬'৬ দাড়িয়েছে এই স্থিতিশীল অর্থনৈতিক নিরাপদ বুনিয়াদ নিঃসন্দেহে সারা ভারতবর্ষ তথা সারা পৃথিবীর কাছে প্রসংশা পাচ্ছে। স্যার, এই মুক্ত অর্থনীতির প্রবক্তা শুধু কংগ্রেসী নয়। আজকে চীন দেশে আমরা দেখছি, রাশিয়াতে দেখতে পাচ্ছি এমন কি পূর্ব ইউরোপের সমাজবাদী দেশ বলে যারা পরিচিত আজকে তারাও মুক্ত অর্থনীতির প্রবক্তা হয়েছেন। স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তাঁর বাজেট ভাষণের ১.৪ নং প্যারাতে বলেছেন—নবম অর্থ কমিশন ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যে বরাদ্দের সুপারিশ করেছেন তা বাস্তবের নিখিরে ক্রমহ্রাসমান যেখানে ১৯৯০-৯১ সালে রাজ্য সরকার পেয়েছিলেন ১০১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা সেখানে নবম অর্থ কমিশনের মঞ্জুরীতে সেই টাকা কমে গিয়ে ১৯৯৪-৯৫ এ দাড়িয়েছে ৭৯ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। দুর্ভাগ্য আমার। মনে হয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ব্যাপারটা তলিয়ে দেখেন নি। উনি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগটা তোলার আগে পুরো জিনিষটা যদি জেনে নিতেন তাহলে নিশ্চয়ই বাজেটে এই শব্দটা স্থান পেত না। আমার বক্তব্যের পর যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেন যে এখানে তথ্যের কারচুপি হয়েছে তাহলে যে সমস্ত কর্মচারী বাজেট প্রনয়ণ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, সকলের অবগতির জন্য আমার বক্তব্য এখানে উপস্থিত করলাম। অর্থ কমিশন রাজ্যগুলির নির্দ্ধারিত ৫ বৎসরের আয় ব্যায়ের ফোর কাস্ট করে বৎসর ভিত্তিক অর্থ মঞ্জুরী করে থাকেন উপরি উল্লেখিত অর্থ বরাদ্দ করা হয় ভারতীয় সংবিধানের ২৭৫(১) ধারা অনুযায়ী। নির্দ্ধারিত ৫ বৎসরের রিসিট এ্যাণ্ড এ্যাবসপেণ্ডিচার যে ফারকাস্ট আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নির্মিত হয় তার ভিত্তিতে নন প্ল্যান বাজেট সারপ্লাস বা ডেফিসিট হিসাবে চিহ্নিত হয়। এর উপর ডিভ্যালুয়েশান অর্থাৎ সেন্ট্রাল রেভেনিয়্যু স্টেট শেয়ার এর ভিত্তিতে নন প্ল্যানের বাজেট চূড়ান্ত সারপ্লাস বা ডেফিসিট নির্মিত হয় বাৎসরিক হিসাবে। এই হিসাবে ভিত্তিতে ৫ বৎসরের জন্য অর্থ বৎসরের ভিত্তিতে অর্থ কমিশন মঞ্জুরী ঘোষণা করেন। এটাই প্রচলিত নিয়ম। আরও একটু পরিষ্কার করে বলার জন্য আমি নবম অর্থ কমিশনের উদ্ধৃতি থেকে পড়ে শুনাচ্ছি :

নবম ফিনান্স কমিশন ৯০-৯৫ ইং সালের জন্য প্রি ডিভ্যালুয়েশান ডেফিসিট ১৪২২.৬৭ কোটি টাকা, শেয়ার ইন ট্যাক্সেস, ইনক্লুডিং গ্র্যান্ট ইন দ্য রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার ফেয়ার ট্যাক্স আমরা পেয়েছি সারপ্লাস ৯৫৬ ৬৬ কোটি টাকা। তাহলে নন প্ল্যান ডেফিসিট

থাকছে ৪৬৮.৫ কোটি টাকা। তাহলে গ্র্যান্ট ইন এড আণ্ডার আর্টিক্যাল ২৭৫ (১) দেওয়া হয়েছে ৪৬৬,১ কোটি টাকা। উনি ১৪-৯৫ কথা উক্তি করেছেন যে ডিভ্যালুয়েশান ডেফিসিট ছিল ৩১৬ ২৩ কোটি টাকা. শেয়ার ক্রম ট্যাক্স ২৩৬,৪৫ কোটি টাকা। নন প্ল্যান ডেফিসিট থাকে ৭৯,৭৮ কোটি টাকা। তাহলে গ্র্যান্ট আণ্ডার আর্টিক্যাল ২৭৫ (১) অনুযায়ী এই ৭৯,৭৮ কোটি টাকা স্টেটকে ডেফিসিট দেওয়া হয়েছে। কাজেই এখানে বিমাতৃ সুলভ আচরণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কোথায় পেলেন? ১৯৯০,৯১ ইং সালে ২৫২,২৩ কোটি টাকা ডেফিসিট ছিল। শেয়ার ক্রম ট্যাক্সেস ১৫১,৪ কোটি টাকা সারপ্লাস. ননপ্ল্যান সারপ্লাস ১০১.১৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। তাহলে শুধু এটা নয় যে ৯০-৯১ ইং সালে যেহেতু কংগ্রেস রাজ্য শাসন করেনি তখন গ্র্যান্ট আণ্ডার আর্টিক্যাল ২৭৫ (১) ১০২.১৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

আবার যেহেতু বামফ্রন্ট সরকার এখানে শাসন কার্য পরিচালনা করছেন তার জন্য ৭৯'৭৮ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে কারণ এখানে ডেফিসিট আছে ৭৯'৭৮ লক্ষ টাকা। যেটা ডেফিসিট আছে সেটাই দেওয়া হয়েছে। কাজেই এখানে বিমাতৃ সুলভ আচরনের কোন প্রশ্ন নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, রঙ্গরাজন কমিটিকে অযথা কেন সমালোচনা করা হল আমি সেটা মানতে পারছি না। কারণ রঙ্গরাজন কমিটি করা হয়েছে স্পেশাল ক্যাটাগরি অব স্টেট যে সাতটি রাজ্য তাদের সঙ্গে বিস্তারিত ভাবে পর্যালোচনা করে. এক্সপার্ট কমিটি পর্যালোচনা করে কতগুলি প্রশ্নমালার ভিত্তিতে করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন স্পেশাল ক্যাটাগরি অব স্টেট কতগুলিকে ফিনান্স কমিশন এবং প্ল্যান কমিশন একটা ফরমুলার ভিত্তিতে বিশেষ সুযোগ সুবিধা করে। তথাপি আমাদের অভিমত উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্য রাজ্যগুলির সঙ্গে মিলে আমরাও সেটা গত ১৯৯০ সালে জুন মাসে ৭টি রাজ্য মিলে জানিয়েছি। তারপর ফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৯৯০ সালে তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীর বাবুর নেতৃত্বে রঙ্গরাজন কমিটির সঙ্গে আমরা আলাদা আবার রাজ্যের হয়ে ডেপুটেশান দিয়েছে যার ফলে আমরা এখন কিছু সুফল পাচ্ছি। অযথা এই রঙ্গরাজন কমিটিকে টেনে এনে এখানে কেন সমালোচনা করা হল, যেখানে স্পেশাল ক্যাটাগরি অব স্টেট আর্থিক সাহায্য করার জন্যই এই কমিটি গঠন করা হয়েছে সেটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেট ভাষণের ১৬ ধারাতে রিজার্ভ ব্যাংকের ওভার ড্রাফটের কথা বলা হয়েছে। হ্যাঁ, ওভার ড্রাফট কন্ট্রোল করা, ওভার ড্রাফট রেখে রাজ্যগুলি যাতে ভিখারি হতে না পারে, বেপরোয়া ভাবে ওভার ড্রাফট

দিতে না পারে তার সমর্থন করছি। অভ্যার ড্রাফট প্রত্যেকটি রাজ্যে থাকবে, প্রত্যেকটি রাজ্য অভার ড্রাফট থাকা উচিত তা না হলে কেন্দ্রীয় অর্থ ভাণ্ডার শূন্য হয়ে যায় রাজ্য-গুলির বেপরোয়া ভাবের জন্য। এই ব্যাপারে যদি কোন বক্তব্য থাকে সেটা শরকরিয়া কমিশনের বিবেচ্য হতে পারে কিন্তু বাজেট বক্তব্যে এনে সেটা উত্তরপিডিও ভুঁদের গাড়ে চাপানোর কি উদ্দেশ্য আমি সেটা বুঝতে পারছি না।

বাজেট ভাষণে ১৮ ধারাতে বলা হয়েছে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার জন্য অর্থ ব্যয় হয়েছে তার জন্য দায়ী কারা? নির্বাচন আমরা সময় মতো চেয়েছিলাম, আপনারা চেয়েছেন পিছিয়ে দেওয়ার জন্য। নির্বাচন পিছিয়েছে, নির্বাচন পিছানোর পর আপনারা ক্ষমতায় এসেছেন। আমরা আপনাদের ওয়েলকাম করেছি, আমরা আপনাদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছি। নির্বাচন পিছানোর ফলে কত টাকা এক্সট্রা খরচ হয়েছে সেটা বাজেট ভাষণে নিশ্চুপ। কারণ যেহেতু নির্বাচন আপনারা পিছিয়েছেন সেই দায় ভার আপনাদেরই নিতে হবে। রঙ্গরাজন কমিটি নাইনথ্ ফিনান্স কমিশনের রিকমানডেশ্যান।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী):— নির্বাচন পরিচালনার জন্য তাদের অযোগ্যতার ফলেই কেন্দ্রের ইলেকশ্যান কমিশান নির্বাচন পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। এটা প্রধানতঃ মিঃ সমীর বর্মনের সরকারই অযোগ্যতার সম্পূর্ণ প্রমান দিয়েছে কারণ তারা (নির্বাচন কমিশন) অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ত্রিপুরা রাজ্যে নির্বাচন করতে অক্ষম।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— সেটা আমরা জানি, নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আপনাদের প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যানের লিখিত চিঠি যে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কি করে রিগিং করে নির্বাচনে এসেছেন আপনাদের যদি সাহস থাকে তাহলে তদন্ত কমিশন গঠন করার কি করে রিগিং করে নির্বাচন হয়েছে সেখানে আপনাদের চেহারাটা খুলে দেব।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, যে কোন রাজনৈতিক দল যদি তার গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়, তার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন পরিচালনার জন্য সে দাবী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে করতে পারেন সে রকম চিঠি অনেকেরই দিতে পারেন সেটা কোন অপরাধ নয়। কিন্তু সেই চিঠির গুরুত্ব দিয়েই নির্বাচন কমিশন তা বিশ্বাস করছে নির্বাচন কমিশনেরই তার দায়িত্ব।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন :— আমি সেটা বলছি না, গুরুত্ব দিয়েছেন ভাল কথা, সেখানে বিরোধী দলনেতা লিখেছেন, নির্বাচন কমিশন জয়েণ্ড ইন হ্যাণ্ড উইথ আস্টু ওভার থ্রো দিস্ গভর্ণমেণ্ট। নির্ব্বাচন কমিশনকে ওভার থ্রো করার কোন ক্ষমতা নাই। সেটা নির্ব্বাচন কমিশনকে নৃপেন বাবু লিখেছেন। আমাদের সাথে হাত মিলিয়েছে টু ওভার থ্রো দিস গভর্ণমেণ্ট। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উদ্ভট যুক্তি দেখিয়েছেন ৯ম অর্থ কমিশন নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার ফলে টাকা খরচ হয়েছে, আমরা কি চাই শাসন ক্ষমতায় এসে ১০০ কোটি টাকা চাই বিনা সুদে ঋন হিসাবে, আর ৫ কোটি টাকা চাই অনুদান হিসাবে। আমরা সেটা সমর্থন করতে পারিনা। কি কারনে সমর্থন করতে পারিনা সেটা আমি বলছি। কারন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই ১০০ কোটি টাকা এবং ৫০ কোটি টাকা অনুদান রাজ্যের কি কি ডেভেলাপমেণ্টের জন্য, কি কি প্ল্যানের জন্য খরচ করবেন সেটা বলেন নি। অন্ধকারের মধ্যে ১৫০ কোটি টাকা আপনাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আমরা সমর্থন করতে পারছিনা। আপনাদের বলা উচিত ছিল বাজেটে যে ১০০ কোটি টাকা আমরা এই ব্যাপারে খরচ করবো। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেটের ১,৭ প্যারাতে আছে ১৯৯২-৯৩ সনের সংশোধিত বরাদ্দের ঘাটতির পরিমান যেখানে ছিল সেখানে বৎসরের শেষে ১৪ কোটি ৯২ লক্ষ টাকাতে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। সেই কৃতিত্ব আপনাদের না, সেই কৃতিত্ব আমাদের। আমরা ৯২-৯৩ ইং সনের ঘাটতি কমিয়েছি। ধন্যবাদ আপনাকে ঘাটতি যে কমাতে পেরেছি তা আপনি বাজেটের মধ্যে স্বীকার করেছেন। বাজেটে ১.৪ প্যারাতে বলা হয়েছে সরকার যখন ক্ষমতায় আসে তখন রাজকোষ শূন্য ছিল. সরকারী সংস্থা ছাড়াও বিভিন্ন সংস্থার কাছে বিপুল পরিমানে দেনা ছিল। এইরকম কোন অভিযোগ যখনই কোন দল ক্ষমতায় আসে কি কেন্দ্রে কি রাজ্যে তখনই বলা হয় রাজ্যে টাকা নেই। আমরা ক্ষমতায় ছিলাম, বৎসরের শেষে আমরা ক্ষমতা থেকে গিয়েছি। ১ বৎসরের টাকা আমরা পেয়েছিলাম। সেই টাকা আপনাদের জন্য রেখে যাব, সেটাত আপনারা পেতেন না, সেই টাকা ফেরৎ চলে যেত। আর ভাড়ার যদি শূন্য থাকে তাহলে এইটাই প্রমান করে যে আমরা জনসাধারনের জন্য কাজ করেছি, যে টাকা বরাদ্দ ছিল সেই টাকা দিয়ে কাজ করতে পেরেছি! তার পরে আপনারা একদিকে বলেছেন রাজকোষ শূন্য তারপরে বলেছেন দেনার কথা। বলতে পারবেন কত দেনা করে এসেছি আমরা। আমি আপনাকে রিজার্ভ ব্যাংকের স্টেইটমেণ্ট দিয়ে আপনারা ১০ বৎসরে রাজ্যকে যে দেউলিয়া বানিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন সেটা আমি দেখাব। রিজার্ভ ব্যাংকের রিপোর্ট অন কারেন্স আণ্ড ফিনান্স ১৯৮৮-৮৯ --সেখান থেকে আমি আপনার সুবিধার

জন্য আমি আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি কত টাকা জোট সরকারের ঘাড়ে ফেলে গিয়েছিলেন। ১০২ স্টেট ওয়াইজ কমপোজিশান অফ অউট স্টেণ্ডিং ডেপথ :— ত্রিপুরা ইনটারনাল ডেপথ ৮৪ লোনস অ্যাণ্ড অ্যাডভান্সে ফম সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট ১১০ কোটি, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড টাকা ৩৪ কোটি। মোট ২৪২ কোটি টাকা আপনারা আমাদের ঘাড়ে ফেলে গিয়েছিলেন। ৮৮ এ ফেব্রুয়ারী মাসের ৫ তারিখে যখন আমরা ক্ষমতায় আসি এইটা আমার কথা নয় কোন রাজনৈতিক বিরোধী দলনেতার কথা নয় বা দলীয় সদস্যদের কথা নয়, রিজার্ভ ব্যাংকের স্টেইটমেন্টের মধ্যে এইটা উল্লেখ আছে আমরা গত ৫ বৎসরের শতকরা ১০ টাকা হারে তার সুদ গুনতে হয়েছে। সুতরাং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মুখে ভাঁড়ার শূন্য এই কথা মানায় না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তথা অর্থমন্ত্রীকে বাজেট পেশ করেছেন সেখানে রাজ্যের উন্নয়নের সঠিক কোন রূপরেখা দেখতে পাই না। নতুন কোন শিল্প স্থাপনের কথা বলেননি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাজেট-এ শিল্প স্থাপনের জন্য আমরা যে প্রচেষ্টা নিয়েছিলাম ইউরিয়ার জন্য, এমোনিয়ার জন্য, বিদ্যুতের জনা, রেল লাইনের জনা সেই সমস্ত পরিকল্পনা চালিয়ে যাবেন বলে বাজেটে বলেছেন। তার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তিনি সেই সমস্ত পরিকল্পনা গুলি চালিয়ে যাবেন বলে বাজেটে বলেছেন। কিন্তু কোন পরিকল্পনার কথা এই বাজেট বক্তৃতায় নাই আপনাদের মাথায় আসেনি। আপনারা বলেছেন ক্রোপ সেন্টারের ব্যবস্থা আমরা করে গেছি, তিনটা ডিষ্ট্রিক্টে তিনটা ক্রোপ সেন্টারের জনা আমরা বন্দোবস্ত করে গেছি। আপনাদের মুখে ক্রোপ সেন্টারের কথা মানায় না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, নিস্কর বাজেট হলো সোনার বাটি, পাথরের বাটি নিস্কর বাজেট এই ধরনের বাজেট আপনাদের আগের দশ বছর ধরে আপনারা এসেছেন, তারপর আপনারা কি করেছেন সেটা আপনারা পাবেন ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অফ পাবলিক ফিনান্সের পলিসিতে। সেখানে দেখা যায় ৫ শতাংশ থেকে ট্যাক্স বাড়িয়ে রিডিং অফ দা ইয়ার এ আপনারা ত্রিপুরার জন সাধারনের ঘাড়ে ৩০ শতাংশ ট্যাক্স বাড়িয়ে দিলেন ১০ বছরে। কাজেই আমি আশা করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বাজেটের এই এমাউন্টটা কোথা থেকে পাবেন। সেটা বলুন, কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনি নিশ্চুপ। তার অর্থ বছরের মধ্যে আপনারা অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অর্ডার দিয়ে জন সাধারনের উপর ট্যাক্স আরোপ করবেন। আমি অনুরোধ করব ত্রিপুরার জনসাধারনের উপর নুতন করে কোন করের বোঝা যেন না পরে। তারপর বাজেট প্রস্তাবে এস টি এস সি এবং ও বি সিদের সার্বিক আর্থিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায়নীতি সম্প্রসারনের জন্য কথা বলেছেন। কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার

কথা আপনারা বলেন নি ও বি সি সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে কমিশন করবেন। আরে কমিশন তো আমরা করে গেছি। গৌহাটি হাইকোর্টের রিটায়ার্ড আজকে মিঃ শর্মাকে দিয়ে আমরা ওয়ানমেন কমিশন করেছি, আপনাকে আমি কালকে হাউসে দেখাব। ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরাই প্রথম রাজ্য, যে রাজ্যে কমিশন গঠন করেছি। আপনার চীফ সেক্রেটারীকে আপনি জিজ্ঞাসা করবেন।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :- কমিশন করেছেন বলে যে আপনি বলছেন, তা সেই কমিশনের কাজকর্মের ফলাফলটা কি ত্রিপুরা রাজ্যের ও বি সিরা পেয়েছেন ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা কমিশন গঠন করেছি যখন তার দেড় মাস পরে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন হয়েছে. বামফ্রন্ট রেফারেন্স হইছিল, সেটা এখন আপনারা করবেন এবং সেই জন্যই আপনার মত প্রাপ্য নেতার কাছে একটা জিনিষ সারপ্রাইজ করে হাউসের বাজেট বক্তৃতার মধ্যে তুলেছেন কমিশন আপনারা গঠন করবেন। এই হাউসের প্রসিডিংসে আছে ও বি সি সম্পর্কে আপনারা বিরোধীতা করেছিলেন আমাদের প্রাক্তন বিধায়ক ধীরেন্দ্র দেবনাথকে কমিউন্যাল বলেছিলেন। বিরোধী দলের নেতা নৃপেন চক্রবর্তী বলেছিলেন।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :- আপনি যা বলেছেন তথ্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই। ও বি সির জন্য যদি কেউ এখানে লড়াই করে থাকে তাহলে আমাদের বামফ্রন্ট সব চেয়ে বেশী লড়াই করেছে। এরা মুখে বলে সব কিছু কাজে কিছুই করে না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তারপর ওমেন্স কমিশন গঠন করবেন বলেছেন। ওমেন্স কমিশন এখনও আছে, মিসেস অনুরূপা মুখার্জি যার চেয়ারম্যান।

শ্রীদশরথ দেব :- (মুখ্যমন্ত্রী) স্যার, এটাই তাদের পার্টির ওমেন্স কমিশন। ওমেন্স কমিশন করতে গেলে পরে একডিংটু কনস্টিটিউশান. তার একটা আইন করতে হয়, আমরা সেই আইন করব এখানে সেন্ট্রাল আইন করেছে. আইনের মাধ্যমে কমিশন হতে পারে। এমনি কারও ইচ্ছা মত কোন ওমেন্স কমিশন হয় না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :- আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষের মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে

অনুরোধ করব মুখ্য প্রশাসকের কাছ থেকে ফাইলটা এনে দেবার জন্য, গেজেট নোটিফিকেশানটা আপনার কাছে দেওয়ার জন্য, আইন সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে তা দেখার জন্য। বাজেট প্রনয়ণের আগে কথা বলার আগে সেগুলি পড়া উচিৎ ছিল, সেগুলি দেখুন কতটুকু জোট সরকার করে গেছে, ওমেন্স কমিশন হয়েছিল কি না এবং সেখানে আইন সম্পর্কে কি বলা হয়েছে, গেজেট নোটিফিকেশান কি আছে সেগুলি পড়ুন; এইগুলি সব রাজ্যের মুখ্য সচিবকে আপনার কাছে দেওয়ার জন্য বলুন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কমিনিকেশানের কথা এখানে বলা হয়েছে, আমাদের সময় আমরা কুমারঘাট থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত রেল লাইন এর ব্যবস্থা করেছি। আমাদের সময় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমরা ফাইন্যাল লোকশান সার্ভের জন্য টাকা অনুমোদন করিয়েছি এবং ফাইন্যাল লোকশান সার্ভে কমপ্লিট হয়ে গেছে সেটা আপনার অবগতির জন্য বলছি আশা করেছিলাম ত্রিপুরার জন্য জন সাধারনের কথা চিন্তা করে বাংলা দেশের মধ্য দিয়ে মাল জল পথে কি রেল পথে আনার জন্য আমরা বেগম জিয়ার সঙ্গে প্রধান মন্ত্রীকে দিয়ে আলাপ করিয়েছিলাম এবং সেই আলাপ অনেক দূর এগিয়ে গেছে সেই ব্যাপারে দুই একটা কথা আপনি বলবেন, কিন্তু আপনি সেই ব্যাপারে একটা কথাও বলেন নি। সব চেয়ে দুর্ভাগ্যের ব্যাপার সেটা এখন আমি আনছি। মাননীয় মুখমন্ত্রী তার বাজেট ভাষণের শেষের দিকে দুই একটা পেরাগ্রাফে বলেছেন তা ছাড়া কেশব মজুমদার কাছে রাজ্যের জনসংখ্যার বিষয়টি বিবেচ্য, সেই ক্ষেত্রে ১৯৭১ সালের আদম সুমারীর পরিসংখ্যার উপর নির্ভর করতে বলা হয়েছে।

সেই ক্ষেত্রে ১৯৭১ সালের আদম সুমারীর উপর নির্ভর করতে বলা হয়েছে। কাজেই এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি এই সীমান্তবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বার্থের পরিপন্থী। কেননা অনুপ্রবেশ দ্বারা জনসংখ্যার বৃদ্ধি ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্যেই সবচেয়ে বেশী। তাই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে সবিনয়ে জিজ্ঞেস করতে চাই যে —যেখানে কেন্দ্রিয় অর্থ কমিশন ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চকে ভিত্তি করে সেখানে এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশী ফরেনারস্ যারা এসেছেন তাদের জন্য কেন্দ্রিয় সরকারের কাছ থেকে অনুদান এনে তাদের লালন—পালন করতে চাইছেন কেন ? এই রাজ্যে যারা অনু প্রবেশকারী তাদের জন্য কেন আপনি কেন্দ্রিয় অর্থ কমিশন বা প্ল্যানিং কমিশন থেকে টাকা সেংকশান করাচ্ছেন। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনি যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন সে বাজেট বিদেশীদের

পক্ষে--বিদেশীদের হয়ে ফিনান্স কমিশনের কাছ থেকে টাকা এনেছেন। এই রাজ্যের মানুষ আপনাকে রাজা দশরথ হিসেবে জানে। সেখানে আপনি এই রাজ্যে অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষে ওকালতি করবেন এটাই ত্রিপুরার জনগণ চান না।

স্যার, আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমি আরো একটি কথা জানিয়ে দিতে চাই যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে ত্রিপুরা রাজ্যে আইন শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে আপনি আবার চিন্তা করুন এই বাজেটের যেখানে ত্রুটি রয়েছে সেগুলিকে আপনি সংশোধন করুন এবং ত্রিপুরার উন্নয়নের স্বার্থে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আমার দল কংগ্রেস আই এবং টি, ইউ, জে, এস পক্ষ থেকে আপনাকে কথা দিচ্ছি যে ত্রিপুরার উন্নয়নের স্বার্থে ত্রিপুরায় শান্তি শৃংখলা রক্ষার জন্যে আপনার হাতকে আমরা শক্তিশালী করব কিন্তু এই রাজ্যকে নৈরাজ্যের হাত থেকে আপনি রক্ষা করুন. ত্রিপুরার পাহাড়ী বাঙ্গালীর মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধকে রক্ষা করুন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে গত ৯ই জুলাই, ৯৩ ইং তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের যে বাজেট পেশ করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করে কিছু বলছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে বাজেট সেই বাজেট হলো ত্রিপুরা রাজ্যের দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার বাজেট। এই বাজেটেই ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা করবে। অস্তিত্ব রক্ষা করবে বলচি এই জন্য যে গত পাঁচ বছরে জোট সরকারের রাজত্বে এই রকম বাজেট ভাষণে বলেছিলাম যে-ত্রিপুরা রাজ্যের দরিদ্র শ্রেণীর মানুষকে ভাতে মারার বাজেট। এই বিধানসভার ভেতরে ও বাইরে কিভাবে মানুষ নিজেদের অস্তিত্বকে রক্ষা করতে পারে সেজন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। সেই সংগ্রাম করতে গিয়ে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জীবন মরন পণ করে এই ফ্যাসিষ্ট, আধা ফ্যাসিষ্ট শক্তিকে ধুলিস্যাত করে দিয়ে যে গণতান্ত্রিক বাতাবরন সৃষ্টি করে বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় এনে বসিয়েছেন এটা সেই সংগ্রামেরই জয়।

কাজেই এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের একটা বিরাট জয়। আমরা এই বাজেটে বামফ্রন্ট

সরকার রাজ্যের মানুষের জন্য অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য এই পাঁচটি মৌলিক অধিকার সম্পর্কে বিগত বামফ্রন্ট সরকার তার সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে যে পরিকাঠামো তৈরী করেছিলেন—প্রশাসনের সংগে জনগণের সম্পর্ক গুনমুখী করে তুলে। গ্রামে গঞ্জে পঞ্চায়েত গঠন করে দিয়ে এবং তার হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে গরীব মানুষের জন্য অনাহার মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষার একটা পরিকাঠামো করা হয়েছিল। এটা আর নুতন করে বলার দরকার নেই। সারা ভারতবর্ষে সংবিধানের মধ্যে মানুষকে যে অনাহর থেকে রক্ষা করা যায়, বৃদ্ধদের ভাতা এবং স্কুলের টিফিন খাওয়ার ব্যবস্থা, পূজার সময় ধুতি শাড়ি বিতরন, কৃষককে জলের ব্যবস্থা এবং সারের ব্যবস্থা করা। অনগ্রসর পশ্চাদপদ জাতি ও উপজাতিদের সাংবিধানিক অধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা করে ছিল পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার। এটাই হচ্ছে প্রমান এখানে একটা বাগেই সমীর বর্মন খুব ডাক দিলেন। স্যার, একটা কথা আছে "চুনের খায়ের বড় গলা"। আমার প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় পূর্তমন্ত্রী যে উত্তর দিয়েছিলে সেটার উপর আবার উনারা কথা বলেন। দশ বছর আগে বামফ্রন্ট কি করেছে, সেটা পাগলে কয় কি আর ছাগলে খায় কি। সে জানে না আমাদের দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতা আসে, আমার বয়স্ক মুখ্যমন্ত্রীকে নারায়ন দাস এখানে চেয়ার ছুঁড়ে দিয়েছিলেন? এরা দেখেছে? তারপরে পাগলে পাগলামি কথা কয় দশ বছরের আগে আমরা নাকি কি করেছি। তারপর জোট রাজত্বের ইতিহাস? বেঁচে আছি। জি বি হাসপাতালের ডাক্তারকে গিয়ে বলুন কি অবস্থা করেছিল আমাকে। আর আমরা যারা বিরোধী দলের সদস্য ছিলাম আমাদের কি ওরা অক্ষত রেখেছিল? ওরা আবার গণতন্ত্রের কথা বলছে? এই বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য কংগ্রেসের একটা অংশ পর্যন্ত বলছে যে এখন আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা হচ্ছে। না হলে আমরা এ দেশে থাকতে পারতাম না এই গুন্ডাদের সরিয়ে আপনারা বাঁচিয়েছেন। তিন মাসের কথা বলছেন? প্রতিশ্রুতি বামফ্রন্ট সরকার রক্ষা করেছেন। এই তিন মাসে কি রাজ্যের মানুষ তার অধিকার ফিরিয়ে পায় নাই? জোট সরকার কি করেছিল? পুলিশ কর্মচারীদের কি করেছিল? চাকুরী তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় নাই? তাতে কি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয় নাই? আছে কি ৩১১ ধারা? বামফ্রন্ট সরকারতো এসেই নাসা এসমা সহ সমস্ত কাল আইন প্রত্যাহার করেছেন। এখানে বলেছেন যে ৭ হাজার চাকুরী দিয়েছি। কি চাকুরী দিয়েছিলেন? আমি তখন বলেছিলাম কি চাকুরী দিয়েছেন? সেই রসিকলাল রায় আমাকে বলেছিলেন আমরা কম টাকা দিয়ে যদি বেশী চাকুরী দিতে পারি তাহলে আমরা কেন তোমাদের মত বোকামী করব? বেকারদের পার্মানেন্ট চাকুরী দিলনা। তিনশ-চারশ—পাঁচশ টাকার

চাকুরী। এগুলি খুঁজে পাওয়া যায় না। এগুলি চাকুরী? সেই জন্য আজকে তারা ঘেরাও হচ্ছেন। তারপর যখন এই খবর বিধানসভায় যাবে, আমাদের থেকে নিয়ে বাড়ী করেছে, দালান করেছে। আমরা বলছি এই ত্রিপুরা রাজ্যের [illegible] ভোট দিয়ে পাঠিয়েছে। আমরা চাই [illegible] এখানে মাননীয় মন্ত্রী [illegible] দিয়েছেন [illegible] অনুসারে তাঁদের ঐ দালান বাড়ী থেকে ইট খুলে আনতে হবে। [illegible] সেখানে রাখতে পারবে না। জনগণের অর্থ দিয়ে এরা যা করেছে এইগুলি আমরা ফেরত চাই। এটা হল মূল কথা। তারপরে আমি বলছি যে জনগণের অস্তিত্ব রক্ষা, ভারতবর্ষের জনগণের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন এখানে আসছে। আজকে ভারতবর্ষের অস্তিত্ব কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে যে অবস্থা চলছে, এখানে বাজার অর্থনীতির কথা বলছে, বাজার অর্থনীতি আজকে ভারতবর্ষে কি হচ্ছে? আমাদের ভারতবর্ষের কৃষকের অবস্থা কি হচ্ছে? বাজার অর্থনীতিতে আমরা দেখছি ঐ আই, এম এফ, বিশ্ব ব্যাংক-এর নামে ঐ ডাংকেল প্রস্তাব এনে আজকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমার দেশের কৃষকরা খাদ্য উৎপাদন করতে পারবে না, শস্য উৎপাদন করতে পারবে না অন্যান্য অর্থকারী ফসল উৎপাদন কর। কেন? খাদ্য উৎপাদন করলে আমেরিকার পচা গম কে খাবে? আজকে যদি বিশ্বের মধ্যে বেশী অর্থনৈতিক সংকট বয়ে থাকে সেটা হল আমেরিকা। আজকে সেই সংকট কাটানোর জন্য রিসার্স করে যে সমস্ত মানের বীজ সার বাহির করেছেন সেগুলি নাকি আমাদের মাটিতে প্রয়োগ করা যাবে না। এটা নাকি আমেরিকার বাক্সে নিয়ে রাখতে হবে। এখান থেকে আমার মাটি থেকে সেই উচ্চমানের ফসল ফলিয়ে আমাদের কিনতে হবে। এটা ভারতবর্ষের মানুষ মানবে? স্যার, আজকে আমাদের গম চাষী গম পায় না। স্যার, আমাকে ২ মিনিট সময় দেবেন। স্যার, আমাদের গম চাষীরা আজকে গম বেঁচতে পারছে না। আমরা বলিছি কম দামে গম নেব। কিন্তু বিশ্ব ব্যাংক আমেরিকাকে বাঁচানোর জন্য এখান থেকে ৫ লক্ষ, ৭ লক্ষ টন গম বেশী নিয়ে আজকে আমাদের ভারতের কৃষি নীতি শিল্প নীতি সমস্ত বিসর্জন দিয়ে আজকে আই, এম, এফ. এর কাছে ভারতবর্ষকে বিক্রি করে দিয়েছে।

আজকে শেয়ার কেলেংকারী, কি অবস্থা। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এই শেয়ার কেলেংকারীতে জড়িত। আমাদের লজ্জায় মাথা নত হয়। চোরের মায়ের বড় গলা।

আজকে যে বাজেটের সমালোচনা করা হয়েছে, সঠিক সমালোচনা আমরা চাই দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের সংগ্রাম, সার্বভৌমত্ব, তার স্বাধীনতা, তার অর্থনৈতিক মানদণ্ড বাড়ানোর জন্য এই বাজেট-এ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এবং এই বাজেটের মধ্যে পরিষ্কারভাবে

বলা হয়েছে যে ত্রিপুরা কৃষি প্রধান, কৃষি প্রধান ভারতবর্ষ। কাজেই এখানে উন্নতি করতে গেলে আমাদের এই কৃষির দিকে নজর দিতে হবে। তাই আমরা যাতে ত্রিপুরার কৃষকদের সেই [illegible] যেতে পারি তার জন্য [illegible], বাজেটে টাকা ধরা আছে। কেন্দ্রীয় সরকার সারের ভর্তুকী তুলে দিয়েছে কিন্তু আমাদের [illegible] এই বাজেটের মধ্যে ১৫ কোটি টাকা সারের ভর্তুকী দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছেন।

আজকে স্বাস্থ্য শিক্ষা। শিক্ষা সম্পর্কে আপনারা জানেন কি করেছিল ? আজকে শিক্ষা-মন্ত্রী অনিল সরকার মহোদয় এই বিধানসভায় বলেছিলেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী অরুণ করকে যে, এই অংকটা করে দিন। আমাদের ছেলেমেয়েদের মাথা নষ্ট করে দিয়েছিল। আজকে সমস্ত পাঠ্যপুস্তক বদলিয়ে আজকে শিক্ষার নতুন পরিবেশ তৈরী করেছেন।

স্বাস্থ্য হাসপাতালগুলিতে আমিষ ছিল ? আমি এখানে প্রশ্ন করেছিলাম নিরামিষ খাওয়ানের জন্য। আজকে তিন মাসের মধ্যে আমিষ দেওয়া হচ্ছে। কাজেই এইভাবে যখন আমরা কাজ শুরু করছি, যখন আমরা জনগণের কাছে যাচ্ছি, এই বিধানসভার মধ্যে পঞ্চায়েত বিল সংশোধনী আসবে। আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচনের অপেক্ষায় আছি। আমরা সেই দিন বলেছি তাড়াতাড়ি পঞ্চায়েত নির্বাচন দিয়ে দিন। আমাদের গণতন্ত্রকে সম্প্রসারনের জন্য এটা দেব। কিন্তু এই পরিস্থিতির মধ্যে আমরা দেখছি এরা সুড়সুড়ি দিচ্ছে আবার দাঙ্গা অনবে সেই সমস্ত চক্রান্ত শুরু করছে। তাই এই বাজেটকে হাতে নিয়ে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষ আর পিছিয়ে যাবে না। এই বাজেট তার হাতিয়ার সেই হাতিয়ারকে সামনে রেখে আজকে যারা নাকি দাঙ্গার উস্কানি দিচ্ছেন ওদের পরিস্কার ভাবে বলে দিতে চাই আমরা সব সহ্য করেছি কিন্তু সহ্য করার পরেও দেখেছি ওদের পোষায় না।

এই বাজেটকে হাতিয়ার করে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে এই বাজেটকে বাস্তবে রুপায়িত করার জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ, নুতন ত্রিপুরা গড়ার ক্ষেত্রে এই বাজেট সহায়ক, কাজেই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- মাননীয় সদস্য পূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা : — (রামছু) - মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১ই জুলাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করি। আমি লক্ষ করছি বিরোধীদের মধ্যে হতাশা, এই দীর্ঘ ৫ বৎসর তাদের যে রাজত্ব তখন তারা কি ভাবে বাজেট করেছেন, কি ভাবে বক্তব্য রেখেছেন তা তারা জানেন না সমীর বর্মন সুধীর মজুমদার তারা গত ৫ বৎসর কুকর্ম করে গেছেন, তাদের বাজেট দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল, তাদের বাজেট দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তাদের নেতা ও মন্ত্রীদের জন্য। আমরা এই কথা বার বার এই বিধান সভায় বলেছি। যারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানেন যে আমরা বিধান সভায় আমাদের কর্তব্য পালন করেছি কিনা। কাজেই এই জন্যই আজকে কংগ্রেস হাউসে থাকতে পারছেনা। আছেন মাত্র ১০ জন এই ১০ মধ্যেও আবার বিরোধ। আর টি, ইউ, জে, এস, এর তো মাত্র ১ জন। ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষের জন্য যদি কোন দৃষ্টিভঙ্গি না থাকে তা হলে সেই পার্টি থাকতে পারে না। আপনারা এখানে অনেকেই নুতন, আপনারা কংগ্রেস দলে থাকবেন ঠিকই, আস্তে আস্তে আপনারা শিখতে পারবেন তাদের অকর্ম জানতে পারবেন তারা কি কি অপকর্ম করে গেছে গত ৫ বৎসরে। এখানে কংগ্রেসের প্রশ্ন নয়, এখানে বামফ্রন্টের প্রশ্ন নয়, আমরা জনসাধারনের নির্বাচিত প্রতিনিধি, আমরা জনসাধারনের জন্য কাজ করতে পারি কিনা এটাই এখানে লক্ষ রাখতে হবে, এখানে সমীর বর্মন যে বক্তব্য রাখল এটা কি, এটা হল তার চিরাচরিত প্রথা এটা তার আজকের নয়, এটা দীর্ঘ দিনের। জেলখানায়ও আমি তার সঙ্গে দেড় বৎসর ছিলাম তাই। এই যে সমীর বর্মন কোথায় কি করে তার ঠিক ঠিকানা নাই।

ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করার যে মানসিকতা, তা বিগত জোট সরকারের মন্ত্রী ও বিধায়কদের ছিল না, ফলে তারা জনসাধারণ কাছ থেকে আস্থা পাওয়ার যে কথা তা থেকে তারা বিচ্যুত হয়েছে। ত্রিপুরার জনসাধারণ, তাই বামফ্রন্টকে তৃতীয় বারের জন্য ক্ষমতাসীন করেছেন এবং বামফ্রন্ট সরকার আসার পরই যে বাজেট এই সভাতে পেশ করা হয়েছে, তাতে কৃষির উপর অধিকতর জোর দেওয়া হয়েছে, যদিও আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে দুই দুইবার এই রাজ্যে বন্যায় ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তা সত্বেও আগামী দিনে কৃষির যে ক্ষতি হয়েছে, তাকে পুনরুদ্ধার করাই হল আমাদের বামফ্রন্টের লক্ষ্য। বিগত জোট সরকারের আমলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি অংশের মানুষ, আপনারা নিশ্চয় এটাও জানেন যে স্বাধীনতার পর থেকেই এই

রাজ্যের উপজাতি অংশের মানুষ ক্রমশঃ সংখ্যা লঘু হয়ে পড়ছে, দিনের পর দিন তারা কি সামাজিক, কি সাংস্কৃতিক সব দিক থেকে তারা পিছিয়ে পড়ছে, তার কারন কংগ্রেস এবং টি, ইউ. জে, এস জোট সরকার এই পিছিয়ে পড়া লোকদের জন্য যা কিছু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার কিছুই করে নি, বরং তারা যাতে আরও পিছিয়ে পড়ে, সেদিকেই তাদের নজর ছিল সব চাইতে বেশী। আজকে যদিও বেশীর ভাগ উপজাতিই এ, ডি, সি এলাকার মধ্যে রয়েছে, তাদের অবস্থা আগের তুলনায় অনেক বেশী শোচনীয়। একটা উদাহরণ দিলেই তা পরিস্কার হবে; যেমন আমার ছামনু এলাকার মধ্যে প্রায় ২০০ মত জুনিয়র বেসিক স্কুল আছে, সেগুলির মধ্যে ৭০ টির এখ কোন স্কুল ঘরই নেই, শুধু কি তাই, সেই এলাকার মধ্যে রাস্তা ঘাটের অবস্থাও তাই, যে সব রাস্তা আছে, সেগুলি দিয়ে আজকে জীপ পর্য্যন্ত চলাচল করতে পারে না, কিন্তু দ্বিতীয় বামফ্রন্টের আমলেও আমরা সেইসব রাস্তা দিয়ে জীপে চলাচল করেছি। এক কথায় জোট সরকারের ৫ বছরের রাজত্বে ত্রিপুরা রাজ্যের এই হাল হয়েছে। জোট সরকার এই রাজ্যের জনা এবং অধিবাসীদের জনা উন্নয়নের কোন উদ্যোগই নেন নি। অথচ, এই সর কার আসার ৫ মাসের মধ্যে ব্লকে ব্লকে গ্রামে গ্রামে নানাভাবে সাধারন মানুষকে কাজ দিয়ে চলেছে। কাজেই অর্থ মন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন। তাকে আমার সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য জিতেন সরকার।

শ্রীজিতেন সরকার (তেলিয়ামুড়া) :— শ্রদ্ধেয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৯ তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ৯৩-৯৪ সনের যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই বাজেট পেশ করার সময়ে এই বাজেট কি পরিপ্রেক্ষীতে পেশ করা হয়েছে তার একটা রূপ রেখা তুলে ধরেছেন তিনি বলেছেন যে ভারতের অর্থনীতি এখন বিশ্ব পুঁজিবাদী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তার ফলে আমাদের দেশের সমস্ত বাজার বহুজাতিক দেশগুলি দখল করে নিয়ে যাচ্ছে। মুক্ত বাজার নীতি দ্বারা জুতদার জমিদার উপকৃত হচ্ছে কিন্তু মেহনতী মানুষ গরীব মানুষেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিগত পাঁচ বছরে এখানে একটা সরকার ছিল জোট সরকার। এই জোট সরকার সমস্ত উন্নয়নের কাজ গুরু করে দিয়েছিল। কারণ লাগামহীন ভাবে বাজেটের টাকা খরচ করেছিল। যার ফলে হিসাব করে দেখা গেছে প্রায় ১৫০ কোটি টাকার বনের বোঝা

রেখে গেছে। যেটা এখন আমাদের সরকারকে বহন করতে হচ্ছে। কি পরিস্থিতিতে ১০০ কোটি টাকা শোধ বিহীন, আর ৫০ কোটি টাকা গ্রান্ট হিসাবে চেয়েছেন সেটা বলতে গিয়ে বলেছেন যে এই ফ্রন্ট সরকারের ভুল নীতির জন্যই এটা হয়েছেন। রাজ্যের চাহিদা অনুযায়ী নাইন এবং টেন ফাইনেন্স কমিশন টাকা বরাদ্দ করেনি। তাতে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। তাই সীমিত অর্থনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে থেকে এখানে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যে যে ডিপার্টমেন্টের জন্য এখানে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এটা বেশীই ধরা হয়েছে। শিক্ষা দপ্তরে সব থেকে বেশী ধরা হয়েছে। প্রায় ১৭ পারসেন্ট ধরা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বিগত ফ্রন্ট সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল। যখন কেলেংকারীর জন্য, অর্থ বই বিক্রির জন্য মন্ত্রীরা জড়িত হয়েছেন। ছাত্রদের ন্যার্য্য দাবী স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গুলিতে ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় দুর্নীতি হয়েছে। কোর্ট চার্জসীট করেছেন। সেখানে বেঞ্চ নেই, চেয়ার নেই, টেবিল নেই। বলা চলে স্কুল ছিল শশ্মান। কোথাও শিক্ষক ছাত্রদের চেয়ে বেশী। আবার কোথাও একজন শিক্ষক দিয়ে স্কুলগুলি চলে। এটা ঠিক, তাঁদের দলীয় লোকদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে এই অবস্থায় নিয়ে এসেছেন। কাজেই এই শিক্ষাকে আবার পুনর্জীবিত করার জন্য সেখানে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই জন্যই এখানে বিরাট অংকের টাকা রাখা হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত ফ্রন্ট সরকার ট্রাইবেলদের ক্ষেত্রে কি ভূমিকা নিয়েছিলেন। সরকার তাদের উন্নতির প্রশ্নে কি করেছেন। আমরা দেখেছি; বিগত ১০ বছরে ট্রাইবেলদের উন্নতির জন্য যে সমস্ত রূপরেখা নেওয়া হয়েছিল তা এখন স্তব্ধ। এমন কি, কোথাও কোন টাকাও ব্যয় হয়নি। টাকা ছিল না তা নয়। কিন্তু দেখা গেছে, না খেতে পেয়ে ট্রাইবেলরা মারা যায়। আন্ত্রিক রোগ মহামারী আকার ধারণ করে। সামান্য ট্যাবলেট নিয়েও চলে নিজেদের মধ্যে খেয়াখেয়ি। খাদ্যের জন্য দাবী করতে গিয়ে ট্রাইবেল মা গুলিতে মারা যায়। ট্রাইবেল মন্ত্রী জড়িয়ে পড়েন এর চাইতে আর কি দুঃখের থাকতে পারে। এ, ডি, সি, ও তাঁদের হাতে ছিল। এ ডি, সি, কে টাকা দেওয়া হচ্ছে না বলে কাগজে পত্রে দেখি। কিন্তু তখনতো কংগ্রেস টি, ইউ, জে এস, সরকারই ক্ষমতায় ছিলেন। তা সত্বেও আমরা দেখেছি, ট্রাইবেলরা তাদের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আমরা দেখেছি গ্রামীণ কর্মসংস্থান বলতে কি ছিল। বামফ্রন্টের কর্মীরা, সমর্থকরা তাদের অধিকার ছিল না, কাজ পাওয়ার। কাজ পেত, শুধু কংগ্রেসী টি ইউ, জে, এস এর লোকদের। গ্রামে ফুড ফর ওয়ার্কে কিংবা অন্যান্য সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছিল। স্যার সময় নেই তাই বেশী

বলা যাবে না। কাজের নামে অর্থ আত্মসাৎ হয়েছে। তাঁদের লুটপাট কমিটি, পঞ্চায়েত কিংবা অন্যান্য দপ্তর থেকে টাকা গায়েব করেছে। গ্রামে কোন কাজ পায় নি অর্থ নষ্ট করা হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজকে বাজেটে যে টাকার প্রভিশন রাখা হয়েছে তা দিয়ে তাদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করার চেষ্টা হচ্ছে। আজকে বন্যা হচ্ছে আন্ত্রিক হচ্ছে। এই সমস্ত মোকাবিলা করার জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চেষ্টা করছেন। এটা স্বীকার করছেন, সমস্ত অংশের মানুষ। এমন কি কেন্দ্রীয় সরকারের যে টীম এসেছিলেন দেখতে, তা তাঁরাও স্বীকার করেছেন। কাজেই বাজেটে যে প্রভিশন রাখা হয়েছে আর টাকা হলেও সেটা সঠিক ভাবে খরচ হবে এ আশ্বাস আমরা দিতে পারি। কাজেই যেটা প্রভিশান হয়েছে সে টাকাটা জনগণের উন্নয়নের কাজ হবে, কাজের সৃষ্টি হবে। স্যার, স্বাস্থ্য দপ্তরকে আজকে কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে? আজকে হাসপাতালগুলিতে গেলে শ্মশানের ক্রন্দন ধ্বনি শুনা যায়। সেখানে একটা ইনজেকশান দেওয়ার জন্য সুচ পর্যন্ত পাওয়া যায় না, তুলা নেই, ব্যান্ডেজ নেই, রোগীদের বাড়ী থেকে বাসন পত্র এনে খেতে হয়। ঔষধ বিশেষ করে জীবন দায়ী ঔষধ হাসপাতালগুলিতে পাওয়া যায় না। আজকে হাসপাতালগুলির চেহারা পুতিগন্ধময়। হাসপাতালগুলিতে নিরামিষ খাবার চালু করা হয়েছিল। আজকে বামফ্রন্ট সরকারের আসার সাথে অল্প টাকার মধ্যেই হাসপাতালগুলিতে আমিষ খাবার চালু করা হয়েছে। আজকে হাসপাতালগুলিতে স্যালাইন পাওয়া যাচ্ছে' ঔষধ পত্র ইত্যাদি পাওয়া যাচ্ছে। আমি যে কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছি, সেখানে হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা আমাকে বলেছেন যে বিশেষ করে আন্ত্রিক মিট আপ করার জন্য স্যালাইন ইত্যাদি আছে। আজকে বামফ্রন্ট সরকারের আসার সাথে মানুষের মধ্যে একটা আশার সঞ্চার হচ্ছে। আজকে ত্রিপুরাতে বন বলতে কিছু নেই। সমস্ত বনজ সম্পদকে কেটে নেওয়া হয়েছে। এই বিধান সভার তথ্য দিয়ে বলা হয়েছে যে মন্ত্রীর স্বামী, তাঁদের পৃষ্ঠপোষকরা ত্রিপুরা রাজ্যের বন কেটে সাফ করে দিয়েছে। আবার নুতন করে বন তৈরী করাতে হবে ত্রিপুরা রাজ্যে। স্যার, জাট রাজত্বে মৎস্য চাষে ত্রিপুরার অবস্থা কি ছিল? ডম্বুর জলাশয় নামে ত্রিপুরা রাজ্যে একটা জলাশয় ছিল সেটা বোধ হয় ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানতেনই না। বামফ্রন্ট সরকারের আসার সাথে সাথেই ত্রিপুরা রাজ্যে যে ডম্বুরের অস্তিত্ব আছে সেটা বুঝতে চেষ্টা করছেন। ডম্বুরের মাছ তারা আবার অল্প টাকায় খেতে পারছেন। মৎস্য দপ্তরকে যাতে ঢেলে সাজানো যায় বামফ্রন্ট সরকার সেই চেষ্টা করছেন। রাজ্যের মৎস্যজীবিরা তাদের জীবিকা নির্বাহের একটা গ্যারান্টি আজকে রেখেছেন। এবং তারা যাতে আরও ভাল ভাবে বাঁচতে পারেন

জন্য আরও পদক্ষেপ নেওয়া হবে। স্যার মাননীয় সদস্য সমীরবাবু আজকে এখানে বলেছেন যে ও, বি, সি সম্পর্কে বাজেটে নির্দিষ্ট কোন পদক্ষেপ নেই। এ কথাটি শুনে সঙ্গে সঙ্গে আমার হাসি পেয়ে গেছে। ও, বি, সি সম্পর্কে শুধু সমীরবাবুর কেন তাঁদের নেতা ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধীই কি ভূমিকা ছিল পশ্চাদপদ জাতির জন্য যে কমিশন গঠন করা হয়েছিল সেই কমিশনের রিপোর্টকে তাঁরা কোল্ড স্টোরেজে রেখে দিয়েছিলেন। ভি. পি, সিং ক্ষমতায় এসে পশ্চাদপদ জাতির জন্য ২৭ পার্সেন্ট সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করেন। সেই ভি পি. সিং সরকারের উচ্ছেদ করার জন্য কংগ্রেস (ই) বি, জে, পির সহায়তায় সারা দেশে উত্তাল আন্দোলন করেছেন। এবং যুবকদেরকে বাধ্য করেছিলেন তাদের গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করতে। এই রকম একটা অবস্থা তারা সৃষ্টি করেছিলেন। বি, জে পি ভি, পি, সিং সরকার প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়; যার ফলে ভি. পি, সিং সরকার পড়ে যায়। এই বিধান সভাতেই মাননীয় সদস্য সমীরবাবু ও. বি, সি সম্পর্কে একটা খারাপ কথা দিয়ে বলেছিলেন এটা বাদ দিয়ে যা থাকে তাই ও, বি. সির প্রাপ্য। কাজেই ও. বি. সির উন্নতি হোক এটা এটা কোন অবস্থাতেই কংগ্রেসের সদিচ্ছা ছিলনা। এবং এখনও নেই। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ও, বি, সির উন্নতির জন্য চেষ্টা করছেন এবং তাদের জন্য বাজেটের টাকার সংস্থানও রেখেছেন। এই বাজেটে রাজ্যের মানুষের মধ্যে একটা আশার সঞ্চার করছে এবং আশা করছি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এই বাজেটকে অভিনন্দন জানাবেন বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : - মাননীয় সদস্য শ্রী উমেশ নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ;—(কদমতলা) মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রীগত ৯-৭-৯৩ ইং তারিখ বিধান সভায় বাজেট পেশ করেছেন। সেই বাজেটকে আমি সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি

সমর্থন জানাই এই কারণে ৯৩ ৯৪ সনে রাজ্যের প্রয়োজনের বেশী বরাদ্দ প্রয়োজন আর নাই।

মোট ব্যয়ের পরিমান বল্গি হাউসের বিদ্যমান ৮৪৬ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা। ৮১৩ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা আয় হবে। ৩২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি দাঁড়াবে. দেখে কংগ্রেস আই সাংসদের মুখখানি হয়েছে বাকা

১৪ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা ঘাটতি নিয়ে মোট ঘাত্তির পরিমাণ দাঁড়াবে গিয়ে ৪৭ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা হিসাব নাই এই বাজেটেতে।

পূর্ববর্তী জোট সরকার রাজ্যটাকে করেছে
ছারকার দেখেছি পত্রিকার মাথায়, ৬০০
টাকা আত্মসাৎ করেছে এই ত্রিপুরাতে।
তারা করেছে গাড়ী বাড়ী খুবই তাড়াতাড়ি
যদি পরে তাহারা সরকারে থাকে না।
তাদের মনে যে ইচ্ছা ছিল, সেই ইচ্ছা
জনগণের পূরণ করে দিল, রাজ্য খানা প্রায়
পরিস্কার হয়ে গেল, একেবারে নিরবংশ
একথা বলা যায় না।
গত বৎসর অযোধ্যাতে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে
লোক মরেছে দিল্লীতে আর বোম্বেতে —
বিধান সভাতে জানাই।
প্রায় দেড় হাজার মানুষ খুন হল
আসামে দুই শতাধিক মারা গেল।
ধর্মনগর কালাছড়াতে দাঙ্গা করেছে কংগ্রেস আই।
বামফ্রন্ট সরকার এসেছে তৃতীয়বার,
বন্যা হয়েছে দুবার, উত্তর ত্রিপুরাতে।
কত বাড়ীঘর গিয়াছে ভাসিয়া,
গরু, মহিষ গিয়াছে মরিয়া, তিনজন মানুষ মরেছে
কদমতলা বিধানসভা কেন্দ্রেতে।
রাজ্যের হয়েছে ক্ষতি, মানুষের ঘটেছে
দুর্গতি, ভেঙে পড়েছে অর্থনীতি, সম্প্রতি জানাই।
১৫০ কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছে চেয়ে
বামফ্রন্ট সরকার পত্র দিয়েছে
দিল্লীর দরবারে, এই সাহায্যের টাকা
দেওয়ার মুরাদ কেন্দ্রীয় সরকারে নাই।
মুখে শুধু লম্বা কথা কয়।

১ কোটি টাকার জালে পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী
মহাশয়, দেখা দিয়েছে সংশয়।
ত্রিপুরার কথা গিয়াছে ভুলিয়া।
মনে থাকলে ত্রিপুরার কথা,
টাকা দিতেন দিল্লীর বিধাতা।
মোরা আছি কেবল, আশার আশে বসিয়া।
হবে খাদ্য শস্য উৎপাদন,
লক্ষ্য মাত্রা হয়েছে নির্ধারণ ৯৫ হাজার টন।
জোট বাজেটের হিসাব যাহা ছিল তাহা
হইতে ২৬ হাজার টাকা বাড়িয়া গেল।
হিসাব করবেন জোটের শরীক বন্ধুরা এখন।
কৃষি ক্ষেত্রে সার ব্যবহার করিতে,
১৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে
বাজেটে, পূর্বে মাত্র ১৩ কোটি টাকা ছিল।
৬১টি ফল উদ্যানকে,
উন্নয়ন মুখ্য করিতে, প্রকল্প নিয়েছেন
হাতে, দেখছি বাজেটেতে, আর
কি আছে বল ॥
পশু পালন দপ্তর, করা হবে
স্বনির্ভর। আর, কে মগর। বিধান
সভাতে জানাই।
হায়রে মন্ত্রী বিল্লাল মিঞা,
ঢাকায় করেছেন বিয়া, খামার দিয়াছেন
উজার করিয়া, পত্রিকায় দেখতে পাই।
শূকর ছাড়া যত ছিল, সকলই
কাটিয়া খাইল। ৮০ কুইন্টেল মাংস হল,
ত্রিপুরাবাসী জানা আছে।
৪০ কুইন্টেল মাছ, খাইয়া করে

সর্বনাশ; আর কত বলি সকলের কাছে ।।
হবে সামাজিক বনায়ন. যৌথ মালিকানায়
বন সৃজন, বনরক্ষী বাহিনী শক্তিশালী হবে
সেপ্টি ফিটিং কারখানা, ক্রেপ-
মিলটি চালু হবে দেরী হবে না।
ডায়া স্কোরিয়ার কাজ চালু থাকবে ।।
গ্রামীণ কর্ম সংস্থান করিতে
১৪ কোটি টাকা ধরা বাজেটে,
জহর রোজগার আর এস, আর, ই, পিতে।
৫০ লক্ষের উপরে শ্রমদিবস
মঞ্জুর করেছেন, বামফ্রন্ট সরকার
গরীব মানুষ মরবে না পিপাসাতে।
৪ কোটি ২ লক্ষ টাকা খরচ করে
পানীয় জল যাবে ৫০০টি গ্রামের
ভিতরে বাজেটে দেখতে পাই।
৬৬৬ কোটি পাকার পায়খানা
করিতে ১৯ লক্ষ ২৭ হাজার, ৭০০ শত টাকা
আছে হিসাবেতে আর কি
দাবী আছে বলেন সদস্য
কংগ্রেস আই ।
১ কোটি ৮৫ লক্ষ, তিনটি স্তরে করেন লক্ষ্য বামফ্রন্ট
গরীবের পক্ষে দিবেন গৃহ
নির্মাণ করিয়া।
সেলফ এপ্লয়মেন্টের জন্য বেকাররা
বলছেন বামফ্রন্ট সরকার ধন্য ধন্য
৩ কোটি ৫ লক্ষ টাকা নিয়ে,
বেকারেরা দিবেন ব্যবসা বাণিজ্য খুলিয়া।
ট্রাইসেম, প্রকল্পেতে, ৩১ লক্ষ ৪৬ হাজার

টাকা, ধরা হয়েছে বাজেটেতে
নারী ও শিশু উন্নয়ন খাতে ৭ লক্ষ
৬৫ হাজার টাকা।
জল সেচ করিতে মাঠে, ৯ কোটি
২০ লক্ষ টাকা আছে বাজেটে।
২ হাজার হেক্টর জমিতে উন্নত ফসল যাবে দেখা ।।

হবে ভূমিকায় রোধ। বামফ্রন্ট সরকার করবেন প্রতিরোধ।
২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া ।।

১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা খরচ করে, ধর্মনগর, কৈলাশহরে,
জল পরিশোধন কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ।।

৪১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বিদ্যুৎ খাতে, খরচ হবে ত্রিপুরাতে,
দেখি বাজেটেতে, বিধানসভাতে জানাই।

জোটের বিদ্যুৎমন্ত্রী ছিল রবীন্দ্র দেববর্ম্মা, ছিল একেবারে নিকর্ম্মা,
বিদ্যুতের কোনউন্নতি হল না, শুধু ফ্রান্স যাওয়া আসা করে, পত্রিকায় দেখতে পাই।

প্রথম বামফ্রন্ট সরকারে, মিড ডে মিল চালু করে, ছাত্র আর থাকেনা ঘরে,
যাইতে চায় রবিবারে, এই যুগ, কেমন যুগ ছিল।

বুড়াবুড়ীর পেনশান ছিল ৭৫,০০ টাকা এবার বেড়ে হবে ১০০,০০ টাকা,
মনের আনন্দে গরীব মানুষ নাচিয়া উঠিল ।।

হবে রাস্তাঘাট সেতু নির্মাণ, ১৯ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা, বরাদ্দ হয়েছে
বর্ত্তমান ৯৩-৯৪ অর্থ বৎসরে।

আশা করি বিরোধী দলে বাজেট সমর্থন করবেন এই বিধানসভা হলে আমি পুনর্বার সমর্থন
করে বিদায় নিলাম এই বারে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় :— মাননীয় সদস্য শ্রী অরুণ ভৌমিক ।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :—(বড়জলা) মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বাজেটে ১৯৯৩-৯৪ সনের যে ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে তার উপর সাধারণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে আমি প্রথমই যে জিনিষটা উল্লেখ করতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে ভৌগোলিক অবস্থান আমরা যে প্রতিকুল ভৌগোলিক অবস্থার মধ্যে রয়েছি এবং আমাদের জনসংখ্যা ত্রিপুরার যে ২৮ লক্ষ মানুষ তাদের যে ভৌগোলিক অসুবিধা রয়েছে উন্নয়নের ক্ষেত্রে তার সঙ্গে আরো কতগুলি ব্যাপারে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে এই রাজ্যে মোটামুটি দীর্ঘদিন যাবৎ উগ্রপন্থী কার্যকলাপ চলছে। আইন শৃংখলার সমস্যা একটা দীর্ঘদিন যাবৎ এইখানে আছে। সমাজে বৈসম্য আছে, সমাজে আকৃসলরেটেশান আছে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের থেকে কিছু কিছু যুবক তারা উগ্রপন্থী কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে। যার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে উন্নয়নের প্রশ্নে আমাদের সামনে একটা বিরাট বাধা আছে। যদি আইন শৃংখলা সুষ্ঠু না থাকে, স্বাভাবিক না থাকে এখানে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সেই বাজেট রূপায়নের ক্ষেত্রে আমাদের বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে। তাছাড়া ত্রিপুরার জনসংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে দুর্বলতম অংশের যে মানুষ ত্রিপুরা রাজ্যে রয়েছে সেটা হচ্ছে ট্রাইবল পপুলেশান। তার বর্তমান পারসেনটেজ হচ্ছে ২৩ ভাগের মত। শতকরা ২৩ ভাগের মত পপুলেশান সবচেয়ে উপেক্ষিত অর্থনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। তার পর রয়েছে শতকরা ১৫ ভাগ তপশীলি জাতির লোক। তারপর আছে এ ক ; সংখ্যায় অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক। আদারস্ ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি। তার মধ্যে ও, বি সি তার সংখ্যা যে কত ত্রিপুরাতে তা আজ পর্যন্ত নিরুপন করা হয়নি। এইটা বড় দুর্ভাগ্যজনক। তবে আমাদের ধারণা সেই সংখ্যা ৩০-৪০ ভাগ হবে। তারপর অনুন্নত গোষ্ঠি আছে তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক। তাদের সংখ্যা ৬ শতাংশ হবে।

অনুন্নত গোষ্ঠীর আর একটা সম্প্রদায় আছে তারা ৬ শতাংশ, এই দিক থেকে দেখতে গেলে শতকরা ৮০ শতাংশের বেশী লোক দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। এই দরিদ্র সীমার নীচে যারা এই ধরনের দুর্বল শ্রেণীর লোক ত্রিপুরা রাজ্যে বেশী, এই রাজ্যের উন্নতি অগ্রগতি ও এই রাজ্যের ভবিষ্যৎ সব কিছু নির্ভর করছে যারা অনুন্নত শ্রেণীর লোক তাদের উপর বা তাদের জন্য কিছু করার মাধ্যমে। তাদের জন্য বাজেটে আমরা কতটা কি করতে পেরেছি তবে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি তাদের জন্য কিছু করার জন্য! বিগত

পাঁচ বছর কংগ্রেস টি ইউ জে এস সরকারের শাসনে অর্থের অপচয় হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে তখন রাজ্যে অর্থনৈতিক বিশৃংখলা চলছিল সমস্ত দিক দিয়ে, আজকে বিধানসভায় মাননীয় পি ডবলিও ডি মিনিষ্টারের মাধ্যমে যে তথ্য বিধানসভায় প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্য দিয়ে সেই অর্থ নৈতিক অপচয়ের কিছু প্রমান পাওয়া গেছে। আজকে বিধানসভায় তিনি যে তথ্য প্রকাশ করেছেন তাতে বিগত মন্ত্রী এম এল এদের বাড়ীতে যে লক্ষ লক্ষ টাকা যে ব্যবহার করা হয়েছে, তারপর বিগত জোট আমলে যেভাবে অর্থের অপচয় হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্ত ব্লক গুলিতে, সমস্ত পঞ্চায়েত গুলিতে উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে টাকা পয়সা লুটের একটা রাজত্ব কায়েম করা হয়েছিল এবং এইভাবে ত্রিপুরার অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছিল সেই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে ভাষণ এখানে রেখেছেন আমি সেই ভাষণকে পূর্ণ সমর্থন করছি এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের মুক্ত অর্থনীতি যেটাকে বলা হয়েছে এইটা আসলে পুঁজিপাতি অর্থনীতি, এই অর্থনীতিতে ত্রিপুরা রাজ্যের দুর্বলতম জনগণের কোন কাজে লাগবে না। ত্রিপুরা রাজ্যের অনুন্নত জনগণের স্বার্থে এই পুঁজিপাতি অর্থনীতি কোন কাজে আসবে না। এইটার বিরুদ্ধে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বাজেটের ভাষণে যেটা বলেছেন আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন করি। নবম অর্থ কমিশন ও দশম অর্থ কমিশন সম্পর্কে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য স্পেশাল কেটাগরীতে আমরা যে বৈষম্যমুলক আচরণ পেয়েছি এইটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে পরিস্কার-ভাবে বলেছেন। আমি অবাক হয়েছি আমাদের মাননীয় বিরোধী দলনেতা সমীর রঞ্জন বর্মন বলেছেন রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে যে অর্থ সাহায্য চেয়েছেন সেটাকে তিনি সমর্থন করতে পারছেন না তিনি সেটাকে বিরোধীতা করেছেন এইটা আমি ভাবতে পারি না। কারণ তিনি নিজে জানেন আমরা সবাই জানি ত্রিপুরার অর্থনৈতিক অবস্থা আজকে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। ত্রিপুরার জনগণের কথা চিন্তা করে সেই প্রস্তাব আমাদের সমস্ত দল থেকে কি সি পি এম, কি আর এস পি, কি কংগ্রেস, কি জনতা উপজাতি যুব সমিতি ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত ধরনের দলীয় স্বার্থের উর্দ্ধে ত্রিপুরার স্বার্থকে দেখতে হবে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে হবে। ত্রিপুরার অর্থনীতিকে উন্নত করার জন্য আমাদেরকে অর্থ সাহায্য দিতে হবে। এই সমস্ত দল থেকে দল মত নির্বিশেষে এইটাকে সমর্থন করতে হবে বাজেটে ১০০ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে ঋণ খাতে, আর ৫০ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে অনুদান হিসাবে, আমি মনে করি এইটাকে সবাইর সমর্থন করা উচিৎ।

আমি এই বাজেট প্রসঙ্গে বলতে চাই যে, এই বাজেটে কোন করারোপ করা হয়নি। এতে রাজ্যবাসী নিশ্চয়ই খুশী হবেন। কিন্তু একটা ব্যাপারে সরকার পক্ষকে বিবেচনা করতে

হবে আমরা বিগত নির্বাচনে মানুষের কাছে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সেই প্রতিশ্রুতি বামফ্রন্ট, জনতা দল এবং টি. এইচ. পি. একযোগে দিয়েছি। আজকে যে বাজেট করা হয়েছে সেই বাজেট যদি কোন ফাঁক থেকে থাকে তাহলে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব সেটা সম্পর্কে চিন্তা করবেন এবং তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

একটা ব্যাপার আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কংগ্রেস (ই) টি. ইউ. জে. এস. সরকার ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় এসেছিল তখন তারা নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিল যে আমরা যদি ক্ষমতায় যেতে পারি তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকর করব। কিন্তু কংগ্রেস (ই) টি. ইউ জে. এস. কিছুই করেনি। আজকে খবরের কাগজে আমি দেখেছি এবং এইটা ঘটনা যে ২০০ কোটি টাকা মূলধন দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও. বি. সি.র জন্য একটি করপোরেশন করেছেন যাতে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যারা ও. বি. সি. ভুক্ত লোক রয়েছেন তারা যাতে এই করপোরেশন থেকে টাকা বরাদ্দ পায় ও. বি. সি. দের জন্য প্রোজেক্ট করা যায়। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে, পশ্চিমবাংলায়, ওড়িষ্যায় এবং রাজস্থানে সেখানে ও. বি. সি. ভুক্ত লোক কারা সেটা চিহ্নিত না হবার কারনে এইটা কার্যকরী করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু ভারতের অন্যান্য রাজ্যে ও. বি. সি. ভুক্ত লোকেরা যারা পশ্চাদপদ শ্রেণীর লোক রয়েছে তারা এই সুযোগ সুবিধাগুলি পেয়েছে।

নির্বাচনের পূর্বে আমরা ত্রিপুরার জনগণকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সে প্রতিশ্রুতিতে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে যে আমরা ও. বি. সি ভুক্ত লোকদের উন্নয়নের জন্য মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকর করব। আরেকটা হচ্ছে প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে ও. বি. সি ভুক্ত ছেলেমেয়েদের চাকুরী দেওয়া হবে। তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতি করপোরেশনগুলির মত রাজ্যস্তরে ও. বি. সি. করপোরেশন গঠন করা হবে। আমি যতটুকু দেখেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রীর ভাষণে বাজেটে এই করপোরেশন গঠন করার মত সংস্থান রয়েছে বলে মনে হয়নি। কিন্তু আমার মতে এই রাজ্যে অবিলম্বে এই ও. বি. সি. করপোরেশন গঠন করা উচিত। এখানে বাজেটে যে বরাদ্দ করা হয়েছে সেখানে এস. সি. এস. টি. এবং ও. বি. সি. দের জন্য একত্রে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সেই দিক থেকে আমি আহ্বান রাখছি আমাদের এই প্রতিশ্রুতি মোতাবেক (এবং এ ধরনের আরো অনেক প্রতিশ্রুতি রয়েছে) যেমন স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য প্রতিশ্রুতি এবং এই রাজ্যে জোট

সরকারের আমলে যে সমস্ত হকারদের উচ্ছেদ করা হয়েছিল তাদের জন্য প্রতিশ্রুতি রয়েছে) এই বাজেটের মধ্যে ও, বি, সি, কর্পোরেশন গঠন করতে হলে টাকার সংস্থান করতে হবে। এবং ও, বি, সি, দের চিহ্নিতকরণের জন্য যে কাজ তারজন্য একটা সময়সীমা বেঁধে দেওয়া দরকার। এবং অবিলম্বে সম্ভব হলে তিন মাসের মধ্যে কোন কোন জাতি ও, বি, সি, ভুক্ত সেটা নির্দ্দিষ্ট করা হোক।

কেন্দ্রিয় সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রী ভি, পি, সিং যে আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন ১৯৯০ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখে সেই আদেশ বলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে আজকে চাকুরীতে ২৭ পারসেন্ট ও, বি, সি, ভুক্ত ছেলেমেয়েদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। সেইভাবে এই রাজ্যেও এস. সি, এবং এস. টি, দের জন্য যেভাবে চাকুরীতে সংরক্ষণ রাখা হয়েছে সেইভাবে ও, বি. সি, ভুক্ত ছেলেমেয়েদের জন্যও সংরক্ষণ রাখতে হবে। এই ত্রিপুরা রাজ্যে পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর সংখ্যাই বেশী। তাদের জন্য কাজ করতে হবে, নির্বাচনের আগে আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ও, বি. সি, ভুক্ত লোকদের জন্য আমাদের কাজ করতে হবে ত্রিপুরার পশ্চাদপদ গোষ্ঠিগুলির জন্য কাজ করতে হবে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে আজকে কি অবস্থা ? এক্সরের জন্য আজকে এম, এল, এ, দের সার্টিফিকেট লাগে এই জন্য যে লোকেরা গরীব। তাহলে তার এক্সরের জন্য পয়সা লাগবে না। এই ভাবে কত লোক প্রতিদিনই আমাদের কাছে দৌড়ে আসছে। আমাদের মতে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যে সমস্ত ভলেন্টারী অর্গানাইজেসানগুলি রয়েছে তাদের বিভিন্ন প্রস্তাব রয়েছে মানুষের সংগীত অনুসারে হেলথ-কার্ড দেওয়ার জন্য। যারা বড় লোক তাদের সমস্ত খরচা বহন করতে হবে। যারা মধ্যবিত্ত তাদের জন্য কিছু ছাড় দেওয়া হবে। যারা গরীব মানুষ তাদের জন্য আলাদা কার্ড থাকবে। ঔষধ পত্র সহ সব ফ্রী পাবে। সেই কার্ড দিয়ে দিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আজকে এখানে মেডিক্যাল কলেজ সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই বাজেটে ভাষণে। একটা প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে এখানে। এটার কি স্ট্যাটাস আমরা সেটা জানি না। কিন্তু রাজ্যবাসীর জন্য একটা মেডিক্যাল কলেজ থাকা দরকার। আমি এই বাজেটকে সমর্থন করেই এই কথাগুলি বলছি। মানুষ অনেক আশা আকাংখা করে একটা জন বিরোধী সরকারের ক্ষমতা থেকে সরিয়েছে। আজকে বামফ্রন্ট এর আশা আকাংখা যাতে প্রতিফলিত হয় সে জন্য সচেষ্ট হতে হবে এই আহ্বান রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি—ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : - মাননীয় সদস্য আনন্দ রোয়াজা মহোদয়।

শ্রীআনন্দ মোহন রোয়াজা:--(রাইমাভেলী) মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী ও বিধায়কবৃন্দ – গত ৯ তারিখ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করে আজকে আমি এই হাউসে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

আজকে আমরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে সমবেত হয়েছি। গত পাঁচ বছরে আমরা কি দেখলাম? কোথায়ও রাস্তা নির্মাণ হয় নাই। স্কুল ঘর নেই। খাদ্য নেই। গরীব লোকের চিকিৎসা নেই—ইত্যাদি। মাননীয় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছিলেন যে এই সরকারকে সব ধরনের সহযোগিতা করার জন্য। গনতন্ত্র গত পাঁচ বছর কোথায় ছিল? আইন কানুন আদর্শ কি রেখে গিয়েছেন আপনারা ত্রিপুরার জন্য? আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিৎ। আজকে এখানে উগ্রপন্থীর কথা বলছেন এখানে, তাদের জন্ম দিয়েছে কে? আপনারা কি ভুলে গিয়েছেন? রাস্তা ঘাট স্কুল বা রোগীর জন্য একটা বড়িও দিতে পারেন নাই। স্বর্গীয় রাজীব গান্ধী বফর্স কেলেংকারী নিয়ে স্বর্গে গিয়েছেন। এটা আপনাদের ইতিহাস। যদি কেন্দ্রের মন্ত্রী এই ভাবে আত্মসাৎ করতে পারেন তাহলে রাজ্যে আপনারা করবেন না কেন?

আপনারা সেখানে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন, নারী ধর্ষন করেছেন। কাজেই ওরা করবে না, ওরা লেখাপড়ায় অগ্রসর কাজেই ওরা করবে না কেন? আজকে উন্নয়নমূলক কাজের টাকা দিয়ে ক্লাব তৈরী করা হয়েছে, শুধু ক্লাব নয়, জলপাই রং এর পোষাক দিয়ে সরজমু ত্রিপুরা ভাগীরথ গাঁওপঞ্চায়েতে চেয়ারম্যান, আজকে তার বাড়ীতে দুই বস্তা পোষাক ধরা পরেছিল। আজকে কাগজপত্র হাতে নাতে ধরা পরেছিল. তাদের বেলায় কি করলেন আপনারা। আইনের বেলায় সাহায্য করব কিন্তু দশরথ বাবু যে প্রস্তাব করেছেন সেটা কি অন্যায়? আমরা এলাকার মানুষকে মরতে দেব না। সরকার মানুষকে মোটা ভাত মোটা কাপড় দিতে বদ্ধ পরিকর। আজকে উপজাতি যুবসমিতি ট্রাইবেলকে ধ্বংশ করেছে গত ৫ বৎসরে। আজকে বাবাকে মার সঙ্গে ভাইকে বন্ধুর সঙ্গে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন। আজকে সেখানে থাকবার জায়গা নেই. জমি নেই, পেটে ভাত নেই পরনে কাপড় নেই, আজকে পাহাড়ে উপজাতিরা ভিখারী হয়েছে। এই হাউজে বড় কথা বলে

হবে না, লজ্জা হওয়া উচিত। শুধু মুখে বললেই জাতির সংস্কৃতি রক্ষা হয় না। মুখেতে বলে জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীর মর্যাদা জাতির অগ্রগতি কোন দিনই রক্ষা হবে না। কাজেই কিছু কষ্ট করতে হয়। আপনাদের লজ্জা থাকা উচিত, আপনারা কি না করেছেন গত পাঁচ বৎসরে, গাড়ী, নারী, বাড়ী আপনার সবই করেছেন। আমার জামাই কোথায়, আমার ভাই কোথায়, আমার ভাগীনা কোথায়? কোথায় রেখেছেন আপনারা? আপনারা খুন করেছেন। রতননগর, দলপতি ভাগীরথ, রাইনা, রৈস্যাবাড়ী থেকে ২,৪৯ জন দেশান্তরিত হয়ে বাংলা দেশে আশ্রয় নিতে হয়েছে। এখনো তারা আসতে পারেনি। কেহ গিয়াছে আসাম, কেহ গিয়েছে মিজোরাম। জাতীকে ধ্বংশ করে, জাতীর মাথা খেয়ে, জাতীকে নির্মূল করার জন্য আপনারা কংগ্রেসের লেজে পরিণত হয়ে পরেছেন। এখানে আমি বিশেষ করে উপজাতি যুবসমিতিকে অনুরোধ করব আপনারা এই শৈলাচারি মনোভাব ত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আস, জাতীকে রক্ষা করব, জাতীকে উন্নতি করব, জাতীর জন্য শপথ নিব, আমি বিশেষ কিছু বলতে চাইছিনা। আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :– মাননীয় সদস্য অনিল চাকমা

শ্রীঅনিল চাকমা (পেচারথল) :– মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ৯ই জুলাই মাননীয় মুখমন্ত্রী কর্তৃক উপস্থাপিত এই বাজেটকে আমি পূর্ন সমর্থন করে আমি দুই চারটি কথা বলতে চাই। এই বাজেট সমন্ধে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিস্তারিত বক্তব্য রেখেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে ৫ বৎসর জোট সরকার আসার পর এই ত্রিপুরাটাকে তারা একটা ধ্বংসস্তুপে পরিনত করেছেন, এই ধ্বংশস্তুপ থেকে ত্রিপুরাকে উন্নয়ন মুলক কাজকর্মের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কম কথা নয়। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন সেই বাজেট শিক্ষা কৃষি, বিদ্যুৎ, শিল্প, পূর্ত তপশীলি-জাতি, উপজাতি সমস্ত অংশের মানুষের স্বার্থে এই ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট গত ৯ই জুলাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিধানসভায় পেশ করেছেন। এটা নিসন্দেহে বলা যায় যে এই বাজেটকে ধ্বংশস্তুপ সরিয়ে নুতন ত্রিপুরা গড়ার কাজে এক সর্বাত্বক প্রচেষ্টা, কাজেই এই বাজেটকে ত্রিপুরার জনগন দুই হাত তুলে সমর্থন করবেন আমরা সেটা আশা করব। বাজেট সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সমীর বর্মন বলেছিলেন জোট আমলে তারা যে ভাবে কাজ পরিচালনা করেছেন সেই কৃতিত্বটার তিনি দাবীদার, আমি বলব সমীর বাবু ভুলে গেছেন উনি মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের লটারী কেলেংকারীতে তিনি ধরা পড়েন

এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানে এই জোট সরকারের কৃতিত্বটা গাঁওসভাগুলিতে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের গনতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিলেন না, গাঁও পঞ্চায়েত নির্বাচন করলেন না। গাঁও সভাগুলিতে দুর্গাপূজার সময়ে শাড়ী, ধুতী, বন্টন করতে গিয়ে একটা শাড়ীকে দুই ভাগ করে দেওয়া হত, একটা ধুতীকে দুই ভাগ করে দেওয়া হত। এটাই তাদের কৃতিত্ব। এটা ত্রিপুরার মানুষ ভাল করে জানে। জোট সরকারের সময় বিচার চাইলে বিচার পাওয়া যেত না। পানিসাগরের ডিফিটেট এম.এল.এ আশুবাবু একদিন অন্ধকার রাত্রে আমাদের নবীনছড়াতে আক্রমণ করলেন, আমাদের এক গরীব জুমীয়া কৃষক সঞ্জয় কিরণ চাকমার বাড়ীতে।

পানিসাগরের কংগ্রেসের বিজিত প্রার্থী আশু বাবু একদিন রাত্রির অন্ধকারে নবীনচড়ার সঞ্জয় কিরণ চাকমার বাড়ী আক্রমণ করলো, আশুবাবুর গুণ্ডাবাহিনী সেই সঞ্জয় কিরনের হাত পা বেঁধে ফুট বল খেলতে লাগলো, তারা এখানে থামলো না, তারা সঞ্জয় কিরনের স্ত্রীর উপর আক্রমণ চালালো। এরপরেও সমীর বাবু বামফ্রন্টের বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে জোট সরকারের কৃতীত্বের ছাপাই গাইছেন। তারা সেইদিন ত্রিপুরার মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করে নি, পায়ের তলায় তারা ত্রিপুরার মানুষকে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু এবারের নির্বাচনে ত্রিপুরার লড়াকু মানুষ তাদের ধ্বংসস্তূপে ফেলে দিয়েছে। নির্বাচন হয়ে গেল তিনমাস অতিবাহিত হতে চলছে, তারা সংখ্যায় মাত্র ১০ জন, কিন্তু তাদের মধ্যে বিরোধী নেতা কে হবেন, এখন পর্য্যন্ত তারা এটা ঠিক করতে পারেন নি, এর চাইতে লজ্জার আর কি হতে পারে? অন্য দিকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্ত্তমানে রাজ্য সভায় নির্বাচিত সদস্য সুধীর বাবু বলছেন, কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস মিলিত ভাবে তারা কাজ করবেন। তাদের জোট সরকারের আমলে এ গণ্ডাছড়াতে, এ আমবাসাতে হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মৃত্যু বরণ করেছে, তখন তো এই বিধানসভাতেই ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির মন্ত্রী এবং বিধায়করা ছিলেন, তারা এই বিধান সভায় একটা প্রস্তাব আনতে পারলেন না যাতে এই রাজ্যে কেউ না খেয়ে মরে, অর্থাৎ সমীর বাবুর উপর তাদের কিছু বলার ছিল না। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানে প্রয়োজনে কারা তাদের বন্ধু আর কারা তাদের শত্রু, তাই তো আজকে তারা সংখ্যালঘু, আজকে আপনাদের আগামী ৫ বছর ধরে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সেই রক্তাক্ত বিলোনীয়া, রক্তাক্ত গণ্ডাছড়া ত্রিপুরার মানুষকে যেভাবে শিক্ষা দিয়েছে, তার থেকে তারা গত নির্বাচনে যে রায় দিয়েছেন, তার তুলনা হয়না। তাই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট এই হাউসের সামনে রেখেছেন, তাকে আমি আন্তরিক ভাবে সমর্থন জানাই, তবে আমরা একথা বলছি না যে এই বাজেট এই রাজ্যের সব সমস্যাই

দূর হয়ে যাবে। এই জুলাই মাসে অকালের দিনে বছর বছর পাহাড়ের মানুষ খাদ্য না পেয়ে যেভাবে বন্য জিনিষ খেয়ে মারা যেত, এবার সেটা হচ্ছে না এবং বিরোধী পক্ষে যারা বসে আছেন, তারা এখন পর্য্যন্ত একথা বলতে পারেন নি যে ত্রিপুরাতে মানুষ না খেয়ে মরেছেন।

ত্রিপুরার মানুষ এই জুলাই মাসেও না খেয়ে মরছে না। বিরোধী দলের কোন সদস্য বলতে পারবেন না যে মানুষ না খেয়ে মরছে। আমাদের সরকার ত্রিপুরার শ্রমজীবি মানুষের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। সেই জন্য আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে যে ১৯৯৩-৯৪ সালের বাজেট উত্থাপন করেছেন আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সংগত কারণেই উল্লেখ করেছেন যে বিগত জোট জমানায় ত্রিপুরার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, তাদের উপর অন্যায় অত্যাচার করা হয়েছিল, মায়েদের ইজ্জত লুন্ঠন করা হয়েছিল সেখানে পেশী শক্তির মাধ্যমে জংগলের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছিল। সেই জংগলের রাজত্ব অবসান করে ত্রিপুরার ২৭ লক্ষ মানুষ যে ভূমিকা পালন করেছেন সেই জন্য তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। যারা এই গণতান্ত্রিক সংগ্রামে শহীদ হয়েছেন, আত্মবলিদান করেছেন এই জোট সরকারের অবসান করে নূতন সূর্য উদয়ের জন্য আমাদের আর, এস, পি, এর তরফ থেকে তাদেরকে জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন। আজকে যারা বিরোধী বেঞ্চে বসে আছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর রঞ্জন বর্মন তারা হুংকার দিয়ে বলেছিলেন যে আমাদিগকে নাকি দূরবীক্ষণ দিয়ে দেখা যাবে না। ত্রিপুরার মানুষ তাদেরকে শাস্তী দিয়েছেন। ওরা মানুষের অধিকার হরণ করেছিল, কথা বলার অধিকার হরণ করেছিল। ছাওমনু ও গণ্ডা ছড়াতে বহু মানুষ উপবাসে মরে গেল উনাদের মন্ত্রী ও বিধায়করা এবং উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যানরা টাকা লুটপাট করেছে এলাকাগুলিকে রক্ষা করতে পারেনি। অথচ আজকে এখানে কুম্ভিরাশ্রু ফেলছে। ওরা ইতিহাসটা ভুলে গেছে।

সেদিন কিন্তু আমরা যখন এই প্রশ্নগুলি তুললাম নারী নির্যাতনের বিভিন্ন তথ্য দিয়ে এই হাউসে যখন আমাদের বাধা দেওয়া হয়েছে। এই হাউসকে কলঙ্কিত করা হয়েছে।

আমাদের স্তব্ধ করে দেবার জন্য বলা হয়েছে, এখানে এসব তুলতে হলে থানা থেকে এফ. আই. আর আনতে হবে। আমাদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। কাজেই ত্রিপুরার মানুষ ন্যায় বিচার করেছেন। আমরা জানতাম, পেশীশক্তির ধারক বাহক যারা তাদের উপর নির্ভর করে যারা বোমা, পাইপগান, পিস্তলের উপর নির্ভর করে নির্বিচারে আমাদেরকে পায়ের তলায় চেপে ধরতে চাইছিলেন তাঁদের এ কার্য্য-কলাপ আজকে—গন হুঙ্কারে পরিণত হয়েছে। আজকে সেই জায়গায় ত্রিপুরার সমস্ত মানুষ তা উপেক্ষা করে, সমস্ত পেশী শক্তিকে পর্যুদস্ত করে গণতন্ত্রের ধ্বজা উড়িয়েছেন। আজকে ত্রিপুরার মানুষ শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারছেন। মানুষ কি চায় আমরা তা জানি। ত্রিপুরার মানুষ গত পাঁচ বছরের বঞ্চনার থেকে মুক্তি পেতে চায়। শুধুমাত্র তহবিল তছরূপই নয়, ত্রিপুরাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত অর্থনৈতিক পরিকাঠামো থাকা দরকার যে সমস্ত পরিকল্পনা থাকা দরকার তার কিছুই ছিল না। সব বন্ধ হয়ে গেছিল। পাশাপাশি আর্থিক কাঠামোকে উন্নত করার জন্য এখন পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে একটি পয়সাও আসে নি। ত্রিপুরার স্বেচ্ছাদানে এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। রাজ্যে কিছুদিন আগে ভয়াবহ বন্যা হয়ে গেছে। এখন পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে কিছুই দিলেন না। ত্রিপুরার মানুষ এগিয়ে এসেছে। তাদের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে স্বেচ্ছাদানে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিল গড়ে উঠছে। পাশাপাশি পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকার এবং অন্যান্য রাজ্য সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন সাহায্যের হাত প্রশস্ত করে। আমরা তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই। মননীয় উপাধ্যক্ষ; মহোদয়, আমরা জানি, ধনবাদী রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের মৌলিক চাহিদার দিক পূরণ করতে পারব না। আমাদের কোন সম্পদ নেই, সম্পদ তৈরী করার কোন রিসোর্স নেই। কাজে কাজেই রাজ্যের আয়ের উপর দাঁড়িয়ে যেসব কর্মসূচী নেওয়া যায়; সেটা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে স্বাধীনতার ৪৯ বছর পার হয়ে যাবার পরও ত্রিপুরা রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরনের জন্য স্ব-নির্ভর হতে পারে নি। এখানে কোন শিল্প—কারখানা গড়ে উঠতে পারে নি। শুধু ত্রিপুরা রাজ্যই নয়, সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলই উপেক্ষিত হয়েছে, বঞ্চনার শিকার হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ, মহোদয় সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যেই অর্থনৈতিক আন্দোলনে শরিক হয়ে বহু শহিদ হয়েছেন। তবুও কেন্দ্রীয় সরকার এর দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজনীয়তা বোধ করছেন না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ, মহোদয়, বাম ফ্রন্টের পক্ষ থেকে ছাত্রযুবক, কৃষকের পক্ষ থেকে আন্দোলন হয়েছে। আমরা চেয়েছি নিদেনপক্ষে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারন করা

। পরে ক্রমান্বয় পর্যায়ে বাড়ান যাবে। আমরা জানি রেল লাইন রাজ্যে না থাকলে কোন অবস্থাতেই কোন শিল্প কারখানা কোন রাজ্যেই গড়ে উঠা সম্ভব নয়। শুধু মাত্র অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে কোন রাজ্য গড়ে উঠতে পারে না। বেকার সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। কোন মৌলিক কাঠামো নেই। রাজ্যে দেড় লক্ষ বেকার।

আজকে দেড় লক্ষাধিক শিক্ষিত বেকার তৈরী হয়েছে। তার সাথে অর্দ্ধশিক্ষিত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা নিয়ে সেটা হবে ৪/৫ লক্ষ। এই অবস্থায় এই রাজ্যের শিল্প কারখানা, রেলপথ সম্প্রসারণ অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িত। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের যে পরিকাঠামো, সেই পরিকাঠামোকে আরও উন্নয়নমুখী করতে হবে। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে বারবার সে প্রশ্ন গুলি আমরা তুলছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মুলতঃ কোন সুষ্ঠ সমাধানের পথে পেঁছতে পারছি না। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা আমলাতান্ত্রিক নির্ভর শাসনের মধ্যে আছি। যে অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে অনেক সরকারী সিদ্ধান্ত লাল ফিতার বাধানের জন্য জনগণের নিকট পেঁছতে পারছে না। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নানান জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক মানুষের প্রত্যাশা আমরা পুরণ করতে পারছিনা। এটা একটা অন্যতম মুল কারণ। এর জন্য সক্রিয় গণসংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানুষকে আমাদের আরও সংঘবদ্ধ করতে হবে। যাতে আমলাতান্ত্রিক শাসনের জন্য প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলি দূর করে কাজকর্মে অগ্রগতি আনা যায়। আমরা জানি প্রচলিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আমুল পরিবর্তন করা যাবে না, মানুষের মৌলিক সমস্ত চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়, বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তথাপি সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে যাতে মানুষের জন্য কমপক্ষে কিছু করা যায়, সরকারী উদ্যোগ যাতে মানুষের কাছে ঠিক ঠিক ভাবে পেঁছায় তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং বামফ্রন্ট সরকার সেই দিকেই সচেষ্ট থাকবেন। যাতে মানুষের নিকট উন্নয়ন সুফলগুলি পেঁছে দেওয়া যায়। আমরা জানি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষ অনেক কষ্ট করে বসবাস করছেন। আমরা চেষ্টা করব মানুষের দুঃখ দুর্দশা লাঘব করতে। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটে ত্রিপুরা রাজ্য বাসীর অনেক আশা আকাঙ্খাই পূরণ করতে পারবে। আর্থিক ক্ষেত্রে আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এবং তার জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। কাজেই সঙ্গত কারণেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সেগুলি উল্লেখ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া শিল্প নীতি, নয়া বানিজ্য নীতি, ঋনের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার ফলে আমাদের অর্থনীতির দপ্তর বুদ্ধ হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে আমাদের বিভিন্ন প্রকল্প রেশনিংএর ক্ষেত্রে যে সমস্ত সাবসিডি ছিল, সেগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। সারের উপর যে সাবসিডি ছিল, ভোগ্য পনের উপর যে সাবসিডি ছিল সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। যার ফলে আজকে সাধারণ মানুষকে অপরিসীম দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করতে হচ্ছে। তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত নীতিরই আমরা বার বার প্রতিবাদ করছি। তার বিরুদ্ধে আমরা অবিরত সংগ্রাম চালাচ্ছি। আমরা তাঁদেরকে বলছ তোমাদের এই নীতি পরিবর্তন করতে হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বাজেটে পশুপালন দপ্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। জোট সরকারের আমলে এই দপ্তরটাকে ধ্বংসের প্রায় কিনারে এনে ফেলা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত তিন মাসের মধ্যে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি, এই দপ্তরটাকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যাতে সেখান থেকে উৎপাদনে আমরা নূতন লক্ষ্যমাত্র অর্জন করতে পারি। স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি যে গান্ধিগ্রামে পোল্টিফার্ম বিগত সরকারের আমলে উৎপাদন কমে এসেছিল। ডিম উৎপাদনের জন্য মুরগীর সংখ্যা জোট সরকার এর আমলে অনেক কমে গিয়েছিল।

শ্রীগোপাল দাস (অনাবাসিক মন্ত্রী) :— আমরা সেখানে তাদের দেখেছি বিগত সরকারের আমলে মন্ত্রীরা গাড়ী নিয়ে যেতেন এবং নির্দেশ দিতেন আমাকে ২০০০ হাজার ডিম গাড়ীতে তুলে দাও। এই ভাবে ওনারা লুটপাট করে নিয়ে যেতেন। শুধু ডিম নয় হাস, মুরগীও নিয়ে যেতেন এবং কোন কোন সময় গরুও নিলাম করার কথা বলা হতো এগুলি আমরা শুনেছি। পশু পালন উন্নয়ন প্রকল্পগুলি জোরদার করার জন্য সমস্ত সরকারী পশু পালন খামারগুলি পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। এই খামারগুলি আগে মৃত প্রায় অবস্থায় ছিল। কিন্তু এখন এগুলিতে লক্ষ্য মাত্রার বেশী উৎপাদন হচ্ছে। আমরা মাসে ৫০০ ৬০০ ডিম এখন উৎপাদন করছি এবং ১৯৯৩-৯৪ সালে ২ লক্ষ ৬০ হাজার মুরগ ছানা উৎপন্ন করার পরিকল্পনা নিয়েছি। মে, জুন এবং জুলাই এই তিন মাসে আমরা ৫০ হাজার ৫ শত মুরগ ছানা উৎপন্ন করেছি। কাজেই এই যে প্রগ্রেস সেটা একটা নূতন গতিতে উৎপন্ন করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। এই ভাবে ইতিমধ্যে আমাদের এই যে লেয়ার ক্যাপাসিটি বাড়ানো হয়েছে ১২ শত থেকে ১৬ শত। এখন গড়ে প্রতিদিন আমাদের উৎপাদন বাড়ছে। আগেও উৎপাদন হত কিন্তু সেই উৎপাদন সাঙ্গপাঙ্গদের কাছে চলে যেত কিন্তু আমরা সেটা করি না। আমরা এখন প্রতিদিন সেক্রেটারিয়েটে ডিম বিক্রি করছি। বাজারে ডিম বিক্রি করছি এবং আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আইজলমাতেও ডিম বিক্রি করব।

বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এইগুলি শুরু হয়েছিল কিন্তু জোট সরকার আসার পর সেগুলি বন্ধ হয়ে যায়। আর, কে, নগর ক্যাটেল ফার্ম এশিয়ারমধ্যে একটা আকর্ষণ ছিল এবং জোট সরকার ক্ষমতায় এসে এই প্রকল্প ধ্বংশ করে দিয়েছিলেন। আমরা যখন ক্ষমতায় আসলাম তখন দেখলাম এইগুলি শুধু একটা পোষাকী নামের মধ্যে ছিল কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা ছিল না।

আমরা সেখানে তাদেরকে রি-অরগেনাইজ করি। ইতিমধ্যে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে আর, কে, নগর এ গড়ে উৎপাদনের ক্ষমতা ৮২ পারসেন্ট। প্রতিদিন ১ হাজারের উপর ডিম আসে। আমাদের ১২০০ এর উপর লেয়ার ক্যাপাসিটি। যেটা সারা ভারত বর্ষে গড়ে উৎপাদন ৮০ পারসেন্ট সেখানে আমাদের উৎপাদন ৮২ পারসেন্ট। ৮২ পারসেন্ট আমরা অ্যাচিভ করতে পেরেছি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এইটা একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। যেটা আমরা দেখেছি গত ৫ বৎসরে যেটা আর, কে নগর ক্যাটেল ফার্মে নতুন করে গড়ে কোন উৎপাদন হয়নি। সেখানে কোন ইনভেষ্টমেন্ট হয়নি। বিগত বামফ্রন্ট সরকার যেগুলি দিয়ে গিয়েছিলেন সেগুলি শুধু খেয়েছে, নতুন কোন কিছু করা হয়নি। আমরা এসে ইতিমধ্যে উদ্যোগ নিয়েছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনার ভাষণে বলেছেন যে সেখানে উন্নত জাতের গরু আমরা কেনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ৫০টি সংকর জাতীয় গরু অডার দেওয়া হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি গত ৫ বৎসরে সেখানে কৃত্রিম প্রজনন যেটা একটা উল্লেখযোগ্য দিক ছিল, বিগত বামফ্রন্ট সরকার যেটাকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন সেই গো প্রজনন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এমনকি ফ্রোজেন সিমেন দেওয়ার ব্যবস্থা আবার চালু করা হয়েছে। সেটাও গত ৫ বৎসরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গত ৫ বৎসরে তারা সব কিছু ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এইচ. আর, এস. স্কীম অর্থাৎ উন্নত মানের বাছুর. দামরী বাছুরকে খাদ্য দেওয়ার এইটা কর্মসূচী দেওয়া একটা আমরা পুনরায় চালু করেছি। স্যার. আমরা এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিতে জোর দিয়েছি। এইবারের বন্যায় আমাদের অ্যানিমেল হাজবেণ্ড্রী দপ্তর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। আগে আমরা দেখেছি দুর্যোগের সময়, বা কোন বন্যার সময় অ্যানিমেল হাজবেণ্ড্রীর তেমন কোন ভূমিকা ছিলনা। জোট সরকার সেখানে কোন ভূমিকা পালন করেনি। আমরা বন্যার সময় টিম তৈরী করে সেখানে বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিতে টিম পাঠিয়েছি। তারা সেখানে ভেকসিন দিয়েছে, ঔষধ দিয়েছে, গো খাদ্য দিয়েছে। প্রশংসনীয় কাজ সেখানে করেছে। আমরা এইভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছি। আমরা আশা করি

অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রী দপ্তর আগে যেভাবে সাবসিডি ইনকাম হিসাবে ছিল আমরা সেই জায়গাতে রাখতে চাইনা। আমরা চাই এইটা যাতে মেইন সোর্স অফ ইনকাম হয়ে দাঁড়ায়, এইটার উপর যাতে মানুষেরা প্রধান আয়ের উৎস হয়ে দাড়ায় সেই লক্ষ্যের দিকে আমরা নিয়ে যেতে চাই। সেই লক্ষ্যেই অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রী দপ্তরকে পরিচালনা করা হচ্ছে। আজকে যে বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারন করেছে সেইক্ষেত্রে আগামীদিনের নতুন করে চাকুরী দিয়ে সেখানে বেকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব না, সেখানে আমরা সেল্‌ফ অ্যামপ্লয়মেন্ট প্রগ্রাম এর মধ্য দিয়ে অধিক সংখ্যক বেকার যুবক যুবতীদের সেখানে নিয়ে যাওয়া তার জন্য দপ্তর থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কাজেই আমরা বামফ্রন্ট সরকার আশা রাখি আমাদের এই যে কর্মসূচী সেই কর্মসূচীর সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন এবং আমরা বিরোধী দলের কাছে অনুরোধ করব বামফ্রন্ট সরকারের যে উন্নয়নমূলক কাজ আপনারাও সহায়কভূমিকা পালন করুন, ভাল কাজে সহায়তা করুন, এই আবেদন রেখে এই বাজেটকে পুর্নাঙ্গ সমর্থন তারাও জানাবেন এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুবল রুদ্র।

শ্রীসুবল রুদ্র (সোনামুড়া) :- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৯৩-৯৪ ইং সনের যে বাজেট গত ৯ ই জুলাই ১৯৯৩ ইং তারিখ যে উত্থাপন করেছেন সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারনে যে এবারের বাজেটে একটা নতুনত্ব আছে বিগত জোট সরকারের আমলে যেভাবে বাজেট করা হত তার থেকে এই বাজেট একটু আলাদা। এই বিধানসভার প্রথম দিন নিশ্চয়ই একটা লক্ষ্য করা গেছে একটা বিলের মধ্য দিয়ে। প্রথম দিন এই বিধানসভায় একটা বিল এসেছে মন্ত্রী এম এল এদের ভাতা কমানো হয়েছে বলে এবং এই ছোট্ট একটা বিলের মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনীতিকে কিভাবে সুদৃঢ় করতে চায় এইটা তার প্রমাণ। এখানে অনেক বলার চেষ্টা করেছে যে এইটা একটা স্টান্ট। আমরা তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছি এই সরকার ব্যয় সংকোচনের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে চায়। ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির লক্ষ্যে এই সরকার এই উদ্যোগগুলি নিয়েছেন। আমরা লক্ষ্য করেছি মাননীয় সদস্য সমীর রঞ্জন বর্মন এখানে বলার চেষ্টা করেছেন যে এই

বাজেটের মধ্যে আসলে কিছু নাই। আমরা ওকালতী পাশ না করলেও এইটা আমরা বুঝি যে বিরোধীতা করার জন্যই উনি এই সব কথা বলেছেন এবং বাজেটের বিরোধীতা করেছেন অতীতের বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছিল সেই টাকা আসলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে খরচ করা হয়েছে কি না সেটা কিন্তু তিনি বলেন নি। তিনি বলেছেন বেকারদের কথা বাজেটের মধ্যে নেই। আসল বেকার কারা এখানে গ্রামাঞ্চলের বেকারের সংখ্যা বেশী. অর্ধশিক্ষিত বেকার গ্রামাঞ্চলেই বেশী দেখা যায়। কাজেই তাদের জন্য যদি সেখানে কাজ না থাকে যদি এস আর ইপি না থাকে, যদি জওহর রোজগার যোজনা না থাকে এবং এইগুলির মধ্য দিয়ে যদি তাদেরকে কাজ দেওয়া না যায় তাহলে সেখানকার বেকারদের খুব অসুবিধা হবে। কাজেই সেখানকার বেকারদের জন্য কর্ম সংস্থানের জন্য এখানে সংস্থান রাখা হয়েছে, যাতে বছরের বেশীর ভাগ সময় তাদেরকে কাজ দেওয়া যায় তার জন্য সরকার এই বাজেটে ব্যবস্থা রেখেছেন। গ্রামীণ বেকাররা যাতে স্বনির্ভর হতে পারে তার জন্য এই বাজেটে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আর তিনি বলেছেন বেকারদের জন্য বাজেটে কিছু রাখা হয়নি। আসলে গ্রামাঞ্চলে বিগত সময়েতো কোন কাজ ছিল না, রাস্তাঘাটের কোন মেরামত ছিল না তখন, বরাদ্দকৃত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা চলে যেত লুট পাট কমিটির কাছে, না কি অন্য কোথাও সেটা আপনারা বলতে পারবেন। বিগত দিনে গ্রামে যে উন্নয়ন কমিটি গুলি তৈরী করা হয়েছিল তারা কি করেছে, তখন আবার বলা হয়েছিল যে এখানে আবাসন প্রকল্প তৈরী করা হবে। এই আবাসন প্রকল্প কার জন্য তৈরী করা হবে, ঐ সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবেল দের জন্য।

আমি দেখেছি আমার অভিজ্ঞতা থেকে একটা ব্লকের হিসেব যদি পরীক্ষা করে দেখা যায় তাহলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই প্রকল্পে বরাদ্দকৃত টাকা কিভাবে ব্যয় করা হয়েছে সেটা দেখতে পাব বুঝতে পারব। এই প্রকল্প রূপায়নের জন্য লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে কিন্তু সেই টাকা কোথায় গেলো ? কার পকেটে গেছে সেই টাকা। তপশিলি জাতি এবং উপজাতি তপশিল অংশের জনগণের আবাসনের প্রকল্পের টাকা জনগণ আদৌ পেয়েছে কিনা, কোন ব্রীজ মেরামত করা হয়েছে কিনা; কোন পুকুর খনন করা হয়েছে কিনা, সামাজিক বনায়ন হয়েছে কিনা, ফলের বাগান করা হয়েছে কিনা, ? কিছুই করা হয়নি, তার কোন চিহ্ন পর্যন্ত সেখানে নেই।

সমীরবাবুরা এখানে বলেছেন যে বেকারদের কর্ম সংস্থানের জন্য কোন সংস্থান এই বাজেটে নেই। কিন্তু এই বাজেটে পরিস্কারভাবে সেটা উল্লেখ করা হয়েছে। এই বাজেটে ... টাকা

বরাদ্দ করা হয়েছে সেট. গ্রামীণ কর্ম সংস্থানের জন্য ব্যয়িত হবে এন, আর, ই, পি. এবং আর. এল ই জি, পি স্কীমের মাধ্যমে। সমীরবাবু বলেছেন যে এইখানে শিক্ষিত বেকারদের জন্য কোন কথা নাই। কি করে থাকবে এই বাজেটে পুরাপুরি সব উল্লিখিত না থাকলেও শিক্ষিত বেকারদের কর্ম সংস্থানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু একটা নিয়মের মধ্যে দিয়ে শিক্ষিত বেকারদের চাকুরীর ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু আমরা অতীতে দেখেছি কিভাবে শিক্ষিত বেকারদের চাকুরী দিতে। ভোট সরকারের চাকুরী দেবার ক্ষেত্রে কোন নিয়মনীতি ছিল না। কোন নিয়ম না মেনেই তারা বিভিন্ন দপ্তরে কন্টিজেন্সী এবং ডি, আর, ডাব্লিউ হিসেবে বেকার ছেলেমেয়েদের নিয়োগ করেছে। তারা বাজেটের টাকা নয়ছয় করেছে। এক খাতের টাকা অন্য খাতে বে আইনীভাবে ট্রেন্সফার করেছে। ৎত্তনান্সের কেট অ্যাপ্রোভাল নেবার প্রয়োজন বোধ করেছি এই নিয়োগের জন্য। ফিনান্সের অ্যাপ্রোবল ছাড়াই এই কন্টিজেন্ট এবং এবং ডি, আর ডবলিউ. দের নিয়োগ করেছে। এইটাকে কি বলা যায় যে বেকারদের সমস্যার সমাধানের জন্য তারা কাজ করেছেন। আমি সমীরবাবুদের জিজ্ঞেস করতে চাই যে আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলুন তো দেখি যে বেকারদের চাকুরী দিয়েছেন তাদের নিকট থেকে আপনারা কোন টাকা নেননি? আমরা বলব না সেটা কিন্তু আপনারা এই বেকারদের নিকট থেকে হাজার হাজার টাকা লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়েছেন। কাজেই শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা সমাধানের জন্য আপনাদের সময়ে আপনারা আদৌ কোন ভূমিকা নিয়েছেন এইটা বলা যায়না।

আজকে অপরারা বাজেটে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মৎস্য দপ্তর সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু মৎস্য দপ্তর থেকে আমরা মানুষকে মাছ দেব। এই ধরনের প্রভিষন রয়েছে এই বাজেটের মধ্যে। আমরা দেখি বামফ্রন্ট আসার আগে উদয়পুরে অমর সাগরে কিছু টেংক ভরাট করানোর জন্য সেংকসান করা হয়। এবং সে অনুযায়ী কাজও হয়। তারপর আবার চার মাস পরে আরো ২.২ লক্ষ টাকা সেংকসান করা হলো এই টেংকগুলি ভরানোর জন্যে। একটা টেংক ভরানোর জন্য দুইবার টাকা সেংকসান করা হয় এবং ব্যয় করা হয়। মৎস্য নিগমের মাধ্যমে। তারপর আমরা দেখি যেসমস্ত বিভিন্ন এপেক্স ফিসারিজ) রয়েছে সেগুলির টাকার কোন হিসেব নেই। আর ফিসারম্যানদের উন্নতি করব, মৎস্যচাষ করব, ত্রিপুরার মানুষকে মাছ দেব, এই করব সেই করব, অনেক কথাই বলা হতো কিন্তু এই ধরনের কোন বাজেট প্রভিষন আপনাদের সময় ছিল না আর যেটুকু প্রভিষন রাখা হতো, টাকা বরাদ্দ করা হতো সে টাকা ব্যয় হতো, কোথায় মৎস্য চাষ হতো সে খবর নাই।

সমস্ত জলের নীচে। আজকে প্রশ্নোত্তর সময়, নিশ্চয়ই এটা সবাই শুনেছেন যে উদয়পুরে একটি কচ্ছপ প্রকল্প করা হয়েছে। জলের নীচে কচ্ছপ আছে কি নেই তার কোন হিসাব নেই। কত লক্ষ লক্ষ টাকা সেখানে হাফিজ হয়ে গিয়েছে। বাজেটের কোটি কোটি টাকা সেখানে ব্যয়িত হয়েছে। অ সংগে মৎস্য চাষের কোন উন্নতি হয়নি আমি একটা হিসাব বলি মাননীয় স্পীকার স্যার, মেলাঘরের ফিসারী অফিস থেকে একই দিনে ২৬ লক্ষ টাকা হাফিজ করে দিয়েছে। পুরো সাব সিডির টাকা। কারা পেয়েছে? নাম বলতে পারি সুলতান মিঞা কংগ্রেসের নেতা, নাবালক মিঞা প্রেসিডেন্ট ৬৪ হাজার টাকা নিয়েছেন। চিত্ত জমাদার কংগ্রেসের বড় নেতা ৭৫ হাজার টাকা নিয়েছেন। সুকুমার বাবু নাম লিখে নিতে পারেন সমীর বাবু। জিজ্ঞেস করবেন আপনার নেতাদের। ২৬ লক্ষ টাকা একদিনে হাফিজ করে দিয়েছেন। সুকুমার বাবুকে আরও পাঁচ লাখ টাকা নির্বাচনের আগে দিয়েছিলেন। আনন্দ বাজার তৈরী করার জন্য। সমস্ত টাকা হাফিজ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ফিসারীর উন্নতি সেখানে হয় নি। বনের ক্ষেত্রেও ঠিক একই কথা। তখন কিছু বন রাক্ষস ছিল। সেই বন রাক্ষসদের দাপটে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের বন আর পরিবেশ এক জায়গায় সেখানে নেই। ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সেদিন বিধানসভায় প্রশ্নোত্তরপর্বে এই প্রসঙ্গটা উঠেছিল। মাননীয় বিধায়ক মতিবাবুর অঞ্চল চড়িলামে গাছ নেই। সমস্ত গাছ বাংলাদেশে চলে গিয়েছে। বন সংরক্ষন বা নূতন বন সৃজায়নের কোন পরিকল্পনা তখন ছিল না। আমরা বলি পরিবেশকে সবসময় ঠিক রাখতে হবে এবং তার জন্য বন সৃজন দরকার। সামাজিক বনায়ন দরকার। মানুষ যাতে বনের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে তার জন্য প্রতিশ্রুতিও এই বাজেটে রাখা হয়েছে। সেই জন্য এই বাজেটকে সমর্থন করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী হরিচরন সরকার মহোদয়।

হরিচরন সরকার :— (বামুটিয়া) মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৬ই জুলাই ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় (বিধায়ক) মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এখানে উপস্থাপন করেছেন সেই বাজেটকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। সমর্থন করতে গিয়ে একটা কথা বলতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের বিশেষ করে গরীব মেহনতী অংশের মানুষ, গ্রামাঞ্চলের যারা শিল্পী, খেটে খাওয়া

মানুষের যে আশা আকাঙ্খা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য এই বাজেট। আমরা জানি, বিগত পাঁচ বছর ধরে গোটা আমলে তখনকার শাসনকর্তারা এই ত্রিপুরা রাজ্যকে যভাবে একটা ধ্বংস স্তূপে পরিনত করেছিল আজকে সেই শাসক গোষ্ঠীকে ত্রিপুরার সংগ্রামী জনগণ ঘৃনাভরে প্রত্যাখান করে এই বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় নিয়ে এনেছেন। এবং ধ্বংসস্তূপ গড়ার ক্ষেত্রে আমরা জানি আমাদের এই রাজ্য সরকারের ক্ষমতা কম। শুধু কম বললে হবে না। আজকে বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের যে আচরন, আজকে ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষ জানেন। একটা ভয়াবহ বন্যা এই ত্রিপুরার উপর দিয়ে বয়ে গেল কোটি কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল, মানুষের বাড়ী ঘর পশু থেকে শুরু করে তাদের জীবন জীবিকার যত রকম উপাদান ছিল সমস্ত কিছু ভেসে গেল। এই সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আবেদন করেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ১৫০ কোটি টাকা দিন আমাকে সুদহীন, অনুদান হিসাবে। আজকে সামান্যতম মানসিকতা এই কেন্দ্রীয় সরকার দেখালেন না। এই অবস্থার মধ্যে আজকে আমাদের নিজেদের ক্ষমতার বলে যে প্রতিশ্রুতি আমরা জনগনের কাছে দিয়েছি আমরা সে প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য ত্রিপুরাবাসীর জন্য এই বাজেট এনেছি।

আজকে আমরা যে প্রতিশ্রুতি জনগণের কাছে দিয়েছি, আমরা সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য এই বাজেট আমরা এনেছি। আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আমরা এমন ভাবে কাজ করব যে ত্রিপুরার একটি মানুষকেও না খেয়ে মরতে দেব না। আমরা সেই প্রতিশ্রুতিতে প্রতিজ্ঞ বদ্ধ। আজকে সমীরবাবুরা একথা বলতে পারবেন না। এই তিন মাসের মধ্যে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর একটি মানুষ না খেয়ে মারা গেছে তা বলতে পারবেন না, বিনা চিকিৎসায় মরেছে তা বলতে পারবেন না। আমরা যারা বামফ্রন্ট করি নীরিহ মানুষের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে তাদের আশা আকাঙ্খা নিয়ে আমরা ভাবি। আমরা তাদের মত বেইমানী করতে পারি না। আমাদের যতটুকু ক্ষমতা আছে আমরা তা জনসাধারণের জন্য করতে বাধ্য তারা ভেবেছিল যে, তারা যে রকম বামফ্রন্টও সেই রকম। গৃহস্থ যদি সজাগ থাকে তাহলে চোর বাটপার যারা তারা একটু গোঁসাই হয়। তারা ভেবেছিল তারা যে ভাবে লুটপাটের রাজত্ব চালিয়েছিল, নারী ধর্ষন করেছিল তা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। ত্রিপুরার একজন প্রাক্তনমন্ত্রী এই ধরনের লজ্জাজনক কাজে জড়িত ছিলেন, কাটা পেটা হয়েছিলেন তা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়।

আজকে তারা ভেবে ছিলেন, তাদের মত কুলাংগার আমরাও। কিন্তু আমরা সে কাজে যেতে রাজী না। আমরা শপথ গ্রহণ করার পর যখন বি, ডি, ও'র কাছে গেলাম, বি, ডি, ওকে জিজ্ঞাসা করলাম টাকা আছে কিনা, কাজটাজ করা যাবে কিনা? বি ডি, ও, বললেন অনেক টাকা আছে এখন থেকে কাজ করা যাবে। আজকে থেকেই কাজ শুরু করা যায়।

সারা বৎসর যেখানে কোন কাজ হল না অথচ আজকে থেকে কিভাবে কাজ শুরু করা যায়, টাকা কোথায়? তখন বি, ডি, ও বললেন আমি নগদে টাকা তুলে রেখেছি। কেন নগদে টাকা তুলে রেখেছেন? কাজ করবেন ইলেকশনের পরে এটা কেমন কথা? কেন আপনি এই টাকা তুলে রেখেছিলেন? একজন অফিসার আমাকে কানে কানে বলল স্যার, এই টাকা তুলে রাখা হয়েছিল তাদের বিজয় উৎসব করার জন্য। অদ্ভুত ব্যাপার। সুতরাং ঐ টাকাদিয়ে প্রতি গাঁও পঞ্চায়েত ৪০০, ৫০০, ৬০০ মেনডেজ করে দুইবার করে কাজ দিয়েছি। আজকে মানুষের প্রতি যে আত্মবিশ্বাস, সেই আত্মবিশ্বাস বিগত দশ বছরে আমরা তৈরী করেছিলাম আমাদের কর্মযজ্ঞের মধ্যে। আজকে সেটা বাস্তবে রুপায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে দেখা গেল মানুষের ভিতরে মানুষ বেশী বেশী করে আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমাদের পতাকার তলে এসে সামিল হচ্ছে। যারজন্য তারা চিৎকার শুরু করে দিয়েছে যে গেল গেল গেলরে। এক শিয়াল নদী পার হবার সময় যখন নদীর মাঝখানে গিয়েছে তখন গেলরে গেলরে বলে চিৎকার করতে লাগল তখন সমস্ত শিয়াল মিলে যখন তাকে টানিয়া তুলিল তখন বলল যে আমি মরলেই তো জগৎ ডুবল। তাদের চিৎকার তো ঐ জায়গাতে। বিধানসভায় আপনারা দেখেছেন এখানে দর্শকরা আছেন, কর্মচারী বন্ধুগণ এবং রিপোর্টাররা আছেন আপনারা আজকে দেখেছেন তাদের কুকর্মের হিসাব। কতগুলি নিদর্শন আমরা আজকে এখানে তুলে ধরেছি। বেলাজার কোন লাজ আছে, নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কথা অনেক ছিল তবু আমি একথা বলতে চাই এই বাজেট গরীব মানুষের বাজেট, ত্রিপুরা বাসীর আশা আকাঙ্খার বাস্তবায়িত হওয়ার বাজেট। আমি বিরোধী দলকে বলতে চাই যে আপনারা এই বাজেটকে সমর্থন করুন এবং ত্রিপুরাকে গড়ার ক্ষেত্রে সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে আমাদেরকে সহযোগিতা করুন।

আমি বিরোধী দলকে বলতে চাই যে তাদের সঙ্গে কংগ্রেস আপনারা এই বাজেটকে

সমর্থন করুন, ত্রিপুরাকে গড়ার ক্ষেত্রে এবং আপনারা আপনাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে এই বাজেটকে সমর্থন করুন, আমরা এই আশা রাখছি। আমি এই বাজেটকে পূর্ন সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- মাননীয় সদস্য খগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া : - মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ৯ই জুলাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তাকে পূর্ন সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। এই বাজেটকে আমি সমর্থন করি এই কারনে যে, এই বাজেটের মধ্যে আমরা দেখি যে উদ্দেশ্যে এই বাজেট করা হয়েছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ১৮ লক্ষ মানুষকে উৎসর্গ করে। ছাত্র, যুবক, কৃষক, জুমিয়া শ্রমিক, কর্মচারী সব অংশের মানুষের জন্য এখানে এই বাজেট পেশ করা হয়েছে, তার জন্য আমি এই বাজেটকে সমর্থন করি। বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান সদস্য এখানে যে বক্তব্য রেখেছেন যে উনাদের কিছু যুবক নাকি বাংলাদেশে পালিয়ে গেছে এবং বি ডি আর এর হাতে ধরা পড়ে সেখানে জেল খাটছে, কিসের জন্য উনারা বাংলাদেশে গেছেন তা আমি জানি না। তবে আমি এইটুকু বলতে চাই যে আমার এলাকাতে আমি দেখিছি যে গত ৫ টা বৎসর যারা কুকাজে লিপ্ত ছিল যারা দৈহিকভাবে আমাদের মা বোনদের ইজ্জত হরণ করেছে, যারা সন্ত্রাস চালিয়েছে এলাকায় এলাকায় এবং অর্থ আদায় করত, দৈহিকভাবে নির্যাতন করত, মানুষ খুন করত এখন তারাই এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। আমরা বলি নাই যে তারা এলাকা ছাড়। আমরা প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। আমি বলতে চাই গত ৫ টা বৎসর সবচেয়ে খারাপ দিকটা ছিল সামাজিক এবং অর্থনৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়। আমাদের যুবক ছাত্র ভাই বোন যারা ৫ বৎসর জোট সরকারের দ্বারা পরিচালিত ছিল তারা কি না করেছেন গত ৫ টা বৎসর। মানুষের গনতন্ত্রকে স্তব্ধ করেছে তারা হাতে বোমা ধরেছে তারা, হাতে তারা পিস্তল ধরেছে, তারা রাম দা ধরেছে, গনতন্ত্রকে তারা হত্যা করেছে তারা। নির্বাচনের পর আমরা যখন ক্ষমতায় আসলাম তখন আমরা দেখলাম বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে আমার এলাকায় সামাজিকভাবে বিচার হচ্ছে। যারা ২০ হাজার ২৫ হাজার টাকা লুট করেছে, তাদেরকে সামাজিক বিচার করে সেই অর্থ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। তার পরও যদি কেউ নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য কেউ বাংলাদেশে যায় তা হলে এখানে আমার বলার কিছু নেই। আমি শুধু বাজেট আলোচনায় এই কথাই বলতে চাই আমরা কি অপরাধ করেছিলাম, মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার,

তামিলনাড়ুতে যেখানে আমাদের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী নিহত হয়েছিলেন দুঃখজনক ভাবে, আমরা কি অপরাধ করেছিলাম ত্রিপুরার মানুষ যার জন্য শত শত বাড়ী ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হল। আমি নিজে কংগ্রেসের সন্ত্রাসে বাড়ীঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলাম; কি চালিয়ে ছিল তারা তা সমস্ত ত্রিপুরার মানুষ তা জানে। কাজেই ত্রিপুরার মানুষ আমাদেরকে জেনে শুনেই আমাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়েছে।

আমি শুধু এটুকু জানতে চাই যে ত্রিপুরার রাজ্যের মানুষ আমাদেরকে জানে এবং জেনে শুনেই তারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনেছে। ৫ বছরের বেশী তারা জোট সরকারকে ক্ষমতায় রাখে নি, কারণ, এই ৫ বছরই জোট সরকারএর মন্ত্রী এবং বিধায়করা এত দুর্নীতি করেছে, যে সেগুলি এখন এখানে বলে শেষ করা যাবে না। ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি বলে ছিল যে একমাত্র তারাই রাজ্যের উপজাতিদের আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়ন করতে পারে, অন্য কেউ এটা করতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে এই জোট সরকারের আমলে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি সরকারের থেকে ত্রিপুরা উপজাতিদের কোন উন্নয়নই করতে পারেন নি, বরং বিগত ফ্রন্ট সরকারের আমলে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিরা নিজেদের ভাগ্য ফিরবার যা একটু সুযোগ সুবিধা পেয়েছিল, সেটাও এই সরকারের আমলে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং তারা নানা ভাবে অত্যাচারিত এবং নির্যাতিত হয়েছে। তদকালীন উপজাতি যুব সমিতির মন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহাশয় যখন ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখনই দামছড়াতে খাদ্য আন্দোলনের সময়ে ৪ জন উপজাতি হালাম পুলিশের গুলিতে মারা গিয়াছে। অর্থাৎ জোট সরকারের আমলে সামান্য যে খাদ্য পাওয়ার অধিকার তার থেকেও উপজাতিদের বঞ্চিত করা হয়েছে। মানুষ না খেয়ে মরেছে। কিন্তু আমাদের বর্তমান সরকার এই সভার সামনে ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের কল্যাণের জন্য এবং তাদের উন্নয়নের জন্য যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন, আমি আশা করছি তার প্রতিফলন ঘটবে এবং বিগত সরকার যে সব সমস্যার সৃষ্টি করে গিয়েছে, সেগুলির পুরা না হউক অন্ততঃ আংশিক সমাধান অবশ্যই হবে, এই আশা রেখে বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :-- এই সভা আগামী বুধবার, ১৬ই জুলাই, ১৯৯৩ ইং বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

Admitted Starred Qu stion No :- 15.

Name of M. L. A. :– Sri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P. W. D. be Pleased to State.

১) প্রশ্ন :– ১৯৮৮-৮৯ হইতে ১৯৯২-৯৩ ইং অর্থ বছর পর্যন্ত এই পাঁচ বছরে রাজ্যে কত কি: মি: রাস্তা সংস্কার করা হয়েছে, এবং

১) উত্তর :– তথ্য সংগ্রহাধীন।

২) প্রশ্ন :– উপরোক্ত সময়ে রাজ্যে কতটি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে ? (পাকা ও কাঠের আলাদা ভাবে)।

২) উত্তর :– সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No :- 40

Name of M. L. A. :– Sri Amal Mallik,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. D. be Pleased to State.

১) প্রশ্ন :- বিলোনীয়ায় মহুরী নদীর উপর পাকা সেতু নির্মাণের কাজ বর্তমানে কি অবস্থায় আছে. এবং

১) উত্তর :— কাজ চলিতেছে।

প্রশ্ন : - এই সেতু নির্মাণের কাজ কবে নাগাদ শেষ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

২) উত্তর :— উক্ত সেতু নির্মাণের কাজটি মার্চ ১৯৯৫ ইং সন নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

ANNEXURE—'A'
(Question & Answer)

Admitted Starred Question No :—46.

Name of M. L. A. :— Sri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P.W.D, be Pleased to state.

১) প্রশ্ন :— বর্তমান ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বৎসরে রাজ্যে কয়টি পাকা সেতু নির্ম্মাণ করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

১) উত্তর : - বর্তমান ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বর্ষে মোট ৯টি পাকা সেতু নির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

২) প্রশ্ন :— খোয়াই নদীর উপর পহড়মুড়াতে পাকা সেতু নির্ম্মাণের কাজ কবে নাগাদ শুরু করা হয়েছে,

২) উত্তর: - ১৯৮৭-৮৮ ইং অর্থ বর্ষে সেতু নির্ম্মাণের প্রারম্ভিক কাজ শুরু হয়েছিল। নির্ম্মাণ কাজটি প্রকৃত পক্ষে ১৯৮৯ ইং বর্ষে আরম্ভ হইয়াছিল।

৩ প্রশ্ন :— বর্তমান সময় পর্যন্ত সেতুর জন্য কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে, এবং

৩) উত্তর :— বর্তমান সময় পর্যন্ত উক্ত সেতুর জন্য ১, ৩১. ৯২, ৫২৩,০০ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৪) প্র ;— কবে নাগাদ এর কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়,

৪) উত্তর :- ডিসেম্বর ১৯৯৫ নাগাদ কাজটি শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No :- 63.

Name of M. L. A. :- Sri Tapan Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Transport Department be Pleased to State.

—: প্রশ্ন :—

১) ১৯৮৮-৯৩ এই পাঁচটি অর্থবর্ষকালে ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের (টি, আর, টি, সি,) চেয়ারম্যানের ভ্রমন ভাতা, গৃহসজ্জা ও জলযোগ খরচ বাবদ নিগমের তহবিল থেকে কতটাকা ব্যয় হয়েছে ?

—: উত্তর :—

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীঃ – পরিবহনমন্ত্রী

১) ১৯৮৮-৯৩ এই পাঁচটি অর্থবর্ষকালে ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের (টি. আর. টি, সি,) চেয়ারম্যানের ভ্রমন ভাতা, গৃহসজ্জা ও জলযোগ বাবদ খরচের হিসাব নিম্নরূপ :—

ক) ভ্রমনবাবদ	……	RS, 27, 594–00
খ) গৃহসজ্জা (Residential office furniture only)	……	RS, 13, 684 91
গ) জলযোগ	……	RS, 7,640 – 40
	মোট	RS, 48,919–31

Admitted Starred Question No :- 73.

Name of M. L. A. :— Sri Mati Lal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. D, be Pleased to State.

ANNEXURE—'A'
(Question & Answer)

১) প্রশ্ন :— ১৯৮৮ মার্চ থেকে ১৯৯৩ ইং মার্চ পর্যন্ত রাজ্যে কতদূর নূতন পাকা রাস্তা হয়েছে ? এবং

১) উত্তর :— তথ্য সংগ্রহাধীন ।

২) প্রশ্ন :— হইলে পি, ডব্লিউ. ডি সাব, ডিভিসান অনুযায়ী আলাদা আলাদা হিসাব।
২) উত্তর ;— তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No :—79.
Name of M. L. A, :– Sri Amal Mallik
Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Finance Department be Pleased to state.

QUESTION

১) ইহা কি সত্য রাজ্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ধোলাই ভাতা তুলে দেওয়া হয়েছে ?

২) সত্য হয়ে থাকলে তার কারন কি ?

minister in charge of the finance Department chief minister.

ANSWER

১) ইহা সত্য নহে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No :- 87.

Name of M. L. A. :— Sri Mati Lal Saha.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P. W. D, be Pleased to State.

১) প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য যে কমলাসাগর—বিধানসভা এলাকার মধুপুর হইতে কোনাবন রাস্তাটি খারাপ হয়ে আছে; এবং

১) উত্তর :— হ্যাঁ।

২) প্রশ্ন :— সত্য হয়ে থাকিলে রাস্তাটি পুনরায় মেটেলিং. কার্পেটিং করার কাজ কতদিনের মধ্যে শেষ হবে ?

২) উত্তর : মেটেলিং ও কার্পেটিং এর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে ১৯৯৪ ৯৫ আর্থিক বর্ষে মধ্যে কাজটি শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No :- 88.

Name of M. L. A. :— Sri Mati Lal Saha,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. D. be Pleased to State.

১) প্রশ্ন : চড়িলাম বাজার হইতে হেরমা রামনগর রাস্তাটি সলিং, মেটেলিং কার্পেটিং করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ? এবং

১) উত্তর :— হ্যাঁ।

২) প্রশ্ন :— যদি থাকে তাহা হইলে কতদিনের মধ্যে উক্ত রাস্তাটির কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

২) উত্তর :— প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুরী পাওয়া গেলে কাজটি হাতে নেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

ANNEXURE- 'B'

Name of Member :– Sri Makhan Lal Chakraborty

Admitted unstarred Question No :–3.

:— প্রশ্ন :—

১) বর্তমানে রাজ্যে সেচ সেবিতে চাষের জমির পরিমান কত হেকটর ?

: – উত্তর : –

১) ১৯৯২-৯৩ আর্থিক সন পর্যন্ত রাজ্যে লিফট ইরিগেশন, ডাইভারসন প্রকল্প শ্যালোটিউবওয়েল, আর্টিসিয়ান ওয়েল মরশুমি বাঁধ ইত্যাদি দ্বারা সেচ সেবিত মোট চাষের জমির পরিমান ৪৮,৮৩৫ হেক্টর।

—: প্রশ্ন :—

২) ১৯৮৮-৯২ এই পাঁচ বছরে কত হেক্টর চাষের জমি সেচের আওতায় এসেছে ?

—: উত্তর :—

২) ১৯৮৮ ইং সনের মার্চ হইতে ১৯৯৩ ইং সনের মার্চ, এই পাঁচ বছরে উপরোক্ত প্রকল্প সমূহ দ্বারা মোট ১০,৫৫৮ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The House met in the Assembly House, Agartala on Wednesday the 14th July, 1993 at 11 A.M

PRESENT

Shri Bimal Sinha, Speaker in the Chair, The Chief Minister, The Deputy Speaker, Nine Ministers, Three Ministers of State and 35 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন। শ্রীমাধবলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাধবলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, স্ট্যাণ্ডার্ড কোয়েশ্চন নং ৭, ফুড অ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট।

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং—৭।

প্রশ্ন

১। পূর্বতন জোট সরকারের শাসনকালে যে সব গরীব উপজাতি তাদের রেশন কার্ড মহাজনদের নিকট বন্ধক দিতে বা বিক্রী করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাদের সেইসব রেশন কার্ড পুনরুদ্ধার করে দিতে সরকার কি পদক্ষেপ নেবেন ?

উত্তর

১। জনসাধারণের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তক্রমে বিগত পাঁচ বছরে ৬০৪টি রেশন কার্ড সেগুলি সঠিক মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ধরণের পদক্ষেপ এখনও চলছে।

শ্রীমাধবলাল চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ৬০৪টি রেশন কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে গত বছর এই সময়ে বাজেট সেশনে এই সম্পর্কে তুলেছিলাম যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষ অনাহারে মরছে তার মূল কারণ হলো গরীব মানুষ রেশন তুলতে পারছে না। রেশন কার্ড মহাজনদের হাতে চলে গেছে। কাঞ্চনপুরে অধিক সংখ্যক লোক অনাহারে মারা গেছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই রেশন কার্ডগুলি উদ্ধারের জন্য ব্যাপকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। খোয়াইয়ে লুনাছড়া. ৩৭ মাইল প্রভৃতি এলাকায় এখনও রেশন কার্ড উদ্ধার হয় নাই। কাজেই সরকার এইগুলি উদ্ধার করে গরীব মানুষের কাছে উপজাতি জুমিয়াদের হাতে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কি না ?

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) : – মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন বিষয়টি খুবই উদ্বেগজনক। মানুষের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে এই তাদের কার্ড বন্ধক নিয়ে ব্যবসা যারা করছে তাদের কঠোর শাস্তি হওয়া দরকার। এইজন্য ফুড ইন্সপেক্টর, ফুড কন্ট্রোলার, ডিপুটি কালেক্টার প্রভৃতি অফিসারদেরকে নিয়ে তদন্ত করানো হচ্ছে। এর ফলে ধর্মনগর, খোয়াই এবং উদয়পুর থেকে ৬০৪টি রেশন কার্ড পাওয়া গেছে এবং প্রকৃত মালিকদের হাতে ফেরত দেওয়া হয়েছে। ধর্মনগর, খোয়াই এবং উদয়পুর

ছাড়া অন্য মহকুমার সর্বমোট ৬০৪টি বন্ধকী রেশন কার্ড পাওয়া গেছে। সেইসব রেশন কার্ড এনে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে তদন্তের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য দপ্তরকে বলা হয়েছে। ১৭টি রেশনসপের ডিলারশীপ বরখাস্ত করা হয়েছে। এবং ১০টি রেশন সপের ডিলারশীপ সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। মাননীয় সদস্যদের কাছে যদি আরো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে, তাহলে জানাতে পারেন। আমরা তদন্ত করে দেখব।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (মহারাণীপুর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা, ৩৭ মাইল মুজিয়াবাড়ীতে ৫৬টি বন্ধকীকৃত রেশন কার্ড আছে। যদি তথ্য থাকে, তাহলে এই ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— এই সম্পর্কে কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই। যদি সুনির্দিষ্ট তথ্য মাননীয় সদস্য এখানে উপস্থিত করেন, তাহলে তদন্ত করে দেখে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (কৈলাশহর) :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে স্বীকার করেছেন, ৬০৪টি রেশন কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। স্যার, যে সমস্ত বড় বড় মহাজন উপজাতী জুমিয়াদের অভাবের সুযোগ নিয়ে মহাজন এবং রেশন সপ ডিলারদের যোগ-সাজসে কার্ড আত্মসাৎ করে চিনি, লবন, চাল কালোবাজারে বিক্রি করে অধিক মুনাফা অর্জন করেছেন তাদের বিরুদ্ধে সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— মহাজনদের বিরুদ্ধে এখনই কোন ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। তবে যদি দেখা যায়, এই ধরণের অন্যায়ের সঙ্গে যুক্ত মহাজন জড়িয়ে পড়েছেন, তাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এইখানে সম্প্রতি, কাঞ্চনপুরের মহকুমা শাসক জয়শ্রী বাজারের কয়েকজন বড় মহাজনের কাছ থেকে কিছু বন্ধকীকৃত রেশন কার্ড উদ্ধার করে এনেছেন। সেইসব মহাজনদের বিরুদ্ধে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— আমাদের হাতে এখনও এব্যাপারে তথ্য এসে পৌঁছায় নি। পৌঁছুলে অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সাহা

শ্রীমতিলাল সাহা :— মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী। মাননীয় সদস্য ব্রাকেটেড কোয়েশ্চান।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী ঃ— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং—১৪।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং—১৪।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং—১৪।

প্রশ্ন

১। প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ত্রিপুরার একমাত্র চটকলটিকে সুষ্ঠভাবে এবং লাভজনক অবস্থায় চালাতে বামফ্রন্ট সরকার কি কি উদ্যোগ নিচ্ছেন।

২। বর্তমানে জুটমিলে কতজন শ্রমিক কাজ করছেন এবং

৩। জুটমিলের দৈনিক উৎপাদন কত ?

উত্তর

১। ত্রিপুরার জুটমিলের কাজকর্ম শুরু করার জন্য রাজ্য সরকার নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন :

ক) কোম্পানীর পুনর্গঠিত বোর্ড অব ডাইরেকটারের মিটিং অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, এবং ঐ মিটিংয়ে কয়েকজন ডাইরেকটারকে লইয়া একটি সাব-কমিটি গঠন করা হইয়াছে। এই সাব-কমিটির কাজ হইবে জুটমিলের কাজকর্ম শুরু করার ব্যাপারে কি ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত সেই ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া। চলতি জুলাই মাসের মধ্যেই এই রিপোর্ট পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। সাব-কমিটির সুপারিশ বিবেচনার পর সরকার জুটমিলের উৎপাদন শুরু করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

খ) পাট শিল্পের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সরকার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং লাভজনকভাবে মিলটি চালাইবার জন্য তাহাদের পরামর্শ নেওয়া হইতেছে।

২। বর্তমানে জুটমিলের কাজ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ আছে এবং বর্তমানে মিলের শ্রমিকদের সংখ্যা ১২৯৮ জন।

৩। যেহেতু মিলের কাজকর্ম বন্ধ রহিয়াছে সেইহেতু উৎপাদনের প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—যেহেতু মিলের কাজকর্ম বন্ধ হয়েছে এক বছরেরও বেশী সময় ধরে, উৎপাদনের কাজ শুরু না করা পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোন তথ্য দেওয়া সম্ভব হয়নি।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই জুট মিলটি রাজ্যের একমাত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং এটি গড়ে তুলেছিলেন বামফ্রন্ট সরকার। কিন্তু জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই মিলটির উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে যেহেতু কাজ বন্ধ হয়ে আছে তাই এটা সম্পর্কে এখন কিছু বলা সম্ভব নয়। এই বন্ধ হওয়ার পেছনে কি কি কারণ আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—স্যার, ১৯৯২ইং সালের ১লা এপ্রিল থেকে এই জুট মিলের উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে আছে। এই জুট মিলে যে শ্রমিকরা কাজ করতেন, সেই শ্রমিকরা এখনও রয়েছেন এবং তাদের মজুরী, কেরানী, সিকিউরিটি সমস্ত কর্মচারী-দেরকে এখনও বেতন দেওয়া হচ্ছে এই জুট মিলটিকে পুনরায় চালু করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই। যাদেরকে বেতন দিতে হচ্ছে এমন সমস্ত কর্মচারীর সংখ্যা ১৪৫১ জন। এছাড়াও আরও ৫১ জন কর্মচারী আছেন যারা প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত তাদেরও আমরা বেতন দিয়ে যাচ্ছি ঐ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই। মাননীয় সদস্য মহোদয় এখানে প্রশ্ন করেছেন— এই মিলটি কি কি কারণে বন্ধ? এ সম্পর্কে খুবই পরিষ্কার যে জুট মিলের উৎপাদন যদি আমরা দেখি— ১৯৮৩-৮৪ইং সালে জুট মিলটি এক বছরে উৎপাদন করেছিল ৫০৮৩ মেট্রিক টন, ১৯৮৭-৮৮ইং সালে উৎপাদন করেছিল ৩৪২৮ মেঃ টন, ১৯৮৯-৯০ইং সালে দেখা যাচ্ছে ২৬০০ মেঃ টন; ১৯৯০-৯১ইং সালে ২৫১৬ মেঃ টন; ৯১-৯২ইং সালে দেখা যাচ্ছে উৎপাদন হয়েছিল ৭৫৬ মেঃ টন সুতরাং দেখা যাচ্ছে জুট মিলটির উৎপাদন ক্রমেই কমে যাচ্ছে এবং মোট ৫১৬.৬৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি ছিল ১৯৯১-৯২ইং সালে। এই পরিস্থিতিতে জুট মিলটি বন্ধ হয়ে যায়। এই বন্ধ হওয়ার পেছনে বোর্ড অব ডাইরেকটরস যে জিনিষটি লক্ষ্য করেছেন যে শ্রমিকরা কাজ করছিল; এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক হারে সেখান থেকে তাদেরকে বিতাড়ন শুরু করা হয়। সমগ্র জুট মিলটিতে প্রচণ্ড সন্ত্রাসের সৃষ্টি করা হয়। জুট মিলের অভ্যন্তরে খুন পর্যন্ত করা হয়। ফলে এক ব্যাপক সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে এই জুট মিলটিকে গত কয়েক বৎসর ধরে চলতে হয়েছিল এবং যে সমস্ত শ্রমিকরা শুরু থেকেই এই জুট মিলটিতে কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাদেরকে ছাঁটাই করা হয়। প্রায় ২০০ মত দক্ষ শ্রমিককে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়। এবং জোট সরকার নতুনভাবে রিক্রুটমেন্ট

শুরু করেন। এবং একটা বিরাট সংখ্যক ডি, আর, ডাব্লিউ, কর্মচারীও নিয়োগ করা হয়। নির্বাচনের আগে মাননীয় রাজ্যপালের নির্দেশে এই সমস্ত ডি, আর, ডাব্লিউ কর্মচারীদেরকে ছাঁটাই করা হয়। নতুন যাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছিল জোট সরকারের আমলে তারা কোন কাজ না জানার দরুন এই মিলটিতে উৎপাদন হ্রাস পেতে থাকে, উপরন্তু তারা এই মিলটিতে রাজনৈতিক কার্য্যকলাপে নিযুক্ত ছিল। আমি আগেই বলেছি যে এই মিলটিতে ১২৫৮ জন নিয়মিত কর্মচারী আছেন যারা উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। এর মধ্যে স্থায়ী যারা আছেন বিরোধী ইউনিয়ন করার ফলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ছাঁটাই করা হয়েছিল তাদেরকে আমরা রাজ্য সরকারের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে ওদের অন্নের সংস্থান আমরা করে দেব নিয়মিতকরণের মাধ্যমে। এই সমস্ত ছাঁটাইকৃত দক্ষ শ্রমিকদের নিয়োগের মাধ্যমে এই মিলটিকে পুনরায় চালু করব।

যারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই জুট মিলে কাজ করে পারদর্শী তাদের জন্য এই জুট মিল পুনরায় চালু করার জন্য চেষ্টা নিচ্ছি। স্যার, শুধু এইটুকু। বামফ্রন্ট সরকার যখন এই জুট মিল চালু করেছিল তখনই এটা খুবই লক্ষ্যণীয় যে, যেভাবে জুট মিলকে সাহায্য করা উচিত তা কিছুই করা হয়নি। আমি বলেছি ১৬ই নভেম্বর ১৯৮১ইং তারিখে প্রথমে এই জুট মিলে কমার্শিয়াল প্রডাকশন শুরু হয়। কনসালটিয়ানদের হাত থেকে কিছু লোন নিয়ে টার্ম লোন ওয়ার্ক ক্যাপিটেল দেওয়ার কথা ছিল ব্যাঙ্কগুলিকে এই সমস্ত করে উদ্যোগ নিয়ে এখানে জুট মিল শুরু হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৬ই নভেম্বর ৮১ কমিশনের প্রডাকশান শুরু হয়ে গেল কিন্তু ওয়ার্কিং ক্যাপিটেল দেওয়া হলো ১৯৯৩ নভেম্বরে। এই রকম করে কনসালটিজেন্ট থেকে টাকা পয়সা দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের যেভাবে সাহায্য করা উচিত তা একেবারেই করা হয়নি তবে সব সময় এটাকে দুর্বল করে রাখা হয়েছে। জুট মিল ঠিকভাবে চালু করার জন্য যেভাবে উদ্যোগ নেওয়া উচিত সেভাবে করা হয়নি। এই ব্যাপারে বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে, দৃষ্টি আনা হয়েছে। ১০ কোটি সাহায্য করে এই জুট মিলের যে সমস্ত লায়বেলেটিস্ আছে, যে সমস্ত কনসালটেন্টের কাছে যে টাকাগুলি ঠিকভাবে প্রপার জায়গায় না পাওয়ার ফলে সঠিকভাবে খরচ করে জুট মিলকে লাভজনক অবস্থায় নিয়ে যাওয়া তা করা যায়নি। সেই টাকাটা ওখান থেকে দেওয়ার জন্য আমরা বার বার অনুরোধ করেছি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে

কিন্তু কোন ভূমিকা আমরা পাইনি। এই অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে জুট মিল ক্রমে আরও খারাপের দিকে যায় এবং সর্বশেষে জুট মিলের যে সম্পদ ছিল শেষের দিকে যা দিল সেটা জোট সরকারের যারা নাকি পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তারা টাকা পয়সা নয় ছয় করেছেন। সঠিকভাবে পরিচালনা না করে শ্রমিকদের ছাঁটাই করেছেন। আমি আগেই পারদর্শী শ্রমিকদের ছাঁটাই করার কথা বলেছি।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কেন বন্ধ হলো সে সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তথ্য দিলেন কিন্তু অপরদিকে এই জুট মিল যারা পরিচালনা করছিলেন জোট সরকারের আমলের চেয়ারম্যান এবং তখনকার কিছু আমলার যোগ সাজসে লক্ষ লক্ষ টাকা সেখান থেকে কামাই করে নিয়ে তার বাড়ী ঘর থেকে আরম্ভ করে সমস্ত জুট মিলের এমনকি অনেক মূল্যবান জিনিষপত্র নিয়ে তাদের বাড়ী ঘর তৈরী করছেন এবং লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এইগুলি সম্পূর্ণ তদন্ত করে এবং যে সম্পদগুলি নিয়ে গিয়েছেন এইগুলি বের করে জনসমক্ষে দুর্নীতি ফাঁস করে সেগুলিকে জনসমক্ষে তুলে দেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, বিভিন্ন প্রশ্ন বিভিন্ন স্তর থেকে আসছে এটা তদন্ত করে নির্দিষ্ট ভাবে কোথায় কোথায় এই রকম দুর্নীতিগুলি হয়েছে সেগুলি স্পষ্ট করে তারপর নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রথমে তদন্ত করে সমস্ত জিনিষগুলি আসতে হবে।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ (কদমতলা) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, জোট সরকারের আমলে, আমরা পত্রিকায় লক্ষ্য করেছি এই জুট মিলের যন্ত্রাংশ ২'৪০ পয়সায় কে, জি দরে বিক্রি হয়েছে। কি পরিমাণ সম্পদ ধ্বংস হয়েছে বা কিভাবে ২'৪০ পয়সা ধরে বিক্রি হয়েছে সেই হিসাব মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি ? জানা থাকলে সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, নূতন করে প্রশ্ন করলে আমি নিশ্চয়ই তার উত্তর সংগ্রহ করে দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক। (অনুপস্থিত)
মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৫০।

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৫০।

প্রশ্ন

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে রেশন দোকানের সংখ্যা কত,

২। গত পাঁচ বছরে যে সমস্ত ভূয়ো রেশন কার্ড ইস্যু করা হয়েছে সেগুলি বাতিলের জন্য সরকার কি পদক্ষেপ নেবেন ; এবং

৩। গ্রামাঞ্চলে রেশনে মাথা পিছু কেরোসিনের বরাদ্দ বাড়ানো হবে কি ?

উত্তর

১। সারা রাজ্যে রেশন দোকানের সংখ্যা সর্বমোট ১ হাজার ২৯৭টি।

২। সরকারী তরফ থেকে ভূয়ো রেশন কার্ড ধরা এবং বাতিলের জন্য সম্ভাব্য সব রকমের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং এই বাবৎ যেগুলি পাওয়া গেছে সেগুলিকে বাতিল করা হয়েছে।

৩। বর্তমানে সরকারের মাথায় কেরোসিনের বরাদ্দ বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে ১ হাজার ২৯৭টি রেশনশপ ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে আছে, তার মধ্যে মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এ ডি. সি এলাকায় কতগুলি রেশনশপ রয়েছে এবং সরকারের একটা অনুসৃত নীতি ছিল যে রেশনগুলি ল্যাম্‌স এবং প্যাক্সের পরিচালনায় থাকবে। সেক্ষেত্রে কতটা রেশনশপ ল্যাম্‌স এবং প্যাক্সের পরিচালনায় রয়েছে ?

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— এ. ডি. সিতে যে রেশনশপ আছে তার হিসাবটা আমার কাছে আছে। ৫০৯টা রেশনশপ এ, ডি, সি এলাকায় আছে। নন এ ডি. সি. এলাকায় ৭৮৮টি আছে এছাড়া অন্য তথ্যগুলি সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে পরে উত্তর দেওয়া যাবে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা যতটুকু জানি যে গত ৫ বৎসরে ল্যাম্‌স এবং প্যাক্‌সগুলি শুকিয়ে মারা হয়েছে। সেগুলির নির্বাচন না করে সেগুলির ফাংশান প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল আর ল্যাম্‌স এবং প্যাক্‌সের পরিচালনায় যে সমস্ত রেশনশপ ছিল সেগুলি ব্যক্তিগত মালিকানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল এবং বার বার তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গত ৩ মাস হল অনিয়মিতভাবে রেশন তুলেছেন, ড্র করেছেন যাতে করে পাবলিক ডিস্‌ট্রিবিউশান সিষ্টেমের মধ্যে একটা কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি করা যায় এবং তার জন্য সঠিক ভাবে ভোক্তারা এই রেশনের সামগ্রী পাচ্ছেন না। এই ধরণের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে একটা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করবার জন্য মাননীয় মন্ত্রী বলবেন কি যে এই ধরণের কতটা কেস সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীতে এসেছে এবং সেগুলি বন্ধ করার জন্য সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ?

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা আমরা জানি যে বামফ্রন্ট সরকার ল্যাম্‌স এবং প্যাক্‌সের মাধ্যমে আমাদের নায্য মূল্যের দোকান গুলি পরিচালনা করবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে ল্যাম্‌স এবং প্যাক্‌স-গুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

সঠিক কতটাকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে আর কতটা চালু আছে এই ধরণের হিসাব আমার হাতে নেই। পরবর্তী সময়ে এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্যদের জানানো যাবে, যদি এই বিষয়ে প্রশ্ন করেন তাহলে আমি এই বিষয়ে পরিষ্কার জবাব দেব। আর কেরোসিন গ্রামাঞ্চলে কার্ড পিছু বরাদ্দ বাড়ানোর পরিকল্পনা সরকারের আছে, মাথা পিছু না।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর): মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে সারা রাজ্যে ভুয়ো কার্ড যেগুলি ছিল সেগুলি বাতিল করা হয়েছে। তা আমরা কি জানতে পারি যে, সারা রাজ্য এই ধরণের ভুয়ো কার্ড কতগুলি করা হয়েছিল এবং এই কার্ডগুলি করে যারা অন্যায়ভাবে টাকা পয়সা কামিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা করা হয়েছে বা করা হবে কিনা?

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী): মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নের উত্তর আমি আগেও বলেছি, তবু মাননীয় সদস্য যখন বলেছেন তখন আবার বলছি। বিভিন্ন এলাকায় তদন্তক্রমে গত ৫ বৎসরে মোট ৬,১১০টি ভুয়া রেশন কার্ড পাওয়া গিয়াছে এবং সেসবগুলিকে বাতিল করা হয়েছে এ ধরণের সম্ভাব্য সব রকমের ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাদের নামে রেশন কার্ড ইস্যু করা হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে তদন্তক্রমে যদি ঐসব লোকের বা কার্ডের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের কোন অস্তিত্ব না পাওয়া যায় তবে সেসব কার্ডগুলিকেই ভুয়া কার্ড বলে ধরা হয় এবং সেসব কার্ড বাতিল করা হয়। এই প্রক্রিয়া চলছে এখন সর্বমোট কত ভুয়া রেশন কার্ড আছে সেই সম্পর্কে তথ্য আমার হাতে এসে পৌঁছায়নি।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার (পাথিয়াচড়া):- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই যে ভুয়া রেশন কার্ড এইগুলি বাংলাদেশের নাগরিকদের নামে দেওয়া হয়েছিল এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না?

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী):- এখন বলা সম্ভব হচ্ছে না, তথ্য সংগ্রহ করে বলতে হবে।

শ্রী পবিত্র কর (খয়েরপুর) :— গত বামফ্রন্ট সরকার একটা পরিকল্পনা নিয়েছিলেন যে, ১৪টি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সস্তায় রেশন দোকানের মাধ্যমে বিলি করার, এই পরিকল্পনাটি সরকারের বর্তমানে আছে কি, প্রথমতঃ। দ্বিতীয়তঃ হলো, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ওনার উত্তরে বলেছেন যে ভুয়া রেশন কার্ডগুলিকে বাতিল করা হচ্ছে, তা আমার জানা মত একটা ব্লক আছে। টাকারজলা ব্লক এলাকার কল্যাইছড়া রেশন দোকানের মালিক রবীন্দ্র দেববর্মার নিকট ১৫০টি ভুয়া কার্ড আছে তা বের করে বাতিল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি না অথবা বাতিল করা হয়েছে কি না ?

ডাঃ ব্রজগোপাল রায় :— এই তথ্য আপাততঃ আমার হাতে নেই। কাজেই এই সম্পর্কে কিছু বলতে পারছি না।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) : - মিঃ স্পীকার স্যার, এই যে ভুয়া রেশন কার্ডগুলি বাতিল করা হয়েছে বলে মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর বললেন। সেগুলি কোন্ বছরের কতগুলি বাতিল করা হয়েছে সেটা বছর ভিত্তিক হিসাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

ডাঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিষয়ে আলাদা প্রশ্ন করলে এই তথ্য দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (বিশালগড়) : -- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই যে এই সব ভুয়া রেশন কার্ডগুলি ভোট আমলেই বাতিল করা হয়েছিল— এটা অস্বীকার করার মত কিছু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি ?

ডাঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) : - মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন তা অস্বীকার করার প্রশ্ন উঠে না। তবে কতটা ভুয়া রেশন কার্ড বাতিল করা হয়েছিল তার জবাব সংগ্রহ করে দিতে হবে। কাজেই এই বিষয়ে আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দেওয়া যাবে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা আলাদা প্রশ্ন হতে পারেনা, এটা একটা ভাইট্যাল প্রশ্ন — মূল প্রশ্নের সঙ্গেই এর তথ্য থাকতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— উনি তো বানিয়ে আর উত্তর দিতে পারেন না। যে সব ম্যাটেরিয়েলস্ উনার কাছে দেওয়া আছে সে অনুযায়ী উনি জবাব দিচ্ছেন। তবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই কোন তথ্য হাতে থাকলে তা গোপন করবার চেষ্টা করবেন না — এটা আশা করি।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই): সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কতটা রেশন কার্ড বাতিল করেছেন - তার সংখ্যা কত ?

ডাঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা আলাদা করে প্রশ্ন করলে জবাব দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা সম্প্রতি জানতে পেরেছি যে কেন্দ্রীয় সরকার পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম তোলে দেবার কথা ভাবছেন। সেই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের মতামত সম্ভবতঃ তারা চেয়েছেন। এই বিষয়ে আমাদের রাজ্য সরকার কি ভাবছেন ?

ডাঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী): মিঃ স্পীকার স্যার কেন্দ্রীয় সরকার পি, ডি, এফ, সিস্টেম চাঙ্গা করার প্রশ্নে বিভিন্ন রাজ্যকে অনুরোধ জানিয়েছেন যে যারা বেতনের কিছু অংশ ইনকামটেক্স এবং প্রফেশন্যাল টেক্স হিসেবে দেন তাদের যদি রেশন কার্ড দেওয়া থেকে বাদ দেওয়া হয় তাহলে ডিষ্ট্রিবিউশনটা ভাল হবে। এই বিষয়ে মতামত চাওয়া হয়েছিল। আমরাও এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি কেবিনেট মিটিংএ - এবং আমরা সিদ্ধান্ত করেছি যে এটা ত্রিপুরা রাজ্যে করা যাবে না।

শ্রীসমীর দেব সরকার : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত পাঁচ বছরে জে টি আমলে এ, ডি, সি, বা লোকসভার নির্বাচনের সময় সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে বিভিন্ন ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং বহু লোক বাড়ীঘর ছেড়ে অন্য জায়গায় আশ্রয় নিয়ে-

ছিল এবং এরফলে তাদের রেশন কার্ড হারিয়ে গিয়েছে না হয় নষ্ট হয়ে গেছে। আবার গত কয়েকটি বন্যায় অনেক রেশন কার্ড নষ্ট হয়ে গিয়েছে! সেই ক্ষেত্রে নতুনভাবে রেশনকার্ড দেবার ব্যাপারে দপ্তর গড়িমসি করছেন, দিচ্ছেন না। এই ব্যাপারে যাদের রেশন কার্ড নষ্ট হয়ে গেছে তাদের নতুনভাবে রেশন কার্ড দেবার ব্যাপারে সরকার চিন্তা করছেন কিনা?

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, যাদের আগে রেশন কার্ড ছিল বন্যা বা অন্য কোন কারণে সেটা খোয়া গেছে তাদের তদন্তক্রমে নতুন রেশন কার্ড দেবার জন্য সরকার চিন্তা করছেন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই প্রশ্নটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে জোট আমলের প্রাক্তন মন্ত্রীরা বাহবা নিতে চেষ্টা করছেন। আমার প্রশ্ন হলো বামফ্রন্ট সরকার এই রেশন সিস্টেম করেছিলেন বিভিন্ন ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্সের মাধ্যমে। এবং তখন প্রতিটি ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্সের সাইনবোর্ডে বা নোটিশ বোর্ডে নোটিশ দিয়ে সকলকে জানিয়ে দেওয়া হত যে কখন কত ডি,ও, কেটেছেন এবং কত মাল পাওয়া গেছে কত মাল বা জিনিষ এখন পাওনা বাকি আছে বা স্টকে আছে। কিন্তু জোট সরকারের আমলে সেই ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্সের মাধ্যমে রেশনিং ব্যবস্থা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এবং এখন রেশন দোকানগুলিতে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে সাইনবোর্ডে আর আগের মত নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয় না। আগে গ্রাম প্রধানরাও এই ডি, ও, এর একটি কপি পেতেন কিন্তু এখন আর তাদের সেটা দেওয়া হয় না। এখন আগের মত প্রত্যেকটা রেশনসপ তাদের সাইনবোর্ডে যাতে নোটিশ টাঙ্গিয়ে রাখে সে নির্দেশ রেশনসপগুলিকে দেওয়া হবে কিনা? সেটিই হচ্ছে আমার প্রশ্ন।

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন, এটা পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার চালু করেছিলেন। যাই হউক্, আমরা কিছুই লুকোচুরি করছি না। বিশেষ করে খাদ্যের ব্যাপারে। আমরা চিন্তা করছি সবাই যাতে ডি, ওর কপি পেতে পারেন এই ধরণের ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্যের বিভিন্ন রেশনসপের ডিলারদের ডিলারশীপ কেন্সেল করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :-- মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধরণের কোন তথ্য আমার হাতে নেই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মতিলাল সাহা। (অনুপস্থিত)
মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয়।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৮৩।

মিঃ স্পীকার :—এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার – ৮৩।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : - মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্‌ কোয়েশ্চান নাম্বার-৮৩

প্রশ্ন

১। রাজ্যে সরকারী বেসরকারী মিলিয়ে মোট ইটভাট্টার সংখ্যা ১৯৮৮ইং পর্যন্ত কত ছিলো এবং বর্ত্তমানে কতটি চালু আছে (সরকারী বেসরকারী পৃথক হিসাব)।

২। খোয়াই বিভাগের মোহরছড়া এবং ধুমছড়ার টি, এস, আই, সি, পরিচালিত ইট-ভাট্টা দুটিতে বর্ত্তমানে কতজন শ্রমিক কাজ করছেন ?

৩। ধূপছড়া ইটভাট্টাটি চালু রাখার স্বার্থে নূতন জমি নেবার পরিকল্পনা আছে কিনা ?

১। রাজ্যে সরকারী কোন ইটভাট্টা নেই। আধা সরকারী সংস্থা (ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প-নিগম) কর্তৃক পরিচালিত ইটভাট্টার সংখ্যা ১৯৮৮ ইং পর্যন্ত ছিল ১৫টি। বর্তমানে চালু ইটভাট্টার সংখ্যা ৯টি।

বেসরকারী মালিকানাধীন ইটভাট্টার সংখ্যা (১৯৮৮ ইং পর্যন্ত ছিল ১৪৫টি) বর্তমানে চালু রয়েছে ১০৩টি।

২। বর্তমানে ধুপছড়া ও মোহড়ছড়া ইটভাট্টা দুটিতে কাজ বন্ধ আছে। সুতরাং কোন শ্রমিক কাজ করার প্রশ্ন উঠে না।

৩ নূতন জমি নেওয়ার কোন্ পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে টি, আই, সি, যে আধা সরকারী সংস্থাটির কথা এখানে বলা হলো সেটাতে একটা সময় প্রচুর সম্পদ ছিল। যেমন এখনও এর কিছু কিছু খোয়াই বিভাগের ধুপছড়া এবং মোহড়ছড়াতে (ইটভাট্টার) পড়ে রয়েছে কিন্তু, টি, এস, আই, সির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সেই সব সম্পদের প্রচুর জিনিস-পত্র বাড়ী-ঘরে নিয়ে গিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এখনও কিছু কিছু সম্পদ ঐ ব্রীক ফিল্ডে পরে রয়েছে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা এবং অভিযোগ সত্য কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধরনের কিছু কিছু অভিযোগ সরকারের কাছে এসেছে। যে সম্পদ যেখানে থাকার কথা সেটা নেই। তবে এই ব্যাপারে তদন্তের কথা চিন্তা করা হচ্ছে আমি বিশেষ করে উল্লেখ করতে চাই যে গত বছর ৫০ লক্ষ টাকা এবং গ্রেফ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা আগাম নিয়েছিলেন ইট তৈরী করে সেই ইট তাদের দেবেন। মোট ৯০ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন। টি, এস, আই, সির চেয়ারম্যান তখন নিজের হাতে ব্যবহার করেছেন। বোর্ডে এই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। এবং তাতে দেখা যায় মাত্র ৫২ লক্ষ টাকার খরচের জিনিষপত্র পাওয়া যায় বাকী টাকার হদিস এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। তখন চেয়ারম্যান ছিলেন মাননীয় সদস্য দীপক নাগ। তখন মুখ্যমন্ত্রী সমীরবাবু খুব নিজস্ব লোক হিসাবে সম্ভবতঃ দিয়েছিলেন কারণ পি ডাব্লিউ, ডি, থেকে যে টাকাটা নেওয়া হয়েছে, পি, ডাব্লিউ ডিকে খোঁজ নিয়ে দেখা যায় যে, এই টাকাটা ঠিক ঠিক ভাবে এবং কিভাবে ইট

উৎপাদন করা যায় সেই দিকে কোন খেয়াল ছিলনা। সম্ভবত নির্বাচনকে সামনে রেখে এই টাকাটা খরচ হয়েছিল। তাছাড়া এই যে ৪০ লক্ষ টাকার কোন হিসাব পাওয়া যায় নি। তবে এই টাকা কোথায় খরচ হয়েছে সেটা তদন্ত করে দেখা যাবে।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসহিদ চৌধুরী।

শ্রীসহিদ চৌধুরী (বক্সনগর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, টি, এস, আই, সি, পরিচালিত যে ৯টি ইট ভাট্টা ছিল, গত বৎসর এখানে দেখা গেছে সরকারী এবং বেসরকারী লোকজনের নামে ইট দেওয়া হয়েছে। এই তথ্যে দেখা গেছে যে, বেসরকারী লোক প্রায় ৮ লক্ষ টাকার ইট নিয়েছে, যাদের এখন কোন হদিস পাওয়া যায় না, এই নামে কোন লোক নেই। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— স্যার, এই সমস্ত কাগজপত্র টি, এস, আই, সি, দপ্তরে আছে। শিল্প দপ্তর থেকে সেই সমস্ত খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তথ্য দিলেন যে ৯০ লক্ষ টাকা চেয়ারম্যান নিজের হাতে নিয়ে খরচ করেছেন। স্যার; আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই টাকা কেন চেয়ারম্যাণের হাতে যায় ? যেহেতু দপ্তরের এম, ডি, আছেন। তার মাধ্যমে না গিয়ে কিভাবে সেখানে গেল এবং তার কি কারণ এটা মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আর্টিকেলস্ অব মেমোরেণ্ডাম এবং অ্যাসোসিয়েশান তাতে সুনির্দিষ্টভাবে আছে কোর্টের সিদ্ধান্ত ছাড়া চেয়ারম্যান কিছুই করতে পারেন না। খতিয়ে দেখা হয়েছে বোর্ডের কোন সিদ্ধান্ত নেই। বোর্ডের কোন মিটিং করে কোন সিদ্ধান্ত নেননি। এটা চেয়ারম্যান নিজের খুশী মত করেছেন, এটা নিয়ম বহির্ভূত। সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে এই সমস্ত কাজগুলি প্রাথমিকভাবে খতিয়ে দেখার পরও এটার প্রতিবাদ করা হয়। রাজ্য সরকার এই সমস্ত বিষয়গুলি গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন। এবং তদন্ত কমিশন যেটা গঠিত হয়েছে

সেই তদন্ত কমিশনের হাতে সমস্ত দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীভুদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয়।

শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য (কটিকরায়) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিয়েছেন তার সাথে কুমারঘাট টি. এস, আই, সি, থেকে কুমারঘাট নোটিফায়েড এরিয়ার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ১০ হাজার ইট নিয়েছিলেন। তার কোন টাকা জমা নেই এবং ইদানিংকালে বন্যার ফলে নদীগর্ভে কিছু ইট বিলীন হয়েছে এই সুযোগে সেখান থেকে ৫০ লক্ষ ইট হাপিজের টাকা কোথায় গিয়েছে এবং এটার কোন তথ্য মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা? এবং পাশাপাশি এখানে যে তথ্য মান-নীয় মন্ত্রী মহোদয় দিয়েছেন মাননীয় সদস্য যিনি বিগত দিনে টি, এস, আই, সির চেয়ার-ম্যান ছিলেন তার বিরুদ্ধে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—যে তদন্তের ব্যবস্থা হয়েছে, তার ভিতরে এই তথ্যগুলি আমরা যুক্ত করব এবং তদন্তের মধ্য দিয়ে সেটা জানা যাবে। এবং ভিজিলেন্স কমিশন থেকে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সেই ব্যবস্থা নিশ্চয়ই সরকার গ্রহণ করবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ মহোদয়।

শ্রীদীপক নাগ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার; মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে, চেয়ারম্যান টাকা ব্যবহার করেছে। চেয়ারম্যান বা মন্ত্রী কোন সরকারী টাকা ব্যবহার করতে পারেন কিনা তা আপনি বিচার করুন। যাই হউক, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে হিসাব নেই। আমি বলছি স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছে ফিক্সডে ৬০ লক্ষ টাকা রাখা আছে আশা করি উনি সেটা দেখবেন। যেটা টি, এস, আই, সির ইতিহাসে নেই। দশ বছর আপনারা চালিয়ে গেছেন একমাত্র আমাদের আমলে টি, এস, আই, সির নামে ৬০ লক্ষ টাকা আমরা স্টেট ব্যাঙ্কে ফিক্সডে রেখেছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : মাননীয় স্পীকার স্যার, অনেক কিছুই আইন মত করা সম্ভব হয় তা কাগজে পত্রে দেখা যাচ্ছে। মাননীয় সদস্য দীপক নাগ এখানে যে ভাবে প্রশ্নটা উত্থাপন করেছেন তাতে আমি একটাই উত্তর দিতে পারি আইন বহির্ভূত সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে কিছু কাগজপত্র হাতে এসেছে, সেইগুলিকে আরো খতিয়ে দেখে তদন্ত করার প্রশ্ন আছে, সেটা নিশ্চই তদন্ত করার ব্যবস্থা হবে।

শ্রীসহিদ চৌধুরী : - মাননীয় স্পীকার স্যার, এই টি, এস, আই, সি-এর নামে একটা বাড়ী ক্রয় করা হয়েছে। জানা গেছে এই বাড়ী ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। যে বাড়ীটার দাম ৮ লক্ষ টাকা সেই বাড়ীটা ১৫ লক্ষ টাকায় কেনা হয়েছে নির্বাচনের কিছুদিন আগে, তাও জানা গেছে এই যে বাড়তি টাকা এই টাকাটা নির্বাচনী কাজে ব্যয় করা হয়েছে এই টাকার কিছুটা ব্যয় করেছেন সুদীপ বর্মণ, আর কিছুটা ব্যয় করেছেন মাননীয় সদস্য দীপক নাগ নির্বাচনের সময়। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা তা এই হাউজে মানীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য তদন্তের বিষয়ের মধ্যে এসেছে।

শ্রীদীপক নাগ :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যেটা বলেছেন এটা সম্পূর্ণ অসত্য।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এটাতো পয়েন্ট অব অর্ডার হয়না, তা হয়না।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, তদন্তের বিষয়গুলির মধ্যে যে পয়েন্টগুলি এসেছে তারমধ্যে এই বিষয়টাও এসেছে। ঐ বাড়ী কেনার প্রশ্ন, টাকা নয় ছয় তাও এসেছে কাজেই তদন্তে তা সবই থাকবে।

মি: স্পীকার : - মাননীয় সদস্য অনিল চাকমা।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেচারথল) :— মাননীয় স্পীকার স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়

বলেছেন, যে তা তদন্ত করা হবে, এখানে আমি একটা প্রস্তাব রাখছি, এটা হলো এই বিধানসভার সদস্যদেরকে নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হউক।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, রাজ্য সরকার নির্বাচনের সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য ইতিমধ্যেই কমিশন গঠন এই সমস্ত ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছেন। কাজেই তার জন্য যখন ডিপার্টমেন্টাল ইনকোয়ারী হচ্ছে এবং তার পরেই ব্যবস্থাদি নেওয়া হচ্ছে। আমি আশা করব সেটাতেই সঠিক তথ্য বেরিয়ে আসবে এবং সুপারিশও আসবে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক, উনি অনুপস্থিত, উনার কোয়েশ্চান কেউ ইন্টারেষ্টেট থাকলে বলতে পারেন, যদি না থাকেন তা হলে আরেকটি প্রশ্ন,

মাননীয় সদস্য শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী, মাননীয় সদস্য সুবল রুদ্র, মাননীয় সদস্য হাসমাই রিয়াং। তাদের তিন জনের মধ্যে যে কেউ একজন দাঁড়িয়ে বলতে পারেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— এটা আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান স্যার,

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটা আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান।

মাননীয় সদস্য শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— এডমিটেড ষ্ট্যার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩ স্যার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী : স্যার, এ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার — ১৩

শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৩,

প্রশ্ন

১) বর্তমানে রাজ্যে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর রেজিষ্ট্রিকৃত (কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র) বেকারের সংখ্যা কোন শ্রেণীর কত?

উত্তর

১) বর্তমানে রাজ্যে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা নিম্নরূপ:—

মাধ্যমিক	উচ্চমাধ্যমিক	স্নাতক	স্নাতকোত্তর
৫৭,৩১৮	১৯,৯৯৫	১৯,৫১৫	২৮৭৭

মোট বেকারের সংখ্যা:— ৯৯,৭০৫

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী:— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা অবগত আছেন কি যে ফ্রন্ট সরকারের ৫ বছরে বেকারদের চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে যে সব নিয়ম নীতি পালন করার কথা, তা সর্বক্ষেত্রে লঙ্ঘন করা হয়েছে। বিশেষ করে স্নাতক বেকারদের চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে যে একটা দুরাবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে এবং তাদের চাকুরী পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে? এবং বেকারদের চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে ফ্রন্ট সরকার কিভাবে তাদের বঞ্চিত করছেন, তা এই সভায় বিবৃতি করবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী):— স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা তুলেছেন, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও বেকারদের চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে ফ্রন্ট সরকার কি ধরণের নিয়মনীতি লঙ্ঘণ করেছেন বা কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে আদৌ বেকারদের নাম এনে চাকুরী দিয়েছেন কিনা, তার সব কিছুই তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে, সেই সব তথ্য পেলে এবং আলাদা করে প্রশ্ন করলেই আমি এই সভায় তার যথাযথ উত্তর দেব।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া:— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর মোট ৯৯,৭০৫ জন বেকার আছে বলে যেটা জানালেন, তন্মধ্যে তফশিলী জাতি এবং তফসীলি উপজাতির সংখ্যা কত জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমার কাছে যে তথ্য আছে, তাতে শিক্ষিত, আধা শিক্ষিত মোট বেকারের সংখ্যা হল ২,০৬,৬,৭৯ জন। আর তফসিলী জাতি বেকার হচ্ছে ১৭,৬০৮ জন এবং তফশিলী উপজাতি বেকার হচ্ছে ২০,২২১ জন।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, আমি জাতি এবং তফসিলী উপজাতি বেকারদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী আলাদা আলাদা সংখ্যা চেয়েছিলাম ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমার কাছে যে তথ্য ছিল, সেটা আমি দিয়েছি, এর বেশী আলাদা করে জানাতে চাইলে, আলাদা করে প্রশ্ন দিলে আমি তার উত্তর দেব।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জোট সরকারের আমলে যে চাকুরীগুলি দেওয়া হয়েছিল তা ১০০ পয়েন্ট রোস্টার মেনে দেওয়া হয়েছিল কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি যে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং সেই তথ্য পেলেই আমি তার জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্তী : স্যার, এ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১,

প্রশ্ন

১) পার্বত্য অঞ্চলে প্রতি ২০,০০০ জনসংখ্যা পিছু একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য নীতির এই দিকটি অনুসারে রাজ্যে গত পাঁচ বছরে পার্বত্য অঞ্চলে কতটি নূতন স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে ?

উত্তর

১) উপরোক্ত নীতি মেনে গত ৫ বছরে চারটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং একটির ক্ষেত্রে শয্যার সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী:— মাননীয় মন্ত্রী যে চারটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কথা বলেছেন সেগুলি কোথায় কোথায় জানাবেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী):— স্যার, একটা হচ্ছে মনদিবাড়ী শয্যা সংখ্যা ৪, চাছু বাজার শয্যা সংখ্যা ২, কিল্লা ২ এবং বুধ্যাবাড়ী ২।

শ্রীতপন চক্রবর্তী:— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ছাওমনুতে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশমত জনসংখ্যার ভিত্তিতে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী):— স্যার, বিশ হাজার জন সংখ্যায় একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র। আমাদের রাজ্যে এই পদ্ধতিতে করা সম্ভব হয়নি। এই বার কয়েকটা স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। আমরা দেখব ছাওমনুতে একটা স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা যায় কিনা।

শ্রীতপন চক্রবর্তী:— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ছাওমনুতে একটা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র দ্বিতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার আমলে চালু ছিল। কিন্তু এর পরে সেটা জঙ্গলে পরিণত হয়েছে. ঘরের টিনও খোলে নেওয়া হয়েছে। ছাওমনুতে এই ৪০ কিলোমিটারের মধ্যে যে উপজাতি নরনারীরা আছে তাদের কাছে কিভাবে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সুযোগ সুবিধাগুলি পৌছানো হচ্ছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী):— এই ধরণের অভিযোগ অন্যান্য জায়গা থেকেও আসছে। সাব সেন্টার খোলা হয়েছিল ভাড়া করা ঘরে। ভাড়া না দেওয়াতে সেগুলি বন্ধ করে দিয়েছে। সেগুলি খতিয়ে দেখব। যে সমস্ত সাব সেন্টারে ডিসপেনসারী ছিল সেখানে একজন করে মেডিকেল অফিসার থাকার কথা। কিন্তু আমাদের মেডিকেল

অফিসারের অভাবে দেওয়া হচ্ছে না। সেই সমস্ত জায়গায় মেডিকেল অফিসার দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে দেখব। যে সমস্ত সাব সেন্টারের টিম খোলে নিয়ে গেছে সেগুলি ইনকোয়্যারী করে দেখব।

মিঃ স্পীকার : - কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ।

মিঃ স্পীকার :— যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির উত্তর পত্রগুলি এবং তারকা চিহ্নিত বিহীন প্রশ্নের উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXURES— "A" & "B"

OBITUARY REFERENCE

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল অধ্যাপক নুরুল হাসানের স্মৃতি তর্পণ।

অতীব দুঃখের সঙ্গে সভাকে জানাচ্ছি যে, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অধ্যাপক নুরুল হাসান আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। গত ১২ই জুলাই, ১৯৯৩ ইং বেলা অপরাহ্ণ ৪-৪০ মিনিটে তিনি কলিকাতার এস, এস, কে, এম. হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। গত ১৬ই জুন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ঐ হাসপাতালে ভর্তি হন। দীর্ঘ প্রায় একমাস কাল রোগ ভোগের পর তিনি অবশেষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অধ্যাপক নুরুল হাসান ১৯২১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌতে জন্ম গ্রহণ করেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে এম, এ, এবং অক্সফোর্ড বিদ্যালয় থেকে ডি, ফিল, পাশ করে ফিরে এসে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। আজীবন তিনি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দেশ-বিদেশের বহু গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদানের

জন্য তাঁকে ডা: বি, সি, রায় পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। ছাত্রজীবন থেকে বামপন্থী রাজনীতি করতেন। তিনি অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির একজন সমর্থক ছিলেন ১৯৬৮ সালে তিনি রাজ্য সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭২ সন থেকে ১৯৭৭ সন পর্যন্ত তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বভার পালন করেন। তাঁর আমলে ভারতের নয়া শিক্ষানীতির উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু সংস্কার সাধন করা হয়। ১৯৮৩ সন থেকে ১৯৮৬ সন পর্যন্ত তিনি অবিভক্ত সোভিয়েট ইউনিয়নে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ১৯৮৬ সনের আগষ্ট মাস থেকে ১৯৮৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ছিলেন। অতঃপর ১৯৯০ সনে তিনি পুনরায় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদে বৃত হন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি রাজ্যপালের পদে আসীন ছিলেন।

৮. তাঁর মৃত্যুতে দেশ হারাল একজন প্রবীন স্বাধীনতা সেনানী, হারাল একজন স্বনামধন্য শিক্ষাবিদকে। তাঁর দীর্ঘ প্রোজ্জ্বল জীবনে বিভিন্ন পদে বৃত থেকে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন দেশবাসী তা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ রাখবেন।

উনার মৃত্যুতে এই বিধানসভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে ২ (দু) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত হাসানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ করছি।

(দু মিনিট নীরবতা পালন করা হয়)।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আজ আমি একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীলকুমার চৌধুরী এবং শ্রী সুধন দাস মহোদয়ের নিকট থেকে বিভিন্ন উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করেন।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার আমার উল্লেখ্য বিষয়টি হল—

"বন্যার পরবর্তী অবস্থায় ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়া, আন্ত্রিক, কলেরা ও অন্যান্য ব্যাধির ব্যাপক বিস্তৃতি সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুণি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগামী ১৬,৭,৯৩ইং তারিখে এ সম্পর্কে হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজ আমি একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীজীতেন্দ্র সরকার এবং শ্রীপান্নালাল ঘোষ মহোদয়ের নিকট থেকে বিভিন্ন উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশগুলির পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপান্নালাল ঘোষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করেন।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ (রাধাকিশোর পুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার উল্লেখ্য বিষয়টি হলো—"নোটিফাইড এরিয়া ও আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়া ভুক্ত গরীব অংশের কৃষক সমেত মানুষের কর্মসংস্থানের অভাব সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার; আমি আগামী ১৯,৭,৯৩ইং তারিখে এ সম্পর্কে হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজ আমি একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়ের নিকট থেকে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী রতন লাল নাথ মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করেন।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার উল্লেখ্য বিষয়টি হল—

"২১ ৫ ৯০ ইং রাত্রি ৭-৩০ মিনিটে সিধাই থানাধীন বাজালুঙ্গা গ্রামে এ. টি. টি. এফ কর্তৃক রামকুমার সরকার, সাধন দেব, দীপক মজুমদার ও সুকুমার দেবনাথকে খুন করার ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আমি কখন অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগামী ২০,৭ ৯৩ ইং তারিখে এ সম্পর্কে হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পূর্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি গত ৯, ৭, ৯৩ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়-বস্তুর উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো— "উদয়পুর মহকুমার

জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের ৩নং ডিভিসনের ২নং রিগ শাখার গত ১৯, ৬. ৯৩ ইং রাতে এক দুঃসাহসিক চুরি সংঘটিত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে" ।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— "উদয়পুর মহকুমার জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের ৩নং ডিভিশনের ২নং রিগ শাখার গত ১৯, ৬, ৯৩ইং রাতে এক দুঃসাহসিক চুরি সংঘটিত হওয়ার ঘটনা সম্পর্ক।"

"গত ২০, ৬, ৯৩ ইং তারিখে বিকালে উদয়পুরের ৩নং জন স্বাস্থ্য ডিভিশনের ২নং রীগ সাব-ডিভিশনের চৌকিদার বাড়ী থেকে দুপুরের আহার সেরে অফিসে ফেরার পর লক্ষ্য করেন যে ষ্টোর রুমের ভিতর থেকে বিদ্যুতের আলো আসছে এবং তাতে সন্দেহ হেতু আরও অনুসন্ধানে দেখতে পান যে স্টোর রুমের টিনের দেওয়ালের একাংশে ফাঁক করা হয়েছে। চৌকিদারের সন্দেহ হয় স্টোর রুমের ভিতর হইতে চুরির উদ্দেশ্যে অজ্ঞাত কিছু দুষ্কৃতকারী এই কাজ করেছে। সেদিন (রবিবার) ছুটি থাকায় এবং সংশ্লিষ্ট জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ার ছুটিতে উদয়পুরের বাইরে থাকায় চৌকিদার তাহাকে ঘটনাটি জানাতে পারেন নি। সংশ্লিষ্ট এ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ারকেও চৌকিদার ঐ দিন জানাতে পারেন নি কারণ অফিসের কাজে, পূর্বেই তিনি আগরতলা আসেন।

পরদিন ২১, ৬, ৯৩ ইং উদয়পুর ফিরে যাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনীয়ার এই ঘটনাটি জানতে পারেন এবং উদয়পুর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে ঘটনাটির তদন্তের জন্য অনুরোধ জানান এবং থানায় যথারীতি এফ, আই, আর, করা হয়। পরের দিন ২৬.৬.৯৩ ইং ছুটি থেকে কাজে যোগদান করেই স্টোরের ভারপ্রাপ্ত জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার সংশ্লিষ্ট এ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার সহ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারপর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার, এ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনীয়ার ও জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ার ঐ দিনই ২২, ৬, ৯৩ ইং স্টোরের তালা খোলেন স্টোর থেকে কোন কিছু খোয়া গেছে কিনা তাহা দেখার জন্য। পরীক্ষাকালে এ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনীয়ার ও জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ার এই লক্ষ্য করেন যে ষ্টোরের ভিতরে আলমারীতে রাখা দামী জিনিষপত্র ও যন্ত্রাংশ সবই ঠিক আছে এবং আলমারির তালাও অক্ষুন্ন আছে। তবে উভয়েই এটা লক্ষ্য করেন যে মেশিন পত্রের অকেজো অংশের যে স্তুপ ছিল তাহা তছনছ করা হয়েছে। এতে তাদের সন্দেহ হয় যে হয়ত এধরনের কিছু অকেজো যন্ত্রাংশ চুরি হয়েছে। তবে সেই মুহূর্ত্তে চুরির সঠিক পরিমাণ তারা হিসাব করতে পারেন নি।

ইতিমধ্যে ষ্টোরের ভারপ্রাপ্ত জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ার স্টোরে রক্ষিত সমস্ত জিনিষপত্রের ও অকেজো যন্ত্রাংশের হিসাব নিকাশ করেন যাতে প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ স্থির করা যায়।

পরবর্তী সময়ে বিভাগীয় তদন্তের পর দেখা যায় যে কেবলমাত্র নিম্নলিখিত অকেজো পুরানো যন্ত্রাংশ ষ্টোর রুম থেকে খোয়া গিয়াছে যাহার মূল্য স্ক্রেপ হিসাবে নিতান্তই নগন্য।—

১।	পুলি (হাইড্রোলিক পাম্পের)	১টি।
২।	পিষ্টন (ওয়েল্ডিং মেশিনের)	১টি।
৩।	রেডিয়াটার (ওয়েলডিং মেশিনের)	১টি।
৪।	ওয়েল পাম্প (টাটা ইঞ্জিনের)	১টি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, টায়ার, বাল্ব ইত্যাদি কতগুলি জিনিষ চুরি গেছে। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে তথ্য এখানে দিয়েছেন এই তথ্য হয় গড়মিল এটা কি ঠিক ভাবে দেওয়া হয়েছে। কারণ লক্ষাধিক টাকার জিনিষ চুরি হয়েছে। কারণ আমার কাছে তথ্য আছে যে লক্ষাধিক টাকার উপরে জিনিষ চুরি হয়ে গেছে, এখন পর্যন্ত যারা চুরি করেছেন তাদেরকে কেন গ্রেপ্তার করা হলনা, গ্রেপ্তার করা সম্ভব হচ্ছে না সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা? যারা চুরি করেছেন তাদের গ্রেপ্তার করবেন কিনা আমি সেটা জানতে চাই।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি ত বলেছি যে থানায় এফ, আই, আর, করা হয়েছে। সেখানে পুলিশ অফিসার গিয়েছিলেন এবং প্রত্যেকটা আইটেম ওয়াইজ ভেরিফাই করা হয়েছে। আমি হায়ার অফিসার পাঠিয়েছিলাম, সুপারইন-টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাসিস্টেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সবাই মিলে সমস্ত কিছু চেক আপ করেছেন। সর্বশেষ গতকালের যে খবর আছে তারা তথ্য দিয়েছে বেয়ারিং ক্লাচ ডিস্ক, অয়েল সিল এই সমস্ত মূল্যবান জিনিষগুলি আলমারীর ভিতরে ছিল, আলমারীর তালা বন্ধ ছিল সেখান থেকে কোন জিনিস খোয়া যায়নি। বাইরে যে জিনিস ছিল টায়ার, টিউব আর ব্যাটারী সেগুলি অক্ষত অবস্থাই ছিল। স্ক্রেপ হিসাবে যেগুলি একটা সাইডে তার মধ্যে ৪টা আইটেম, আরও অনেক ছিল, তার মধ্যে ৪টা আইটেম পাওয়া যাচ্ছে না। রেজিষ্টারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানতে চেয়েছিলাম, যারা চুরি করেছে তাদেরকে ধরার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) : — থানা থেকে এখনও কিছু জানা যায়নি অপরাধী কে বা কারা এখনও জানা যায় নি ।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন কলিং এটেনশানে যাচ্ছি । আমি মাননীয় সদস্য অমিতাভ দত্ত প্রনব দেববর্মা, পবিত্র কর এইসঙ্গে এই তিনজনের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি । নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো : — "মুজিপ্পা কলেজে বেআইনীভাবে ছাত্র ভর্ত্তি সম্পর্কে ।"

আমি এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি । আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই সম্পর্কে উনি যদি বিবৃতি দিতে পারেন তাহলে বিবৃতি দেন, নাহলে সময় চেয়ে নিতে পারেন ।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) : এটার উত্তর আমি ১৯ তারিখে দেব ।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় মন্ত্রী এ সম্পর্কে আগামী ১৯ তারিখে বিবৃতি দেবেন । আমি আজ অন্য আর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, শ্রী ভূদেব ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুধীর দাস, এবং শ্রীসুধন দাস এই ৪ জনে একসঙ্গে এনেছেন । নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "সাম্প্রতিককালে বার বার বন্যা হওয়ার পর বন্যায় দুর্গতদের সাহায্যের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক দ্রুত হস্তক্ষেপ না করা সম্পর্কে ।"

আমি মাননীয় সদস্যদের দ্বারা আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করেছি এই সম্পর্কে যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে সময় চেয়ে নিতে পারেন ।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই সম্পর্কে আগামী ২০ তারিখে উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার : - মাননীয় মন্ত্রী এই ব্যাপারে আগামী ২০ তারিখে উত্তর দেবেন। আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃতি হয়েছিলেন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নলিখিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"গত ২,৭,৯৩ইং জোলাইবাড়ী এইচ. এস, স্কুলের শিক্ষক সঞ্জিৎ বিশ্বাস সহকর্মী সহ স্কুল থেকে বাড়ী ফিরার পথে জোলাইবাড়ী বাজারে কতিপয় দুষ্কৃতকারী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, "গত ২.৭ ৯৩ ইং জোলাই-বাড়ী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষক সঞ্জিৎ বিশ্বাস সহকর্মী সহ স্কুল থেকে বাড়ী ফিরার পথে জোলাই বাড়ী বাজারে কতিপয় দুষ্কৃতকারী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার স্যার, গত ২,৭,৯৩ইং তারিখ বিকাল অনুমান ৫.৩০ মিঃ-এর সময় জোলাই বাড়ী হাইস্কুলের শিক্ষক সঞ্জিৎ বিশ্বাস তাহার ১৪,১৫ জন সহকর্মী সহ স্কুল থেকে বাড়ী ফেরার পথে জোলাই বাড়ী বাজারের নিকট পৌঁছিলে জোলাই বাড়ী নিবাসী ১) শ্রী নারায়ণ মজুমদার, ২) অসীম বৈদ্য, ৩) শ্রী প্রদ্যুৎ বৈদ্য. ৪) শ্রী তরুণ ভৌমিক ৫) শ্রী অমর বৈদ্য এবং আরও তিন চার জন ব্যক্তি অবৈধভাবে জমায়েত হয়ে শ্রী সঞ্জিত বিশ্বাসকে পথের মধ্যে আটক করে কিল, চড় ও ঘুসি মেরে তাহাকে লাঞ্ছিত করে। কয়েকজন শ্রী সঞ্জিত বিশ্বাসকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেলও নিক্ষেপ করে, ফলে শ্রী বিশ্বাস সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হন সঙ্গীয় সহকর্মীগণও শ্রী বিশ্বাসের উপর হামলা প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিলেন। শ্রী বিশ্বাসকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

এই ঘটনাটি বাইখোরা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭, ১৪৯, ৩৪১, ৩২৩ ধারায় মোকদ্দমা নং—১ (৭) ৯৩ নথিভূক্ত করা হয়।

তদন্তকালীন পুলিশ শ্রী নারায়ণ মজুমদারকে গত ৫, ৭,৯৩ ইং তারিখ এবং শ্রী অসীম বৈদ্য, শ্রী অমর বৈদ্য, শ্রী প্রদ্যুৎ বৈদ্য ও শ্রী তরুণ ভৌমিককে গত ৬.৭. ৯৩ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে এবং থানা থেকে জামিনে মুক্তি দেয়।

ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে যারা ধরা পড়েছে এবং জামিনে আবার ছাড়া পেয়েছে তারা সবাই কংগ্রেস (ই)র সমাজদ্রোহী কাজে লিপ্ত বলে আমরা জানি, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা সেটা জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব (মুখ্য মন্ত্রী) :— এই তথ্য আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি অন্য আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণীয় নোটিশের উপর চলে যাচ্ছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় অন্য আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণীয় নোটিশের উপর জবাব দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। দৃষ্টি আকর্ষণীয় নোটিশটি দিয়েছিলেন মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "২৫শে মে ১৯৯৩ ইং জিরানীয়া থানার অন্তর্গত রাজচন্তাই গ্রামে টি, এস, আর, কর্তৃক গৃহদাহ সম্পর্কে।"

শ্রী দশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— গত ২৫.৫.৯৩ ইং বিকাল অনুমান ৩টা থেকে ৩ ৩০ মিঃ এর সময় জিরানীয়া থানাধীন রাজচন্তাই গ্রামে অজ্ঞাত নামা ১০, ১২জন উগ্রপন্থী (এ,টি,টি,এফ, বলে সন্দেহ করা হয়) মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অতর্কিতে টি, এস, আর-এর একটি দলের উপর হামলা চালায় ফলে টি, এস, আর, বাহিনীর চার জন জওয়ান সহ মোট ৭জন নিহত হয়।

এই ঘটনার পরবর্তী সময়ে টি, এস, আর, বাহিনীর কিছু সংখ্যক জওয়ান রাজ-চন্তাই গ্রামে তল্লাসী অভিযানে গিয়ে গ্রাম বাসীদের কিছু বসতগৃহ, কিছু সংখ্যক অস্থায়ী দোকান, পঞ্চায়েত অফিস এবং স্কুল গৃহ ইত্যাদিতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এই ঘটনাটি জিরানীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৯, ৩২৩, ৩২৫, ৪২৭-৪৩৬

ধারায় মোকদ্দমা নং ২৯ (৫) ৯৩ নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করা হয়।

তদন্তে প্রকাশ যে, টি. এস. আর বাহিনীর জোয়ানগণ উগ্রপন্থী হামলায় নিহত হওয়ার ঘটনা জানার পর রাজচন্তাই এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের বাসিন্দাগণ খুবই মর্মাহত হয়। এই দিনটি আবার বাজার বার ছিল। ঘটনার অব্যাহতি পর গ্রামের পুরুষ লোক ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। অপরদিকে টি, এস, আর জওয়ানদের মৃত্যুর সংবাদে অন্যান্য টি, এস, আর, জওয়ানগণ খুবই মর্মাহত হয় এবং ক্রোধের বশবর্তী হয়,। কারণ দ্বিতীয় টি, এস, আর বাহিনীর হেডকোয়ার্টার রাজচন্তাই গ্রামে হওয়ার পর থেকেই টি, এস, আর-এর জওয়ানগণ এ এলাকার জনসাধারণের অসুবিধা সমূহে সর্বপ্রকার সহায়তা করে আসিতেছিল।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, দ্বিতীয় টি, এস, আর, বাহিনীর মোট কর্মী সংখ্যা ১১৪৭, কিন্তু অফিসারের সংখ্যা খুবই কম। দুইজন এসিষ্টেণ্ড কমাণ্ডেণ্ট-এর মধ্যে একজন ছুটিতে ছিলেন। কমাণ্ডেণ্ট এবং ডেপুটি কমাণ্ডেণ্ট সেই সময় হেডকোয়ার্টারে উপস্থিত ছিলেন। বিগত জানুয়ারী মাস থেকে কমাণ্ডেণ্টের পায়ে আঘাত পান বলে দ্রুত চলাফেরা করতে অসুবিধা বোধ করতেন। একমাত্র অ্যাসিষ্টেণ্ট কমাণ্ডেণ্ট মৃত জওয়ানদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করার জন্য হেডকোয়ার্টার থেকে চলে যান। কাজেই কমাণ্ডেণ্ড এবং ডেপুটি কমাণ্ডেণ্ট-এর ১১০০-এর উপর বাহিনীর সদস্যদের আয়ত্বে রাখা কষ্টকর হয়। .....

চিরুণী তল্লাসীর জন্য টি, এস, আর, বাহিনীর দুইটি দলকে যখন মোতায়েন করা হয় তখন তাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য সিনিয়র অফিসার ছিলনা। সাক্ষীদের জবানীতে জানা যায় ঐ দিন রাত অনুমান ৮টার সময় টি. এস আর, জওয়ান রাজচন্তাই যায়। ইহাও জানা যায় টি, এস, আর জওয়ান যাদের চিরুণী তল্লাসীর জন্য নিযুক্ত করা হয় তারা সেখানে ৩২টি পরিবারের ৫০টি বসত ঘর এবং ২০টি ছোট দোকান ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এছাড়া তারা স্কুল গৃহ, পঞ্চায়েত অফিস ও আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। জওয়ানরা বাহিনীর পোষাক পরিহিত অবস্থায় এই কাজ করে।

সাক্ষী শ্রীমতী মীনারানী দেববর্মার জবানী থেকে জানা যায় যে টি. এস. আর জওয়ানরা তার ঘরে আগুন দিলে পর সে তার শিশু কন্যাকে ঘরের ভেতরে

রেখে বাইরে চলে আসে। এবং তা জানামাত্র কতিপয় টি, এস, আর, জওয়ান জ্বলন্ত গৃহে প্রবেশ করে শিশু কন্যাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। গ্রামবাসীরাও ইহা স্বীকার করেন যে যদিও কিছু সংখ্যক টি, এস, আর, জওয়ান বাড়ীঘরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু আবার কিছু সংখ্যক জওয়ান তার মধ্যে শ্রীমতি মীনারানী দেববর্মার শিশু কন্যাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল। টি,এস, আর, জওয়ানদের মধ্যে কারা কারা এই ঘটনায় জড়িত ছিল তারা গ্রামবাসীরা চিনতে পারেন নি।

গত ২৬.৫ ৯৩ ইং তারিখ সকাল অনুমান ৭.৩০ মিঃ—৮'৩০ মিঃ এর সময় কিছু সংখ্যক টি, এস. আর, জওয়ান টি, এস, আর, হেড কোয়ার্টার সংলগ্ন কিছু কিছু বাড়ী ঘরে জিনিষপত্র নষ্ট করে। দুইজন সাক্ষী এই ঘটনায় জড়িত লেন্সনায়েক শ্রীসাধন নাগকে চিনতে পারেন। যদিও টি, এস. আর. জওয়ানরা তাদের ৪ জন সহকর্মীর মৃত্যুতে উত্তেজিত ছিল তথাপি চিরুনী তল্লাসী চালানোর কাজে নিযুক্ত জওয়ানদের কর্তৃক গ্রামবাসীদের বাড়ী ঘরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেবার ঘটনা ক্ষমার অযোগ্য। আবার কিছু সংখ্যক টি, এস' আর জওয়ান নিজের জীবন বিপন্ন করে গ্রামবাসীদের সহায়তা করে থাকেন।

রাজ্য সরকার সেকেণ্ড টি, এস. আর. বাহিনীর মোট ৪৮ জন জওয়ান যাহাদের উক্ত ঘটনায় জড়িত সন্দেহ করা হয় তাহাদেরকে ২৫ টাকা করে জরিমানা ধার্য্য করেন। তাহাছাড়া তাহাদিগকে সেকেণ্ড ব্যাটেলিয়ান টি, এস, আর, থেকে অন্যত্র বদলী করে দেওয়া হয়।

সরকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে তাৎক্ষনিক আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছে এবং তাহাদের বাড়ীঘর পুনর্নির্মাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাটি গ্রহণ করা হয়েছে।

স্যার, এখানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের মধ্যে আর্থিক অনুদান ও অন্যান্য সাহায্য কি কি দেওয়া হয়েছে। তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি রাখছি।

১) ক্ষতিগ্রস্ত ৩২টি পরিবারের প্রত্যেককে তাৎক্ষনিক সাহায্য বাবদ নগদ ৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়।

২) ক্ষতিগ্রস্ত ১৬ জন দোকান মালিকের প্রত্যেক সাহায্য বাবদ ২০০ টাকা করে দেওয়া হয়।

৩) আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদিগকে নিম্নলিখিত জিনিষপত্র প্রদান করা হয় :—

ক) চাউল — ৪৮০ কে, জি,

খ) কেরোসিন তৈল — ৬৪ লিটার।

গ) লবন — ৮০ কে, জি,

ঘ) পলিথিন শীট — ২৫৪ কেজি।

(প্রত্যেক পরিবারকে প্রায় ৯০০ টাকা মূল্যের পলিথিন শীট সরবরাহ করা হয়।)

ঙ) প্রত্যেক পরিবারকে এক সেট করে বাসনপত্র দেওয়া হয়।

৪) ডুপ্লিকেট রেশন কার্ড প্রদান করা হয়।

৫) এক সপ্তাহের রেশনও সরবরাহ করা হয়। ৬) প্রত্যেকটি পরিবারের বিদ্যালয়ে পাঠরত শিশুদের পোশাক ও পাঠ্য পুস্তক কেনা বাবদ মোট ৩৪,৪০০ টাকা দেওয়া হয়।

৭) বিদ্যালয় পাঠরত শিশুরা ছাড়া অন্যান্য ২৮ জন শিশুদের প্রত্যেককে পোশাক তৈরী বাবদ ১০০ টাকা করে দেওয়া হয়।

৮) আগুনে পুড়ে যাওয়া ৩২টি পরিবারের মধ্যে ২৬টি পরিবারের বাড়ীঘর পুনর্নির্মাণের বিষয়টি ইন্দিরা আবাস যোজনার মাধ্যমে নির্মানের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

তাছাড়া ৬টি সরকারী কর্মচারীর পরিবার যাদের বাড়ী ঘর আগুনে পুড়ে যায় তাদের প্রত্যেককে বাড়ীঘর তৈরী বাবদ হাউস বিল্ডিং অ্যাডভান্স-এর জন্য দরখাস্ত করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

৯) ক্ষতিগ্রস্ত ৩২টি পরিবারের প্রত্যেককে রাজ্যের পশুপালন দপ্তর থেকে শুকরছানা প্রদানের প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার- এখানে চার জন টি, এস আর জওয়ান সহ ৭ জন নিহত হওয়ার ঘটনা মর্মান্তিক এবং নিন্দনীয়। তাসত্বেও এখানে উগ্রপন্থী অনুসন্ধানের নাম করে বিকেল ৪ — ৪'৩০ মি: এর সময় টি, এস, আর জোওয়ানরা আবার রাজচন্দ্রাই যায় এবং অনুসন্ধানে কোন উগ্রপন্থী না পাওয়ায় ফিরে আসার সময়ে তারা নাকি এই বলে হুমকি দেয় যে আবার রাতে কি রকম টের

পাওয়া যাবে। এর পরবর্তী মুহুর্তে রাত আনুমানিক ৭.৩০—৮টার মধ্যে ২০০ জন টি. এস. আর. জওয়ান যারা দ্বিতীয় বাহিনীর সদস্য রাজচন্দ্রাই যায় এবং পেট্রোল ঢেলে ৩২টি পরিবারের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেয়।

মোট ৬৫টি ঘর, একটি মোটর সাইকেল, দুইটি সাইকেল, একটি সেলাই মেসিন, ৪২টি ছাগল, ১৬টি দোকান, পঞ্চায়েত অফিস সহ রাজচন্দ্রাই স্কুলটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ২০০ পরিবারের লোক ঘর বাড়ী ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে। সেখানে ঘটনার পর আমাদের বর্তমান ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিষ্টার এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী শ্রীমতি কার্ত্তিক কন্যা দেববর্মা গিয়েছিলেন। উনারা পরিস্থিতি দেখে এসেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই ব্যাপারে কোন তথ্য আছে কিনা যে ১৩টি উপজাতি মেয়ের প্রতি যেভাবে টি. এস. আরের মত একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীর জওয়ানরা ঘর বাড়ী পুড়িয়ে দিয়ে এবং উপজাতি মেয়েদের উপর অশালীন আচরণ করে সেটা অমানবিক। এই ঘটনা সম্পর্কে স্থানীয় স্বস্তিদূত সহ বিভিন্ন পত্রিকায় উল্লেখ করেছে যে ১৬টি উপজাতি মেয়ের অত্যাচার ও শ্লীলতাহানি করা হয়েছে সেদিন রাজচন্দ্রাইয়ে। যে সমস্ত টি. এস. আর. জওয়ান সেদিনের ঘটনা ঘটিয়েছে সেটা নিয়ে সরকার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে চান্ কিনা? এবং একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীর এই ধরণের কাজে আগামী দিনে অন্যান্য পুলিশ বাহিনীর উপর প্রভাব ফেলবে কিনা সরকার এই সম্পর্কে কি চিন্তা করছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে ঘটনাবলীর উল্লেখ করেছেন সেটাতো আমার রিপোর্টেই বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে এবং যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের কি কি সাহায্য দেওয়া হয়েছে তাও এখানে আছে। তবে যারা এই কাজ করেছে তারা অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছে। সরকার এই সম্পর্কে খুবই সচেতন। এবং তাদেরকে যাতে সুশৃঙ্খলভাবে রাখা যায় সে জন্য তাদের বিরুদ্ধে জরিমানা করার ব্যবস্থা হয়েছে। শুধু তাই নয় তাদেরকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। কাজেই সরকার ব্যবস্থা নিয়েছে। আর উপজাতি মহিলাদের প্রতি অশালিন আচরণ করা হয়েছে বলে যে অভিযোগ মাননীয় সদস্য জানালেন সেটা সম্পর্কে আমাদের হাতে কোন তথ্য নেই। কাজেই এই ব্যাপারে

আমি কিছুই বলতে পারবনা। অফিসাররা গিয়েছিলেন সেখানে তদন্ত করেছেন। আলাপ আলোচনা করেছেন। তাদেরকে সাহায্য দেওয়ার জন্য, সেই তথ্য আমি এখানে বিস্তারিতভাবে বলেছি। তারা এখনও ঘর বাড়ী হীন অবস্থায় আছে। তাদের ঘর বাড়ী করে দেওয়ার জন্য ইন্দিরা যোজনার মাধ্যমে কাজ হবে। তাতে একটু সময় নিচ্ছে ঠিকই। কারণ, একটা যোজনার টাকা পেতে গেলে তারতো কিছু ফর্মালিটিস্ আছে। সেই ফর্মালিটির ভিতর দিয়ে দেওয়া হবে। এবং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরকে ঘর করে দেওয়ার জন্য কিছু টাকা দেওয়ার জন্য বলেছি।

এই ঘটনা খুবই সিমপেথেটিক। এই সরকার বলেই এত তাড়াতাড়ি সাহায্যের কাজ করা হয়েছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার, ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক। কিন্তু এটা কি যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে রাজ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির বাতাবরণ পুনরায় স্থাপন করার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাকে বিঘ্ন করার জন্য এবং রাজ্যে একটা অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, যে জোট শুনেছি তারা নাকি একটা এ্যাকশান কমিটি গঠন করছেন। সুধীর মজুমদার এবং শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মিলে এ্যাকশান কমিটি গঠন করেছেন এই সরকারকে ৬ মাসের মধ্যে ফেলে দেবে, রাষ্ট্রপতি শাসন আনবে। এই সংকল্প নিয়ে তাঁরা এই কাজ করে চলছে। এবং দুঃখজনক ঘটনা স্যার, মেডম দিয়ে ফেরার সময় একটি সংগঠিত বাহিনীর উপর আক্রমণ করা হল সেটা এই রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য চক্রান্ত করছে। টি, ইউ, জে, এস, এবং কংগ্রেস (আই) তাদের যে এ্যাকশন কমিটি তারাই এই কাজ করেছে সরকারকে ফেলে দেবার জন্য। সরকার এই ব্যাপারে কি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছেন জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কংগ্রেস (আই) এবং যুব সমিতি মিলে একটি অ্যাকশন কমিটি করছে এটা আমার জানা আছে। এই অ্যাকশন কমিটির পক্ষ থেকে সাংসদ সুধীরবাবু, শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী) এবং অন্যান্য কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস, এর সদস্যরা আমার সঙ্গে দেখা করেছেন।

তবে এই ঘটনার সঙ্গে কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এসের অ্যাকশন কমিটির কোন সম্পর্ক আছে কিনা আমার জানা নেই। আমাদের কাছে এমন কোন রেকর্ডও নেই। কাজেই অ্যাকশন কমিটি বিভিন্ন কারণে তারা করতে পারে, রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য করতে পারে। অ্যাকশন কমিটি করাতো আইনগত কোন বাধা নেই। কিন্তু তারা কি করে সেটা তাদের কাজের উপর নির্ভর করবে।

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর): — পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাই উনি যে তথ্য দিয়েছেন টি. এস, আর, জওয়ান মারা গেছে এটা খুবই দুঃখজনক। সেখানে স্বীকার করেছেন যে সুসংগঠিত বাহিনী যে ঘটনা করেছে একটি উপজাতি এলাকার মধ্যে সেটা খুবই নিন্দনীয় এবং কলংক-জনক। সেই ক্ষেত্রে যে শাস্তির ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়েছে, সেটা খুবই কম বলে আমার মনে হয়। যে সকল জওয়ানরা জড়িত তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া দরকার। এবং এখানে যেসমস্ত জিনিষগুলি তদন্তে বেরিয়ে আসে নি। কারণ ঘটনাটি যেখানে হয়েছে সেটা আমার এলাকার কাছাকাছি। আমি প্রথম ঘটনার পরে ঐ এলাকায় গিয়েছিলাম। এই ঘটনার পরে যখন আগুন লেগেছে আমি যতটুকু জানি দুইজন দায়িত্বশীল অফিসার ঐ সময় ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন। তারমধ্যে একজন ডি. আই, জি. প্রণয় সহায় তিনিও ছিলেন। সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা? এবং যেসস্ত অফিসারা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদের জওয়ানদের থেকেও দায়িত্ব অনেক বেশী। তাই ঐ সমস্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী): — মাননীয় স্পীকার স্যার, যে তদন্ত করা হয়েছে, সেই তদন্তের রিপোর্ট এখনো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেনি। রিপোর্ট আসলে পরে দেখা যাবে। তাদের কারণে এখনতো যারা যারা অপরাধ করছে বলে চিহ্নিত হয়েছে, তাদের উপর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল ১৯৯৩-৯৪ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনা। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব আলোচনা চলাকালে তাঁরা যেন তাদের আলোচনা ব্যয় বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইকে অনুরোধ করব এই আলোচনায় তাদের দলের যেসকল সদস্য মহাশয়গণ অংশ গ্রহণ করবেন তাদের নামের একটি তালিকা আমাকে দেওয়ার জন্য।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আজকের আলোচনার সময় বলে দিলে ভালো হয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমাদের হাতে যে সময় আছে, সেই সময়ের মধ্যে আমরা দেখছি যে ২ ঘন্টা ৪০ মিনিটে ট্রেজারী বেঞ্চ এবং ৩০ মিনিট বিরোধী দলকে দেওয়া যায়। আজকের আলোচনায় বিরোধী দলকে ৩০ মিনিট এবং সরকার পক্ষকে ২ ঘন্টা ৪০ মিনিট সময় আছে।

মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া মহাশয়কে উনার আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া অনুপস্থিত থাকার দরুণ আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহাশয়কে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) :- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ৯ই জুলাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অর্থাৎ অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন এবং যে বাজেট ভাষণ এখানে রেখেছেন তাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। না পারার কারণ হলো, পুরো ভাষণটাই পড়লে দেখা যাবে ত্রিপুরা রাজ্যে যে লক্ষ লক্ষ বেকার আছে তাদের কথা তিনি এই বাজেটে রাখেননি। বেকাররা যারা মাধ্যমিক পাশ, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ, স্নাতক, স্নাতকোত্তর কেউ আবার অর্ধশিক্ষিত

কেউ আবার অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ, নিজের পক্ষে যারা সই করতে পারেন তারাও তাদের নাম ও কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র নথিভুক্ত করিয়েছেন। আমি আশা করি যারা এখানে আছেন সদস্যরা তারা আমাকে এই ব্যাপারে সমর্থন করবেন। এই লক্ষ লক্ষ বেকারদের একটি কথাও এই বাজেট ভাষণে উল্লেখ করেন নি। আমি একজন যুবক প্রতিনিধি হিসাবে আমি একথা বলছিনা যে একমাত্র আনএমপ্লয়েড প্রতিনিধি যারা আজকে আমাদেরকে প্রতিনিধি করে এখানে পাঠিয়েছে, আজকে এখানে যারা আছেন, আমার পেছনে দর্শক আসনে যারা আছেন তারা জানতে পারেন এলাকার কথা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারদের কথা না বললে পরে তাদের প্রতি অবমাননা করা হয়। তাই তাদের কথা চিন্তা করে কিছু করার যে একটা উদ্দেশ্য এই বাজেট ভাষণে কোথাও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেন নি। তাই আমি বলব লক্ষ লক্ষ বেকারদের বঞ্চিত করে ত্রিপুরার উন্নয়ন সম্ভব নয়। ভাল করে ১৫ পাতার বাজেট ভাষণটা পড়লে পরে দেখা যাবে।

এখানে বেকারদের কথা না বলে উল্টো দেখা যাচ্ছে যে যারা জোট আমলে বিভিন্ন দপ্তরে বিশেষ করে পৌরসভায়, বিধানসভায়, এমনকি শিক্ষা দপ্তরে চাকুরী পেয়েছে তাদেরকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়েছে এবং আরো চাকুরী ছাঁটাই হওয়ার লিষ্ট তৈরী করা হচ্ছে এবং ৫ থেকে ৬ হাজার অফার প্রাপ্ত বেকারদের অফার বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

জোট আমলে অফার প্রাপ্ত অনেক বেকারের চাকুরী ক্যান্সেল করা হয়েছে। জোট আমলের আগে যে সব বেকার অফার পেয়েছিল, তাদের অফার কার্যকরী না করায় প্রথমে তারা হাইকোর্টে, পরে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে চাকুরী পাওয়ার জন্য। এখন পত্র পত্রিকাতে বের হয়েছে যে বামফ্রন্ট সরকার সুপ্রিম কোর্ট থেকে মামলা প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। কাজেই যে সব অফার প্রাপ্ত বেকারেরা যাতে ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে কাজে যোগ দেয়। এমনি করে জোট সরকারের আমলেও ৬/৭ হাজার বেকারদের অফার দেওয়া হয়েছে। তাই আমার প্রশ্ন জোট সরকারের আমলের আগে যারা অফার পেয়েছিল, তাদের যদি সরকার চাকুরী দিতে পারে, তাহলে জোট সরকারের আমলে যেসব বেকার অফার পেয়েছে, তারা কেন চাকুরী পাবেনা। বেকারের কোন দল নেই, সে যে কোন দলেরই হতে পারে, কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট ভাষণে তাদের সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। দ্বিতীয়তঃ স্যারের কথা

বলেছেন যে সারের ব্যবস্থা করা হবে, কৃষির উন্নতি করা হবে, কিন্তু জমিতে সার দেওয়ার আগে কৃষি করতে হলে যে জিনিষটার প্রয়োজন, সেটা কি আছে? সেটা হচ্ছে জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বাজেট ভাষণের ২:১২ প্যারাতে উল্লেখ করা হয়েছে নির্মিয়মান তিনটি মাঝারী সেচ প্রকল্পের কাজ এই বছরেওচালু থাকবে। আমি বলব, এই তিনটি সেচ প্রকল্প তো জোট সরকারের আমলের সেগুলি এই বছরও চালু থাকবে। অর্থাৎ নূতন কোন সেচ প্রকল্পের কথা এই বাজেট ভাষণে নেই। কৃষির উন্নয়ন করতে হলে সেচ এবং সার দুটোরই প্রয়োজন। আর বিদ্যুৎ— এখানে মন্ত্রীরা আছেন, বিধায়করা আছেন, অফিসারেরা আছেন, আপনারা কি বাড়ী ফিরে গিয়ে বিদ্যুতের দেখা পাবেন? বিদ্যুতের অবস্থা আজকে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে, এই বাজেট ভাষণে বিদ্যুত সম্পর্কে কি করা হবে, তারই উল্লেখ নেই।

রুখিয়ার যে বিদ্যুত পরিকল্পনা সেটা করা হয়েছিল জোট সরকারের আমলে। এই বাজেটে নূতন কিছু বলা হয়নি। নূতন শিল্প স্থাপনের কথা এই বাজেটে কোথাও উল্লেখ নেই। রামচন্দ্র নগরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে যখন ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল তখন এই ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে এর বিরোধিতা করা হয়েছিল ইউরিয়া সার প্রকল্প এটা জোট সরকারের আমলেই করা হয়েছিল। এই বাজেট ভাষণে নূতন শিল্প স্থাপনের কোন কথা নেই। সেইদিন ওবিসি সম্পর্কে মাননীয় বিধায়ক অরুণ ভৌমিক অনেক কিছু বলেছেন। সেই জন্য তাকে ধন্যবাদ। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রাক্তন বিধায়ক ধীরেন্দ্র দেবনাথ ও, বি, সি সম্পর্কে বলেছিলেন বলে তখন তাকে বামফ্রন্টের তরফ থেকে বলা হয়েছিল সাম্প্রদায়িক। এই ১৫ পাতার বাজেট ভাষণে সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে একটি কথাও বলা হয়নি। জ্যোতিবাবুর রাজত্বে সংখ্যালঘুদেরকে ইষ্টার্ণ রাইফেল দিয়ে খুন করা হয়েছে। বিগত জোট সরকারের আমলে সংখ্যালঘুদের উপর কোন অত্যাচার হয় নি।

স্যার, ভাল কথা, তফসিলী জাতি এবং উপজাতিদের সম্পর্কে তবু একটি লাইন আছে। সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে কিছুই নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ, মহোদয়, ঘটা করে ডম্বুরের মাছ, ঘটা করে টাউন বাস চালু করা হয়েছিল। আছে কি সে সব? ছাপ্ত দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। সেটা ভাল নয়। গত সেসানেও শুনেছি, এনকোয়ারী কমিটি করা হবে। জোট সরকারের আমলের দালান-বিল্ডিং ভেঙ্গে ফেলা হবে।

আরে সে সময়ত তবু ডেভেলাপমেন্ট কমিটি ছিল। তবু কিছু কাজ হত। বর্তমানে সেগুলি ভেঙে দেওয়া হয়েছে এখন কি আছে? আছে ইঙ্গিত কমিটি। ইঙ্গিতে সব কাজ হচ্ছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করব, যা যা বাজেট প্রভিশানে রাখা হয়নি সেগুলি রাখা হউক বাজেটে। এই বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : — মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) : — মাননীয় উপাধ্যক্ষ, মহোদয়, গত ৯ তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন সেই বাজেটকে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন জানাচ্ছি এই জন্যে, আমরা লক্ষ্য করেছি, গত পাচ বৎসরে কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস, সরকার যে সমস্ত জায়গায় সবচেয়ে বেশী ধ্বংস করে দিয়ে গেছেন সে সমস্ত জায়গা নতুন করে গড়ে তোলার জন্য এই বাজেট বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই বাজেটে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে শিক্ষা খাতে। স্যার, আপনারা সবাই জানেন, গত পাঁচ বছরে শিক্ষা ব্যবস্থা রাজ্যে সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শিক্ষা এবং সংস্কৃতি। আমাদের যারা উত্তরাধিকার তারাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে, গ্রাম-পাহাড় সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : — মাননীয় সদস্য, আপনি রিসেস্-এর পর আপনার বক্তব্য শেষ করতে পারবেন। ঐ রিসেস্-এর সময় হয়ে গেছে।

এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2-00 P.M.

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস।

শ্রীসুধন দাস :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি এই জোট

জমানায় গত পাঁচ বৎসরে সবচেয়ে বেশী ধ্বংসে পরিণত হয়েছিল শিক্ষা ব্যবস্থা। আজকে বামফ্রন্ট সরকার এই শিক্ষা খাতেই সবচেয়ে বেশী বরাদ্দ ধরেছেন এবং এটা উল্লেখ করার মতো। আমরা দেখেছি গত পাঁচ বৎসরে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য কংগ্রেস— টি. ইউ. জে, এস কি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করেছিল। রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলগুলি আজকে ভগ্নাবস্থায়, স্কুলগুলিতে টেবিল নেই, বেঞ্চ নেই, চক নেই ডাস্টার পর্যন্ত নেই। এক একটা হাইস্কুল ১০ জন ছাত্র বসার মতো কোন বেঞ্চ নেই। শুধু তাই নয় ভাই-বোনদের স্কুলে খাওয়ার জন্য যে টিফিন দেওয়া হতো সেই টিফিনটা-কে পর্যন্ত তারা সহ্য করতে পারতো না। সেই ব্যবস্থাটাকে ধ্বংস করে তারা নিজেরা টিফিনের টাকা পর্যন্ত লুটপাট করে নিয়েছেন। এত অমানবিক তারা শিক্ষা ব্যবস্থা-টাকে চূড়ান্ত নৈরাজ্যে পরিণত করছিলেন। এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার প্রথম থেকেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই এই বাজেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আমরা দেখেছি এই বাজেটে গ্রামীণ বেকারদের, গ্রামীন লোকদের কর্মসংস্থানের জন্য, গ্রামকে উন্নতি করার জন্য সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জোট সরকারের আমলে গ্রামে এবং পাহাড়ে সবচেয়ে বেশী অত্যাচার করা হয়েছে। জোট সরকারের আমলে গ্রাম পাহাড়ে কি অবস্থা ছিল সে সম্পর্কে আমি এখানে দু-একটি বলছি স্যার। এই জোট সরকারের আমলে পাহাড়ে ৬০০ লোক অনাহারে ও রোগের যন্ত্রনায় মারা গেছেন। এক ফোটা ঔষধ, এক মুঠো খাবার পর্যন্ত তাদেরকে দেওয়া হয় নি। শুধু তাই নয় উপজাতি অংশের মা-বোনদের উপরও তারা নির্যাতন চালিয়েছিলেন। ওজান ময়দানে মা বোনদের উপর জোট সরকারের আমলেই পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল। জোট সরকার তার বিন্দু মাত্রও প্রতিবাদ করেন নি। বরং বলেছিলেন— সেই উপজাতি মা-বোনরা নাকি দেহ ব্যবসা করে। তাঁরা এত অমানবিক, এত ঘৃণ্য মন্তব্য তারা করতে পারেন। এই নারী নির্যাতন শুধু পাহাড়েই সীমাবদ্ধ ছিল না, সেটা এই শহরে এসেও আছড়ে পড়েছিল এবং কংগ্রেসীয় পরিবারদের উপরই এই সমস্ত ঘটনা-গুলি তারা ঘটিয়েছিলেন। সোমা ভট্টাচার্য, কাকলি রায় ওরা তো কংগ্রেসী সমর্থক, ওই কংগ্রেসী গুণ্ডারাই এই জোট জমানায় তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছিল। জোট সরকারের আমলে মা-বোনদের ইজ্জত বাঁচানোর কোন সুযোগ ছিল না। স্যার, জোট সরকারের আমলে হাসপাতালগুলির অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। হাস-

পাতালে একটা সূচ পাওয়া যেতো না, ব্যাণ্ডেজ পাওয়া যেতো না, ঔষধ পাওয়া যেতো না। আজকে জনগণ তাঁদেরকে আস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছে। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে এই ধ্বংসস্তূপ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যকে গড়ে তোলার জন্য বাজেটের মধ্যে পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন। স্যার, শুধু মানুষের চিকিৎসাই নয়, পশু চিকিৎসা পর্যন্ত এই জোট জমানায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পশু খাদ্য পর্যন্ত উনারা লুটপাট করেছেন। সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যে তারা একটা হাহাকার সৃষ্টি করেছেন। আজকে উনারা কোন লজ্জায় বাজেটের বিরোধীতা করেন আমি বুঝতে পারছি না। তারা তো পাঁচ বৎসর এই রাজ্যে সরকার পরিচালনা করেছেন। তাঁরা একটা কাজের নাম করুন তো দেখি, বা একটা সম্পদের নাম, বা একটা দপ্তরের নাম যেখানে তাঁরা একটা ভাল কাজ করেছেন? ত্রিপুরা রাজ্যে সম্পদ সৃষ্টি করেছেন? সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এমন একটা জায়গা নেই যে জায়গায় তারা ধ্বংস করেন নি। ওরা ক্ষমতায় এসেছিলেন অবৈধ ভাবে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী টি, ইউ, জে, এস, এর সঙ্গে অবৈধ চুক্তি করে এই রাজ্যে অশান্তির সৃষ্টি করে, বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

এখানে আলোচনা করা হয়েছে, হিসাব করা হচ্ছে মন্ত্রীদের বাড়ীতে কয়তালা ফাউনডেশান করে কে কত তাড়াতাড়ি বিলডিং করতে পারবেন, কে কত তাড়াতাড়ি টাকা করতে পারবেন তার জন্য বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সেই সমস্ত কাজ করেছেন কি করে কত বেশী গাড়ী করা যায় সেই সমস্ত কাজগুলি তাঁরা বেশী করেছেন। টি, এন, ভি; এই টি, এন, ভি কারা সৃষ্টি করছে? বামফ্রন্ট সরকার যখন ১৫ বছর ক্ষমতায় ছিলেন তখন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে নৃপেন বাবু দশরথ বাবু টি, এন, ভি, সৃষ্টি করেছেন। টি, এন, ভি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে খুন সন্ত্রাস করছে। কংগ্রেস টি, ইউ, জি, এস, সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখন টি, এন, ভি কার জামাই হয়ে এসেছে আজকে সেই জিনিষটা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বর্তৃতা করে বোঝাতে হবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আবার যখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অসংখ্য মানুষের জন সমর্থন নিয়ে তখন আবার তাঁরাই (বিরোধীরা) এই এ, টি, টি, এফ বামফ্রন্টের তৈরী বলে অভিযোগ সৃষ্টি করছে। টি, এন, ভিকে তাঁরা যে কায়দায় সৃষ্টি করেছিল সে ভাবেই আবার এ, টি, টি, এফকে ব্যবহার করে তারাই চক্রান্ত করার চেষ্টা করছে, অশান্তি করার চেষ্টা করছে এবং

দাঙ্গা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। তাদের পরিস্কার ভাবে বলে দিতে চাই অসংখ্য মানুষের জন সমর্থন নিয়ে এবং ৮০ সালের দাঙ্গার অভিজ্ঞতা নিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে এই রাজ্য থেকে হটানোর চক্রান্তের অভিজ্ঞতা নিয়ে এবং অসংখ্য মানুষের জনসমর্থন নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইচ্ছা করলেই আবার ৮০ সালের দাঙ্গার পুনরাবৃত্তি করা যাবেনা এটা ১৯৯৩ সাল। এই চক্রান্ত আমরা যে-কোন মূল্যে ব্যর্থ করার জন্য সমস্ত শক্তি সামর্থ্য আমাদের আছে। আমি শুধু ২/১টা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আমি এটা উল্লেখ করতে চাই এরা করে নি। এই কথা আমি বলতে চাই না কিন্তু এমন কিছু কাজ করেছে যে এ জন্য তাদের গুরু হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে। যেমন তারা করেছে লটারী কেলেংকারী, জমি কেলেংকারী, মন্ত্রী হয়ে মারী কেলেংকারী এবং আর একটু উপর দিকে দেখলে বোফর্স কেলেংকারী, সাবমেরিণ কেলেংকারী, শেয়ার কেলেংকারী এই সমস্ত কেলেংকারীর জন্য ভারতবর্ষের যে কোন সরকার তাদের কেলেংকারীর গুরু হিসাবে মানতে হবে। ভবিষ্যতে এই সরকারের রেকর্ড ভাঙতে পারবে কিনা সেখানেও আমাদের সন্দেহ আছে। আমি তাদের অনুরোধ করব ত্রিপুরা রাজ্যে অগ্রগতির স্বার্থে যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে সেই বাজেটকে সমর্থন করে আপনাদের গঠন মূলক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি সেটা পালন করুণ। আসুন সরকার যে কেন্দ্রের কাছে ১৫০ কোটি টাকার ঋণ অনুদান চেয়েছেন। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থে রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে এই বিধানসভার মধ্যে সর্ব সম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করে ত্রিপুরা রাজ্যের অগ্রগতির জন্য মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এক সাথে মিলে প্রস্তাব গ্রহণ করি। ত্রিপুরা রাজ্যের আর্থিক অনটন এবং বিধ্বংসী বন্যার জন্য ১৫০ কোটি টাকা ঋণ অনুদান দিন এই প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করুণ এই অনুরোধ রাখছি। এবং এর মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের অগ্রগতি সুদৃঢ় হবে এবং সেই কাজ আপনারাও আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করবেন। সেই কাজকে শক্তিশালী করার জন্য এবং ত্রিপুরা রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এবং ত্রিপুরা রাজ্যকে সবুজ এবং নূতন করে গড়ে তোলার জন্য এই বাজেট একটা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবে এবং এই বাজেটকে আপনারাও (বিরোধীরা) সহযোগিতা করবেন এই আহ্বান রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৯-৭-১৯৯৩ ইং তারিখে রাজ্যের স্বার্থে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে ২৭ লক্ষ মানুষের জন্য বাজেট উপহার দিয়েছেন। এই বাজেট কতটুকু ২৭ লক্ষ মানুষের উপকারে আসবে সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ প্রচুর রয়ে গেছে। কাজেই আমরা লক্ষ্য করলেই দেখতে পাই এই বাজেটের মধ্যে নতুনত্ব বিশেষ কিছু নেই। গতানুগতিক ভাবে এই বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে এই হাউসে। কাজেই ২৭ লক্ষ মানুষের জন্য এই বাজেটকে সমর্থন করা সম্ভব না। কারণ এই বাজেটের একটি একটি পয়েন্ট ধরে যদি আমরা আলোচনা করি, প্রতিটা পয়েন্ট আলোচনা করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, সময়ের প্রয়োজন আছে, সে জন্য প্রতিটা দপ্তর পুংখানু পুংখরূপে আলোচনা করা সম্ভব নয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মারফতে আমি এখানে বলতে চাই উনারা বলেছেন শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপ্লব আনবেন বিভিন্নভাবে। কিন্তু উনারা ক্ষমতায় এসেছেন ৩টি মাস পার হয়ে গেল এখনও এমন কতগুলি জায়গা রয়েছে গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত জায়গাতে উগ্রপন্থীর আখড়া যেমন আমার এলাকার কথাই বলি চাম্পা-শর্মাতে, ছরবরিয়াতে, তুইবাগলাই, তেংবাই, বাগবাড়ী, দেবতামুড়া, এমনকি নোয়া-বাড়ী দ্বাদশ স্কুল পর্য্যন্ত তালা বন্ধ অবস্থায় আছে। কারণ প্রতিটা স্কুলের শিক্ষককে হুঁশিয়ারী দেওয়া হয়েছে "তোমাদেরকে স্কুল চালাতে হলে এক-একজনকে ১ হাজার ২ হাজার টাকা করে দিতে হবে।" সে জন্য আমরা বলেছিলাম প্রথমে উগ্রপন্থী দমন করা হোক। গত ১০ই এপ্রিল বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা শপথ নেবার পর উগ্রপন্থীরা বন্দুক কাঁধে নিয়ে প্রতিটা গ্রামে গ্রামে হানা দিতে শুরু করেছে! তাদেরকে নিয়ে যারা ঘুরছেন তাদের মধ্যে সরলপদ জমাতিয়া, সম্বন্ধি গোলাপ জমাতিয়া, অমাত্য কুমার জমাতিয়া, হীরেন্দ্রমোহন জমাতিয়া এরা তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করছে। এরা বলে দিচ্ছে এরা যুব সমিতির, এরা সমন্বয় করেনা, এইভাবে উপজাতি যুব-সমিতির কর্মচারীদের প্রতিটা জায়গায় গিয়ে চাঁদার জুলুম করছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই নির্বাচনের পর ৭ তারিখে উগ্রপন্থীরা সুরেশ জমাতিয়ার সহায়তায় কি করেছে? ৪টার সময় অগেন্দ্র জমাতিয়ার বাড়ী থেকে ১ হাজার টাকা সংগ্রহ

পরেছে। এর পরে উপেন্দ্র জমাতিয়ার তার বাড়ী থেকে আরও ৮০০ টাকা সংগ্রহ করে। তারপরে পবিত্রবাবু পাড়াতে উপেন্দ্র বাবু যেখানে আছেন সেই গ্রামেরই বিনয় জমাতিয়াকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। বলা হয়েছিল টাকা যদি না দেওয়া হয় তাহলে তাকে খতম করা হবে। তারপর মা বোনেরা তাদের ধরে অনেক অনুরোধ করার পরে ২৭০০ টাকা দিয়ে আরও ৫ হাজার টাকা পরবর্ত্তী সময়ে দেওয়া হবে এই আশ্বাস দেওয়ার পর তারা চলে যায়। এভাবে প্রতিটা জায়গায় প্রতিটি এলাকায় প্রতিটি উপজাতি এলাকাতে একটি স্কুলও চলছেনা। সামার ভেকেশান শেষ হয়ে গেল, এখনও স্কুলগুলি বন্ধ অবস্থায় আছে। তাহলে তারা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে কিভাবে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে পারবে এটাই হল প্রশ্ন। এটা অত্যন্ত চিন্তার কারণ। উগ্রপন্থী দমন করার কোন ব্যবস্থা নেননি। আমি সে জন্য এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছিনা। কারণ এই বাজেটে ২৭ লক্ষ মানুষের আশা আকাঙ্খা প্রতিফলিত হবেনা। আমরা দেখেছি এখানে করমুক্ত বাজেট পেশ করা হয়েছে, কিভাবে তাতে করে ঘাটতির পরিমাণ বাড়ানো যায়।

আমরা লক্ষ্য করেছি নিষ্কর বাজেট পেশ করে বাহবা পাওয়ার জন্য একটা অলিক কল্পনা সৃষ্টি হয়েছিল ভারতের মধ্যে। অথচ কি করে ঘাটতি পূরণ করা হবে সেটা উল্লেখ নেই এখানে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন অথবা জানাবেন আপনার এলাকাতে আমরা দেখেছি এখনও শুধু আপনার এলাকা কেন বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় এখনও স্কুলগুলি চালু করা হয়নি, এদিকে এরা বলছে গ্রামেগঞ্জে আমরা শিক্ষার আলো পৌঁছে দেব। কাজেই মূলত এই বাজেট হচ্ছে ঋনের বাজেট, এতে শুধু ঋনের বহর বাড়বে। কারণ আমরা দেখেছি বিশ্ব ব্যাংক থেকে ১২৭ কোটি টাকা ঋণ আনা হয়েছে। কাজেই এই ঋণ যতদিন যাবে ততদিন এই ঋনের বহর বাড়বে। কাজেই এই বাজেটকে আমি এক কথায় বলব এইটা মূলত ঋণের বাজেট, ঋনের নিয়মই তাই যত নেওয়া যায় তত তার বহর বাড়তে থাকে। কাজেই যারা এত ঋন নেবে তারা খাবে কি। কাজকর্ম কিছু করবেনা। শুধু ঋণ নিয়ে যাবে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এখানে একটা কথা উল্লেখ করতে হয় দুঃখের সঙ্গে, এখানে দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, মাননীয় মুখ্য-

মন্ত্রীরও এটা স্বীকার করা উচিত ছিল। কেননা ভূ ভারতে যেখানে কোন দিন এই রকম হয়নি, এই তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে সেটাকে সৃষ্টি করতে পেরেছে সেটাকে তৈরী করতে পেরেছে. এতে কি রকম কোন্দল সৃষ্টি হয়েছে আমরা দেখেছি। এখানে আগেও দশটা বছর বামফ্রন্ট সরকার রাজত্ব করে গেছে, বিগত পাঁচটা বছর জোট সরকার রাজত্ব করে গেছে এবং সারা ভারতবর্ষে এই একই নীতি চলছে। কিন্তু আপনারা ৩য় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে এই নীতিটাকে পাল্টে দিলেন, এই নীতি সেটা কি, সেটা হলো—প্ল্যানিং বোর্ডের চেয়ারম্যান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থাকবে না। প্ল্যানিং বোর্ডের চেয়ারম্যান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থাকেন, সর্বত্র তাই হয়। নৃপেন বাবুর রাজত্বেও তাই হয়েছে, যখন তিমি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনিই ছিলেন প্ল্যানিং বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সারা ভারতবর্ষেও তাই চলছে। আর আজকে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতাকে খর্ব করার জন্য, মুখ্যমন্ত্রীর আশা আকাঙ্খাকে যাতে সে প্রতিফলিত না করতে পারে তার জন্য এটা করেছেন, তার ক্ষমতাকে সংকুচিত করার জন্য এটা করা হয়েছে, এটা করেছেন, নৃপেন বাবু নিজে। মিঃ ডেপুটী স্পীকার স্যার, এটা অত্যন্ত কলংকজনক অধ্যায়, এটা সারা ভারতবর্ষের কোথাও কখনও হয়নি. আজকের এই তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে সেটাকে সৃষ্টি করেছে। আজকে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী হলেন একজন, আর প্ল্যানিং বোর্ডের চেয়ারম্যান হলেন অন্য আর একজন। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সেই সমস্ত কারণে এই বাজেটের উপর সমর্থন রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এটাকে সমর্থন করার অর্থ হবে রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করা। কাজেই এই বাজেটের সমর্থন করতে না পেরে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর।

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমে আমার রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আমাদের সামনে যে বাজেট উপস্থাপন করেছেন তাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি।

এটা অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই বাজেট পেশ করতে হয়েছে। আমরা জানি গোটা দেশে প্রচণ্ড অস্থিরতা চলছে। আমাদের রাজ্যেও চলছে এক চরম অর্থনৈতিক দুর্যোগ। গত পাঁচ বছরে জোট সরকার রেখে

গেছে ১০৫ কোটি টাকার উপর দেনা। পরিবর্তে তার ব্যাক্তিগত সম্পত্তি বানিয়েছেন। তার উপর একটা ঘাটতি বাজেট রেখে গিয়ে ছিলেন। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে গরীব মানুষের উপর এক পয়সাও কর না বসিয়ে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেটা গোটা ভারতবর্ষে একটা নজীরবিহীন ঘটনা। অথচ এখানে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে কিছু কিছু কথা বলা হয়েছে যে, প্রশাসনিকভাবে টেক্স্ বসিয়ে পরবর্তী সময়ে নাকি সেটা কাভার করা হবে। সেটা হচ্ছে কংগ্রেসের কালচার, কেন্দ্রীয় সরকার বাজেটের আগে গরীব মানুষের উপর কর বারে বারে বসিয়েছেন। এবং এখানকার যারা দুই দুই জন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী সেই একই কায়দায় সেটা করতেন। এখানে খুব সুস্পষ্টভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন— কর বসাবার কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। আর যদি বসাতে হয় তাহলে সেটা গরীব মানুষের উপর বসানো হবে না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই বাজেট পেশ করতে হয়েছে। অথচ আজকে দেখা যায় বিরোধীতার নামে বিরোধিতা উনারা করছেন। কিন্তু আমি তাদের বলব — শুধু বিরোধিতা করার জন্যই জনগণ আপনাদের এই বিধানসভায় পাঠান নি। আজকে বিধানসভার সেশন চলছে, অথচ তাদের চেয়ার খালি পড়ে আছে, কোথায় তারা ? যেখানে গোটা দেশের ভাগ্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সেখানে তারা চেয়ার নিয়ে লড়াই করছেন। ওদের জন্য দুঃখ হয় সত্যি কিন্তু করুনা করার কোন উপায় নেই। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনারা রাজ্যকে যেখানে একেবারে ছারখার করে দিয়ে গেছেন সেটাকে পুনরায় গড়ে তোলার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বাজেট পেশ করছেন। কাজেই আপনারা সেটাকে রাজ্যবাসীর স্বার্থে সমর্থন করুন।

আমি বলতে চাই যে গত পাঁচ বছরে আপনারা ও, বি, সি, র নামে ও, বি, সি, অংশের জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করে গেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী ভি, পি, সিং সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছেন সেখানে আপনারা গত পাঁচ বছরে এই রাজ্যে কারা কারা ও, বি, সি, ভুক্ত জনগণ তা চিহ্নিত করেন নি। আজকে ও, বি, সি, র নামে যে টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে সে টাকা কারা পাবেন সেটা আগে চিহ্নিত করা দরকার। এখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খুব সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে ও, বি, সি, কমিশন গঠন করা হবে এবং সেই কমিশন ও, বি, সি, অংশের মানুষের স্বার্থে কাজ করে যাবে।

আরেকটা বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ব্যাখ্যা রেখেছেন যে রাজ্যে একটি মহিলা কমিশন গঠন করা হবে। গত পাঁচ বছরে আমার রাজ্যে সবচেয়ে বেশী অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হয়েছেন আমাদের মা বোনেরা। জোট আমলে যারা মন্ত্রী বা বিধায়ক তাদের হাতেই তারা নির্যাতিতা হয়েছেন। তখন তারা কোন বিচার পাননি। আজকে মহিলারা যাতে তাদের ন্যায্য অধিকার পায়, ন্যায্য বিচার পায় তারজন্যেই এই মহিলা কমিশন গঠন করা হবে। গত পাঁচ বছর এই জোট সরকার তাদের বঞ্চিত রেখেছেন। আর কেন্দ্রীয় সরকার গত ৪৬ বছর ধরে তাদের বঞ্চিত রেখেছেন। আমাদের রাজ্যে একদিকে যেমন রয়েছেন পিছিয়ে পড়া উপজাতি অংশের মানুষ তেমনি অন্যদিকে রয়েছেন ছিন্নমূল উদ্বাস্তু তাদের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কি দৃষ্টিভঙ্গি দিচ্ছেন ?

কংগ্রেস সরকারের একটি বারের কৃতিত্ব নেই আমাদের রাজ্যে রেল লাইন নিয়ে আসার জন্য। দুই দুইবার জনতা যখন ক্ষমতায় আসল তখনই এই রাজ্যে রেল এসেছে। এই রেলের জন্য আমাদের দিল্লীতে পর্যন্ত যেতে হয়েছে। তারপরও রেলের দাবী আদায় হয় নি। এখানে বসে আবার বড় বড় কথা। বলুন রাজ্যবাসীর স্বার্থে একটি কথা বলুন। চিন্তা করুন। বিরোধিতা ছেড়ে দিন। চলুন এক জায়গায় দাঁড়াই। আমার রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যে বঞ্চনা আসছে তাকে ভিত্তি করে আমাদের রাজ্যের জন্য একসঙ্গে দাঁড়াই। তাহলে আমরা আমাদের সমস্ত সম্পদ নিয়ে আসতে পারি। আমাদের পাওনা তাদের কাছে চাইব। এটা ভিক্ষা নয়, দান নয়, এটা আমাদের পাওনা। এই দাবী আদায় করার জন্য চলুন আমরা একসাথে যাই। নবম অর্থ কমিশন। প্রচণ্ডভাবে মার খেয়েছে। কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। স্পষ্টভাবে বাজেটের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে. যেখানে ১৯৯০-৯১ সালে বাজেটের মধ্যে ধরা হয়েছিল। প্রতি বছর একস্পেণ্ডিচার বাড়ছে। দেখা গিয়েছে আমাদের এখানে কমে গিয়েছে। ফাঁপিয়ে দেখানো হয়েছে এবং সঠিক-ভাবে রিপ্রেজেন্টশন করা হয়নি। তা নাহলে কি সরাসরিভাবে আমাদের রাজ্যকে বঞ্চনা করতে পারত ? ১০ম অর্থ কমিশন ঠিক সেই ভাবেই আজকে চিন্তা-ভাবনা করছেন। তাই আমি এখান থেকে বলতে চাই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যাতে আমাদের রাজ্যের জন্য সঠিকভাবে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। এবং তার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের করতেই হবে এটা তাদের দায়িত্ব। মরে গিয়েছেন রাজীব গান্ধী।

গালভরা বক্তৃতা এখানে দিয়ে গিয়েছেন আসাম রাইফেলস্ ময়দানে দাঁড়িয়ে। "এ রাজ্যকে শিল্পে উন্নত করা হবে।" আজকে গ্রামীন ব্যাংক কোন কাজ করতে পারছে না। কেন? ঋণ মেলার নামে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে গোটা ব্যাংকটাকে খেয়ে ফেলেছেন। আমরা আই, আর, ডি, পি, দিতে চাই। বেকারদের স্বনির্ভর প্রকল্পে টাকা দিতে চাই গ্রামীন ব্যাংক বলছে আমরা কিছুই দিতে পারব না। আমাদের কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার মত সংস্থান সীমিত হয়ে যাচ্ছে। ঋণমেলা করে সমস্ত কিছুই শেষ করে দিয়েছে। আবার বলেছেন শিল্পের উন্নতি। বড় বড় কথা মাননীয় সদস্য তথা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সমীররঞ্জন বর্মন এখানে বলে গিয়েছেন। "জুট মিলটিকে খেয়ে গিয়েছে। পাটগুলিকে খেয়ে গিয়েছেন। একটি শিল্প গড়া হয় নাই!" খুব সঠিকভাবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে আমরা গ্রোথ সেন্টার করে আমরা শিল্প স্থাপন করে এই রাজ্যকে সমৃদ্ধ করতে চাই। কিন্তু কোথায় কেন্দ্রীয় সরকার, কোথায় ওরা? ওরা জাগবে? কিন্তু আমরা মনে করি আমরা জাগাব। আমরা বিধানসভায় লড়াই করে এসেছি। ঐ লড়াই করেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আদায় করব। যদি সাহস থাকে বা রাজ্যবাসীর প্রতি যদি আপনাদের দরদ থাকে তাহলে আসুন একসাথে লড়াই করি আমরা। আমাদের যদি কোন মন্ত্রী,— বিধায়ক সরকারী ভাণ্ডার থেকে টাকা খায় আমাদের দল তাদেরকে পার্টি থেকে বেড় করে দিবে। বিধানসভায় আসার আর অধিকার থাকবে না। আমরা গ্যারান্টি দিতে পারি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যদি একটি টাকা পাঠায় এই টাকাটা ত্রিপুরার জনগনের জন্য ব্যয়িত হবে। কংগ্রেস-কমিটনিষ্ট সমস্ত দলের মানুষেরা সেই টাকাটা পাবে। চলুন লড়াই করি। শিল্প যদি করতে হয় তাহলে বিদ্যুতায়নের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। আপনারা দেখেছেন এই কদিন সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে বিদ্যুৎকে দেখা হচ্ছে। মাননীয় একজন সদস্য এখানে বলেছেন যে বিদ্যুৎ নেই। লাল বাতিতো আপনারাই জ্বালিয়ে গিয়েছেন। লাইনে বিদ্যুৎ যায় না। কিন্তু হুক লাইনে সব চলে। একটি বিকল্প রাস্তা দরকার একটি মাত্র আসাম-আগরতলা রোড! তার জন্য কি বরাদ্দ আছে কেন্দ্রীয় সরকারের। আমাদের পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য হচ্ছে গোয়াহাটি। সেই গোয়াহাটির সঙ্গে বেশ কিছু দিন ধরে বিমান যোগাযোগ নেই। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিন তিনবার চিঠি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারকে এই ব্যাপারে। বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা না। আসুন একসঙ্গে মিলে এই বাজেট

জনগনের কল্যাণের জন্য যে বাজেট এখানে করা হয়েছে সেই বাজেটকে সমর্থন করে সর্বসম্মতভাবে পাশ করিয়ে, ত্রিপুরার জনগণের জন্য কিছু ভাবুন। সবতো শেষ করে গেছেন। যাতে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি এই সুন্দর বাজেটকে একসাথে পাশ করিয়ে দিয়ে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করি— এই আহ্বান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক নাগ মহোদয়।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই বিধানসভায় যে বাজেট পেশ করেছেন, আমি সেই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। পারছি না এই কারণে এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের জন্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেই। এখানে শুধু জোট সরকারের আমলের যে বাজেট তৈরী হয়েছিল তার হুবহু কপি শুধু। একটা প্যারাগ্রাফ থেকে নিয়ে অন্য প্যারাগ্রাফ সাজানো হয়েছে। এই বাজেটের মধ্যে আগামী দিনে কি করা হবে সেটার কোন উল্লেখ নেই। বিশেষ করে এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ, টি, টি, এফ সম্পর্কে বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে এ, টি, টি, এফকে আত্মসমর্পণের জন্য গুচ্ছ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই প্রস্তাবে এ. টি, টি, এফদের কোন চূড়ান্ত সময় সীমা বেঁধে দেওয়া হয় নি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয় ত্রিপুরা রাজ্যের উপ-জাতি অংশের মানুষকে বিশেষ করে যুবকরা আরো এ, টি, টি, এফ হউক, এ, টি, টি, এফ হয়ে আত্মসমর্পণ করবে। দিন দিন সেই সংখ্যা বাড়বে। ত্রিপুরা রাজ্যের এ, টি, টি, এফ সমস্যা এক বিরাট সমস্যা। যেটা সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এক লাইন দিয়ে বলেছেন গুচ্ছ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তাদেরকে আত্মসমর্পণ করার জন্য। আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত প্রভৃতি জায়গায় এ, টি, টি, এফের নামে কি অবস্থা চলছে? কোথাও ঠিকাদারকে অপহরণ করা হচ্ছে, নিয়ে বলা হচ্ছে ২ লক্ষ টাকা দিতে হবে। কোথাও ট্রাকের ড্রাইভারকে নেওয়া হচ্ছে, কোথাও শিক্ষককে নেওয়া হচ্ছে, কোথাও মৎস্য দপ্তরের অফিসারকে নেওয়া হচ্ছে নিয়ে বলছে এত লক্ষ টাকা দিতে হবে। এইভাবে আজকে প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ছে। রাজ্যে একটা প্রতিষ্ঠিত সরকার, বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অথচ আজকে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কোন্

জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে ? ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। আজকে এ.টি.টি, এফ. সমস্যা আরো কঠোর ভাবে আরও সঠিক পদক্ষেপ যেখানে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল সেখানে সেটা না নিয়ে সেখানে বলা হচ্ছে— আমি যদি বিড়ালকে বলি মাছ খেওনা তোমাকে দুধ দেব। ঠিক সেইভাবে বলছে শুচ্ছ প্রস্তাব দিয়েছে, "বাবারা তোমরা আত্মসমর্পণ কর"। আজকে আমি যদি উপজাতি যুবক হতাম, আজকে যদি সরকার থেকে কোন পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, আজকে উপজাতি যুবক আমাদের একটি লোককে নিলেন দুই তিন ঘন্টার মধ্যে ২ লক্ষ টাকা পাচ্ছে। সরকার যদি আজকে একটি ষ্টেটিং পয়েন্টে না যায় যে এত দিনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে হবে, তা না হলে আমরা প্রশাসনিক ভাবে ব্যবস্থা নেব, তা হলে এ. টি. টি, এফ সমস্যার সমাধান হত। কিন্তু সরকার সেখানে না গিয়ে একটা দায় সারাভাবে একটা বক্তব্য রাখছে। সেটা দিয়ে এ. টি. টি. এফ সমস্যা কোন কালেই সমাধান হবে না। আজকে ল-এণ্ড অর্ডার, তপনবাবু উনার বক্তব্যে বলেছেন "আজকে আমরা আইনের শাসন প্রতিষ্টিতা করেছি"। এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আইনের সুযোগ পাবে। আইনের সুযোগ ? এই বিধানসভায় ৭৭ জন কর্মচারী ছাঁটাই হয়েছে, হাই কোর্ট স্থগিতাদেশ দিয়েছে, সেক্রেটারী এসেমব্লী তা মানলেন না, উনার আজকে কণ্ডেম টো কোর্ট হয়েছে, এই হল আজকে ল-এণ্ড অর্ডার সিচোয়েশান। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে নির্বাচনের পর থেকে একের পর এক খুন, সন্ত্রাস, রাহাজানী, ডাকাতি, গৃহদাহ, লুটতরাজ, নারী নির্যাতন, ধর্ষন, তা একের পর হচ্ছে, আমি সমস্ত জায়গার কথা না গিয়ে শুধু আমার বিধানসভা এলাকার কথাই বলতে পারি যে এই তিনমাসে ১৪৯টা কেইস করা হয়েছে; বিভিন্ন ঘটনার, যেমন লুটরাজ, মারধোর, অগ্নি সংযোগ, বিভিন্ন পুকুরে বিষ ঢেলে মাছ মারা, অন্যের জায়গা থেকে জোর করে গাছ কেটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা এই ধরনের ১৪৯টা কেইস আমি থানায় দিয়েছি, একটা কেইসের কোন ইনকোয়ারী হয় নি, একটা আসামীকেও ধরা হয়নি, আজকে যারা শিক্ষক আছেন, বিশেষ করে উপজাতি অঞ্চলে, তারা স্কুলে গিয়ে ৫ মিনিটের মধ্যে নাম ডেকে স্কুল ছুটি দিয়ে দিচ্ছেন। কোথাও এ. টি, টি, এফ এর নাম করে শিক্ষকদেরকে গিয়ে বলছে যে আপনাদেরকে তো ১০ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ছিল এখানে টাকা কম সুতরাং কানে ধরে উঠবস কর, এইভাবে আজকে শিক্ষকদেরকে কানে ধরে উঠবস করার ট্রেনিং

দেওয়া হচ্ছে। এ, টি, টি, এফ-এর এই রাজত্বে আজকে আইন শৃঙ্খলার পরিবেশ হচ্ছে এইটা। আজকে বিদ্যুৎ, পবিত্র বাবু বলেছেন যে জোট সরকার বিদ্যুৎ খেয়ে ফেলেছে, আমরা তিন মাস আগে যদি বিদ্যুতের পরিস্থিতি দেখি, আর তিন মাস পরে যদি তার অবস্থা দেখি তা হলে তা বুঝতে পারব। কই তিন মাস আগে তো এই লোডসেডিং ছিল না, আজকে তিন মাস পর বিদ্যুতের এই হাল কেন। আজকে হাসপাতাল, হাসপাতালে জীবনদায়ী ঔষধ পাওয়া যাচ্ছে এখানে বড় বড় কথা বলা হচ্ছে, এই কয়েকদিন আগে তো জীবনদায়ী ঔষধের জন্য একটা শিশু মারা গেছে। হাসপাতালের খাদ্য, যদিও আমি হাসপাতালে নিরামিষ খাদ্যের ব্যাপারে জোট আমলের বিরোধিতা করেছিলাম, আজকে কি হচ্ছে, এখানে বড় বড় কথা বলা হচ্ছে যে আমরা হাসপাতালে মাছ দিচ্ছি, ১০০ গ্রাম করে, দুধ দিচ্ছি দুই গ্লাস করে, হাসপাতালে রোগী যারা আছে তারা সেখানকার কর্মচারীদেরকে ধরল এখন দুই গ্লাস দুধ, ১০০ গ্রাম মাছ কোথা থেকে আসল, এতদিন এই টাকাগুলি কোথায় গেল। মাত্র ৬ দিন পরে যেই কে সেই অবস্থা; আগে যা ছিল তাই। আজকে মাছ দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, অর্ডার দেওয়া হচ্ছে আমিষ দেওয়ার কিন্তু দেওয়া হচ্ছে নিরামিষ, তেলিয়ামুড়া হাসপাতাল, ঐ হাসপাতালে রোগীরা হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছে, তাদের হাঙ্গার স্ট্রাইক করার কারণ হল সরকার বলেছে যে আমাদেরকে, আমরা ১০০ গ্রাম করে মাছ পাব, দুই গ্লাস দুধ পাব আরো এই সেই পাব তা কেন আমাদের হাসপাতালে দেওয়া হচ্ছে না? গত ১৩ জুন সেখানে রোগীরা স্ট্রাইক করার কারণ হল যে আমাদেরকে সরকার ঘোষিত খাদ্য দিতে হবে। যদিও এলাকার এম এল এ জীতেন্দ্র বাবু গিয়ে বুঝিয়ে শুনিয়ে তাদের হাঙ্গার স্ট্রাইক তুলে নিয়েছে। এই হচ্ছে অবস্থা। তারপর কোথায় টাউন বাস? আজকে এইগুলি না বলে যা করার দরকার তা করেন, দরকার হলে নিশ্চই আমরা আপনাদেরকে সব ধরনের সহযোগিতা করব, সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করব।

তারপর এই রাজ্যে বামফ্রন্টের ১০ বছরের শাসন দেখেছি, তখন কিন্তু মানুষের উপর এত অত্যাচার হয়নি, এখন যে অত্যাচার হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বলা হচ্ছে কংগ্রেস করা যাবে না, কংগ্রেস করলে বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেওয়া হবে। তার কারণ কি? না কংগ্রেস করা মানেই অপরাধ করা। গণতন্ত্রে একটা স্বীকৃত পদ্ধতি আছে, তাতে একদল যাবে, সেই জায়গায় আর এক দল আসবে, কিন্তু সাধারণ মানুষের উপর এত অত্যাচার, এটা গণতন্ত্রপ্রিয় কোন মানুষই সহ্য করবে না। আজকে

বামফ্রন্টের মধ্যে যারা পুরানো ভায়া বলছে এসব কি হচ্ছে, এসব তো আর সহ্য করা যায় না। তারপর আছে ওয়াটার সাপ্লাইর লাইন, সেই লাইন নিতে/দিতে গেলেও কংগ্রেস সি,পি,এম বাছাই করা হচ্ছে, আর কংগ্রেসী হলেই ওদের লাইন কেটে দাও। আমি একথা বলছি না যে সব সি, পি, এম কর্মীই খারাপ; তাদের মধ্যেও অনেক ভাল লোক আছে। এই তো কিছুদিন আগে আমার এলাকাতে একটা ঘটনা ঘটেছে, আমি সি; পি; এম স্থানীয় নেতাদের এই সম্পর্কে জানিয়েছি; সেই দিনের ঘটনার সময়ে মাননীয় মন্ত্রী কার্ত্তিক কন্যা দেববর্মাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন; বলা হল এই ঘটনার প্রতিকার করা হবে। কিন্তু কোথায় ? আজকে এখানে কৃষির কথা বলা হচ্ছে — কৃষির কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে ভারত সরকারের সুষম খাদ্য নীতির জন্যই ভারত আজকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়েছে। তার আগে ভারত বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করতো; এখন ভারত বিদেশে খাদ্য রপ্তানী করে। আজকে সারে ভুর্তুকী দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে; যেটা রতনবাবুও বলেছেন যে কৃষির উন্নতি করতে হলে শুধু সার হলেই চলবে না; তার আগে জলসেচের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু বাজেটে দেখছি নূতন কোন কিছু নেই; যে পরিকল্পনা জোট সরকারের আমলে নেওয়া হয়েছিল; সেগুলিই চালু রাখা হবে। তারপর ও; বি; সি; সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে, আপনারা নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আপনারা ক্ষমতায় এসে ও; বি; সি করপোরেশান করবেন; কিন্তু এখন বাজেটে দেখছি সেই ও; বি; সি করপোরেশান করার জন্য টাকা ধরা হয়নি। জুমিয়া পুনর্বাসনের ব্যাপারে এই বাজেটে কিছুই বলা হয়নি; কাজেই এই হেন বাজেটকে আমি কোন রকমেই সমর্থন করতে পারছি না; একথা বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা (সিমনা) :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৯ই জুলাই তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী মহোদয়, এই হাউসে ১৯৯৩-৯৪ সালের জন্য ত্রিপুরার যে বাজেট পেশ করেছেন, তাকে পূর্ণ সমর্থন করছি। এই বাজেটকে সমর্থন করছি এই কারণে যে, ত্রিপুরা রাজ্যের সীমিত আর্থিক সঙ্গতির মধ্যেও যে সমস্ত বিষয়গুলি করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার এই বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন, বিশেষ করে জোট সরকারের আমলে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষক, শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য কিছু প্রস্তাব এই বাজেট

ভাষণে ব্যাখা হয়েছে। আগামী দিনে ত্রিপুরাকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য আপনারাও সহানুভূতিশীল হবেন বলে মনে করি। বিগত জোট সরকারের আমলে মন্ত্রী এম, এল, এরা যে সমস্ত দুর্নীতি করেছে অর্থের নয়ছয় করেছে সেই সম্পর্কে একটা রিপোর্ট এই হাউসে পেশ করা হয়েছে। সেইজন্যই এই বাজেটে ১০০ কোটি টাকা উইদ আউট ইন্টারেসটে এবং ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চাওয়া হয়েছে। ত্রিপুরাকে রক্ষা করার জন্য এই প্রস্তাব ব্যাখ্যা হয়েছে। আপনারা ৫ বছরে ত্রিপুরাকে ধ্বংস করে দিয়ে গেছেন। আপনারা জনপ্রতিনিধি। আপনারা আগামী দিনে সুন্দর ত্রিপুরা গড়ার জন্য যে প্রস্তাবগুলি এখানে ব্যাখ্যা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন করা উচিত। আমাদের ত্রিপুরা কৃষির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কৃষকরা যাতে উন্নত মানের ফসল উৎপাদন করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় সার আপনারা কৃষকদেরকে দিতে পারেন নি। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কৃষকরা আন্দোলন করেছে এই সারের জন্য। এই বাজেটে সারের জন্য তেরো কোটির জায়গায় ১৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা প্রস্তাব ব্যাখ্যা হয়েছে। এর দ্বারা ত্রিপুরার কৃষকরা উপকৃত হবেন আশা করছি। শিক্ষার ব্যাপারে আপনারা কি করেছেন? পাঠ্য বইগুলিতে অসংখ্য ভুল, পাঠ্য বই নিয়ে কেলেংকারী সমস্ত ক্ষেত্রেই দুর্নীতি। মেধাবী ছাত্রছাত্রী যারা তারা বাইরে পড়ার সুযোগ পায় নি। কারণ তারা আপনাদেরকে টাকা পয়সা দিতে পারে নি। কিছুক্ষণ আগে এক বিরোধী সদস্য এখানে বলেছেন যে তিন মাসে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। আপনারাই তো বিগত পাঁচ বছরে ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে দিয়েছেন। দুর্গম এলাকার স্কুলগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

গ্রামের স্কুলগুলি থেকে শিক্ষকদের আগরতলায় নিয়ে এসে গ্রামের স্কুলগুলিকে ধ্বংস করা হয়েছে। আজকে সেই অবস্থা থেকে শিক্ষার পরিবেশকে মুক্ত করার জন্য বামফ্রন্ট এই বাজেটের মধ্যে সবথেকে শিক্ষা খাতেই বরাদ্দ বেশী ধরেছেন। তফসিলী জাতি এবং তফসিলী উপজাতি অংশের মানুষরা যাতে আগামী দিনে কিছুটা শিক্ষা পেতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বামফ্রন্টের আমলে তপশিলী জাতি এবং উপজাতির অংশের ছেলে মেয়েরা বিনামূল্যে বই পেত। কিন্তু বিগত পাঁচ বৎসরে বিনামূল্যে কোন পাঠ্য পুস্তকই ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া হত না।

(এট দিস্ ষ্টেজ দি রেড লাইট ওয়াজ লিট)

স্যার, আমাকে এক মিনিট সময় দিতে হবে। মিঃ স্পীকার স্যার, সবচেয়ে লজ্জা

করার বিষয় হল, ত্রিপুরার অর্থনৈতিক সংকট দূর করার জন্য এই সরকার এক নতুন নীতি অবলম্বন করেছেন। সেটা হচ্ছে মিতব্যয়িতা। সুন্দর করে ত্রিপুরা রাজ্যকে গড়ে তোলার জন্য আমরা স্বেচ্ছায় নিজেদের বেতন ভাতা হ্রাস করছি। এটার বিরোধীতা করার সাহস পাচ্ছেন না বলেই আজকে এখানে এই সব কথা বলা হচ্ছে। গত পাঁচ বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য কোন অর্থই খরচ না করে তা নিজেদের মধ্যে আত্মসাৎ করে নেওয়া হয়েছে। স্যার, আগামী দিনের মানুষের, কৃষকের শ্রমিকের স্বার্থে, ত্রিপুরা রাজ্যের ২৭ লক্ষ মানুষের স্বার্থে যে বাজেট এখানে পেশ হয়েছে তা আমি সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধী দলের প্রতি আবেদন করছি, ত্রিপুরার মানুষ যাতে মোটা ভাত এবং মোটা কাপড় পড়তে পারে সে জন্য এই বাজেটকে সমর্থন করুন এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপান্না লাল ঘোষ।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ (রাধাকিশোর পুর) : — মিঃ স্পীকার, স্যার, গত ৯ই জুলাই এই বিধানসভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় যে বাজেট উপস্থিত করেছেন সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করতে গিয়ে গত পাঁচ বছরে কংগ্রেস টি, ইউ. জে, এস জোট সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যে শাসন করতে গিয়ে রাজ্যের অর্থনীতির যে অবস্থা করেছিল, ত্রিপুরা রাজ্যকে শশ্মানে পরিণত করেছিল সেই কথা বলছি। স্যার, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের সেই জায়গা থেকে যে বাজেট বামফ্রন্ট সরকার এখানে উপস্থিত করতে পেরেছেন তা ধন্যবাদের বিষয়। স্যার, আমরা দেখেছি, গত পাঁচ বছরে কংগ্রেস-টি, ইউ, জে. এস. সরকার ত্রিপুরার মানুষের যে গণতান্ত্রিক অধিকার, যা ত্রিপুরার মানুষ চায় তা পদদলিত করেছেন? আমরা দেখেছি. বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে সব নির্বাচিত পঞ্চায়েত ছিল ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের জন্য, গ্রামের মানুষ যাতে নিজেদের গ্রামকে নিজেরা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে সেগুলি জোট সরকার ক্ষমতায় এসেই বিনা কারণে, সামান্য কারণে ভেঙ্গে দিয়ে তৈরী করেছিলেন, উন্নয়ন কমিটি। সেইসব উন্নয়ন কমিটিকে ত্রিপুরার মানুষরা নাম দিয়েছিল, লুট পাট কমিটি বলে।

সেই উন্নয়ণ কমিটি, সাধারণ মানুষ যাকে লুঠপাট কমিটি নামে অভিহিত করেছিল সেই লুঠপাট কমিটি থেকে আরম্ভ করে একেবারে মন্ত্রী পর্যায়ে সারা রাজ্যের মধ্যে পাঁচ বৎসরে কি দেখি? উন্নয়নমূলক কাজের জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেই টাকা গ্রামে সাধারণ মানুষের কাছে যায় নি। অনেক উন্নয়ন মূলক কাজ যেমন — বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা ইত্যাদি বামফ্রন্ট সরকার শুরু করে গিয়েছিলেন। সেগুলিকে জোট সরকার বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই টাকাগুলি কোথায়? সেই টাকাগুলি অন্যভাবে খরচ করা হয়েছে। পঞ্চায়েতের কাজকর্মের জন্য অনেক টাকা তোলা ছিল; কিন্তু, সাধারণ মানুষের কাছে সেই টাকা গিয়ে পৌঁছায় নি। আগে বামফ্রন্ট সরকার গ্রামের গরীব লোকদের কাজ দিতেন। বছরের সব দিন কাজ দিতে না পারলেও অন্ততঃ একশ দিনের মতো যাতে গ্রামের গরীব লোকরা কাজ পেতে পারে সে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার চলে যাওয়ার পর এবং জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গ্রামের মানুষের হাতে কোন কাজ ছিল না। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যাতে কাজ পায়, তারা যাতে বাঁচতে পারে সেই জন্য ব্লক অফিসগুলিতে গিয়ে তারা ধর্না দিয়েছে, অভিযোগ জানিয়েছে। কিন্তু জোট সরকার সেদিকে কর্ণপাত করেন নি, বরং এটাকে অতিরঞ্জিত বলে অপপ্রচার চালিয়েছে। আমরা ক্ষমতায় আসার পর ব্লকের মধ্যে খবর নিয়ে দেখলাম অনেক টাকা আগে থেকে তোলা ছিল যাতে কংগ্রেস— টি, ইউ, জে, এস সরকার জয়যুক্ত হলে বিজয় মিছিল করা যায়। তারা গ্রামের গরীব লোকের কথা ভাবতেন না। আমরা দেখেছি এই জোট সরকার অনেক গোপন পথে ক্ষমতায় এসেছিল। সাধারণ মানুষের কথা তারা চিন্তাও করতো না, কি ভাবে নিজের পকেট পূরণ করা যায় সেই কথাই তাঁরা সর্বদা চিন্তা করতো। জোট সরকারের আমলে ত্রিপুরা রাজ্যে ৬০০ লোক না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছে, অনেক লোক রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছে। উন্নয়ন কমিটি থেকে শুরু করে মন্ত্রী পর্য্যায়ে যে সমস্ত দুর্নীতি হয়েছে সেগুলির সুষ্ঠ তদন্ত করার জন্য আমি দাবী জানাচ্ছি। স্যার, শিক্ষা সম্পর্কে অনেক অনেকেই আলোচনা করেছেন। শিক্ষা খাতেই সবচেয়ে বেশী বরাদ্দ ধরা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার যে শিক্ষা প্রসারে আগ্রহী শিক্ষা খাতে এই বিপুল পরিমান বরাদ্ধ সেই কথারই ইঙ্গিত দেয়। বামফ্রন্ট সরকার ১০ বৎসর ক্ষমতায় থাকাকালীন সারা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি বিভাগে কলেজ খুলে দিয়েছেন। উদয়পুর থেকে আমি নির্বাচিত বিগত কংগ্রেস আমলে উদয়পুরে একটা কলেজ খোলার

জন্য অনেক আন্দোলন করা হয়েছিল, কিন্তু কলেজ খোলা হয় নি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার সাথে সাথেই উদয়পুর সহ সারা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি বিভাগে কলেজ করে দেওয়া হয়েছে। যাতে গরীব মানুষ শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ পায়। জোট সরকারের আমলে স্কুল পাঠ্য বই সময় মতো দিতে পারেন নি, বছরের শেষ দিন পর্য্যন্ত ওদের পক্ষে পাঠ্য বই দেওয়া সম্ভব হয় নি। শেষে বলা হলো পুরানো বইতেই পরীক্ষা নেওয়া হবে। ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া নিয়ে ওরা ছেলেখেলা খেলেছেন তাঁদের আমলে বই কেলেংকারী নিয়ে আন্দোলনে উদয়পুরে পুলিশের গুলীতে কানু শীল নামে একজন ছাত্র মারা যান। উনারা নূতন পাঠ্য বইয়ের নাম করে পুরানো বইয়ের মলাট পাল্টে বইয়ের দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন। অভিভাবক-দের উপর বাড়তি অর্থের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষার এই সমস্ত দিকগুলি ঠিক ঠিক ভাবে সন্নিবেসিত করেছেন। শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য বামফ্রন্ট সরকার অত্যন্ত আগ্রহশীল, সহানুভূতিশীল এবং অনেক বেশী যত্নশীল।

মিঃ স্পীকার স্যার, সারের ব্যাপারে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে ত্রিপুরা রাজ্যের বেশীর ভাগ মানুষই কৃষির উপর নির্ভরশীল। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৯৮০ সালে আমরা দেখেছি কৃষকেরা চাষের জন্য এই সমস্ত জিনিষপত্র যেমন সার, বীজ, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ যাতে সহজে পেতে পারে সে জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছিল কিন্তু বিগত ৫ বছরে দেখলাম যে সমস্ত পাওয়ারটিলার এবং অন্যান্য জিনিষপত্র ছিল সেগুলি আস্তে আস্তে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আজকে যখন কৃষকেরা এই সমস্ত সারের জন্য এবং যন্ত্রাংশের জন্য যাতে কোন রকম অভিযোগ করতে না পারে সে জন্য বর্ত্তমান সরকার সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কারণ বিগত ৫ বছরে কৃষকদের সারের জন্য রাস্তা পর্য্যন্ত অবরোধ করতে হয়েছে পত্রিকার মাধ্যমে এ খবরও আমরা জানতে পেরেছিলাম। বর্ত্তমান বন্যায় ত্রিপুরা রাজ্যের কোথাও কোথাও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে যে সমস্ত জায়গায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে সেখানে আমাদের সরকার কৃষকদের সাহায্য করবেন। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রাস্তাঘাট প্রচুর করা হয়েছিল একথা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই রাস্তাঘাটের আর কোন কাজই করা হয় নি, এমনকি যে সমস্ত রাস্তাগুলি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে

তৈরী হয়েছিল সেই রাস্তাগুলির ইট পর্য্যন্ত কংগ্রেসের আশ্রিত যারা তারা ট্রাকে করে তুলে এনে নিজেদের বাড়ী ঘর তৈরী করেছেন। আপনারা আজকে প্রশ্ন উত্তর পর্বের সময় শুনতে পেয়েছেন খালি টাকাই খরচ করা হয়েছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় নি। আমার কাছে এই খবরও আছে যে যারা খুনের আসামী তারা কিভাবে কেস চালাবে সে জন্য তাদের কাজ দেওয়া হত। এই ভাবে তাঁরা প্রশাসনকে কাজে লাগিয়েছেন। তাই বলছি আজকে তাদের মুখে দুর্নীতির কথা মানায় না। আর সংখ্যালঘুদের কথা, ত্রিপুরা রাজ্যে জাতি উপজাতি এবং অন্যান্য অংশের লোকও বাস করে, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তাদের গ্যারান্টি ছিল যদিও সাংবিধানিক ভাবে করার কিছু ছিল না কিন্তু গত ৫ বছরে তাদের অবস্থা কি হয়েছিল? বামফ্রন্ট সরকার নির্ব্বাচনের সময় যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার প্রতিফলন আমরা বাজেটে দেখতে পেয়েছি।

সুতরাং আজকে এই যে বিধানসভার মুখ্যমন্ত্রী তথা ভারপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী যে বাজেট উপস্থাপন করেছেন ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষের জীবন জীবিকার প্রশ্নে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নে, তাদের অধিকারের প্রশ্নে আমি তাকে সমর্থন করি। ত্রিপুরার মানুষ গত নির্ব্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করেছে, বামফ্রন্টকে জয়ী করে গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করেছে। আমরা চাই ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি হোক। অনেক অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে এই ত্রিপুরা সরকার আছে। সাধারন মানুষের উপকারের জন্য সর্ব্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা চাই। আমাদের কাজকর্ম করতে চারিদিক থেকে নানা বাধা আসবে, কাজকর্মে বাধার সৃষ্টির জন্য চারিদিক থেকে সামনের দিনে আরও চক্রান্ত হতে পারে। তার জন্য সাধারণ মানুষের সমর্থন নিশ্চয়ই দরকার। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি: স্পীকার : — মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর দাস।

শ্রীসুধীর চন্দ্র দাস (সুরমা): শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয় গত ৯ই জুলাই রাজ্যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন এই বাজেটকে আমি সর্বতোভাবে সমর্থন করি এবং বাজেট সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী দলের সদস্যরা যেভাবে আলোচনা করেছেন তা থেকে আমার একটা ধারণা হয়েছে যে এই রাজ্যের

মধ্যে সবচেয়ে বেশী মানব দরদী এবং শান্তি শৃংখলার প্রশ্নে সবচেয়ে বেশী দরদী তারাই। বাজেট সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি এই কথা বলতে চাই এই বাজেটের মধ্যে সারা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের জন্য তাদের আশা আকাংখা সম্পূর্ণ পূরণ হতে না পারে, কিন্তু আমি এইটা বিশ্বাস করি যে এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের খাওয়া পরার গ্যারান্টি সৃষ্টি করবে। শিক্ষার গ্যারান্টি সৃষ্টি করবে। এই রাজ্যের জনগণের জন্য এই বাজেট প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী রূপ নেবে। এইজন্য আমি বিশ্বাস করি এই রাজ্যের যে বাজেট এই বাজেটের শতকরা সেন্ট পারসেন্ট আমি বলিনা শতকরা ৮০-৯০ ভাগ টাকা প্রকৃত অর্থে যেভাবে বাজেট ধরা হয়েছে সেইভাবেই খরচ করা হবে। এটা বিগত ৫ বৎসরে জোট রাজত্বের মত মানুষের নামে বরাদ্দকৃত অর্থ মন্ত্রী, বিধায়ক থেকে শুরু করে চেয়ারম্যান পর্যন্ত যেভাবে লুঠপাট হয়েছে, সেইভাবে লুঠপাট হবে না। এইজন্য আমি বাজেটকে সমর্থন করি এবং বিশ্বাস করি যে এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মনে আশার আলো সৃষ্টি করবে। আমরা গত বিধানসভা নির্বাচনে বিভিন্ন জায়গায় মিটিং করতে গিয়ে, গ্রামে গঞ্জে কাজ করতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে ৫ বৎসরে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিশেষ করে যারা কংগ্রেস, যুব সমিতির সাধারণ ভোটার, বা ফলোয়ারস্, তারা একটা আশা করেছিলেন যে তাদের কিছু থেকে কিছু একটা পাওয়া যাবে। মানুষের জীবনের প্রধান চাহিদা অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য এইগুলি পূরনের ক্ষেত্রে জোট সরকার তাদের দেওয়া যে প্রতিশ্রুতি এইগুলি তারা পালন করবেন বলেছিলেন। আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি গ্রামে গঞ্জে গত নির্বাচনের আগে ৫ বৎসরে মানুষের আশা আকাংখা পূরন হওয়া ত দূরের কথা, মানুষের ভিতরে একটা নাভিশ্বাস উঠেছে।

আমাদের কমলপুর মহকুমার সুরমা কেন্দ্রের ছেত্রাই একটা গাঁওসভা আছে। মিঃ স্পীকার জানেন, অনেকেই জানেন সেখানে ডায়লং সম্প্রদায়ের ৬৫টা পরিবার আছে এবং রিয়াং সম্প্রদায়ের ৫২টা পরিবার আছে বাকী কিছু পরিবার আছে দেববর্মা, দেববর্মা সম্প্রদায়ের পরিবার যেগুলি সেগুলি আমাদের পার্টির সমর্থক ছিল। কিন্তু ডায়লং ও রিয়াং সম্প্রদায়ের পরিবারগুলি ছিল উপজাতি যুব সমিতির। আমরা নির্বাচনের আগে সেখানে মিটিং করতে গিয়েছিলাম, আমরা এইটা আশা নিয়ে গিয়েছিলাম নির্বাচনের বক্তব্য আমরা তাদের কাছে তুলে ধরব। কিন্তু সেখানে মিটিং

করতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে আমাদের কিছুই বলতে হল না, সেখানে তাদের মুখের যা বক্তব্য, তারা মিটিং-এর মধ্যে যা বক্তব্য রাখলেন, তারা মিটিং-এর সভাপতি করে যে বক্তব্য রাখলেন তা হলো, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমরা দেখেছি আমাদের প্রত্যেকের ঘরের কোনায় সব সময় কিছু চাউল অন্তত ৩০ থেকে ৪০ কেজি চাউল জমা থাকত, তখন খাদ্যের আমাদের অভাব ছিল না তখন ডাবল রেশন আমরা পেতাম, বিনামূল্যে চাউল আমরা পেতাম, তখন আমাদের ঘরে ঘরে আনন্দ ছিল, রেডিও ছিল। সারা পাড়ায় মোট ৭০টা সাইকেল ছিল আমাদের, কিছু কিছু বাড়ীতে স্কুটারও ছিল। তাদের বক্তব্য ছিল গত জোট সরকারের আমলে আমাদেরকে খাদ্য সংস্থানের কারণে সমস্ত কিছু বিক্রি করতে হয়েছে। এখন বাড়ী বাড়ী ঘুরে দেখুন কারও বাড়ীতে চাউলের কোন সন্ধান পান কি না, কোন বাড়ীতে আমাদের এখন একমুঠোও চাউল জমা নেই। উপরন্তু আমাদের সাইকেল, স্কুটার, রেডিও সব কিছু বিক্রি করতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। তারপর যখন তাদের জীবিকা নির্বাহের কোন রাস্তা নেই তখন হালালী বাজারে মহাজনদের কাছ থেকে সুদে টাকা ধার নিয়েছে এবং সেই টাকা পরিশোধ করতে পারেন নি বলে তারা লজ্জায় বাজারে আসতে পারে না। এইটা আমার কথা না, এটা সেই এলাকার গ্রামের মানুষের কথা আজকের এই সভায় যিনি উপজাতি যুব সমিতির বিধায়ক হিসাবে আছেন আমি তাকে বলব যদি গিয়ে সেখানে দেখুন আপনাদের ৫ বছরের রাজত্বে তাদের কি হয়েছে, এইটাতো আলোচনাই হয়েছে যে তারা বিনা চিকিৎসায় এবং অনাহারে মারা গেছে। শুধু ট্রাইব্রেল কেন, সিডুলেড কাষ্টস্, সিডুলেড ট্রাইবস এবং অন্যান্য গরীব অংশের মানুষ যারা তাদের সবাইয়ের জন্য আপনারা কি করেছেন। এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছে তিন মাসের মধ্যেই আমরা খবর নিয়েছি মানুষের কি বক্তব্য, এর মধ্যেই কোন কোন গ্রামে ৩০ হাজার ৪০ হাজার টাকার কাজ গিয়েছে। আমরা দেখেছি এই কাজে মানুষ খুশী। সেখানে মানুষের কি বক্তব্য, মানুষ বলছে তাদের কথা হচ্ছে গত ৫ বছরের রাজত্বে আমরা শুধু দুর্গাপুজার সময় দুই চার দিন কাজ পেতাম। তাদের বক্তব্য পাঁচ বছরে আমরা কাজ পেয়েছি দশ দিন আর এই তিন মাসে আমরা কাজ পেয়েছি ১৫।১৬ দিন। তারপর শিক্ষার প্রশ্নে আমাদের এই বিভাগে সিনিয়র বেসিক স্কুল, প্রাইমারী স্কুল, হাই স্কুল প্রতিটি স্কুলের অবস্থাই পঙ্গু হয়ে আছে উপজাতি অঞ্চলগুলির মধ্যে। আজকে আপনারা যান যে কোন স্কুলের উপজাতি এলাকায়, দেখবেন

সেখানকার সমস্ত স্কুল ঘরগুলি ভাঙা, মাষ্টার মহাশয়গণ ক্লাস করতে পারেনি। আজকে আবার এখানে বলেছেন বেকারদের জন্য কিছু করা হচ্ছে না। আমরাতো দেখেছি গত কয়েক বছর ধরে বেকারদের কাজের নামে সেখানে প্রতারণা করা হয়েছে, যেমন আমার সুরমা গাঁওসভার সেখানকার চেয়ারম্যান হলেন অগ্নিকুমার দাস, তিনি বেকার যুবকদের কাছ থেকে চাকুরী দেওয়ার নাম করে ৮৬ হাজার টাকা ঘুষ নিয়েছেন।

পি, ডাব্লিও, ডি, অফিসে সেখানে একজন ট্রাইবেল ছেলে বা ট্রাইবেল মেয়ে ফরম ১১ তে কাজ পায় নি। শুধু তাই নয় গত পাঁচ বছরে তারা পি, ডাব্লিউ, ডির বারান্দায় পর্যন্ত উঠতে পারেনি। ট্রাইবেলদের উপর বিভিন্ন ভাবে শারীরিকভাবে অত্যাচার করা হয়েছে আমাদের কমলপুর মহকুমার আমাকে গরীব অংশের মানুষের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে গত পাঁচ বছর রাজত্বে ওরা সমস্ত রাজ্যকে ধ্বংস করেছে সমস্ত কমলপুর মহকুমাকে ধ্বংস করেছে। এরমধ্যেও মানুষ ভোট দিয়েছেন। কমলপুরে রয়েছে ৪টি আসন, সেই চারটি আসনে ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট যেখানে ৫০০ বা ৭০০ ভোটের ব্যবধানে জয় লাভ করেছিলেন সেখানে এইবারের নির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রতিটি আসনে তিন হাজার, সাড়েতিন চার হাজার, সাড়ে চার হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেছেন। কংগ্রেসেরই যারা আশা করেছিলেন যে জোট আসলে কাজ পাবেন তারাই পরে নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে নির্বাচনে বামফ্রন্টের পক্ষে ভোট দিয়েছেন।

আজকে কংগ্রেস (আই) এবং উপজাতি যুব সমিতির যারা আছেন তারা আইন শৃংখলার প্রশ্ন তোলেন। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা আছে বামফ্রন্ট সরকার এর আমলে যেখানে গ্রামে গঞ্জে প্রতিটি মানুষকে যাতে অন্ততঃ ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়, শিক্ষার দিক দিয়ে মানুষ যেন অন্ধ হয়ে না যায় সেজন্য গ্রামেগঞ্জে প্রতিটি স্কুলে মাধ্যমিক পর্য্যন্ত মিড্-ডে মিলের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেইজন্য আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে গ্রামেগঞ্জে শিক্ষার সম্প্রসারিত হয়েছে আবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামেগঞ্জে এস, আর, ই, পি, এবং এম, আর, ই, পি, ইত্যাদি প্রকল্প চালু. গ্রামের উন্নয়ন সাধন করেছিলেন, গ্রামের গরীব মানুষের মধ্যে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে সেই জায়গায় কংগ্রেস-আই এবং উপজাতি যুব সমিতি বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে কাজ করার

জন্য উগ্রপন্থী দল সৃষ্টি করেছিলেন। সেই টি, এন, ভি, দল সৃষ্টি করে উপজাতি যুব সমিতি ১৯৯১ সালের ১৫ই অক্টোবর তারিখে সম্মেলন করেছিলেন এবং যে সম্মেলনে তারা ত্রিপুরার যেসব বাঙালী উদ্বাস্তু এসেছিলেন তাদের বিতাড়ন করবার জন্য স্লোগান দেওয়া হয়! এরদ্বারা তারাই "আমরা বাঙ্গালী" দলকে সক্রিয় হতে সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। আর বামফ্রন্টের দশ বছরের শাসনকালে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিলেন এবং টি, এন, ভি দল গঠন করে তারা রাজ্যে খুন সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। বামফ্রন্ট সরকার যেখানে এই টি, এন, ভি নেতা বিজয় রাংখলকে জীবিত অথবা মৃত ধরে দিতে পারলে ১ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে ঘোষণা করেছিলেন সেখানে আমরা দেখেছি ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস (আই) এবং উপজাতি যুব সমিতিকে সাহায্য করবার জন্যে পুরস্কার হিসেবে তাকে দিল্লীতে নিয়ে গেলেন এবং সেখানে ১৯৮৮ সালের স্বাধীনতা দিবসের প্রধান অতিথি করলেন। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ এবং বিশ্বের সবচেয়ে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে যাকে তারা মনে করেন সেই দেশের স্বাধীনতার দিবসের প্রধান অতিথি হিসেবে তাকে সম্মানিত করা হয়।

তারপর আমবাসার উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে উপজাতি যুব সমিতির সুবোধ দেববর্মা লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। আর এখানে কংগ্রেসের সমীরবাবু উনারা বলছেন যে এই নির্বাচনে তাদের পরাজয়ের পর নাকি তাদের ৫০০০ এর বেশী কর্মী বাংলাদেশে চলে গেছেন নিজেদের নিরাপত্তার কারণে। এটা সম্পূর্ণ অসত্য কথা। তারা কোথায় আছেন সেটা আমরা জানি কেউ বাংলাদেশে যান নি। তারা এখন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ান দিনের বেলা আর রাতের অন্ধকারে বামফ্রন্টের সমর্থকদের বাড়ীতে ডাকাতি করেন। আর এখানে প্রচার করছে যে বামফ্রন্টের শাসনকালে আইন শৃংখলা একেবারে নেই।

বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যের গরীব মানুষের জন্য কাজ করেছে এবং করবেন। নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখেনা। আমরা বিশ্বাস করি এই বামফ্রন্ট এই রাজ্যে বিগত দশ বছর রাজ্যের গরীব মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন এবং আজকেও বামফ্রন্ট গরীব মানুষের জন্যই কাজ করে যাবেন। কাজেই আমি এই বাজেটকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি।

আমরা বিশ্বাস করি এই বামফ্রন্ট সরকার যেমন গত ১০ বছর জনগণের জন্য

কাজকর্ম করেছেন আজকে এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে বামফ্রন্ট সরকার জনসাধারণের জন্য কাজ করবেন এবং তার জন্য আমি বাজেটকে সমর্থন করি। আমি হতাশাগ্রস্ত নই এবং আমি বিশ্বাস করি যেহেতু বামফ্রন্ট সরকারের সামনে এখন অন্যান্য সমস্যার মধ্যে বেকার সমস্যাও রয়েছে। সেহেতু বেকার ও রাজ্যের মানুষের কল্যাণে এই বাজেটের টাকা খরচ করা হবে। বিগত জোট সরকারের মত বাজেটের টাকা আত্মসাৎ করব না আমরা। বামফ্রন্ট আত্মসাৎ করে না। কিন্তু বিগত সময়ে বামফ্রন্ট যখন ১০ বছর ক্ষমতায় ছিলেন তখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নৃপেন চক্রবর্তী। উনার বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ তুলেছিলেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সংক্ষেপ করুণ, আপনার সময় অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে।

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস :— স্যার এক মিনিট।

মিঃ স্পীকার :— এক মিনিট আপনার অনেক আগেই চলে গেছে। ঠিক আছে কন্টিনিউ করুন।

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস :— অভিযোগ করেছিলেন। কিন্তু সেই অভিযোগ করতে গিয়ে কচুপাতার মত ছিড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। এই রাজ্যে বামফ্রন্ট পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে সবচেয়ে বেশী কাজ করেছেন। আমাদের তখনকার পঞ্চায়েত মন্ত্রী ছিলেন দীনেশ দেববর্মা মহোদয়। আমাদের বিভাগের মন্ত্রী। আমাদের বিভাগেই থাকতেন। যান আপনারা গিয়ে দেখুন সেই ভাংগা ছনের ঘরটি আজও রয়েছে। একটা জায়গায় তিনি দুর্নীতি করেছেন এই কথা ত্রিপুরা রাজ্যের কোন মানুষ বলতে পারবে না। এখানে যারা কংগ্রেস যুব সমিতির বিধায়ক আছেন তারাও বলতে পারবেন না। সেই জন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে এই বাজেটের টাকার প্রকৃত মালিক হচ্ছেন আমাদের এই রাজ্যের মানুষ। ২৮ লক্ষ জনগণ। বামফ্রন্ট নীতিগত ভাবে গরীব মানুষের জন্য কাজ কর্ম করেন। সেই জন্য এই টাকা বামফ্রন্ট গরীব মানুষের স্বার্থে ব্যয় করবেন। এই জন্য আমি আশা করি এই বাজেট গ্রামেগঞ্জে কাজের ক্ষেত্রে ত্রিপুরাকে উন্নয়ন-এর ক্ষেত্রে

অনেক বেশী সহায়ক হবে। এই জন্য আমি এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আমার আলোচনা শেষ করছি. ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত মহোদয়।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৯৩-৯৪ বাজেট বিতর্কে আলোচনা করার পূর্বে আমি বলতে চাই ভারতবর্ষের বর্তমান যুক্ত রাষ্ট্রীয় সংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে একটি ছোট রাজ্যের ক্ষমতায় এসে সব অঞ্চলের সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। এই কথা আমরা নির্বাচনের আগেও বলেছিলাম, আজকেও বলতে চাই। কারণ ভারতবর্ষের অর্থনীতিটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। আর আজকের কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনীতিটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে আমেরিকা। আজকে এই বাজেট যখন এখানে উত্থাপিত হল সেই সময় ভারতবর্ষ একটা গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে। সেই সংকটে কেবল বিদেশী ঋণ, বিদেশী মুদ্রায় সংকট নয় সেই সংকট তীব্রতর হচ্ছে। আজকে বিদেশী পুঁজির কাছে কেন্দ্রীয় সরকার আত্মসমর্থন করতে উদ্যত। কেন বিদেশী রাষ্ট্র একটা দেশের অর্থনীতি কি হবে তা নির্দ্দেশ করবে। আজকে যদি বিদেশী পুঁজি এসে আমাদের দেশের অর্থনীতিতে জড়িয়ে বসতে পারে তাহলে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেশের স্বাধীনতা বিপর্যস্ত হবে সেটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। এইরকম একটা জাতীয় পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা সব চাইতে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পিছিয়ে পড়া রাজ্যের বাজেট নিশ্চিন্তভাবেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাজেট হচ্ছে একটা সমাজের আয়না। যার মধ্যে দিয়ে আমরা একটা সরকারের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাই। আমরা লক্ষ্য করলাম এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে সব অংশের জনগণের আশা আকাঙ্খার একটা প্রতীক আমরা দেখতে পাই এই বাজেটের মধ্যে। ছাত্র-যুবক-শ্রমিক-কৃষক মেহনতি জনগণ সমস্ত অংশের মানুষের অধিকার মর্যাদা রক্ষা করার যে প্রয়াস সেটা আমরা লক্ষ্য করি। আমরা তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এল ১৫০ কোটি ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে এইরকম একটা অর্থনৈতিক বিপর্যয় অবস্থায় মধ্যে দাঁড়িয়ে কর বিহীন বাজেট নিশ্চিতভাবে মানুষের কথা ভেবে মানুষের জন্য করা হয়েছে এটা বলা যায়।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্নবস্ত্র, বাসস্থান, কাজের অধিকারের সুযোগ এবং নিচের তলার সব অংশের জনগণের কাছে যদি পৌঁছে দেওয়া না যায়, তাহলে একটা সমাজ, একটা দেশ উন্নত হতে পারে না, সমৃদ্ধ হতে পারে না এটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা দেখলাম বিপদগ্রস্থ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য বাজেটে সবচাইতে বেশী অর্থ শিক্ষা খাতে ধরা হয়েছে। মোট বাজেটের ১৭.০৭ শতাংশ অর্থ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করে এই সরকার শিক্ষার প্রতি তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গীর সেটা তিনি রেখেছেন।

বামফ্রন্ট, জনতা দল, টি, এইচ, পি, পি, যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল এবং অন্যান্য পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী নির্ধারণের জন্য কমিশন গঠন করা হবে। আমরা দেখলাম এই বাজেটের মধ্যে সেই প্রতিশ্রুতির রূপায়িত হওয়ার একটা প্রয়াস। মহিলা কমিশন গঠনে-এর মধ্য দিয়ে মহিলাদের অধিকার সংরক্ষণ একটা প্রচেষ্টা এই বাজেটের মধ্যে লক্ষ্য করা হয়েছে।

আমাদের রাজ্য অর্থনৈতিক দিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার ফলে আজও অনেক পেছনে। সেই অর্থনৈতিক বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্য দিয়ে দাঁড়িয়ে গ্রামীন বেকারদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য আমরা দেখলাম বাজেটে ১৪ কোটি টাকার উপর অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

আমরা দেখলাম গত ৫ বছরে জনস্বাস্থ্যের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠী দেখিয়ে জোট সরকার যেসমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, জনগণের স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁরা যে সামান্যতম নীতিবোধ, মানবিক মূল্যবোধ তাঁরা যে রক্ষা করতে পারে নি আমরা তা দেখলাম হাসপাতালগুলির চেহারা দেখে। সেই ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে এই বাজেটে পানীয় জলের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমরা এই বাজেটে ব্যবস্থা রেখেছি। এই বন্যার পর সারা রাজ্যে পানীয় জলের যে তীব্র সংকট দেখা গেছে, সেই তীব্র সংকট থেকে রাজ্যকে পরিত্রাণের জন্য বাজেটে ৪ কোটি টাকার উপর অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। সময় সংকীর্ণ আরো বলার থাকলেও বলার সুযোগ নেই।

এখানে মাননীয় বিরোধী দলের একজন সদস্য গত ১২ তারিখ যে কথা বলেছিলেন বেকারদের জন্য যে মায়াকান্না করেছিলেন, তার উত্তরে আমি বলতে চাই যে, বলুনতো স্বাধীনতার পর মাত্র দুই থেকে তিন বৎসর ছাড়া বাকি সময় আপনারা কেন্দ্রীয় সরকারে

ছিলেন। তাহলে কেন বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য আজ পর্য্যন্ত কোন জাতীয় কর্মনীতি ঘোষনা করা হল না? স্বাধীনতার ৪৬ বৎসর পরও ত্রিপুরা রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য রাজ্যের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য, বেকারদের ব্যাপক কর্ম-সংস্থানে সুযোগ করার জন্য ৪৬ কিলোমিটার রেলপথ সম্প্রসারণ হল না? প্রয়াত রাজীব গান্ধীর ১৯৮৮ সালের নির্বাচনী সমাবেশে বলেছিলেন কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস, ক্ষমতায় এলে আগরতলা শুক্ তেজী সে রেল আয়েগা কিন্তু তেজী সে রেলতো আর চলল না। কেন ত্রিপুরা রাজ্যে আজ পর্য্যন্ত শিল্প স্থাপনে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ করা হয় নি?

বিগত পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকে একবারও কি বিধানসভায় প্রস্তাব নিয়েছিলেন রাজ্যে গ্যাস ভিত্তিক ব্যাপক শিল্প গড়ে তোলা হউক? রাজ্যের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য যে প্রস্তাবিত কাগজ কল সুখময় সেনগুপ্ত মহাশয় কুমারঘাটে স্থাপন করেছিলেন, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন সেই প্রস্তাবিত কাগজ কল ত্রিপুরায় গড়ে তোলা হউক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রী অমিতাভ :— দিল্লীতে অনেকবার গিয়েছেন, সেটা রাজ্যের জনগণের জন্য নয়। এখানে যারা বিরোধী দলের আসনে আছেন আপনারা ক্ষমতা দখলের জন্য দিল্লীতে অনেকবার গেছেন একবারও কি বলতে পেরেছেন দিল্লীতে গিয়ে রাজ্যের জনগণের জন্য একটি বার একটি কথা উচ্চারণ করেছেন? কাজেই আমি বলব এই বাজেট রাজ্যের সব অংশের জনগণের বাজেট। এই বাজেট সব অংশের মানুষের আশা-আকাঙ্খার যুক্ত প্রতীক। আমি ব্যক্তিগত ভাবে এই বাজেটের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রমেন্দ্র দেবনাথ,

শ্রীরমেন্দ্র দেবনাথ (যুবরাজনগর) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত ৯ই জুলাই এই বিধানসভায় যে ১৯৯৩-৯৪ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি একটা সঠিক পদক্ষেপ বলব, কেন না, সকল শ্রেনীর মানুষের আশা আকাঙ্খা এই বাজেটে পূরণ হবে। এক কথায় বলতে পারি যে তা সমস্ত জনগণের পিওপিলস্ কারস, অল ওয়ার্ক অব লাইফ উইল বি বেনিফিটেড উইথ দি বাজেট, সেটা

নির্দ্বিধায় বলতে পারি। কেন না যে নবম অর্থ কমিশনের বঞ্চনা এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত দিক পরেও সমস্ত অংশের মানুষের আশা আকাঙ্খা প্রতিফলন হওয়ার একটা পদক্ষেপ। একটা আবাস আমরা এই বাজেটের মধ্যে আমরা খুঁজে পাই। যেমন কৃষি ক্ষেত্রের কথা আমি বলি, গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে হলে কৃষকদের পাশে অবশ্যই আমাদের দাঁড়াতে হবে। যার জন্য কৃষকদের কথা এখানে চিন্তা করা হয়েছে। আমরা জোট সরকারের আমলে দেখেছি কৃষকেরা মাঠ ছেড়ে রাস্তায় এসে সারের জন্য আন্দোলন করতে হয়েছে। সার ব্লেক হয়েছে, এই বাজেট কৃষকদের কথা চিন্তা করে বরাদ্দ ধরা হয়েছে। শিল্পের ক্ষেত্রেই বলুন, কারখানার ক্ষেত্রেই বলুন, শিল্পনীতির ক্ষেত্রেই বলুন এই সবের ক্ষেত্রেই বাজেটে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। আমরা বিগতদিনে লক্ষ্য করেছি, আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন কলকাতায় গ্র্যাণ্ড হোটেলে বসে উনি শিল্পের উদ্যোগ নিচ্ছে, বড় বড় শিল্পপতিদের ডেকে এনে খাওয়া দাওয়া বাবত লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন এবং বলেছেন ত্রিপুরাতে তিনি শিল্পের বন্যা বইয়ে দিবেন। ত্রিপুরাতে যে জুটমিল ছিল, মেরামেক নামক ফল সংরক্ষন কারখানা ছিল তা শিল্পের নামে ধ্বংস করেছেন। কাজেই শিল্পের জন্য যে ব্যবস্থা যে উদ্যোগ এই বাজেটে রয়েছে। তদ্রুপ এই বাজেটে মৎস্য চাষীদের কথাও চিন্তা করা হয়েছে। মৎস্য চাষীদের সব ধরনের কথা চিন্তা করে এই বাজেট ১৯৯৩-৯৪ সালে ৬৬৯ হেক্টর জলাভূমির প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। সেটা একটা সঠিক উদ্যোগ, সেটা একটা সঠিক পদক্ষেপ, আমরা লক্ষ্য করেছি বাম গনতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠিত হওয়ার পর ডম্বুরের মাছ বিভিন্ন জায়গায় এমন কি উত্তর ত্রিপুরা, দক্ষিন ত্রিপুরা, সদর বিভিন্ন জায়গায় মাছ সরবরাহ করা হচ্ছে। কিন্তু জোট সরকারের আমলে আমরা লক্ষ্য করেছি সেই ডুম্বুরের মাছ শিলচরের ইস্পাত মন্ত্রী শ্রীসন্তোষমোহন দেবের মেয়ের বিয়েতে সাপ্লাই দেওয়া হয়েছিল, সেই লক্ষ লক্ষ টাকার মাছের সেই মাছ খেয়ে ইস্পাত মন্ত্রী তা চেহারাটিকে ইস্পাতের মত বানিয়েছেন। এই ছিল বিগত দিনের চেহারা। তারপর এই বাজেট ইস্পাতের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জোট আমলে বন সৃষ্টির নামে বনকে ধ্বংস করা হয়েছে। জম্পুই পাহাড়কে খালি করেছেন আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীমতি বিভা নাথ, উনি সমস্ত পাহাড়ের গাছ কেটে উনার বাড়ীতে নিয়ে গেছেন। আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে আমরা যখন নির্বাচনের কাজে বেড়িয়ে

যাচ্ছি তখন ১০, ২০, ৫০ ট্রাক কাঠ নিয়ে আসছেন পাছে ভয় যদি আবার ক্ষমতায় আসতে না পারেন, সরকারের কোটি কোটি টাকাকে এই ভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। স্বাস্থ্যের কথা ওরা বলেছেন যে স্বাস্থ্যের জন্য কিছুই করা হয়নি, আমাদের বিরোধী বেঞ্চে যারা বসে আছেন আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারি, জিবিতে সাধারণ অপারেশন করতে গেলে ডাক্তার বাবুরা রেফার করে দিচ্ছে যান ভেলোরে, যান ক্যালকাটায়। ব্যাপারটা কি আমরা যে যন্ত্র দিয়ে অপারেশন করব তা নেই, ঔষধ নেই, একটা ইনটেনসিব কেয়ার ইউনিট করার কথা ছিল তা তাঁরা চালু করে যেতে পারেন নি। অথচ লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে উনাদের থাকার ঘরগুলিকে সুসজ্জিত করা হয়েছে। ওদের থাকার ঘরগুলিতে এয়ার কণ্ডিশান ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কাজেই জনস্বাস্থ্যের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ যে জোট সরকারের মন্ত্রী ও বিধায়কদের স্বাস্থ্য রক্ষায় নিবেদিত হয়ে গেছে, তা সহজেই অনুমাণ করা যায়, তার ফলস্বরূপ হাসপাতালের রোগীদের আমিষ খাবার দেওয়ার যে প্রচলন ছিল, তা উঠিয়ে দিয়ে নিরামিষ খাবার প্রথা চালু করেছিলেন। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে হাসপাতালের রোগীদের জোট সরকার প্রচলিত নিরামিষ আহার তুলে দেওয়া হয়েছে। তারপর, এ জোট সরকারের আমলেই রোগীদের ঔষধ কেনার জন্য ২ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল, আমরা এসে দেখলাম, সেই টাকার মধ্যে মাত্র ৯৪ হাজার টাকার ঔষধ কেনা হয়েছে, বাকী টাকাগুলি ওনাদের পকেটেই চলে গিয়েছে। কাজেই ওদের আমলে হাসপাতালগুলির যে কি অবস্থা, তা যে কোন লোক সহজেই অনুমাণ করতে পারেন। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে বিগত জোট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনীতিকে একটা ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে গিয়েছে আর বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে সেই ধ্বংসস্তুপ থেকেই যাবতীয় কাজ শুরু করতে হয়েছে। কাজেই দুর্নীতির ব্যাপারে যদি কোন পুরস্কার দেওয়ার নিয়ম চালু হয়, তাহলে ভারতবর্ষের জন্য কোন রাজ্যের মন্ত্রী বা বিধায়করা এই পুরস্কার পাবে না, একমাত্র প্রাপ্য ত্রিপুরা রাজ্যের বিগত জোট সরকারের মন্ত্রীরা, বিশেষ করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং তার কেবিনেটের সদস্যরা, তারা এত পরিমাণ টাকা পাবেন, যা সরকারী টাকায় বানাতে তাদের অট্টালিকাতেও জায়গা হবে না। তারপর, গ্রামে গঞ্জে যে সব টিউব-ওয়েলগুলি আছে, সেগুলির অবস্থা কি ? আমরা দেখেছি গ্রাম পাহাড়ের উপজাতি অংশের মানুষেরা নর্দমার জল খেয়ে জীবন ধারণ করে আসছে, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে তাদের পানীয় জলের সুব্যবস্থা

করা হচ্ছে এবং বাজেটে তারও উল্লেখ আছে। কাজেই এই বাজেটে ত্রিপুরার মানুষদের জন্য সরকারের যা কিছু করণীয় তা করার সব রকমের ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হচ্ছে বলে, আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— শ্রীহাসমাই রিয়াং।

শ্রীহাসমাই রিয়াং (বুলাই) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা ভারপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে গত ৯ই জুলাই তারিখে যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন, আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। স্যার, আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না, কারণ সময় খুবই কম। তবে বিগত ৫ বছর জোট সরকারের অংশীদার কংগ্রেস ও ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির মন্ত্রী ও বিধায়করা, কি ভাবে সরকার পরিচালনা করেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত একটু বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করবো। এখানে দেখছি প্রাক্তণ মুখ্যমন্ত্রী এখন বিধায়ক হয়ে বসে আছেন, তার সামনে আমি কয়েকটা প্রশ্ন রাখতে চাই। এছাড়া বিধায়ক দীপক নাগ এবং উপজাতি যুব সমিতির একজন সদস্য যিনি জোট আমলে প্রথমে ডেপুটি স্পীকার এবং পরে মন্ত্রীও হয়েছিলেন, তাদের সামনেও আমি কয়েকটি প্রশ্ন রাখতে চাই।

এই যে প্রশ্ন গত ৯ই এবং ১০ই জুলাই হাউসে তুলেছেন মাননীয় বিধায়ক রতিবাবু যে এ, ডি, সিকে কেন টাকা দেওয়া হল না? জোট সরকারের আমলে আপনি তো মন্ত্রী ছিলেন তখন আপনারা কত টাকা দিয়েছিলেন? তখন এ, ডি, সি এলাকাতে রাস্তাঘাট সুতা ইত্যাদির জন্য উপজাতি জুমিয়া মা বোনদেরকে কত টাকা দিয়েছিলেন? এখনতো উপজাতির জন্য দরদী সেজেছেন। আপনারাতো উপজাতি জুমিয়াদেরকে পুণর্বাসন দেবেন বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন। ক্ষমতায় এসে কি করেছিলেন? ১৯৮৮ সনে ক্ষমতায় এলে জুমিয়া পুণর্বাসন, এস টি, এবং এস সি গরীব অংশের মানুষের জন্য কিছুই করেন নি। বরং তাদের বিরুদ্ধে অত্যাচার, সন্ত্রাস এবং মিথ্যা মামলা এবং নারী ধর্ষণ চালিয়ে গেছেন। এখন এখানে এসে আইন-শৃঙ্খলার কথা বলছেন। তখন আপনাদের শাসনে মানুষের কথা বলার অধিকার ছিল না। উপজাতি মন্ত্রী হয়েছিলেন। তখন রামছড়াতে চিত্র হালা-

মকে হত্যা করেছিল। সে উপজাতি ছিল না? আমাদের এই সরকার মাত্র তিন মাস হয়ে ক্ষমতায় এসেছে। রতিবাবু এখানে প্রশ্ন করেছেন এস, টি, এবং এস, সি বেকার কতজন? তার মধ্যে শিক্ষিত এবং অর্দ্ধ শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা কত? আপনি মন্ত্রী ছিলেন। এটা জানেন না? এর উত্তর আপনারা দেন। আপনারা উগ্রপন্থীর কথা বলছেন। উগ্রপন্থী বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। আপনারা কি করেছিলেন?

এখানে উগ্রপন্থী বা বিভিন্ন সন্ত্রাসের যে সব কথার উল্লেখ করা হয়েছে তা জোট সরকারের আমলেই সৃষ্টি হয়েছিল। স্যার, এখানে আমি সব কিছুর উল্লেখ করতে পারছি না। যদি সব বলতে যাই, তাহলে মহাভারত হয়ে যাবে।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ। আপনি আপনার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করুণ।

শ্রীহাসমাই রিয়াং :— স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের ৯০ শতাংশ মানুষের চাহিদা হয়ত পূরণ করা এই বাজেটের দ্বারা সম্ভব হবে না। তবে ১০ শতাংশ মানুষের উন্নয়ণ সম্ভব হবে এটা আশা রেখেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয় এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন তা সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি, এবং বিরোধী দলের প্রতি আবেদন রাখব, আপনারাও এই বাজেটকে সমর্থন করুণ।

মি: ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদেবব্রত কলই।

শ্রীদেবব্রত কলই (অম্পিনগর) :— মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ৯ই জুলাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১৯৯৩-৯৪ সালের যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন সেই বাজেটের পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে তার উপর আমার আলোচনা রাখছি। আমরা দেখেছি, এর আগের বক্তা বলেছেন যে এই বাজেটের দ্বারা ত্রিপুরার সমস্ত অংশের মানুষের আশা আকাঙ্খা পূরণ হবে না। স্যার, এটা ঠিকই। তবে তা হচ্ছে, বামফ্রন্ট সরকারের ৩য় বার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম বাজেট। গত কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস, জোট সরকার বাজেট তৈরী করে যেতে পারেন নি। তাঁরা ভোট অন অ্যাকাউন্টস তৈরী করেছিলেন। এই বাজেটের মধ্যে ভোট অন অ্যাকাউন্টসও যুক্ত আছে। এখানে আমরা

দেখেছি মোট বাজেটের মধ্যে ঘাটতি হচ্ছে, ৩২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। এর আগে ছিল, ১৪ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা। মোট ৪৭ কোটি ৯২ লক্ষ টাকার ঘাটতি। স্যার, এখানে আলোচনার অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে মাননীয় বিধায়ক রতনলাল নাথ মহোদয় বলেছেন, এই বাজেটে বেকারদের কর্ম-সংস্থানের ব্যাপারে কোন কিছুর উল্লেখ নেই। স্যার, আমি উনাকে বলব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট ভাষণের প্যারা— ২.৯, ২.১১ এবং ২.১৬এ সমস্ত ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। মাননীয় সদস্য বাজেট ভাষণ ভাল করে পড়লেই এ ব্যাপারে বুঝতে পারবেন। ২.১৬এ পরিস্কার লেখা আছে, 'ত্রিপুরার শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগ উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে সংশোধিত একগুচ্ছ সুযোগ সুবিধা দানের ঘোষণা করা হয়েছে। স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এবং বিধায়কদের পেনশন, ভাতা কমিয়ে জনগণের স্বার্থে সেটা খরচ করা হবে এই মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে এই হাউসে।

তেমনি পাশাপাশি আমরা দেখেছি বৃদ্ধ ভাতা, অন্ধ বিকলাঙ্গ, রিক্শা শ্রমিক যারা এই ভাতা পেতেন ৭৫ টাকা করে, তাদের ভাতাকে আরও ২৫ টাকা বাড়িয়ে দেবার জন্য এই বাজেটে সংস্থান রাখা হয়েছে। সুতরাং এই বাজেটকে সমর্থন না করার কোন সঙ্গত কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। স্যার, মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় এখানে বলেছেন যে এই বাজেটটি নাকি জোট আমলের হুবুহু বাজেট। কংগ্রেস যুব সমিতির অনুকরনেই এই বাজেট প্রনয়ণ করা হয়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে আপনারা এই বাজেটের বিরোধীতা করছেন কেন? এই বাজেটকে তো আপনাদের সমর্থন করা উচিৎ। আপনারা বাজেটের গঠন মূলক সমালোচনা করতে পারেন, জনস্বার্থে সেটা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে, কিন্তু বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করবেন সেটাতো মেনে নেওয়া যায় না। স্যার, জেলা পরিষদ সম্পর্কে উনারা বলছেন জেলা পরিষদ নাকি ইন্দিরা গান্ধী দিয়েছেন। হ্যাঁ, আমরাও এটা মানি। কিন্তু একথাও বলতে চাই যে ইন্দিরা গান্ধী বাধ্য হয়েছিলেন আমাদের আন্দোলনের চাপে পড়ে জেলা পরিষদ দিতে। আপনারা জেলা পরিষদের অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করে জেলা পরিষদকে ভেঙ্গে দেবার চক্রান্তও করেছিলেন। কংগ্রেস-যুব সমিতি সরকার এক সদস্য বিশিষ্ট কমিটি করে এই জেলা পরিষদকে ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জেলা পরিষদ তার সীমিত অর্থ দিয়ে সেই ষড়যন্ত্রের চ্যালেঞ্জ

জানিয়েছিল, সুপ্রীম কোর্টেও চ্যালেঞ্জ করতে হয়েছিল রাজ্য সরকার এই অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে। আমরা দেখেছি জোট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ট্র্যান্সফার কাভে উপজাতি উন্নয়ন দপ্তর জেলা পরিষদকে ১.২ কোটি টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও তারা মাত্র ২৮ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। জেলা পরিষদকে পি, ডাব্লিউ, ডি খাতে জোট সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় ট্র্যান্সফার কাণ্ডে ১ লক্ষ টাকা দিয়েছিল। কিন্তু সেদিন মাননীয় পি, ডাবলিউ, ডি মন্ত্রী মহোদয় এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে আপনারা বাড়ীঘর, নিরাপত্তা ইত্যাদি খাতেই ব্যয় করেছিলেন ২৩ লক্ষ টাকা। এই টাকা শুধু জোট মন্ত্রীরাই নিয়েছিলেন। শুধু তাই না, জোট আমলের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় তিনি পি, ডাবলিউ, ডি থেকে কোন টাকা না নিলেও এগ্রিকালচার, হরটিকালচার বহু টাকার জিনিষপত্র কিনে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছেন। এটা তদন্ত হওয়া দরকার। হেজুরার প্রাক্তন উন্নয়ন কমিটির প্রধান বিশু জমাতিয়ার বাড়ীতে সেই সমস্ত জিনিষ পত্র, স্টীলের আলমারী, ফ্রিজ, কালার টি, ভি, সোফাসেট, ফিল্টার ইত্যাদি তার বাড়ীতে খোঁজ করলে এখনও পাওয়া যাবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেগুলি বিশু জমাতিয়ার বাড়ীতে রেখেছিলেন। কাজেই গত পাঁচ বৎসরে এই রাজ্যকে আপনারা লুট পাট করেছেন। মন্ত্রীরা সরকারী টাকায় দিল্লীতে গিয়ে দরবার করেছেন। মাসের মধ্যে ২০ দিনই আপনারা দিল্লী কলকাতায় কাটিয়েছেন এই রাজ্যের জনগণের টাকায়। সেখানে সরকারী কাজ কিছু ছিল না, ছিল শুধু অমুক কে মানছিনা, অমুককে পূর্ণ মন্ত্রী করতে হবে ইত্যাদি। জনগণের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আপনারা দিল্লীতে গিয়ে এই সব দরবার করেছেন। জনগণের উন্নতির দিকে আপনাদের কোন লক্ষ্য ছিল না। গত পাঁচ বৎসরে আপনাদের এই ছিল ভূমিকা। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন, সেই বাজেটের প্রতিটি অর্থ ত্রিপুরাবাসীর কল্যাণে ব্যয় করা হবে। সেটা আমাদের কাজের মধ্যে দিয়েই আপনারা প্রমাণ পাবেন। আমাদের এই বাজেট কতিপয় মন্ত্রীর স্বার্থের জন্য নয়। আমি আপনাদের কাছে আবেদন রাখতে চাই যে আপনারা এই জনকল্যাণমূলক বাজেটকে সমর্থন করুন। শুধু বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা না করে এই বাজেটকে আপনারা সমর্থন করুন, আমাদেরকে সহযোগিতা করুন, এই আবেদন রেখেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার ! মাননীয় সদস্য সময়ের দি:ক লক্ষ্য রাখবেন আপনারা সবাই ৮ (আট) মিনিট করে সময় পাবেন।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে ১৯৯৩-৯৪ সালের যে ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব পেশ করেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। একটা দুর্বিষহ পরিস্থিতির মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করেছেন। আজকে পত্রিকা খুলেই দেখতে পেলাম উত্তর কোরিয়া তাদের আক্রমণের কেন্দ্রস্থল হিসাবে বেছে নিয়েছে। কংগ্রেসের মদতে বি. জে. পির মত দলগুলি সাম্প্রদায়িক দলে পরিণত হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী সম্পর্কে আমি মনে করি আমাদের সরকার খুব সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য রেখে তাঁর কাজকর্ম পরিচালনা করছেন। প্রত্যেক দলের উচিত দায়িত্বশীল একটা রাজনৈতিক দল হিসাবে কাজ করা। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বর্তমান এই পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে এবং গত ৫ বছরে ত্রিপুরা রাজ্যের যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে সমর্থন না করে পারছি না। এখানে মত্ত হস্তী যেভাবে দাপাদাপি করে বন নষ্ট করে এবং এখানে জংলী জানোয়ার বা একদল বন্য বরাহ ত্রিপুরা রাজ্যের ফসলের যেভাবে ক্ষতি করেছে এবং যে অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। কাজেই শুধু আইন-শৃঙ্খলা নয় এখানে মানুষের বিবেক বোধ বলতেও কিছুই ছিল না। যারা গত ৫ বছর ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে ক্ষমতায় ছিলেন তাঁরা শিক্ষা, সংস্কৃতি সব কিছুই ইচ্ছাকৃত ভাবে এবং শুধুমাত্র লুটপাট করে সারা পৃথিবীতে নিদর্শন হিসাবে আমরা সাম্রাজ্যের "পথিকৃত" এটাই বুঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে গত ৫ বছর যে বর্বর রাজত্ব ছিল সে কথা ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ বুঝতে পেরেছেন। আজকে মাননীয় এক সদস্য বক্তব্যের সময় বলেছিলেন উনারা (বিরোধীরা) যে কাজ করেছেন ইতিহাসের পাতায় কোথাও খোঁজে পাওয়া যাবে না তাই বলছি এটা প্রাগ্ ঐতিহাসিক ইতিহাসের নির্দেশক হিসাবে ওদের টিকিয়ে রাখার যদি কোন ব্যবস্থা থাকে তাহলে ওদের জন্য সেই ব্যবস্থা করুন।

কারণ ত্রিপুরার মানুষ গত বিধানসভার নির্বাচনে ওদের কাজকর্মের ফলে এদেরকে

ইতিহাসের আবর্জনার স্তুপে নিক্ষেপ করেছে। তাদের আর ইতিহাসের পাতায় আসার সম্ভাবনা নেই। প্রাগঐতিহাসিক জীব হিসাবে তাদেরকে সংরক্ষনের ব্যবস্থা করলে আগামী দিনের দৃষ্টান্ত হিসাবে তারা ত্রিপুরার ইতিহাসে থাকতে পারবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার. আমি যে কথাটা বলেছিলাম মানবিকতা, মনুষ্যত্ব বর্জনের যে ইতিহাস ত্রিপুরা রাজ্যে ৫ বৎসরে সৃষ্টি হয়েছে বিধানসভায় বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা করতে গিয়ে আমার একটা কথা মনে হচ্ছে কিছুদিন আগে জোট মন্ত্রীসভার আমলে ত্রিপুরার একটা বিখ্যাত পত্রিকায় উঠেছিল মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর নারী কেলেংকারীর সঙ্গে জড়িত ছিলেন সেই সম্পর্কে একটি কার্টুন। পত্রিকায় যেভাবে কার্টুন বেরিয়েছিল তার গা থেকে কাপড় জামা ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে যেভাবে ঝাটা, ঝাড়ু, জুতো দিয়ে মারার যে আক্রমণ এই কার্টুনে প্রকাশিত হয়েছিল সেই কথাটা আমার মনে পড়ছিল। আজকে তাদের মুখেই যখন আইনশৃঙ্খলার কথা শোনা যায় তখন সেই কার্টুনের কথা মনে পড়ে এবং বলতে হয় এই জিনিসগুলি ত্রিপুরার মানুষ আর দেখতে চাননা বলেই আজকে তাদেরকে বর্জন করেছেন এবং বামফ্রন্ট সরকারকে জন্ম দিয়েছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, শুধু এই জিনিস নয়, নারী নির্যাতন, খুন, সন্ত্রাস এই জিনিসগুলি তারা তৈরী করেছেন। আমরা দেখি প্রতিটি সাব ডিভিশনে, প্রতিটা জায়গায় তারা বিলাতী মদ থেকে শুরু করে দেশী মদ পর্যন্ত তারা লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে লাইসেন্স দিয়েছে। কোন নিয়ম নীতির বালাই ছিল না। আমি আমার বিভাগের কথাই বলছি খোয়াইয়ে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী নিজের এলাকাতে ২টা লাইসেন্স বিলি করেছেন লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে। এবং শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার বিনিময়ে খোয়াই শহরে বিলাতী মদের লাইসেন্স-এর সাইনবোর্ড জলজল করে জলছে। এইটা খোয়াইয়ের কলংক, ত্রিপুরার কলংক। শুধু তাই নয় এখানে এই সমস্ত কলঙ্কের সাথে জঘন্যতম ঘটনা খুন খারাপি করে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সন্ত্রাসের রাজত্ব তারা কায়েম করেছিল। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনার জানা আছে একটা উপ-নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তারা বিরোধী দলের বি, জে, পির প্রার্থী শ্যামহরি শর্মাকে খুন করেছিল। এই খুনীদের তাদের কেউ কেউ এই বিধানসভায় মধ্যে বহাল তবিয়তে ওরা আইন শৃঙ্খলার কথা বলেছেন এবং তারাই বলছেন তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমল নাকি আইন শৃংখলা বিঘ্নিত হচ্ছে। তারা এই কথা বলার মত স্পর্ধা এখনও রাখে। স্যার, আপনিও জানেন, রাজ্যের মানুষও

জানে ত্রিপুরা রাজ্যে সমীর বর্মন এবং সন্তোষমোহন দেব যে রাজত্ব কায়েম করেছিল গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিশালগড় এবং বিলোনীয়া থানার একটা অংশ তাদের এই দাপটের অংশীদার হিসাবে যদি সক্রিয়ভাবে তাদের পক্ষে কাজ না করত তাহলে ত্রিপুরা বিধানসভার ৬০ টি আসনের মধ্যে একটি আসনও তারা পেত না। ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষ তাদেরকে এইভাবে বর্জন করেছিলেন। কাজেই সেই সুবাদে গণতন্ত্রকে জবাই করে যারা এখনও টিকে আছেন তারা বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আইন-শৃংখলার কথা বলছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ত্রিপুরাতে অনেক কেলেংকারী হয়েছে, জমি কেলেংকারীও হয়েছে সেটা আমি মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনার মারফতে ছোট একটা ঘটনা হাউসকে জানাতে চাই। আমাদের প্রহর মুড়াতে একটা পাকা ব্রীজ করার জন্য জমি সেখানে নতুনভাবে অ্যাকুইজিশান করা হয়েছে। সেখানে লক্ষ্য করেছি গজেন্দ্র দেবনাথ নামে একজন কৃষক তার সংগে প্রাক্তণ শিক্ষা-মন্ত্রীর দহরম মহরম ছিল। তার জমি অ্যাকুজিশান করার প্রশ্নে নদীর ঐপারে চড়া জমি, বালি মিশ্রিত জমি সেই ১৫-২০ হাজার টাকা কানি হবে না সেখানে দেড় লাখ টাকা করে তার কাছ থেকে ৪/৫ কানি জমি নিয়েছিল এবং পাশাপাশি খোয়াই শহরের উপকণ্ঠে যে জমি সেই জমি ৫০/৬০ হাজার টাকা দরে কেনা হয়েছে। কিন্তু সেখানে আদৌ জমি ন্যায্য যে দাম তার থেকে ১০ গুন ১৫ গুন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা শুনেছি প্রাক্তণ মুখ্যমন্ত্রীও জমি কেলেংকারীর সাথে যুক্ত আছেন। ছোট অনেক কেলেংকারী থেকে অনেক কেলেংকারীর সাথে সেই খোয়াইয়ের প্রাক্তণ শিক্ষা-মন্ত্রী জড়িত আছেন সেটা ত্রিপুরার মানুষের অবগতির মধ্যে রয়েছে। এই কেলেংকারীর ভয়াবহ অবস্থা থেকে, লুটপাটের রাজত্ব থেকে ত্রিপুরাকেও বাঁচানোর জন্য এইরকম একটা ভয়ানক অর্থনৈতিক মধ্যে থেকেও ত্রিপুরার মানুষের স্বার্থে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই বাজেট পেশ করেছেন। ত্রিপুরার ২৭ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি, জহর রোজগার যোজনার মাধ্যমে কাজের সংস্থানের মাধ্যমে মানুষ যাতে খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে তারা তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানোর দিকে চেয়েই এই বাজেট পেশ করা হয়েছে। সর্বশেষে আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষন মালাকার।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার (পাবিয়াছড়া) :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ৯ তারিখ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৯৩-৯৪ সালের যে ব্যয় বরাদ্দ উত্থাপন করেছেন আমি তাকে সমর্থন করি। কারণ তার মধ্যে দেশের সার্বিক এবং পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমাদের এই রাজ্যের উন্নতিকল্পে প্রতিটি ক্ষেত্রে এখানে তার নিদর্শন রেখেছে। বাজেটের মধ্যে বলা হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য মূলত জমির উপর নির্ভরশীল, ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দুর্বলতর রাজ্য এবং সেটা সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত, নেই যোগাযোগ ব্যবস্থা, নেই কোন কলকারখানা। এই ব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রতিটি মানুষের কল্যাণের জন্য প্যারাগ্রাফে প্যারাগ্রাফে পরিস্কারভাবে বলেছেন। এখানে বিরোধীরা বলেছেন এই বাজেটে নতুনত্ব কিছু নেই, আমি বলছি আছে। জিরো থেকে শুরু হয়নি এই বাজেট, মাইনাস জিরো থেকে শুরু হয়েছে এই বাজেট, ঘাটতি ঋণের মধ্যে দাঁড়িয়ে করমুক্ত ছাড়া বাজেট এইটা। নতুনত্ব নয় ? আসলে তারা দুঃখিত, কারণ এই বাজেটে অনাহারে মানুষ মরবে না খিদার জ্বালায় খাদ্য গুদামে খাদ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে গুলী খেয়ে মানুষ মরবে না, রাজ্যের মানুষ [illegible] মৃত্যুর [illegible] ছাড়া হবে না। এই বাজেটে এইগুলি পরিস্কার ভাবে আছে, আর এগুলিকে দেখেই তাদের মনে আতঙ্ক হয়েছে এবং তাই তারা বলছে এই বাজেটে নতুন কিছু নেই। আবার আর একজন সদস্য বলেছেন যে, বিরোধীদেরকে নানাভাবে দাবিয়ে রাখার জন্য এই বাজেটে চেষ্টা চলছে। আমি বলি এই আলোচনার মধ্যে তা নেই। কারণ এখানে ১৫০ কোটি টাকার লটারী কেলেঙ্কারীর উল্লেখ নেই, আমরা বিরোধীদের জন্য এতটা রূঢ় না। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানে কেলেংকারীর নায়ক সি, বি, আই, তদন্তে ধরা পড়বে কমিশনে এই কথাটাতো আমরা এখনও বলিনি। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষতো বলাবলি করছে। তারা যে গণতন্ত্রের পূজারী বলে চিৎকার করলেন বেশী দিন আগের কথা না, কিছু দিন আগের কথাই বলছি গত নির্বাচনে আপনারা কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এসরা ঘোষণা করেছিলেন যে ভোট দিলেও আমরা জিতব না দিলেও জিতব। এইটা কোন দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল বা কোন গণতন্ত্র-প্রিয় নাগরিকের মুখে আসতে পারে এই বিংশ শতাব্দীতে। একটা মিথ্যা কথাকে ঢাকতে গিয়ে হাজারটা মিথ্যা কথা বলতে হয়। আপনারা গণতন্ত্রের পূজারী, আপনারা গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে চান যারা ৫ জন মানুষের সুখের জন্য সরকারী কোষাগারের হাজার হাজার শ্রমজীবি মানুষের পরিশ্রম তার রক্ত ঝড়া ফসলগুলিকে ৫ জন ভোগ করবেন। আর বাকী ৯৫ জন মানুষকে হায় অন্ন, হায় অন্ন বলে ঘুরতে হবে তাদেরকে ভিক্ষুকে পরিণত হবে, এই করেছেন আপনারা, আর এই হল আপনাদের নীতি এবং

এই নীতির দৃষ্টিতেইতো আপনারা এই বাজেটকে দেখছেন, আর এই দৃষ্টিতে দেখেছেন বলেই আপনারা এই বাজেট দেখে খুশি হতে পারছেন না। এখানে বাজেটের মধ্যে আছে মুক্ত বাজার নীতি, কিসের মুক্ত বাজার নীতি।

কোন সর্তে ভারতবর্ষের অর্থমন্ত্রী আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি করতে গিয়েছিলেন আমদানির জন্য। আমরা তো জানি, কেন করেছিলেন এবং এর প্রতিবাদও আমরা করেছি অনেকবার। যে পি, এল, ৪৮০ এর মাধ্যমে কংগ্রেস সরকার সেখান থেকে গোখাদ্য আমদানি করেছিলেন আমার দেশের মানুষের জন্য? কেন চেয়েছেন যে আমার দেশে বিদেশী খাদ্য যা গোখাদ্যের উপযোগী তা আমদানি করা হোক। কেন্দ্রের সেই অর্থনীতিকে আপনারা চেয়েছিলেন এখানেও চালু করতে যাতে করে এই রাজ্যের কৃষক আর কোন সাবসিডি পায় না, রাজ্যের টিলা জমিতে যে কৃষিজাত ফসল উৎপন্ন হয় তা যেন আর করতে না পারে। আজকে সারা বিশ্বে এখানকার নারকেল এবং রাবা-রের মার্কেট রয়েছে সেই রাবার মার্কেট যাতে ডাউন হয়ে যায় তার জন্য চেষ্টা করছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে রাবার শিল্পে যেখানে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটি স্থান দখল করেছে তখন ত্রিপুরার ট্রাইবেলরা যাতে আর রাবার বাগান না করতে পারে তারজন্য বাগান-গুলিকে জালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে সর্বনাশ করে দিচ্ছেন। কেন তাদের এত জ্বালা? কারণ একটি জ্যান্ত বাঘের সামনে থেকে যদি শিকার চলে যায় তাহলে নিশ্চয়ই তার জ্বালা হবে। এই বিধানসভায় আগে উনারা কত কিছু করেছেন। টিফিন বাবদ দেড়শো টাকা করে বিল উঠেছে জন প্রতি, আচার টাচার কত কিছু খেয়েছেন তখন। আর এখন তো সেটা আর করতে পারছেন না— এইজন্য তাদের এত জ্বালা। কিন্তু এইসব কথাতো আর এই বাজেটে উল্লেখ করা হয় নি।

আর তাদের অত্যাচারের কথা যে কি বলবো — সেই মধ্যযুগীয় বর্বরতা। নাল-কাটা গাঁওসভার চেয়ারম্যান নিখিল দেবকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নেতাজীকের অফিসের দালানে এনে তাকে প্রাক্তন মন্ত্রী বীরজিৎ সিন্হা জুতাপেঠা করেন। তারপর কমলছড়ার কালিচরণ নাথকে তার ছেলের সামনে দড়ি দিয়ে বেঁধে তার পায়ের জুতা দিয়ে পেঠাতে পেঠাতে কোর্টে নিয়ে গেল — বলে সে কিনা উগ্রপন্থী, সি, পি. এম (আই) এর সমর্থক। অতএব ঐ দলের সমর্থন তাকে প্রত্যাহার করতে হবে। ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের পবিত্র সংবিধান— যে সংবিধান কংগ্রেস রচনা করেছে— সেই পবিত্র সংবিধানে দেশের প্রতিটি মানুষের যে কোন দল করার বা সমর্থন করার অধিকার

রয়েছে। কিন্তু আজকে সেই পবিত্র সংবিধানকে কংগ্রেস(আই)-ই ভূলুণ্ঠিত করলেন, পবিত্র সংবিধানকে পদদলিত করলেন। সারা ভারতবর্ষের মানুষ এটা দেখেছে ওরা গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়েছে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে।

তাই এই বাজেটকে সমর্থন করি। সমর্থন করি এইজন্য যে এই বাজেট আজকে ত্রিপুরার মানুষের কাছে আশার আলো নিয়ে এসেছে আজকে মানুষ অবাধে কৃষি জমি বন্দোবস্ত পাবে, বেশী করে কৃষি করতে পারবে, আর সরকার জলসেচ ব্যবস্থা করার জন্য আপ্রান চেষ্টা করবেন। আর কিছু টাকা খরচ করলে যেখানে ভারতবর্ষে ইলেকট্রিসিটির বিরাট সম্ভাবনা সেখানে সেটা না করলে ভারতবর্ষ ধ্বংস হয়ে যাবে। কাজেই এই ত্রিপুরার গ্যাসভিত্তিক এই ইলেকট্রিসিটি চালু করবার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই ইঙ্গিতও রয়েছে এই বাজেটের মধ্যে। কাজেই এই বাজেট ত্রিপুরার মানুষের কাছে এক আশার সঞ্চার করেছে। এইজন্য আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি: ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য।

শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য (ফটিকরায়): - মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৯ই জুলাই ৯৩ইং তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যে বাজেট এখানে তোলে ধরেছেন আলোচনার জন্য আমি প্রথমে সেই বাজেটকে সমস্ত দিক থেকে সমর্থন করি। এবং সমর্থন করতে গিয়ে এখানে বিধানসভার বিরোধী সদস্য যারা আছে তাদের কাছে অনুরোধ রাখব যাতে এই বাজেটকে তারাও সমর্থন করেন।

মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া আজকের এই বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে উপজাতি প্রসঙ্গে বলেছেন।

উনারা যদি উনাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে সঠিকভাবে জন প্রতিনিধিত্ব নিয়ে বলতে চান তাহলে উনাদের কাছে প্রশ্ন রাখছি বিগত পাঁচ বছরে আপনারা উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আপনি বা আপনার দল উপজাতি যুব সমিতি কি করেছিল ? বিশেষ করে যখন দামছড়ার ক্ষুধার্ত মানুষরা ২ কে, জি. চালের জন্য গিয়েছিলেন তখন ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনতো আপনাদের দলের মন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ছিলেন। ছিলেন দ্রাউ বাবুরাও। কেন সেই উপজাতি ক্ষুধার্ত মানুষকে খাদ্যের পরিবর্তে পুলিশের বুলেট

ছুঁড়া হল ? তাঁরা তো তখন দায়িত্বে ছিলেন। কি করেছিলেন ? যখন খালছড়া, গোবিন্দবাড়ি, হাওমনু ইত্যাদি এলাকায় খাদ্যাভাব, আন্ত্রিক ইত্যাদি চলছিল তখত তাঁরা সরকারে থেকে কি সাহায্য করেছিলেন ? আমরা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি তখন তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। এই আগরতলা শহরের বহু লোক এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংস্থাগুলি সহ ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি মানুষ তাদের বাঁচানোর জন্য এগিয়ে এসেছিল বলেই কিছু মানুষকে বাঁচানো গিয়েছিল। কিন্তু তখন আপনাদের ভূমিকা কি ছিল ? কাজেই আপনাদের মুখে উপজাতি দরদী কথাবার্তা মানায় না। রতিবাবু বলেছেন— "এই বাজেটে উপজাতিদের সম্পর্কে তেমন কিছুই নেই।" তিন মাসের মধ্যেই নাকি উপজাতিরা রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। কোথায় ছিলেন সেদিন— যখন ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনাহার থেকে মুক্ত পাওয়ার জন্য এবং কাজের খোঁজে রাজ্যের উপজাতিরা যখন আসামের কাছাড় জেলা এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে গিয়ে আশ্রয় নিত ? এটাতো বিগত সরকারের আমলেই হয়েছে। কি জবাব আছে আপনারদের কাছে ? মাননীয় সদস্য রতিবাবু কি জানেন না ? তিনি কি তখন রাজ্যের বাইরে ছিলেন ? শুনেন নি ? শ্যামাবাবু এবং জ্যোতিবাবুদের উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কাজেই উপজাতি দরদীর কথা রতিবাবুদের মুখে মানায় না। এই ত্রিপুরা রাজ্যে এ. ডি. সি. গঠন করার ক্ষেত্রে. উপজাতিদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার সময় আমাদের আন্দোলনকে তখন যারা প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিল সেই কংগ্রেসের সঙ্গে গত পাঁচটা বছর কংগ্রেসের লেজুর হয়ে সরকারে উনারাইতো তখন ছিলেন। তারপরও কি বলতে হয় কারা প্রকৃত উপজাতিদের হয়ে কাজ করতে চান। আজকে এখানে এ, ডি, টি, এফ, টি, এন, ভির কথা বলছেন। রতিবাবু আরোও বলেছেন যে স্কুলে নাকি মাষ্টার মশাইরা যেতে পারছেন না। চাঁদার জুলুম চলছে। বিজয় রাঙ্খল কি টি, ইউ. জে. এসের ছিলেন না ? কে বিজয় রাঙ্খল। সেই জিনিসগুলি কি রতিবাবু ভুলে গিয়েছেন ?

আমরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে এখানে যখন এসেছিলাম তখন এই উপজাতিরা আমাদের আশ্রয় দিয়েছিল। তাদের অবদান মনে আছে। কিন্তু রতিবাবুরাতো তখন আসাম বা অন্য কোন জায়গা থেকে আসেন নি। এখানেইতো ছিলেন। তারাতো এই রাজ্যেই ছিলেন।

বিজয় রাখল, লালথানওয়ালা প্রয়াত রাজীব গান্ধী কি করেছিলেন ? অবশ্য আজকে সেই নাটক ত্রিপুরার মানুষের কাছে পরিস্কার। রতিবাবু আরোও বলেছেন যে "এই বাজেটে উপজাতিদের কতদিনের মধ্যেই সারেণ্ডার করতে হবে তার কোন উল্লেখ নেই।"

সমীরবাবুর দৌলতে তারা বিগত ৫ বছরে যেভাবে সেক্রেটারিয়েটে নাটক করেছেন এবং সেই নাটক দেখে অভিজ্ঞতা হয়েছে। উনারা ভেবেছেন বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্য-মন্ত্রীও হয়ত নাটক তৈরী করবেন। সেই নাটকের মধ্য দিয়ে কি হয়েছিল? সেই নাটকের হাতিয়ারতো আজ এই ত্রিপুরা রাজ্যের আনাচে কানাচে আগরতলা শহরের বুকে ঐ অমিতবাবুদের হাতে বিভিন্ন জায়গা যারা ব্যবহার করেছেন ঐ স্টেনগান থেকে আরম্ভ করে সমস্ত উন্নতমানের হাতিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার হচ্ছে। যদি তা না হত তাহলে কিছু দিন আগে আমাদের কৈলাশহর বিভাগে সেখানে এ, টি, টি, এফের নামে মানুষ ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা তৈরী হয়েছিল। সেটা আমরা দেখেছিলাম ৪ জন বাঙ্গালী সেখানে আছেন ওরা কোন উপজাতির গর্বে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ? তারা কোথায় থেকে এই এ, টি, টি, এফ, হয়েছিলেন ? ওরা কারা ? ওদের আমরা দেখেছি সেই দিন ত্রিপুরা রাজ্যের আনাচে কানাচে বিভিন্ন জায়গায়। ঐ কংগ্রেসের নামে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আনার জন্য ওরাই হাতিয়ার নিয়ে সেই দিন সমাজদ্রোহীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। কে তাদের মদত দিয়েছিল ? প্রাক্তণ পঞ্চায়েত মন্ত্রী শ্রীবীরজিৎ সিনহা, প্রাক্তণ মন্ত্রী শ্রীসুনীল দাস ওঁরা তাদের সাহায্য করেন নি, আশ্রয় দেন নি ? যদি তাঁরা আশ্রয় না দিত তাহলে আমাদের জমায়েতে যাওয়ার লোক-দের উপর কি করে শ্রীবীরজিৎ সিনহার বাড়ী থেকে গুলি করতে পারল ? এটা ত্রিপুরার মানুষ জানেন। আমাদের কৈলাশহরের মানুষ দেখেছে। কাজেই আজকেই যেসব সমালোচনা করা হচ্ছে, এখানে বাজেটকে কেন্দ্র করে করা হচ্ছে।

আমরা অনুরোধ করন টি, ইউ, জে, এস, এবং কংগ্রেসের সদস্য যারা আছেন ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে. বিশেষ করে ত্রিপুরার গরীব মেহনতী মানুষ জাতি উপজাতির মানুষের স্বার্থে এই বাজেটকে সমর্থন করুন। ত্রিপুরা রাজ্যের ৫ বছরের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যারা আপনাদের তাদের প্রতিনিধি হিসাবে বিধানসভায় পাঠিয়েছেন আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের উন্নয়ন পরিকল্পনা করার জন্য, তাদের চিন্তাভাবনা করার জন্য তাদের দিকে তাকিয়ে অন্তত এই বাজেটকে

সমর্থন করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রী ভুদেব ভট্টাচার্য্য :- বাজেটকে সমর্থন করবেন এই জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আপনাদের যেভাবে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করেছেন, তার থেকে যাতে আপনাদের পরিত্রাণ হয় অন্তত ত্রিপুরার মানুষের পাশে আগামী দিনে দাঁড়াতে পারেন সেই চিন্তা করে সমর্থন করবেন। এই অনুরোধ করে আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী সহিজ্ঞ চৌধুরী (বক্সনগর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ৯ই জুলাই এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। সমর্থন করি এই জন্য যে, এই বাজেটের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন এই বাজেটের মধ্যে আছে। এই বাজেটের মধ্য দিয়ে আগামী বছরে এই রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে, জনগণের কল্যাণে এই রাজ্যের অগ্রগতির স্বার্থে কাজকর্ম করা সম্ভব।

এখানে এই বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী সদস্যরা যেসমস্ত বক্তব্য উপস্থিত করেছেন, তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এটা পরিষ্কার হয়ে যায়। এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না এই কারণে বোধ হয়। কারণ তাদের যে নীতি, তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গী, তাদের যে আদর্শ, সেই আদর্শের সাথে তাল রেখে এই বাজেট নিশ্চয় প্রণয়ন করা হয় নি। তাদের যে জনবিরোধী নীতি, যে নীতির ফলে গত বিধানসভার নির্বাচনে রাজ্যের মানুষ তাদেরকে প্রত্যাখান করেছেন। এটা এর প্রতিফলন এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি এই গত ৫ বছরে জোট সরকার কার্য্যকলাপ, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন শহরগুলির মোড়ে, একটা জিনিষ লক্ষ্য করা যাচ্ছে বড় বড় সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। আপনারা কি জানেন ১৯৯৩ সালের মধ্যে আগরতলা পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারিত হচ্ছে, আপনারা কি জানেন গ্যাস ভিত্তিক সার কারখানা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে হচ্ছে, আপনারা কি জানেন মিথানল কারখানা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে হচ্ছে ? এই যে হচ্ছে

এইগুলির মধ্যে গত ৫ বছরে জোট সরকারের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ ছিল।

আসলে বাস্তবে এই রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে, এই রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের স্বার্থে কোন রকম বাস্তব সম্মত দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে কোন রকম উন্নয়ন-মূলক কাজকর্ম এরা তৈরী করতে পারেননি এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। এরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলছে, এখানে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা বলতে গিয়ে সংখ্যালঘুদের কথা বলেছেন, এটা মাননীয় সদস্যের অন্তত জানা উচিত যে গত ১০ বৎসরে বামফ্রন্ট সরকার থাকার সময় এই রাজ্যের সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের স্বার্থে অনেকগুলি কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে, যার ফলে আজকে সংখ্যালঘুরা একটু অগ্রসর হয়েছে, দীর্ঘ স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের রাজত্বে ওয়াকফ বোর্ড নামে একটি সংস্থা ছিল, এই বোর্ডের কাজকর্ম তো দূরের কথা, এই বোর্ডের নাম পর্যন্ত ত্রিপুরার জনসাধারণ জানতেন না। সেই বোর্ডটা ছিল শুধু কাগজে কলমে। বামফ্রন্ট সরকার গত ১০ বৎসরে এই ওয়াকফ বোর্ড পুনর্গঠন করেছে। সংখ্যালঘুদের স্ট্যাইপেণ্ড থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। আগরতলাতে নজরুল ছাত্রাবাস নামে একটি ছাত্রাবাস তৈরী করেছেন। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে "এই বাজেটে মক্তব, মাদ্রাসা সম্বন্ধে কি বলার নেই"। অদ্ভুত কাণ্ড গত ১০ বৎসরে বামফ্রন্ট সরকার ৩৩টা মাদ্রাসা চালু করেছে। আমি যদি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি গত ৫ বৎসরে আপনারা কয়টা মক্তব, মাদ্রাসায় গ্রান্ট দিয়েছেন? কয়টা মক্তব মাদ্রাসা চালু করেছেন? এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন না। সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের জন্য বামফ্রন্ট সরকারই চিন্তা করেছে। সুতরাং ওদের মুখে এই কথা মানায় না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা এখানে বলা হয়েছে, গত ৬ই ডিসেম্বর যে ভাবে বাবরি মসজিদকে ভেঙ্গে দেওয়া হল একটা সরকার ভারতবর্ষের মসনদে বসে আছে যে সরকার বিশ্বের সবচেয়ে বেশী সেনাবাহিনীর মালিক, সেই সরকার গদিতে থেকেও একটা মসজিদ রক্ষা করতে পারলেন না এরা আবার সম্প্রীতির কথা বলছে কোন মুখে, এই মসজিদকে কেন্দ্র করে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আগুন জ্বলছে, একটা সরকার একটা মসজিদ আক্রান্ত হলে পরে রক্ষা করতে পারলেন না, এরফলে কি হল, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে দাঙ্গা হল, মারামারি হল, হানাহানি হল, এতে প্রচুর লোক মারা গেল, শুধু ভারতের মধ্যে নয় সারা বিশ্বের মধ্যেও তা ছড়িয়ে পড়ল।

আজকে কোন নীতির ফলে, কোন আদর্শের ফলে, কোন দৃষ্টি ভঙ্গীর ফলে এই সব ঘটনা হল, আজকে যে সমস্ত কথা উনারা বলছেন উনাদের একটু লজ্জা হয় না। তাদের এই নীতির ফলে শুধু ভারতে নয় সারা বিশ্বের মধ্যে আগুন জ্বলছে। কি অপরাধ ছিল বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের, আজকে তাদের এই নীতির ফলেই তো তারা আক্রান্ত হয়েছে। কাজেই এই অবস্থার মধ্য দিয়ে এদের মুখ দিয়ে এই সমস্ত কথা মানায় না। এই নীতির ধারক বাহক গত ৫ বৎসর এই ত্রিপুরা রাজ্যে রাজত্ব করেছে, ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে তারা সর্ব বিষয়ে সর্বক্ষেত্রেই দুর্নীতি আর জঙ্গলের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : — মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে আসছে।

শ্রীসহিদ চৌধুরী : — এক মিনিট স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ গত ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিপুল হারে ভোট দিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। (বিরোধী পক্ষ — রিগিং করে) —আমরা যদি রিগিং করতাম, তাহলে আপনারা যে কয়েকজন এসেছেন, তাও আসতে পারতেন না। কাজেই কারা রিগিং করেছে না করেছে, তা ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষ জানে। তাই, এই হাউসে ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের স্বার্থে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে, ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য, তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং সেই সঙ্গে বিরোধী পক্ষে যারা আছেন, তাদেরকেও ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে এই বাজেটকে সমর্থণ জানাতে, আমি আহ্বান জানাচ্ছি।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) : — মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা বাজেট বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে অন্তসারশূন্য কথাবার্তা বলেছেন। তারা যে বক্তব্য রেখেছেন, তা স্ববিরোধী। আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই যে তারা স্বীকার করেছেন যে এই বাজেট জনবিরোধী নয়। আবার এই কণ্ঠে তাদের মধ্যে একজন বলেছেন যে এই বাজেট জনসহায়কও নয়। তারা বলেছেন যে এই বাজেট শুধু কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যের প্রাক্তণ জোট সরকারকে সমালোচনা করা হয়েছে, এটা নাকি সুপার ক্ল্যাবিকেল বাজেট।

এসব সুপার ইকুনমিকস্ পণ্ডিতদের মন্তব্যের খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়, কেন না, সারা বাজেট না পড়েই মন্তব্য করেছেন। আসলে দীর্ঘদিনের বে-হিসাব আর অর্থনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতার ফলে জনস্বার্থের প্রকৃত হিসাবটাই তারা বেমালুম ভুলে গেলেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটের ৪৮ শতাংশ টাকা অর্থাৎ ৪০৩ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা সরাসরি উন্নয়ণ ও জনকল্যাণের বিভিন্ন পরিকল্পনায় ব্যয়ের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। স্যার, সমাজ কল্যাণমূলক খাতে আমরা যে প্রস্তাব রেখেছি, তা বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদের একটু কান খোলা রেখে শুনতে অনুরোধ করছি।

১) শিক্ষা খাতে ১৩৯ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা।

২) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে ৩৩ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা।

৩) তফসিলী জাতি, তপসিলী উপজাতি ও ও, বি, সির কল্যাণ খাতে ৬৬ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা।

৪) কৃষি, পশুপালন, মৎস্য চাষ, বন ও সমবায় খাতে ১০০ কোটি ৭৫লক্ষ টাকা।

৫) গ্রাম উন্নয়ণ খাতে ৩৯ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা।

এর পরেও যদি কেউ বলেন যে এই বাজেটে জনকল্যাণের কথা উল্লেখ নেই, তবে তারা কোন স্বর্গে বাস করেন, কে জানে ?

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তারা অভিযোগ করেছেন এই বাজেটে কর্ম সংস্থানের কোন ব্যবস্থা রাখা হয় নি এবং তাদের আমলে যে ৬/৭ হাজার লোকের চাকুরী দেওয়া হয়েছিল, তা বাতিল করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রথম অভিযোগটি অসত্য। কারণ রাষ্ট্রপতি শাসনের আমলে জোট সরকার অবৈধভাবে যে সমস্ত চাকুরী দিয়েছিল সেগুলির অধিকাংশ বাতিল করা হয়েছে। কোন নিয়োগ নীতি এই ক্ষেত্রে মানা হয়নি। কাজেই এটা'কে বেকার সমস্যা সমাধানের পথ বলা যায় না। নিজেদের আত্মীয়-স্বজন এবং কিছু প্যায়ারের লোককে চাকুরী দিয়েছেন। ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ বেকারদের বঞ্চিত করে রাষ্ট্রপতি শাসনের আমলে। উৎপাদন ভিত্তিক নিয়োগ নীতির উদ্দেশ্যে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ১৮ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। আই আর, ডি, পি, প্রকল্পে কিছু স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির জন্য ৩০৫ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা কর্মসংস্থানের জন্য রাখা হয়েছে। তাদের কি এটা চোখে পড়ে নি ? ১৯৭৮ স্বনির্ভরশীল প্রকল্প ৩১ লক্ষ ৪৬ হাজার এবং জওহর যোজনার জন্য ১৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে কাজেই গ্রামের মানুষের এই যে

প্রকল্প এটা তাদের চোখে পড়ে নি। বিরোধী দল থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে কৃষি শ্রমিকদের স্বার্থে ন্যূনতম মজুরীর কথা বলা হয় নি। এটা খতিয়ে দেখা হবে। বিরোধী দলের সদস্যরা কর্মচারীদের ডি. এ. সম্পর্কে বলেছেন। এই ব্যাপারে আর্থিক সঙ্গতি বিবেচনা করে দেখা হবে যাতে কেউ তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত না হয়। মহার্ঘ ভাতার সবটা না দিতে পারলেও একটা অংশ আমরা দিতে চেষ্টা করব। আশা করছি শীঘ্রই এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানাতে পারবো। ওরা আইন শৃঙ্খলার অবনতির কথা বলেছেন। তাদের মুখে এটা হাস্যসকর। যাদের রাজত্বের আইন শাসন বলে কিছু ছিল না, জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম হয়েছিল তাদের মুখে এটা শোভা পায় না। এটা ভূতের মুখে রাম নামের মত। আমরা আইন শৃঙ্খলার যথেষ্ট যত্ন নিচ্ছি। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করব।

যারা আইন ভঙ্গ করবে তাদের ক্ষমা করা হবে না। আমরা এটা দেখেছি, আপনাদের এটা জানা থাকা উচিত, পাঁচ বৎসরের রাজত্বে যে ক্রিমিন্যাল আপনারা তৈরী করেছেন তা থেকে রাতারাতি সুফল পাওয়া যাবে না। তবে সরকার তা দমন করবেই। আশা করি, ত্রিপুরার মানুষের সহযোগিতা পাব। যেসব যুবক সন্ত্রাসের পথে গিয়েছিল তাদের কাছে আমরা আহ্বান করেছি। আশা করি, আমাদের আহ্বানে তারা সাড়া দেবেন। তবে মনে করা উচিত নয়, এটা আমাদের দুর্ব্বলতা। আমরা তাদের চিন্তা করার সময় দিয়েছি। তারা সেই সময়ে সাড়া না দিলে সরকার যথেষ্ট শক্তি রাখে তাদের দমন করার ব্যাপারে। এটা আমাদের দুর্ব্বলতা নয়। এখানে আর একটি কথা উঠেছে। কথাটি হচ্ছে, আমাদের দেশ খুবই গরীব। জনগণকে আমরা বিদেশের হাতে ফেলে দিতে পারি না। মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর বর্মন মহোদয় বলেছেন, তাঁদের উদার নীতির ফলেই দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হয়েছে। সময়ে দেখা যাবে। এটা কোন অর্থনীতিবিদই স্বীকার করেননি, ভারতের অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। আমরা চাই না, ভারত চিরদিন বিদেশের হাতে বন্দী হয়ে থাকুক। আমরা এটার বরাবরই বিরোধিতা করেছি। আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বাতিল হতে দিতে পারি না ৯ম অর্থ কমিশনের সুপারিশ এই কারণেই আমাদের আপত্তি। ৯ম অর্থ কমিশন অর্থ বন্টনের যে ব্যবস্থা নিয়েছেন সেটা আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে মেলে না। আমরা দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কাঠামো বজায় রাখতে বদ্ধ পরিকর। কেন্দ্রের যে নীতি রাজ্যগুলিকে অর্থনৈতিক ভাবে দুর্ব্বল

করে আমরা তার তীব্র বিরোধিতা করবোই এই কারণেই ৯ম অর্থ কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে আমাদের তীব্র আপত্তি। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আয়ের উৎসকে অকারণে বড় করে দেখেছেন, আবার ব্যয়ের দিকটি ছোট করে দেখেছেন। প্রাকৃতিক গ্যাসের রয়েলিটি বাবদ নবম অর্থ কমিশন আমাদের আয় ধরেছেন, ৫৬ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। কিন্তু আমাদের প্রত্যাশান ছিল মাত্র ২২ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা কোন অবস্থাতেই প্রকৃত আয় ৩ কোটি টাকার বেশী হবে না।

অতএব এখানে ৫৩ কোটি টাকার ঘাটতি রয়ে গেল। বন সম্পদের ক্ষেত্রেও ৭ কোটি টাকা ঘাটতি থেকে যাবে। তাই আমরা ৫০ কোটি টাকার বিশেষ অনুদান পেয়েছি। ৯ম অর্থ কমিশন অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে গ্রোথ রেট ধরেছেন ৪ শতাংশ। কিন্তু রঙ্গরাজন কমিটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিশেষ পর্যায়ভুক্ত রাজ্যের গ্রোথ রেট ধরেছেন ১৭৭ পারসেন্ট। (১৯৮৪-৮৫ থেকে ৭ বছরের জন্য)। এই ভিত্তিতে ৯ম অর্থ কমিশনের সুপারিশে আমরা সঙ্গত কারণেই বিরোধিতা করেছি। প্রাক্তণ মুখ্যমন্ত্রী সমীরবাবুও বিষয়টি জানেন। তা সত্ত্বেও তিনি বাজেটের উপর সমালোচনা করে বক্তব্য রেখেছেন। বর্তমান সাংসদ এবং প্রাক্তণ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীর মজুমদারের বাজেট বক্তৃতাতেও ১৯৯০ সালে রাজ্যের তরফে একই অভিযোগ করা হয়েছিল রঙ্গরাজন কমিটির সুপারিশের ব্যাপারে আমরা আপত্তি করেছি কেন না, পরিকল্পনা খাত থেকে ২০ পারসেন্ট টাকা সরিয়ে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে খরচ করার অনুমতি থাকলেই সমস্যার সমাধান হয় না

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অভার ড্রাফট পলিসি সম্পর্কে আমাদের অভিযোগের বাস্তব-বহির্ভূত যান্ত্রিক প্রয়োগের বিরুদ্ধে। আমরা সেইমতে অনড় থাকব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ১৯৯২-৯৩ইং সালের বাজেট ঘাটতি ৮২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা থেকে ১৪ কোটি ৯২ লক্ষ টাকায় নামিয়ে আসার জন্য বিরোধী পক্ষ জোট সরকারের কৃতিত্বদাবী করেছেন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, হাটে হাড়ি ভাঙ্গার অভিপ্রায় আমার ছিল না। পরিকল্পনা খাতে টাকা মঞ্জুর না করে ৬০ কোটি টাকা পি, এল, একাউন্টে ভুলে রাখা হয়েছিল কিন্তু এ বছর যেটা আমাদের ছাড়তে হবে, দায় বর্তাবে আমাদের ঘাড়ে। অতএব তারা ন্যায় সঙ্গত ভাবেই ক্রেডিট নিতে পারেন। স্যার, রিজার্ভ ব্যাংকের রিপোর্ট ভুলে তারা বলেছেন পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার ২৪২ কোটি টাকা ল্যাইবিলিটি রেখে গেছেন। কিন্তু চতুরতার সাথে একথা গোপন রেখে

গেছেন যে ক্ষমতার মসনদ থেকে তারা যাওয়ার সময় সেই লাইবিলিটি পরিমাণ ছিল ৩৭০ কোটি টাকা। এটা ৩১. ৩, ৯৩ ইং এর হিসাব। এ ছাড়া কমিটেড লাইবিলিটি তো রয়েছে কোটি কোটি টাকা। সুতরাং এগুলি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের বিচার করে দেখা উচিত কি পরিস্থিতিতে আমরা এই বাজেট রচনা করেছি। নূতন ত্রিপুরা গঠন আমাদের পরিকল্পনা যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা এই বাজেট প্রনয়ন করেছি। স্যার, আমরা নাকি শিল্প সম্প্রসারণের কথা বলিনি। মাননীয় সদস্য মহোদয়কে বাজেট বক্তৃতা আবার পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। আমরা ক্ষুদ্র, মাঝারী ও গ্যাসভিত্তিক শিল্প সম্প্রসারণের কথা অবশ্যই বলেছি, বাজেট ঘাটতি পুরণের ব্যাপারে আমরা স্পষ্টতই বলছি ব্যয় সংকোচন ও কৃচ্ছসাধনের মধ্য দিয়ে আমরা ঘাটতি কমিয়ে আনতে চাই। গরীব মানুষের উপর ট্যাক্স্ বসিয়ে আমরা ঘাটতি করতে চাই না। ত্রিপুরার গরীব মানুষের নূতন করে ট্যাকসের বোঝা টানার ক্ষমতা নেই। তাই আমরা নূতন করে তাদের উপর করের বোঝা চাপিয়ে দিতে চাই না তপসিলী জাতি, উপজাতি ও ও, বি, সির ক্ষেত্রে আমরা কি পদক্ষেপ নিয়েছি তা সবিস্তারে উল্লেখ করেছি। আমরা আইনসঙ্গত ও, বি, সি ও মহিলা কমিশন গঠন করতে চাই। এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। কাদের নিয়ে আমরা কমিশন গঠন করব এই ব্যাপারে হাউসে ঘোষণা দেব। যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা আন্তরিকভাবে অগ্রহী। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য আমরা চাই। এবং তাদের সাথে আমরা যোগাযোগ রক্ষা করছি। এই ব্যাপারে আমাদের আন্তরিকতার চেষ্টার অভাব নেই। স্যার, দশম অর্থ কমিশন ১৯৭১ কে জনসংখ্যার ভিত্তি বর্ষ ধরে হিসেব নিকেশ করতে চান। আমরা এর বিরোধিতা করায় তারা বলছেন ১৯৯১ সাল ভিত্তি বর্ষ ধরা হলে অনুপ্রবেশকারীদের উৎসাহ দেওয়া হবে। বিগত পাঁচ বৎসর সমীর ব বুবা অনুপ্রবেশকারীদেরকে কোন বাধা দেন নি। বরং উৎসাহ দিয়েছেন। তারা যাতে রেশন কার্ড পায়, নাগরিক কার্ড পায়, পঞ্চায়েত রেজিষ্টারে নাম তুলতে পারে সেই দিকেই উনাদের নজর ছিল। এমন কি ভোটার লিষ্টেও যাতে নাম তুলতে পারে সেই দিকেই উনারা সচেষ্ট ছিলেন। এই ধরণের বেআইনী ভাবে ভোটার লিষ্টে নাম তোলার জন্য কিছু লোক প্রতিবাদ করার জন্য সেই কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তারা এক কি,মি, র বেশী অগ্রসর হতে পারে নি তাদের গুণ্ডা বাহিনী

তাদেরকে বাধা দিয়েছিল। আজকে তারা বলছেন তারাই সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর দরদী।

এই হিসাব বাদ দিয়ে যদি আমাদের এখানে চাল আসে ডাল আসে এবং টাকা আসে তাহলে কি করে খাওয়াব? কাজেই ১৯৯১ সালের যে সেনসাস রিপোর্ট আছে সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে আমাদের টাকা দেওয়া উচিত কাজেই কোন ত্রিপুরা প্রেমী এই কথা বলতে পারেন না এটা অন্তত: বিশ্বাস করি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের প্রতি যাদের দরদ আছে তাদের মুখে এই সব কথা মানায়। এবং যাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের প্রতি দরদ নেই তাদের মুখে এই সব কথা মানায় না। যেমন ধরুন একটা কথা এখানে বলা হয়েছে যে বাজেট কনটেনট্ নাথিং ফরদি পিউপিল। এটা আমি আগেই বলেছি এই ষ্ট্যাটমেন্ট সম্পূর্ণ ভুল বাজেটে বিভিন্ন টাকা বিভিন্ন প্রতিশ্রুতিনে রাখা হয়েছে যার মধ্যে প্রতিফলিত কাজের জন্য প্রচুর টাকার প্রভিশ্যান রাখা হয়েছে এবং আমরা ত্রিপুরার মানুষের অনেক উপকার করতে পারব। ডাইরেক্টলি ত্রিপুরা মানুষের জন্য বিভিন্ন ওয়েলফেয়ার এবং সরাসরি উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য প্রচুর টাকার প্রভিশ্যান রাখা হয়েছে এখানে একটা কথা বলি যে, মাননীয় বিরোধী সদস্যরা অনেকেই বলছেন যে হাজার হাজার কর্মচারী তারা বাড়ীতে থাকতে পারছেন না। আমি সব সময় বলছি এই সন্ত্রাস যদি থাকে তাহলে আমাদের দৃষ্টিতে আনুন. আমরা সেখানে তদন্তের ব্যবস্থা করব। আর পুলিশ অন্যায় ভাবে কারোর উপর হাত তুলতে না পারে সেদিকে সরকার যথেষ্ট সচেতন। তারা শুধু এই কথাগুলিই বলেন কিন্তু আসল তালিকার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নাই। কারণ কিছু দিন আগে উপজাতি যুব সমিতি এবং কংগ্রেস (আই) এ্যাকশান কমিটি গঠন করেছেন। এ্যাকশান কমিটির সদস্যরা তার মধ্যে শ্রীসুধীর মজুমদার আছেন যিনি প্রাক্তণ মুখ্যমন্ত্রী, বর্ত্তমানে সাংসদ, তার মধ্যে প্রাক্তণ কৃষি মন্ত্রী শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াও আছেন প্রাক্তণ শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মাও আছেন এবং অন্যান্য মেম্বাররা আছেন। তাঁরা কি একটা স্মারকলিপি দাখিল করেছেন যে আমাদের এই লোকগুলি সাংঘাতিক ভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে তার জন্য ব্যবস্থা করুন। কিন্তু মেমোরেণ্ডাম পড়ে দেখলাম মেমোরেণ্ডামে কিছুই নেই। তখন আমি সুধীরবাবুর দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ আকর্ষণ করি আপনি যে বললেন লিষ্টে এনক্লোজড্ আছে-কিন্তু লিষ্টে তো নেই তখন সুধীরবাবু বললেন 'নাই নাকি''. পরে দেব এই রকম আগেও তাঁরা দিয়েছে। সমীরবাবু বলেছেন পরে দেবেন কিন্তু

দেয় নি, কিন্তু দেবেন কিনা এই ব্যাপারে সন্দেহ আছে। কারণ তার কোন লিষ্ট নেই, যদি থাকে তবে দেবেন। প্রত্যেকটির ইস্যুতেই আমি তদন্ত করব। প্রাক্তণ মন্ত্রী শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া আমার কাছে গিয়েছিলেন সমস্ত এলাকার চিকিৎসার কথা, অমুকের কথা, তমুকের কথা সমস্তই একসেট করে বিভিন্ন দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছেন জবাব আমি চাই কেন এখানে জলের অভাব হলো, কি ব্যাপার, আপনারা কি ব্যবস্থা করেছেন। প্রত্যেকটি জিনিষের জন্য আমার সরকার নজর দেবেন। কোন জিনিষ আনসার থাকবে না। চাকুরীর জন্য কেউ দরখাস্ত করলে এটার আনসার দেওয়া যাবে না। কারণ চাকুরী তো নিয়ম অনুযায়ী দেওয়া হবে। কিন্তু কোন অভিযোগ যদি আমাদের কাছে আসে আমরা প্রত্তিটি অভিযোগের তদন্ত করার ব্যবস্থা নিতে চাই। কাজেই এটাই আমার বক্তব্য। আর এখানে বলেছেন সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য কিছু নেই। সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট বক্তব্য আছে। এই ওয়াকফ্ বোর্ড বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই হয়েছিল, এই ওয়াকফ্ বোর্ড আমরাই নূতন করেছি এবং এই হজ কমিটি আমরাই করেছি। নূতন করে সংখ্যালঘু মুসলীমদের উপর যাতে কোন অবিচারে না হয়, তারা যাতে নিরাপদে ত্রিপুরা রাজ্যে বাস করতে পারে এই নিরাপত্তার গ্যারান্টি আমরা তাদের দিচ্ছি। মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন যে এই বাজেটের মধ্যে শিল্প আগে যা আছে সেটাই কনটিনিউশান হয়েছে, সেটা বাঁচিয়ে রাখার কথা ঘোষণা করা হয়েছে এটা কি কম কথা যেটা ত্রিপুরার সৃষ্টি হয়েছে, কে সৃষ্টি করেছে সেই বিতর্কে আমি যাব না। কিন্তু সৃষ্টি জিনিষকে বাঁচিয়ে রাখাই তো সবচেয়ে বড় কথা তারপর এটা বাঁচিয়ে রেখে আর একটা পরিকল্পনা আমাদের এখানে আমরা পুরানকে মরতে দেব না বরং এটাকে শক্তিশালী করব এবং বাঁচিয়ে রাখব এবং নূতন করে যা করা সম্ভব তাই করব।

এটাও তাদের ভুল ধারণা। এই সমস্ত ফলস্প্রেভিট নেওয়ার তাদের কোন মানে হয় না মাননীয় সদস্য মোহনপুরের বলেছেন রুখিয়া নাকি তারা করেছিলেন। এটা ভুল, এটা তিনি জানেন না। মিথানল প্ল্যান দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে তৈরী হয়ে তখন ইনস্টল হয়। এটা জোট সরকারের আমলে হয়নি। এটা তাদের সৃষ্ট না। তবে তারা এটা জানেন, তারাও বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। এটা হল আলাদা কথা, কিন্তু তাদের সৃষ্ট না। বড়মুড়া প্রকল্প জোট সরকারের সৃষ্ট

না, এটা বামফ্রন্ট সরকার সৃষ্টি করেছে! জ্যারামেক জোট সরকার সৃষ্টি করেনি, বামফ্রন্ট সরকার করে গেছে। বরং জোট সরকারের আমলে জুট মিল এবং জ্যারামেক বেসরকারী হাতে তুলে দেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সৌভাগ্য আমরা ক্ষমতায় এসেছি, ফলাফল যদি অন্যরকম হত তাহলে আমরা এতক্ষনে দেখতাম জুটমিল ব্যক্তিগত মালিকানার হাতে চলে যেত। যাতে এটা রাখা যায় তার চেষ্টা আমরা করছি। কিন্তু যে অবস্থা করে গেছেন কোরামিন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা কষ্টকর হবে। বাঁচানোর চেষ্টা আমরা করবো। ন্যারামেক আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যে কিছু কাজকর্ম শুরু হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু টাকা দিয়েছে আমাদের অনেক তালবাহানার পর আমরা কিছু টাকা পেয়েছি আর একটা ঘটনা এটা সমীরবাবুরও মনে আছে বাবার সীটের জন্য তাকমাছড়াতে একটা ফ্যাক্টরী ফাউণ্ডেশান স্টোন লেইড ডাউন করা হয়েছিল। তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নৃপেনবাবু লেইড ডাউন করেছিলেন, আমিও উপস্থিত ছিলাম এটা ৫ বৎসরে কমিশন করতে পারেনি। আমরা এটা শীঘ্রই কমিশন করব। কাজেই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চিন্তা করবেন। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বিভ্রান্তি করবেন না। মানুষ যাতে বিভ্রান্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। সরকারের যদি কোন ত্রুটি নিশ্চয়ই ধরিয়ে দেবেন। আজকে ২দিন ধরে বাজেট নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিরোধী দলের পক্ষেই হোক, আমার সরকার পক্ষেরই হোক এই আলোচনগুলি আমি ওয়েলকাম করছি। এই কারণে তাদের বক্তব্য শুনে কিছু বাস্তব ঘটনা বলার সুযোগ আমিও পেয়েছি। এই প্রশ্নগুলি না উঠলে এর জবাব দেওয়া হত না, আমার বলার সুযোগও হত না বা আমার দৃষ্টিতেও আসতনা। সমীরবাবু যেসব প্রশ্ন তুলেছেন আমি সবগুলির উত্তর দিয়েছি। কাজেই আমি আশা করি এই বাজেট আপনারা ঐ দৃষ্টিতে পড়বেন এবং সামগ্রিকভাবে এই বাজেট ত্রিপুরার জনগণের কল্যাণের জন্য করা হয়েছে। এটা যাতে কোনরকম বিভ্রান্তির সৃষ্টি না করা হয় নতুন ত্রিপুরা গঠনের সহায়ক হিসাবে এই বাজেট কাজ করবে। এই কথা বলে আমার বক্তব্য এখানেই সমাপ্ত করলাম। সবাইকে ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এই সভা আগামী ১৫ই জুলাই, ১৯৯৩ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

QUESTIONS & ANSWERS

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 38 asked by Shri Amal Mallik M. L. A.

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

১। বর্তমানে ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলিতে জিনিস কি কি সরবরাহ করা হয় ;

২। ইহা কি সত্য গ্রামে ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে মাসে মাত্র দুই সপ্তাহের জিনিস দেওয়া হয় ; এবং

৩। যদি সত্য হয় তবে তার কারণ কি ?

ANSWERS

১। বর্তমানে ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফতে— চাউল, আটা, চিনি, লবন এবং কেরোসিন তেল সরবরাহ করা হয়।

২। সত্য নহে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Assembly Question No. 67

Name of the Member : Shri Tapan Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state :—

—: প্রশ্ন :—

১। ১৯৮৮-৯৩ ইং আর্থিক বছর সমূহে রাজ্য সরকারের দপ্তর সমূহে কতজন শিক্ষিত বেকারকে ইন্টারভিয়্যুর মাধ্যমে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছে।

২। উপরোক্ত সময়ে পত্রিকায় চাকুরীর নিয়মিত বিজ্ঞাপন দেয়া হত কিনা?

তথ্য সংগ্রহাধীন।

Name of M. L. A. Shri Mati Lal Saha.

Admitted Question No.72

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে বর্তমানে হেলথ সাব সেন্টার এর সংখ্যা কত?

২। ১৯৮৮ ইং মার্চ থেকে ১৯৯৩ইং মার্চ পর্যন্ত কত সংখ্যক হেলথ সাব সেন্টার হয়েছে, এবং

৩। চড়িলামে পি, এইচ, সি, টিকে পাকা করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Depart-

ment (Name of the Minister) : Shri Keshab Majumder.

১। রাজ্যে বর্তমানে একক উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা ৪৭০টি। এছাড়াও ১০টি গ্রামীন হাসপাতাল এবং ৫২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ১টি করে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ইউ-নিট ধরা হয়। সে হিসাবে মোট উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা ৫৩৫টি।

২। উক্ত সময়ে রাজ্যে মোট ১৬৩টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র (সাব সেন্টার) খোলা হয়েছে।

তারমধ্যে — ১৯৮৮-৮৯ সনে ৪২টি
১৯৮৯-৯০ সনে ৯৩টি
১৯৯০-৯১ সনে ২৩টি
১৯৯১-৯২ সনে ১টি
১৯৯২-৯৩ সনে ৪টি
মোট ১৬৩টি

৩। চড়িলামে কোন পি, এইচ, সি, নাই। একটি ডিসপেনসারী আছে। যাহা সাব সেন্টার হিসাবে গন্য করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানটির প্রয়োজনীয় সংস্কারের ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

Admitted Starred Question No. 86 asked by Shri Matilal Saha. M.L.A.

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যে খাদ্য গুদাম জাত করার জন্য পর্য্যাপ্ত সংখ্যক গুদাম নেই, এবং

২। না থাকিলে বর্তমান ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বৎসরে নতুন খাদ্য গুদাম করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

ANSWERS

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

ANNEXURE– "B"

Admitted Un-Starred Assembly Question No. 1.
Name of the member : Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state :–

—: প্রশ্ন :—

১। রাজ্যে বর্তমানে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত ? বিভিন্ন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ভিত্তিক তার সংখ্যা কত ও তার আলাদা আলাদা হিসাব।

Minister-in-charge of the Manpower & Employment Department:

—: উত্তর :—

১। রাজ্যে বর্তমানে শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা ১,৬২,৩০৭ জন ও তার মধ্যে পুরুষ ১,০২,০৮২ জন ও মহিলা ৬০,২২৫ জন। বিভিন্ন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

	Name of Exchange	Male	Female	Total
১।	Sub-Regional Employment Exchange, Agartala	71,972	45,577	1,17,549
২।	Special Employment Exchange for P. H.	1,022	447	1,469
৩।	Dist. Employment Exchange Kailashar.	6,844	4,435	11,279

৪।	Town Employment Exchange Dharmanagar,	5,716	3,593	9,309
৫।	Dist. Employment Exchange Udaipur.	16,528	6,173	22,701
	Total :–	1,02,082	60,225	1,62,307

Admitted Un-Starred Question No 5

Name of the Members :— Shri Makhan Lal Chakraborty. Shri Subal Rudra, MLA & Hasmai Reang .

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower and Employment be pleased to state :—

—: প্রশ্ন :—

১। ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ থেকে মার্চ, ১৯৯৩ পর্যন্ত সময়ে রাজ্য সরকারের অধীনে নিয়মিত, ডি, আর, ডব্লিউ, ফিক্সড, পে এবং কন্টিজেন্ট হিসাবে কর্মে নিযুক্ত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা কত (শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব) ?

—: উত্তর :—

তথ্য সংগ্রহাধীন ।

Admitted Question No 8 (UNSTARRED)

Name of Members :— 1. Shri Amal Mallik
2. ,, Makhan Lal Chakraborty.
3. ,, Matilal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state.

১). বর্তমানে রাজ্যে সরকারী ও আধা সরকারী পরিচালনাধীন কয়টা চা-বাগান আছে ? এবং

২) ঐ সকল বাগানে কত জন শ্রমিক আছে বাগান ওয়ারী তার হিসাব ?

ANSWER

১) সরকারী মালিকানাধীন কোন চা-বাগান নাই ।

বর্তমানে রাজ্যে আধা সরকারী সংস্থা (ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম) কর্তৃক পরিচালিত চা বাগানের সংখ্যা --৭টি। তন্মধ্যে নিগমের নিজস্ব মালিকানাধীন বাগানের সংখ্যা — ২টি এবং অধিগ্রহণের পর ৫টি বাগানের পরিচালনার দায়িত্ব নিগমের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। উল্লেখ থাকে যে, ত্রিপুরা সরকার, ত্রিপুরা চা উন্নয়ণ নিগম কর্তৃক পরিচালিত বাগানগুলির একশত ভাগ অংশীদার।

উক্ত ৭ (সাত)টি চা বাগানের শ্রমিক সংখ্যা নিম্নরূপ :—

	বাগানের নাম	স্থায়ী শ্রমিক	অস্থায়ী শ্রমিক	
১)	কমলাসাগর চা-বাগান	১৫২ জন	১১৭ জন	নিগমের নিজস্ব বাগান
২)	মাছমারা চা-বাগান	১৪০,,	৪২,,	
৩)	তুফানীয়ালুঙ্গা চা-বাগান	১০৬,,	৭০ জন	অধিগৃহিত চা বাগান
৪)	লক্ষীলুঙ্গা চা-বাগান	১০৫,,	৮৭,,	
৫)	মোহনপুর চা-বাগান	১০৫,,	৭৫,,	
৬)	কালাছড়া চা-বাগান	৪৮,,	৮৬,,	
৭)	ব্রহ্মকুণ্ড চা-বাগান	১৪০,,	৪২,,	

এছাড়া রাজ্যে শ্রমিক সমবায় সমিতি পরিচালিত আরও ১০ (দশ)টি চা-বাগান আছে। উৎপাদন মুখী কাজের সহায়তার জন্য শিল্প বিভাগ হইতে প্রতি বৎসরই কিছু কিছু অনুদান (Financial assistance) দেওয়া হইয়া থাকে। উক্ত ১০টি চা-বাগানের নাম ও শ্রমিক সংখ্যা নিম্নরূপ : —

	বাগানের নাম	শ্রমিক সংখ্যা
১)	দুর্গাবাড়ী টি এষ্টেট কো: অ: সোসাইটী, পশ্চিম ত্রিপুরা।	২০০ জন
২)	কল্যাণপুর প্রোগ্রেসিভ টি ওয়াকার্স কো: অ: সোসাইটী লি:, খোয়াই, পশ্চিম ত্রিপুরা	২০৬ ,,
৩)	খোয়াই চা বাগান শ্রমিক সমবায় সমিতি লি: পশ্চিম ত্রিপুরা	২১২ ,,

৪)	দারাংটিলা চা শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ, কমলপুর, উত্তর ত্রিপুরা	২৮২ ,,
৫)	ময়ুটুকু চা শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ কমলপুর, উত্তর ত্রিপুরা	৫৮ ,,
৬)	আইচাক চা-শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ, কমলপুর, উত্তর ত্রিপুরা	২৬ জন।
৭)	দীপাগড় চা-বাগান শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ, সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা।	৫৫ ,,
৮)	লুধুয়া চা-শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা	১৭০ ,,
৯)	ডিমাতলী টি প্ল্যানটেশন কোঃ অঃ সোসাইটি লিঃ বিলোনীয়, দক্ষিণ ত্রিপুরা	৪৫ ,,
১০)	ভাচাই কোঃ অঃ টি এষ্টেট, কৈলাসহর, উত্তর ত্রিপুরা।	৭০ ,,

Admitted Un-Starred Question No. 14

Name of the member : Shri Tapan Chakraborty,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state:—

—: প্রশ্ন :—

১) অর্থ দপ্তরের অনুমোদন ব্যাতিরেকে সারা রাজ্য বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে কত জনকে তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেনীর কর্মী হিসাবে বিগত সরকারের আমলে ৯. এপ্রিল, ১৯৯৩ পর্য্যন্ত নিয়োগ করা হয়েছে ? (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

—: উত্তর :—

তথ্য সংগ্রহাধীন।